نِهَايَةُ الْعَالَمِ

أَشْرَاطُ السَّاعَةِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى

مَعَ صُوَرٍ وَخَرَائِطَ وَتَوْضِيحَاتٍ

ধাপে ধাপে মহান আল্লাহর দিকে

বিশ্ব যখন ধ্বংস হবে

(কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ)

(ছবি, মানচিত্র ও ব্যাখ্যা সহ)

লেখক:

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরীফী

শিক্ষক, আক্বীদা ও প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ
কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব

অনুবাদক:

মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المركز التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

ح المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العريفي، محمد بن عبدالرحمن

نهاية العالم – باللغة البنغالية./ محمد بن عبدالرحمن العريفي؛ مستفيض الرحمن حكيم عبد العزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٦هـ.

٤٠٨ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك: ٥ – ٥١ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣ – ٩٧٨

١– علامات القيامة ٢– السمعيات أ. عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم (مترجم) ب. العنوان

ديوي ٢٤٣ ١٤٣٦/٥٠٤٢

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٥٠٤٢

ردمك: ٥ – ٥١ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣ – ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد طباعته وتوزيعه مجاناً

بعد التنسيق مع المركز

الطبعة الأولى

١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م

প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা!

নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে না। জিনিস দু'টি হলো: আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ"।

(মুওয়াত্তা/মালিক : ১৫৯৪, ১৬২৮, ৩৩৩৮)

অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে- যেন আপনার সকল এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার শরীয়ত, রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁদের অনুসারীদের তরীকা মতো হয়। আর আমরা "ইনশা আল্লাহ" আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ হলো বই -পুস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়।

অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরণ সমূহের কোন কিছুর প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় যত্নবান হবো "ইনশা আল্লাহ"।

বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র
পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫
কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

মুখবন্ধ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَزْكَىٰ التَّسْلِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সর্ব জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী ও রাসূলগণের নেতা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর আরো বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ ও পবিত্র সালাম।

আমাদের এ যুগে সত্য-মিথ্যা একেবারেই মিশ্রিত বললেই চলে। ইন্টার্নেট ও লাইব্রেরীগুলোতে ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক অনুমান ভিত্তিক ধারণা ও ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। এমন কিছু আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভরশীল হয়ে যা ভবিষ্যত ঘটনাবলীর প্রতি কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে। যা মূলতঃ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কিত।

ইসলাম ও মোসলমানদের উপর যতই যাবতীয় বিপদাপদ ক্রমান্বয়েই বেড়েই চলছে ততই তারা কোন না কোন এক বা একাধিক পথ তা থেকে বের হওয়ার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখনো শুনা যায়, এই যে ইমাম মাহদী বের হয়েছেন। আবার কখনো শুনা যায়, এই যে ইহুদী বা খ্রিস্টানদের সাথে সর্বকালের সর্ববৃহৎ যুদ্ধ বেধেই যাচ্ছে। তেমনিভাবে আবার কখনো কখনো শুনা যায়, বিশ্বের পূর্বে বা পশ্চিমে সর্ববৃহৎ ভূমিধ্বসের খবর। আরো কত্তো কী?

এমনকি আমি কিছুদিন পূর্বে আফ্রিকার একটি দেশে গিয়ে দেখি তাদেরই একজন ঈসা বিন মারইয়াম হয়ে আকাশ থেকে অবতরণ করেছে।

এ জন্যই আমি কিয়ামতের আলামতগুলোর সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দেয়া নিজ দায়িত্ব বলে মনে করি। আর এ জন্যই এ বইটি রচনার কাজে হাত দেই।

পরিশেষে যাঁরা এ কিতাবের পাণ্ডুলিপিটি পড়ে তাঁদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা আদায় না করে পারছি না। তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ সালমান বিন ফাহাদ আল-'আউদাহ, ডঃ আব্দুল আজিজ আ'ল-আব্দুল লত্বীফ, শাইখ আব্দুল আজিজ আত-তুরাইফী প্রমুখ। যাঁদের একান্ত অবদান আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট পূর্ণ আশাবাদী যে, তিনি এ বইটি দিয়ে আপামর জনতাকে উপকৃত করবেন এবং তা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই গ্রহণ করবেন। উপরন্তু তিনি এ বইটিকে এমন উপকারী জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করবেন যা একদা কিয়ামতের দিন আমার পক্ষ হয়েই আমার নাজাতের জন্য সাক্ষ্য দিবে।

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরীফী
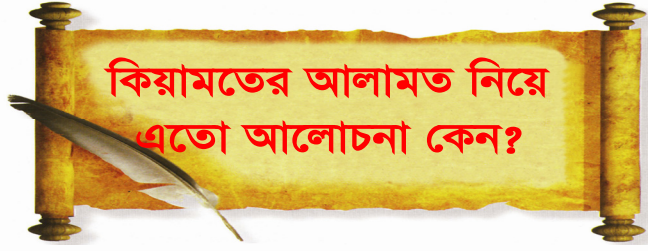
কিয়ামতের আলামত নিয়ে এতো আলোচনা কেন?

যে কোন আলোচনা বা গবেষণার কিছু না কিছু ফলাফল অবশ্যই থাকে। অতএব কিয়ামতের আলামত নিয়ে আলোচনা কিংবা গবেষণার কোন ফলাফল আমাদের জীবনে আছে কী? না কি এটি এমন কিছু সাধারণ জ্ঞান যা কেউ না কেউ শখের বশবর্তী হয়ে শিখে থাকে। যার ফলাফল বাস্তবে কিছুই নেই?

বস্তুতঃ কুর'আন ও হাদীসে কিয়ামতের আলামতের বিশদ আলোচনা রয়েছে। যার প্রভাব ও ফলাফল মানুষের জীবনে কমবেশী অবশ্যই রয়েছে। যার কিয়দংশ নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. এতে করে গাইব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়। যা ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের একটি বিশেষ স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣]

"যারা গাইব কিংবা অদৃশ্যে বিশ্বাসী, স্বালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ'র দেয়া রিযিক থেকে কিছু না কিছু তাঁর পথে ব্যয় করে।" (বাক্বারাহ: ৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُؤْمِنُوْا بِيْ وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَـهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ

"আমাকে আদেশ করা হয়েছে লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যতক্ষণ না তারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং আমি ও আমি যা নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আনে। বস্তুতঃ তারা এ কাজ করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ রক্ষা পাবে। তবে কালিমার কোন অধিকার খর্ব হলে তার

বিহিত ব্যবস্থা করা হবে। অন্যথা তাদের হিসাব আল্লাহ তা'আলার উপরই ন্যস্ত"।

(মুসলিম, হাদীস ২১)

গাইবের প্রতি ঈমান তথা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যে সকল ব্যাপারে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন এবং যা বিশুদ্ধ বর্ণনায় আমাদের নিকট পৌঁছেছে চাই তা আমরা দেখতে পাই কিংবা পাই না তা সবই সত্য। কিয়ামতের আলামতও তার একটি। যেমন: দাজ্জাল বের হওয়া, ঈসা عليه السلام এর অবতরণ, ইয়া'জূজ-মা'জূজ বের হওয়া, বিশেষ একটি পশু বের হওয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া ইত্যাদি। যা বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত।

২. কিয়ামতের আলামত সমূহ জানলে মানুষের মাঝে ইবাদতের স্পৃহা ও কিয়ামতের দিনের জন্য তৈরি হওয়ার উৎসাহ জন্মে। এরই মাধ্যমে গাফিলরা তাদের চেতনা ফিরে পায় এবং তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করতে উৎসাহী হয়। অতঃপর তারা আর দুনিয়ার প্রতি কঠিনভাবে ঝুঁকে পড়ে না। তাই রাসূল ﷺ যখন কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত অতি সন্নিকটে বলে জানতে পেরেছেন তখন তিনি তাঁর নিকটতমদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করলেন।

যায়নাব বিনতু জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ তাঁর নিকট অস্থিরাবস্থায় প্রবেশ করে বললেন:

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذَا...

"আফসোস! আরবদের জন্য। একটি অকল্যাণ তাদের অতিশয় নিকটবর্তী। আজ ইয়াজূজ-মা'জূজের দেয়াল এতটুকু খুলে দেয়া হয়েছে।

(বুখারী, হাদীস ৩৩৪৬, ৩৫৯৮ মুসলিম, হাদীস ২৮৮০)

এ জাতীয় আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে,

أَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الْـحُجَرِ يُصَلِّيْنَ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِيْ الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِيْ الْآخِرَةِ

"তোমরা হুজরাবাসী তথা আমার স্ত্রীদেরকে জাগিয়ে দাও স্বালাত আদায়ের জন্য। দুনিয়ার অনেক কাপড় পরিহিতা মহিলা আখিরাতে উলঙ্গিনী থাকবে"।

(ইবনু হিব্বান, হাদীস ৬৯১)

৩. এরই মাধ্যমে শরীয়তের কিছু মাসআলাহ-মাসায়েলও জানা যায়।

দাজ্জালের দুনিয়ায় অবতরণের হাদীসে বলা হয়েছে, তার একটি দিন এক মাস ও এক বছরের সমান হবে। তখন সাহাবায়ে কিরাম নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন,

فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا، اُقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ

"যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে এক দিনের স্বালাত আদায় করলেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? নবী ﷺ বললেন: না, তোমরা অন্য স্বাভাবিক দিনের সাথে আন্দায করে তাতে ততটুকুই স্বালাত আদায় করবে"।

(মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭, ৭৫৬০ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩২৩ আহ্মাদ্, হাদীস ১৭৬৬৬)

এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, যে শহরগুলোতে একই দিন বা রাত কয়েক মাস যাবত ধারাবাহিক চলতে থাকে তাতে অবস্থানকারী মোসলমানরা কীভাবে তাদের স্বালাতগুলো আদায় করবে।

৪. নবী ﷺ এর কিয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞান যা মূলতঃ একটি গাইবী ব্যাপার এবং যা আন্দায বা অনুমান করে বলা যায় না তা সত্যিই তাঁর রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করে। তিনি যে আল্লাহ তা'আলার একান্ত প্রেরিত রাসূল তাও নিশ্চিত। কারণ, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তো দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই জানেন। অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ ﴾ [الجن: ٢٦ – ٢٧]

"একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গাইব সম্পর্কে জানেন। যা তিনি একমাত্র তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে সাধারণত জানান না। আর তখন তিনি রাসূলের আগে-পিছে পাহারাদার নিযুক্ত করেন"। (জিন্ন: ২৬-২৭)

৫. কিয়ামতের কোন আলামত সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকলেই তো আমরা তখন সে আলামতের সাথে শরীয়ত সম্মত সঠিক আচরণ করতে পারবো। আমরা তখন তা নিয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগবো না। যেমন: আমরা যখন দাজ্জাল তথা তার কপাল, চোখ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখবো তখন আমরা তার ফিতনা থেকে বাঁচতে পারবো।

৬. ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা যদি আমরা এখন থেকেই জানতে পারি তা হলে আমরা তা অতি সহজেই গ্রহণের জন্য এখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবো। ঠিক এরই বিপরীতে যারা ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুই জানবে না তাদের জন্য যে কোন বিপদাপদ সহজেই গ্রহণ করা সত্যিই কষ্টকর হবে।

৭. কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে কোন না কোন ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কিছু না কিছু হলেও আশার সঞ্চার অবশ্যই ঘটবে। যেমন: কিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে একদা ইসলাম বিজয়ী হবে এবং তা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আর ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্ম একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তা জানা থাকলে শত বিপদ সত্ত্বেও আমাদের অন্তরে কিছু না কিছু আশার আলো অবশ্যই জ্বলতে থাকবে।

৮. মানুষ বলতেই সে নিজ স্বভাবগতভাবেই ভবিষ্যত কিংবা অদৃশ্যের ঘটনাবলী জানতে চায়। আর শরীয়তই তাকে এ ব্যাপারে সঠিক সংবাদ দিতে পারে। যখন ইসলাম জ্যোতিষী ও গণকদের মাধ্যমে ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন কিছু জানতে নিষেধ করেছে তখনই সে ওহীর মাধ্যমে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনাবলী জানার নিশ্চিত সুযোগ করে দিয়েছে। আর সেগুলোই হলো কিয়ামতের আলামত।

৯. কিয়ামতের আলামতের প্রতি ঈমান যে কারোর ঈমানকে আরো মজবুত ও শক্তিশালী এবং ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দিবে। কারণ, সে যখন কিয়ামতের কোন আলামত বাস্তবে ঘটতে দেখবে তখন ইসলামের সত্যতা তার নিকট আরো সুস্পষ্ট হবে।

এ ছাড়াও মানব জীবনে এর আরো অনেক সুফল রয়েছে যা বিশদভাবে বলার এখানে কোন অপেক্ষাই রাখে না।

কিয়ামতের আলামতগুলোর সাথে আমাদের কী ধরনের আচরণ হওয়া উচিৎ এ সংক্রান্ত কিছু নিয়মাবলী:
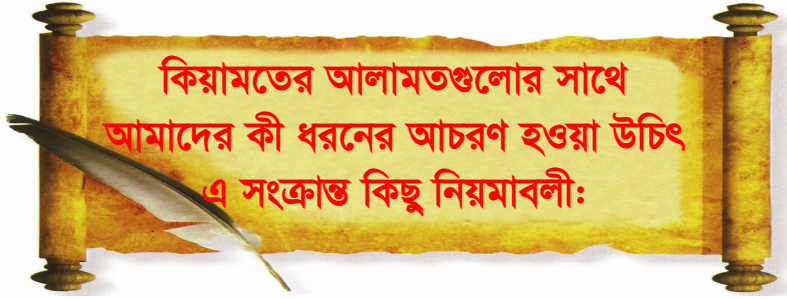
বর্তমান ও পূর্বেকার আলিমগণ কিয়ামতের আলামত নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন। আজও এ বিষয়ে অনেক নতুন নতুন বই বের হচ্ছে। এমনকি রেডিও, টিভি ও ইন্টার্নেটে কিছু দিন পর পর এ ব্যাপারে অনেক আলোচনাই হচ্ছে। এরই মধ্যে কেউ কেউ আবার কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত শরীয়তের বাণীগুলো নিয়ে বিশেষ অস্থিরতা ও এলোমেলো মনোভাবে আক্রান্ত। তাই আমি এ ব্যাপারে কিছু নিয়মাবলী উপস্থাপন করা যথাযোগ্য বলে মনে করছি। যা নিম্নরূপ:

☞ এ ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে একমাত্র কুর'আন ও বিশুদ্ধ হাদীসকেই মানতে হবে। অন্য কিছুকে নয়:

কারণ, এ দু'টোই হচ্ছে গাইব সম্পর্কে জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

[النمل: ٦٥]

"(হে নবী!) তুমি বলে দাও: দুনিয়া ও আকাশে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া গাইব জানার আর কেউ নেই। আর তারা জানে না কখন তাদেরকে আবার পুনরুত্থিত করা হবে"। (আন-নামল: ৬৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ ﴾ [الجن: ٢٦ – ٢٧]

"একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গাইব সম্পর্কে জানেন। যা তিনি একমাত্র তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে সাধারণত জানান না। আর তখন তিনি রাসূলের আগে-পিছে পাহারাদার নিযুক্ত করেন"। (জিন্ন: ২৬-২৭)

আল্লাহ তা'আলা কিছু ধর্মীয় ফায়েদার কথা খেয়াল রেখেই আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কিছু গাইবী ব্যাপার জানিয়ে দিয়েছেন। তার কিয়দংশ হলো কিয়ামতের আলামত। যা ভবিষ্যত সম্পর্কীয় গাইব।

ঠিক এরই বিপরীতে ইস্রাঈলী বর্ণনা, স্বপ্ন ও অনুমান ভিত্তিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিয়ামতের আলামত নির্ধারণ বা ভবিষ্যদ্বাণী করা কখনোই সঠিক নয়।

তেমনিভাবে কোন হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করলে তা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। চাই তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা কোন সাহাবীর সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন।

কিয়ামতের আলামতের ব্যাপারটি আবার ব্যবসায়িক রূপও ধারণ করেছে। কোন কোন লেখক নিজের বই প্রচুর বিক্রি ও পাঠক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য অপরিচিত, বিরল, মিথ্যা, আন্দায ও স্বপ্ন নির্ভরশীল বর্ণনা উল্লেখ করার প্রয়াস চালান। এ ব্যাপারে জনৈক লেখকের একটি হাস্যকর বর্ণনা উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি বলেন: তুরস্কের ইস্তাম্বুলের এক ইসলামী কুতুবখানার তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর এক বিরল পাণ্ডুলিপিতে একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। যা আবূ হুরাইরাহ, ইবনু আব্বাস্ ও আলী বিন আবু ত্বালিব رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত। যার একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, স্বয়ং আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ জাতীয় হাদীস বর্ণনা করতে ভয় পেতেন। তবে তিনি যখন নিজ মৃত্যু অতি সন্নিকটে বলে মনে করলেন তখন তিনি জ্ঞান লুকোনোর ভয়ে তাঁর পার্শ্ববর্তীদেরকে বললেন: শেষ যামানার যুদ্ধগুলোতে কী ঘটবে সে ব্যাপারে আমার নিকট একটি বিশেষ সংবাদ রয়েছে। তাঁর পার্শ্ববর্তীগণ বললেন: তা আমাদেরকে বলুন। এতে কোন অসুবিধে হবে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তখন তিনি বললেন: তেরোশ' বছর পর পাঁচ বা ছয়ের দশকে নাসের নামক জনৈক ব্যক্তি মিশরের প্রশাসক হবে। যাকে আরবরা "আরব বাহাদুর" বলে ডাকবে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন। সে কখনো সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর একান্ত একটি প্রিয় মাসে মিশরের নিশ্চিত বিজয়ের ইচ্ছা করবেন। আর তা তো তিনি করতেই পারেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ও আরবরা মিশরে একজন ফরসা ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিবেন। যার পিতা তার চেয়েও আরো ফরসা। তবে সে একদা একটি অস্থির এলাকার মসজিদে আক্বস্বার

চোরদের সাথে আঁতাত করবে।

এ দিকে শাম এলাকার ইরাকে একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি ও সুফয়ানী গোত্রের জনৈক লোকের আবির্ভাব ঘটবে। যার এক চোখের দৃষ্টি শক্তিতে সামান্যটুকু সমস্যা থাকবে। যার নামের মূলে থাকবে প্রতিরোধের অর্থ। যে তার বিরোধীকে সর্বদা প্রতিরোধের মানসিকতা বহন করবে। দুনিয়া যেন তার জন্য একটি ছোট কোটের রূপ ধারণ করবে। যেখানে সে তৈলাক্ত শরীরে প্রবেশ করবে। ইসলাম ছাড়া উক্ত সুফয়ানীর মাঝে কোন কল্যাণই থাকবে না। তার মাঝে থাকবে কল্যণ-অকল্যাণের এক অপূর্ব সমন্বয়। তবে তার পরিণতি অবশ্যই ভয়ঙ্কর যে মাহদীয়ে আমীনের খিয়ানত করবে।

হিজরী চৌদ্দশতের দশকগুলোতে বিশেষ করে এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মাহদী আমীনের আবির্ভাব ঘটবে। তিনি পুরো বিশ্ববাসীর সাথে যুদ্ধ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে ইসরা ও মি'রাজের এলাকায় তথা মাজদূন নামক পাহাড়ের পাদদেশে ইহুদি, খ্রিস্টান ও বিশিষ্ট মুনাফিকরা জড়ো হবে। তাঁর বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজ বিশ্বরাণী ব্যভিচারিণী আমেরিকা রুখে দাঁড়াবে। সে পুরো বিশ্বকে কুফরি ও ভ্রষ্টতার পথে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষভাবে ফুসলাবে। আর তখন দুনিয়ার ইহুদিরা বিশ্ব নেতৃত্বের শীর্ষে থাকবে। তারা বাইতুল-মাক্বদিসের পবিত্র ভূমির মালিক হবে। এ দিকে পুরো বিশ্ববাসী আকাশ ও সাগর পথে তাঁর বিরুদ্ধে জড়ো হবে। তবে কঠিন বরফ ও কঠিন গরম এলাকার মানুষরা নয়। তখন মাহদীয়ে আমীন এ কথা বিশ্বাস করবেন যে, দুনিয়ার সকল মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেও মহান আল্লাহ তা'আলা আরো কঠিনভাবে এ ষড়যন্ত্রের উত্তর দিতে পারেন। তিনি আরো বিশ্বাস করবেন যে, পুরো বিশ্ব তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই। তাঁর দিকেই সবাইকে একদা ফিরে যেতে হবে। পুরো বিশ্বটাই তাঁর জন্য একটি গাছের ন্যায়। যার গোড়া ও শাখা তথা সবটিরই মালিক তিনি। তখন আল্লাহ তাদের উপর কঠিনভাবে আযাব নিক্ষেপ করবেন। এমনকি তিনি আকাশ ও জল-স্থল সব কিছুই জ্বালিয়ে দিবেন। আকাশ তখন অতি নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ করবে। দুনিয়াবাসী তখন সকল কাফিরকে লা'নত করবে। তখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সকল কুফরি তিরোহিত হবে।

(কাশফুল-মানূন ফির-রাদ্দি 'আলা কিতাবি হারমাজদূন: ৫৮ মাহ্দী ওয়া ফিক্বহু আশরাতিস-সা'আহ: ৬৩৬)

☞ এ বিষয়ে বিশ্বস্ত আলিমগণের বিশেষ সহযোগিতা নিতে হবে:

এ বিষয়ে যে কারোর কোন ধরনের সন্দেহ উদ্ভূত হলে সে তা দ্রুত জনসম্মুখে প্রকাশ না করে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের শরণাপন্ন হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧]

"তোমরা যদি কোন ব্যাপারে না জানো তা হলে তা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো"। (আম্বিয়া': ৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٣]

"তারা যদি ব্যাপারটিকে রাসূল ও তাদের উপরস্থদের গোচরে আনতো তা হলে তাদের মধ্যকার তথ্যানুসন্ধানীগণ সে ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য জেনে নিতো। তোমাদের উপর যদি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো তা হলে তোমাদের কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া সবাইই শয়তানের অনুসরণ করতো। (নিসা': ৮৩)

আর এটিই ছিলো সালাফে সালিহীনদের বিশেষ অনুসরণীয় পদ্ধতি।

আবুত-তুফাইল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা কুফায় ছিলাম। তখন বলা হলো: দাজ্জাল বেরিয়েছে। তখন আমরা হুযাইফাহ বিন উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শরণাপন্ন হলাম। তখন তিনি হাদীস বর্ণনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমি বললাম: দাজ্জাল বেরিয়েছে। তিনি বললেন: বসো। আমি বসলাম। তখন তিনি আমাদের গ্রুপ প্রদানের নিকট আসলে সেও বললো: এই যে দাজ্জাল বেরিয়েছে। আর কুফাবাসীরা তাকে আক্রান্ত করছে। তখন তিনি সর্দারকেও বললেন: বসো। তখন সেও বসে পড়লো। এরপর ঘোষণা দেয়া হলো: এ হলো এক বানানো কাহিনী। তখন আমরা বললাম: হে আবূ সুরাইহা! আপনি মূলতঃ আমাদেরকে কোন কিছু বলার জন্যই বসালেন। অতএব, তা বলুন। তিনি বললেন: আরে দাজ্জাল এ সময় বেরুলে তো বাচ্চারাই তাকে পাথর মেরে শেষ করে ফেলতো। দাজ্জাল বেরুবে দ্বন্দ্ব-বিগ্রহের সময়। ধর্মীয় দুর্বলতার সময়। মানুষের পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার সময়। তখন সে সর্ব জায়গায় বিচরণ করবে। যমিন তার জন্য গুটিয়ে আনা হবে ভেড়ার চামড়ার ন্যায়।

(হাকিম, হাদীস ৮৬৫৭) হাদীসটিকে অনেকেই অশুদ্ধ বলেছেন।

☞ মানুষকে তাই বলবে যা তারা বুঝবে ও ধারণ করতে পারবে:

কেউ কেউ কিয়ামতের আলামত বলতে গিয়ে শীতলতার পরিচয় দেন। সাধারণ মানুষ কিংবা নতুন মোসলমানের সামনে এ সংক্রান্ত যে কোন কথা বলে বেড়ান। যারা এ সংক্রান্ত কথাগুলো বুঝা বা ধারণ করার ক্ষমতা এখনো অর্জন করেনি।

মূলতঃ জানা সব কথাই বলতে নেই এবং সকল শুদ্ধ কথাই প্রচার করতে নেই। কারণ, কারো কারোর মাথা সব কিছু ধারণ করতে পারে না অথবা সকল কথার সঙ্গে সে সঠিক আচরণ দেখাতে পারে না কিংবা তা যথাযথ স্থানে ফিট করতে পারে না। আর এ জন্যই আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

حَدِّثُوْا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ، أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ .

"তোমরা মানুষের সাথে তাই বলবে যা তারা বুঝবে। তোমরা কি চাও আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিথ্যুক বানাতে। (বুখারী, হাদীস ১২৭)

আল্লামাহ শাত্বিবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত হাদীসে জ্ঞানের প্রচারকে শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে। তাই কোন কোন মাসআলাহ কারো কারো জন্য উপযুক্ত মনে হলেও তা অন্যের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। (মুওয়াফাক্বাত: ৫/৩৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

أَيُّهَا النَّاسُ! تُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ؟ حَدِّثُوْا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ، وَدَعُوْا مَا يُنْكِرُوْنَ .

"হে মানুষ! তোমরা কি চাও আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যাবাদী হোক। তোমরা মানুষের সাথে তাই বলবে যা তারা বুঝবে। আর তা বলবে না যা তারা বুঝবে না। (মুসলিম/ভূমিকা: ১/৭৬)

ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُوْلُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً .

"তোমরা কারোর কাছে এমন কথা বলবে না যা তারা বুঝবে না। নতুবা তা অবশ্যই তাদের জন্য ফিতনার কারণ হবে।

(মুসলিম/ভূমিকা/যা শুনবে তা সবই বলা নিষেধ অধ্যায়)

কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত রেফারেন্স তথা কুর'আন ও সহীহ হাদীসগুলো বাস্তবভিত্তিক করার কিছু নিয়মাবলী

যুগে যুগে বিশেষ করে সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতিতে কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে বাস্তবের সাথে মিল দেয়ার বহুবিধ চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি তা নিশ্চিত করে চিহ্নিত করারও কম চেষ্টা করা হয়নি। তাই আমি এ ব্যাপারে কয়েকটি সূত্র বলার ইচ্ছা পোষণ করছি যা নিম্নরূপঃ

☞ প্রথমতঃ আমরা মূলতঃ কিয়ামত সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে বাস্তবভিত্তিক করতে কখনোই বাধ্য নইঃ

যখন একজন মানুষ স্বভাবগতভাবেই নিজ সময়কার যে কোন বিষয়ের ব্যাপারে সজাগ ও চৌকস। তখনকার যে কোন পরিস্থিতি তাকে যেভাবে প্রভাবিত করে তা পরবর্তীদেরকে ততটুকু প্রভাবিত করে না। কারণ, পরবর্তী সকলের মেধা ও চিন্তা-চেতনা পূর্ববর্তী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত নয়। প্রত্যেক যুগের মানুষ সে যুগের সমস্যাগুলোকে অতি বড় করে দেখে। এমনকি সে যুগের ছোট সমস্যাটিও তার চেখে পূর্ববর্তী বড় সমস্যার চেয়েও বড়। এ জন্যই বলা হয়ঃ

يَا زَمَــــانًا بَكَيْــتُ مِنْـــــهُ   فَلَمَّا صِرْتُ فِيْ غَيْرِهِ بَكَيْتُ عَلَيْهِ

"হে যুগ যার কারণে একদা কেঁদেছি যখন অন্য যুগে অবতীর্ণ হয়েছি তখন তার শোকে আবার কাঁদতে হয়। আহ! গত জীবন তো এর চেয়ে আরো কতই না ভালো ছিলো।

এ জন্যই বলতে হয়, একজন প্রত্যক্ষদর্শী কিয়ামতের আলামতগুলোকে এমনকি তার প্রারম্ভিক ব্যাপারগুলোকেও তখনকার চলমান পরিস্থিতির উপর ফিট করার চেষ্টা করে যদিও ইতিপূর্বে এর চেয়ে আরো ভয়ানক ব্যাপার ঘটে যাক না কেন। কারণ,

পূর্ববর্তী পরিস্থিতির প্রভাব তো তার উপর খুবই কম অথবা সে সম্পর্কে তার মোটেও জ্ঞান নেই।

তবে একজন পরিপক্ব জ্ঞানী ও পরহেযগার ব্যক্তির অধিকার রয়েছে কিয়ামতের আলামতগুলোকে যথাস্থানে ফিট করার ব্যাপারে যথেষ্ট গবেষণা করার যেমনিভাবে তা করেছেন উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর যুগের ইবনু স্বাইয়াদের ব্যাপারে। তিনি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপস্থিতিতেই বলেছিলেন: ইবনু স্বাইয়াদ একজন দাজ্জাল; অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এ ব্যাপারে কোন বাধাই প্রদান করেননি।

তবে উক্ত গবেষণার দরুন যদি মুসলিম ঐক্যে কোন ধরনের ফাটল সৃষ্টি হয় অথবা এর উপর কোন শর'য়ী বাধ্যবাধকতা কিংবা বিধান বর্তায় যার জন্য ভিন্ন প্রমাণের প্রয়োজন হয় তা হলে উক্ত গবেষককে তা করতে বাধা প্রদান করা হবে কিংবা তা থেকে বিরত না হলে তাকে শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। তবে তার পক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ থাকলে তার বিরুদ্ধে এ জাতীয় কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। যেমন: উক্ত গবেষণার ফলে যদি যুদ্ধ বাধ্যতামূলক কিংবা ফিতনার সৃষ্টি হয় অথবা এর মাধ্যমে মানুষের ইযযত হালাল করে দেয়া হয় কিংবা মুসলিম ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। তা হলে ভিন্ন দলীল ছাড়া এ জাতীয় কাজ করা জায়িয হবে না।

কিয়ামতের আলামত নিয়ে চিন্তা-ভাবনাকারী কেউ কেউ গত ও বর্তমান ইতিহাস অনুসন্ধানে অতি উৎসাহী হন। উপরন্তু কিয়ামতের আলামত কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী বহন করছে এমন হাদীসগুলোকে উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর ফিট করার চেষ্টা করেন।

যেমন: একটি হাদীসে রয়েছে,

يُوْشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لاَ يُجْبَىٰ إِلَيْهِمْ قَفِيْزٌ وَلاَ دِرْهَمٌ قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُوْنَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوْشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لاَ يُجْبَىٰ إِلَيْهِمْ دِيْنَارٌ وَلاَ مُدْيٌ قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّوْمِ .

"অচিরেই ইরাকবাসীর নিকট ক্বাফীয (মাপের একটি মাধ্যম) ও দিরহাম আমদানী করা হবে না। আমরা বললাম: কোথায় থেকে? তিনি বললেন: অনারবদের থেকে। তিনি আরো বললেন: অচিরেই শাম এলাকার লোকদের নিকট দীনার ও ছুরি আমদানী করা হবে না। আমরা বললাম: কোথায় থেকে? তিনি বললেন: রোমানদের থেকে। (মুসলিম, হাদীস ২৯১৩)

উক্ত হাদীসটি পড়ে জনৈক ব্যক্তি বললো: এটি কিয়ামতের একটি আলামত যা ১৪১০ হিজরী মোতাবিক ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছে। যখন আমেরিকা তথা অনারবদের পক্ষ থেকে ইরাকের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়েছে।

ব্যাপারটি যদিও অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। তবুও হাদীসগুলোকে মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর এ ভাবে ফিট করার মাঝে বিশেষ ত্রুটি ও পদস্খলনের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষভাবে তা যদি একান্ত নিশ্চিতভাবেই বলা হয়।

এর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর হলো কিছু হাদীসের উপর নির্ভরশীল হয়ে কোন কোন আলিমের পক্ষ থেকে দুনিয়ার নির্ধারিত বয়স বেঁধে দেয়া। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, দুনিয়ার বয়স হলো ৯০০ বছর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ১০০০ বছর। এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধ তাঁরা হলেন: ইমাম সুয়ূত্বী ও সাখাওয়ী (রাহিমাহুমাল্লাহ)।

অতএব, শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কিয়ামতের কোন নিদর্শনের ব্যাপারে এমন বলা যে, তা নিশ্চিতভাবে অমুক বছর ঘটেছে তা জায়িয নয়। যেমন: কেউ কেউ মাহদীর হাদীসগুলোকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে থাকে। এমনকি কেউ কেউ নিশ্চিতভাবে বলেই দেয় যে, ওমুকই হলো মাহদী। যার পরিণতিতে দেখা দিবে ফিতনা, রক্তপাত ও প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি।

এ জাতীয় বিষয়ে যে বইগুলো লেখা হয়েছে তার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

"আসরারুস-সা'আহ" নামক বইয়ের লেখক ফাহাদ আস-সালিম বলেন: মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দাজ্জালকে ইরানের প্রশাসক বানানো হবে। এরপর তিনি আরো বলেন: সে দাজ্জালের নাম হলো মুহাম্মাদ খাতামী। যার উপাধি আয়াতুল্লাহ গোরবাতশুফ। (আসরারুস-সাআহ/ফাহাদ আস-সালিম)

আরেকজন তার "মাসীহুদ-দাজ্জাল" নামক বইয়ে নিশ্চিত করে বলেন যে, যে মাহদীর জন্য মানুষ দীর্ঘ দিন থেকে অপেক্ষা করছে তিনি হলেন ইরাকের পূর্বেকার প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসাইন। অথচ সাদ্দামকে হত্যা করা হয়েছে ১৪২৭ হিজরী মোতাবিক ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ তথা জিলহজ্জের দশ তারিখে। (মাসীহুদ-দাজ্জাল/সাঈদ আইয়ূব)

আমীন মোহাম্মাদ জামাল তাঁর "হারমাজদূন" নামক বইয়ে দাবি করেন যে, যে সুফয়ানীর কথা কোন কোন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে সে হলো সাদ্দাম হুসাইন।

ফাহাদ আস-সালিম তাঁর "আশরাতুস-সা'আহ ওয়া হুজূমুল-গারব" নামক কিতাবে দাবি করেন যে, সুফয়ানী হলো জর্দানের পূর্বেকার প্রেসিডেন্ট বাদশাহ

হুসাইন। অথচ বাদশাহ হুসাইন ১৪২০ হিজরী মোতাবিক ৭/২/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করে।

তাই বুঝা গেলো, নিশ্চিতভাবে এ সকল দাবি করা সঠিক হয়নি। তবে যে ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হাদীসে উল্লেখ করা অমুক আলামত অমুক ঘটনার উপর পুরোপুরি ফিট হয়। আর ব্যাপারটি সবার নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিতও হয় তা হলে সে ব্যাপারে হাদীসটিকে ফিট করাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে মনে রাখতে হবে যে, এমন হাদীসকে এর সমপর্যায়ের ঘটনা কিংবা এর চেয়ে আরো সুস্পষ্ট ঘটনার উপর ফিট করার সুযোগ থাকবে। যার দৃষ্টান্তসমূহ নিম্নরূপ:

১. আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মেয়ে আসমা তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের হত্যার ঘটনায় হত্যাকারী সৈন্যদের প্রধান হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাক্বাফীকে উদ্দেশ্য করে বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বললেন:

أَنَّ فِيْ ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَمُبِيْرًا .

"নিশ্চয়ই সাক্বীফ গোত্রে একজন মিথ্যুক ও আরেকজন মানব হত্যাকারী জন্ম নিবে। মিথ্যুককে তো আমরা ইতিপূর্বেই দেখলাম। আর মানব হত্যাকারী বলতে আমি এ হাজ্জাজকেই মনে করি। তখন হাজ্জাজ তাঁর নিকট থেকে উঠে গেলো। সে আর কোন কথাই বললো না"। (মুসলিম, হাদীস ২৫১৫/২৫৪৫)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মিথ্যুক বলতে মুখতার বিন আবূ উবাইদ সাক্বাফীকে বুঝিয়েছেন। যে ছিলো একজন জঘন্য মিথ্যাবাদী। তার একটি নিকৃষ্ট মিথ্যা কথা হলো, তার নিকট নাকি জিব্রীল (عليه السلام) ওহী নিয়ে আসতেন। বিশিষ্ট আলিমগণও এ ব্যাপারে একমত যে, মিথ্যুক বলতে মুখতার বিন আবূ উবাইদকেই বুঝানো হচ্ছে। আর মানব হত্যাকারী বলতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকেই বুঝানো হচ্ছে। (শারহু সাহীহি মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৮/৩২৮ হাদীস ২৫৪৫)

২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، تُضِيْءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى.

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না হিজায ভূখণ্ড তথা মক্কা-মদীনা থেকে আগুন বের হয়। যে আগুনের আলোয় বুস্বরা (শাম এলাকার বর্তমান হুরান শহর) এলাকার উটের গলা মানুষের নযরে পড়বে"। (বুখারী, হাদীস ৭১১৮ মুসলিম, হাদীস ২৯০২)

এ আগুন ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে। কেউ কেউ বলেন: এ আগুন তিন মাস যাবৎ স্থায়ী ছিলো। মদীনার মহিলারা এর আলোতে কাপড় বুনতো।

আবূ শামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: ৬৫৪ হিজরীর ৩ ই জুমাদাস সানী মোতাবিক ২৯/৫/১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার দিবাগত রাত্রিতে মদীনায় এক ভয়ঙ্কর আওয়ায শুনা যায়। অতঃপর ভূমিকম্প। যে ভূমিকম্পের ফলে যমিন, ঘরের দেয়াল, ছাদ, গাছের কাঠ ও দরজাগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা উক্ত মাসের জুমার দিন পর্যন্ত প্রকম্পিত হচ্ছিলো। এরপর দেখা গেলো বনী কুরাইযার নিকটবর্তী হাররাহ এলাকায় এক ভীষণ আগুন। যা মদীনার ভেতর থেকে আমরা নিজ ঘরে বসেই দেখছিলাম। যে ভীষণ আগুন কয়েকটি উপত্যকা অতিক্রম করে "শাযা" উপত্যকা পর্যন্ত পানির ন্যায় বয়ে যাচ্ছিলো। যা অট্টালিকার ন্যায় জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়াচ্ছিলো। (তাযকিরাহ/কুরতুবী: ৫২৭)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমাদের যুগেই হিজরী ছয় শত চুয়ান্ন শতাব্দীতে মদীনার পূর্ব দিকের "হাররাহ" এর পেছনে এ আগুন দেখা যায়। ধারাবাহিক সূত্রে এক বিশাল জনগোষ্ঠী এ আগুন বের হওয়ার খবর প্রচার করে।

(মুসলিম/শরহুন নাওয়াওয়ী ১৮/২৮ হাদীস ২৯০২)

হাফিয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমার মনে হয়, উক্ত আগুন মদীনার প্রত্যন্ত অঞ্চলেই দেখা গিয়েছিলো। যা ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্যদের ধারণাও বটে।
(ফাতহুল-বারী: ২০/১২৮ হাদীস ৭১১৯)

৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَتَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَكْثُرَ الْـهَرَجُ، قِيْلَ: وَمَا الْـهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ফিতনা প্রকাশ পায়, মিথ্যা বেড়ে যায়, বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হয়, সময় সংক্ষিপ্ত ও হারজ বেড়ে যায়। বলা হলো: হারজ মানে কী? তিনি বললেন: হারজ মানে প্রচুর হত্যাকাণ্ড। (আহমাদ ২/৫১৯)

শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল-বারীর টিকায় বলেন: উক্ত হাদীসে বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া বলতে যা সহজেই বুঝা যায় তা হলো উড়োজাহাজ, গাড়ী, রেডিও ইত্যাদির আবিষ্কারের ফলে বর্তমান যুগের শহর-

অঞ্চলগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া, এগুলোর খবরাখবর সহজেই পাওয়া ও এগুলোর মধ্যকার দূরত্ব কমে যাওয়া।

☞ দ্বিতীয়তঃ কিয়ামতের আলামতগুলো যে কিয়ামতের খুব নিকটবর্তী সময়েই ঘটতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। বরং তা এর অনেক পূর্বেও ঘটতে পারেঃ

কিয়ামতের আলামতগুলো এমন যে, কিয়ামত যে অতি সন্নিকটে সেগুলো তাই বুঝায়। চাই আলামতগুলো কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হোক অথবা অনেক দূরে।

যেমনঃ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

"আমাকে এবং কিয়ামতকে এতো নিকটবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে যে, যেমন একটি আঙ্গুল আরেকটি আঙ্গুলের একেবারেই পাশাপাশি"।

(বুখারী, হাদীস ৫৩০১/৬৫০৪ মুসলিম, হাদীস ২৯৫১)

হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি ও তাঁর মৃত্যু কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ। যদিও এ ছাড়া আরো অন্যান্য আলামতগুলো এর পরপর কিংবা কিয়ামতের আরো নিকটবর্তী সময়েই সংঘটিত হবে।

অতএব, কিয়ামতের আলামতগুলোকে তা সংঘটিত হওয়ার সময়ের বিবেচনায় তিনভাগে ভাগ করা যায়। যা নিম্নরূপঃ

- যা ইতিপূর্বে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেয়া হুবহু সংবাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। যেমনঃ তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তি ও মৃত্যু এবং নবুওয়াতের দাবিদারদের আবির্ভাব ইত্যাদি।
- যা ইতিমধ্যে প্রারম্ভিকভাবে দেখা দিয়েছে। তবে তা ধীরে ধীরে আরো বাড়তে থাকবে। যেমনঃ বাজারগুলো নিকটবর্তী হওয়া, লেখালেখির প্রচার-প্রসার ও হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।
- যা এখনো সংঘটিত হয়নি। তবে তা অচিরেই সংঘটিত হবে। যেমনঃ কিয়ামতের পূর্বে একটি বিশেষ পশু ও দাজ্জালের আবির্ভাব ইত্যাদি।

☞ তৃতীয়তঃ কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে অমূলকভাবে বাস্তব ঘটনাবলীর উপর ফিট করা সত্যিই ভয়ঙ্কর যা নিম্নরূপঃ

১. এ জাতীয় কর্মকাণ্ড সত্যিই দলীল-প্রমাণ ছাড়া কিংবা অনুমান নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর কোন কথা চাপিয়ে দেয়ার শামিল।

কারণ, আপনি যখন সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে এ কথা বললেন যে, ওমুক হাদীসের ওমুক আলামতটি এত এত তারিখে সংঘটিত হয়েছে। এ কথারও তো সরাসরি শরীয়তের পক্ষ থেকে কিংবা গবেষণালব্ধ প্রমাণের প্রয়োজন। অথচ আপনার নিকট এমন কোন প্রমাণ নেই। উপরন্তু একজন সত্যিকার মু'মিন যথাযথ যাচাই-বাছাই বিহীন শরীয়তের কোন বিধান কিংবা ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে এভাবে কোন কথাই বলতে পারে না।

২. এ জাতীয় কর্মকাণ্ড বৈধ কাজ ছেড়ে অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার শামিল। যেমনঃ কেউ এমন কিছু বই পড়লো যে বইয়ের লেখকরা এ কথা নিশ্চিতভাবে বলেছে যে, ওমুক লোক মাহদী। তখন সে উক্ত মাহদীর অপেক্ষা ও তাঁর আবির্ভাবের সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। এমনকি সে তখনকার সময়ের যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ঘোড়া ও তলোয়ার খরিদ করলো। কেউ কেউ আবার বিয়ে-শাদি ও ঘর তৈরির সিদ্ধান্ত রহিত করলো। কারণ, সে জানে ইমাম মাহদীর আগেই দাজ্জাল বেরুবে। আরো কত্তো কী!

৩. কখনো এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্ম নিবে যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে মিথ্যুক বলবে।

যেমনঃ কারোর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা হলো যে, সে মাহদী। অথচ প্রমাণিত হলো সে মাহদী নয়। তখন কেউ কেউ হয়তো বা মাহদীর হাদীসগুলোকে অস্বীকার করে বসবে। তেমনিভাবে অন্য কোন আলামতের ব্যাপারেও নিশ্চিত কোন প্রমাণ ছাড়া তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে বাস্তবের উপর ফিট করলে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।
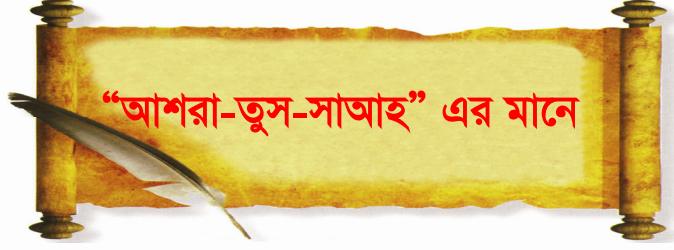
"আশরাত্ব" শব্দটি বহু বচন। যার এক বচন হলো "শারাতুন"। যার মানে হলো আলামত। সুতরাং "আশরা-তুস-সাআহ" এর মানে হলো কিয়ামতের আলামত ও কারণসমূহ। যেগুলো পুরোপুরি পাওয়া গেলেই কিয়ামত কায়িম হবে।

(আস-সিহাহ/জাওহারী: ৩/১৩৬ গারীবুল-হাদীস/ইবনুল-আসীর: ২/৪৬০)

"সাআহ" মানে এমন সময় যখন কিয়ামত কায়িম হবে। সাআহ এ জন্যই বলা হলো। কারণ, কিয়ামত মুহূর্তের মধ্যেই কায়িম হবে। তখন একই চিৎকারে আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টি জীব মারা যাবে। (গারীবুল-হাদীস/ইবনুল-আসীর: ২/৪৬০)

কিয়ামতের আলামতগুলোর প্রকারভেদ:

কিয়ামতের আলামতগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। যা নিম্নরূপ:

১. ছোট আলামত। এটি আবার দু' প্রকার।

ক. দূরবর্তী আলামত:

দূরবর্তী আলামত বলতে এমন কিছু ছোট আলামতকে বুঝানো হয় যা প্রকাশিত হয়েছে ও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কারণ, এগুলো কিয়ামত কায়িম হওয়ার অনেক আগেই সংঘটিত হয়েছে। যেমন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া ও মদীনার ঐতিহাসিক অগ্নিকাণ্ড।

খ. মধ্যবর্তী আলামত:

মধ্যবর্তী আলামত বলতে এমন কিছু ছোট আলামতকে বুঝানো হয় যা ইতিপূর্বে প্রকাশ পেয়েছে এবং তা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বরং তা এখনো প্রকাশ পাচ্ছে তবে আরো বেশি হারে। এগুলোর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যেমন: বান্দির তার প্রভুকে জন্ম দেওয়া, কাপড়-জুতোবিহীন ছাগল রাখালদের বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতা ও তিরিশ জন নবুওয়াতের মিথ্যুক দাবিদারদের আবির্ভাব।

২. বড় আলামত:

বড় আলামত বলতে এমন কিছু আলামতকে বুঝানো হয় যে আলামতগুলোর আবির্ভাবের পর পরই কিয়ামত কায়িম হবে। সেগুলো দশটি। তবে তা এখনো প্রকাশ পায়নি।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেন: তোমরা কী আলাপ-আলোচনা করছিলে? আমরা বললাম: আমরা এতক্ষণ কিয়ামত সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّىٰ تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلاَثَةَ خُسُوْفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড়ো বড়ো আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন: ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজ, তিন প্রকারের ভূমি ধস: পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস। সর্বশেষ নিদর্শনটি হলো ইয়েমেনের আগুন যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯০১)

কোন কোন হাদীসে মাহদীর আবির্ভাব, কা'বা শরীফ ধ্বংস ও যমিন থেকে কুর'আন মাজীদ উঠে যাওয়ার ব্যাপারটিও আলোচিত হয়েছে।

ছোট ছোট আলামতগুলো

ছোট ছোট আলামতগুলো আবার দু' প্রকার যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

ক. যে আলামতগুলো ঘটে গেছে:

১. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি।

২. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মৃত্যু।

৩. চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া।

৪. সকল সাহাবায়ে কিরামের দুনিয়া থেকে বিদায়।

৫. বাইতুল-মাক্বদিসের বিজয়।

৬. ছাগলের "কুআস" রোগের ন্যায় বিপুল হারে মানুষের মৃত্যু।

৭. সব রকমের ফিতনার ব্যাপক আবির্ভাব।

৮. রকমারী চ্যানেলের আবির্ভাব।

৯. সিফফীন যুদ্ধ সম্পর্কে নবী ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী।

১০. খারিজীদের আবির্ভাব।

১১. নবুওয়াতের মিথ্যুক দাবিদারদের আবির্ভাব।

১২. সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার ছড়াছড়ি।

১৩. হিজাযের দিকে এক বড় অগ্নিকাণ্ডের আবির্ভাব।

১৪. তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ।

১৫. এমন যালিমদের আবির্ভাব যারা মানুষকে অযথা বেত্রাঘাত করবে।

১৬. অত্যধিক হত্যাকাণ্ড।

১৭. আমানতের খিয়ানত ও তা মানুষের অন্তর থেকে উঠে যাওয়া।

১৮. পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসরণ।

১৯. বান্দি তার প্রভুকে জন্ম দেওয়া।

২০. কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী মহিলাদের আবির্ভাব।

২১. উলঙ্গ, খালি পা ছাগল রাখালদের বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতা।

২২. শুধুমাত্র সমাজের বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে সালাম দেয়া।

২৩. অত্যধিক ব্যবসা-বাণিজ্য।

২৪. ব্যবসায় স্বামীর সাথে মহিলাদের অংশগ্রহণ।

২৫. কিছু ব্যবসায়ীর বাজারের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব।

২৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

২৭. সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রাখা।

২৮. মূর্খতার ছড়াছড়ি।

২৯. দুনিয়ার অত্যধিক লোভ ও সীমাহীন কার্পণ্য।

৩০. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।

৩১. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার।

৩২. অশ্লীলতার ছড়াছড়ি।

৩৩. আমানতদারকে খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা।

৩৪. বুদ্ধিমানদের বিদায় ও নিচু লোকদের আবির্ভাব।

৩৫. সম্পদের উৎস সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়া তথা তা কী হালাল না হারাম এর কোন তোয়াক্কা না করা।

৩৬. ফাই তথা যুদ্ধের সহজলব্ধ সম্পদ নির্দিষ্ট খাতসমূহে বন্টন না করে ধনীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভাগাভাগি করে পুরোটা নিয়ে যাওয়া।

৩৭. আমানতকে গনীমতের মাল মনে করা।

৩৮. মানুষ স্বেচ্ছায় যাকাত দিতে উৎসাহী না হওয়া বরং তা জরিমানা বলে মনে করা।

৩৯. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া দুনিয়ার যে কোন সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা।

৪০. পুরুষের তার স্ত্রীর অনুগত ও মায়ের অবাধ্য হওয়া।

৪১. ছেলের তার বন্ধুকে কাছে টানা ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া।

৪২. মসজিদে উচ্চ স্বরে আওয়ায ও শোরগোল করা।

৪৩. বংশে বংশে ফাসিকদের নের্তৃত্ব।

৪৪. কোন বংশের নেতা তাদের নিকৃষ্ট লোকটিই হওয়া।

৪৫. কারোর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান করা।

৪৬. ব্যভিচারকে হালাল মনে করা।

৪৭. পুরুষের জন্য সিল্ক পরা হালাল মনে করা।

৪৮. মদ পান হালাল মনে করা।

৪৯. গান ও বাদ্যযন্ত্র হালাল মনে করা।

৫০. মানুষ নিজের মৃত্যু নিজেই কামনা করা।

৫১. এমন এক সময় আসা যাতে মানুষ সকালে মু'মিন ও বিকেলে কাফির হয়ে যাবে।

৫২. মসজিদগুলোকে অত্যধিক সুসজ্জিত ও তা নিয়ে পরস্পর গর্ব করা।

৫৩. ঘরগুলোকে অত্যধিক সুসজ্জিত করা।

৫৪. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বজ্রপাত বেড়ে যাওয়া।

৫৫. লেখালেখির প্রচুর ছড়াছড়ি।

৫৬. মুখ দিয়ে সম্পদ অর্জন ও তা নিয়ে গর্ব করা।

৫৭. কুরআন ছাড়া অন্যান্য বই-পুস্তকের আধিক্য।

৫৮. এমন সময় আসা যাতে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব বেশি তবে সত্যিকার আলিম ও জ্ঞানীর সংখ্যা খুবই কম হবে।

৫৯. ছোট তথা অল্প জ্ঞানের লোকদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করা।

৬০. হঠাৎ মৃত্যু।

৬১. সমাজে নিচু লোকদের নেতৃত্ব।

৬২. সময়ের দ্রুত গমন।

৬৩. ছোট লোকদের বড় বড় বিষয়ে কথা বলা।

৬৪. সমাজের সাধারণ লোকটিই দুনিয়ার বড় ভাগ্যবান ব্যক্তি হওয়া।

৬৫. মসজিদগুলোকে হাঁটার রাস্তা বানানো।

৬৬. বিয়ের মোহর অত্যধিক বেড়ে যাওয়া পুনরায় কমে যাওয়া।

৬৭. ঘোড়ার দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়া পুনরায় কমে যাওয়া।

৬৮. হাট-বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া।

৬৯. সকল জাতি মুসলিম জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়া।

৭০. মানুষ স্বালাতের ইমামতি করতে উৎসাহী না হওয়া।

৭১. মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হওয়া।

৭২. যত্রতত্র মিথ্যার ছড়াছড়ি।

৭৩. মানুষের মধ্যকার ভালোবাসা উঠে যাওয়া।

৭৪. অত্যধিক ভূমিকম্প।

৭৫. মহিলাদের আধিক্য।

৭৬. পুরুষদের স্বল্পতা।

৭৭. প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও ব্যভিচার।

৭৮. কুরআন পড়ে টাকা নেয়া।

৭৯. মানুষ ক্রমান্বয়ে বেশি মোটা হয়ে যাওয়া।

৮০. এমন মানুষের আবির্ভাব হওয়া যাদের নিকট সাক্ষ্য না চাওয়া হলেও তারা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা।

৮১. এমন মানুষের আবির্ভাব হওয়া যারা মানত করবে; অথচ তা পুরা করবে না।

৮২. শক্তিশালী ব্যক্তির দুর্বলকে গ্রাস করা।

৮৩. আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার না করা।

৮৪. রোমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ও আরবদের সংখ্যা কমে যাওয়া।

খ. যে আলামতগুলো এখনো দেখা যায়নি:

৮৫. মানুষের মাঝে ধন-সম্পদের অত্যাধিক্য।

৮৬. যমিন তার ধন-ভাণ্ডার বের করে দেয়া।

৮৭. চেহারার বিকৃতি।

৮৮. ভূমিধসের আবির্ভাব।

৮৯. আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ।

৯০. এমন অতি বৃষ্টি যা থেকে কোন ঘরই রক্ষা পাবে না।

৯১. বেশি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জমিনে ফলন কম হওয়া।

৯২. এমন ফিতনা যা আরবদেরকে প্রায় শেষ করে দিবে।

৯৩. মোসলমানদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে গাছের কথা বলা।

৯৪. মোসলমানদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পাথরের কথা বলা।

৯৫. মোসলমানদের ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করা।

৯৬. ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হওয়া।

৯৭. এমন সময় আসা যখন মানুষকে প্রকাশ্য অপরাধ কিংবা অক্ষমতার মধ্যকার কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে।

৯৮. আরব উপদ্বীপ নদ-নদী ও শ্যামলতায় ভরে যাওয়া।

৯৯. আহলাসের ফিতনার আবির্ভাব।

১০০. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ফিতনার আবির্ভাব।

১০১. ভয়ানক এক ফিতনার আবির্ভাব।

১০২. এমন সময় আসা যখন একটি সাজদাহ দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছুর সমান মনে হবে।

১০৩. নতুন চাঁদ বড় আকারে দেখা যাওয়া।

১০৪. এমন সময় আসা যখন সবাই শাম এলাকায় অবস্থান করবে।

১০৫. মোসলমান ও রোমানদের মাঝে সর্ব বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া।

১০৬. কুস্তানত্বীনিয়্যাহ তথা ইস্তাম্বুল বিজয় (এটি মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ এর বিজয় ভিন্ন অন্যটি)।

১০৭. মিরাস বন্টন না হওয়া।

১০৮. মানুষ গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) পেয়ে আনন্দিত না হওয়া।

১০৯. মানুষ পুরাতন অস্ত্র ও বাহনের দিকে ফিরে যাওয়া।

১১০. বাইতুল-মাক্বদিস আবাদ হওয়া।

১১১. মদীনা শহরটি আবাসকারী ও সাক্ষাৎকারী শূন্য হয়ে একটি অনাবাদি শহরে পরিণত হওয়া।

১১২. মদীনা তার খারাপ লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া যেভাবে রেত লোহার জং দূর করে দেয়।

১১৩. পাহাড়গুলো নিজ জায়গা থেকে সরে যাওয়া।

১১৪. জনৈক ক্বাহত্বানীর আবির্ভাব যাকে সবাই নেতা হিসেবে মেনে নিবে।

১১৫. জাহজাহ নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব।

১১৬. হিংস্র পশু ও জড় পদার্থের মানুষের সাথে কথা বলা।

১১৭. লাঠির মাথার কথা বলা।

১১৮. জুতোর ফিতার কথা বলা।

১১৯. মানুষের রানের তার স্ত্রীর খবরাখবর বলে দেয়া।

১২০. ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হওয়া ছাড়া কিয়ামত কায়িম না হওয়া।

১২১. মানুষের অন্তর ও কুরআন মাজীদ থেকে কুরআনের অক্ষর ও বাণীগুলো উঠে যাওয়া।

১২২. একটি সেনা দলের বাইতুল্লাহ অভিমুখে যুদ্ধ করা। যাদের শুরু ও শেষ তথা সবাইকে মাটির নিচে তখন ধসিয়ে দেয়া হবে।

১২৩. কা'বা অভিমুখে হজ্জ করা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

১২৪. আরব্য কিছু বংশের মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাওয়া।

১২৫. কুরাইশ বংশ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

১২৬. ইথিওপিয়ার জনৈক ব্যক্তির হাতে কা'বা ধ্বংস হওয়া।

১২৭. এমন এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হওয়া যার দরুন সকল মু'মিন মৃত্যু বরণ করবে।

১২৮. মক্কার বাড়ি-ঘর উঁচু হওয়া।

১২৯. পরের উম্মত শুরুর উম্মতকে লা'নত করা।

১৩০. নতুন যানবাহন তথা গাড়ি ইত্যাদি বের হওয়া।

১৩১. মাহদীর আবির্ভাব।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের আলামতগুলো দু' প্রকার: কিছু বড় আর কিছু ছোট। আর উভয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, বড় আলামতগুলো বের হওয়ার পরপরই কিয়ামত কায়িম হবে এবং এগুলোর প্রভাবও অনেক বেশি। যা সকল মানুষই টের পাবে। আর ছোট ছোট আলামতগুলো কিয়ামতের অনেক আগেই দেখা দিবে। তা কোন কোন জায়গায় ঘটবে। আবার কোন কোন জায়গায় ঘটবে না। কোন কোন জাতি তা টের পাবে। আবার কোন কোন জাতি তা টের পাবে না।

আমরা এখন কিয়ামতের ছোট ছোট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো। এ ব্যাপারে যত আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা খুঁজে দেখবো। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই হাদীস ও আসারগুলোর বিশুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতা রক্ষা করা হবে।

১. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তি কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি প্রমাণ ও নিদর্শন এবং সেটি কিয়ামতের ছোট আলামতগুলোর মধ্যে সর্ব প্রথম।

সাহল বিন সাআদ ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলেন:

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

"আমাকে এবং কিয়ামতকে এতো নিকটবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে যে, যেমন একটি আঙ্গুল আরেকটি আঙ্গুলের একেবারেই পাশাপাশি"।

(বুখারী, হাদীস ৪৯৩৬, ৬৫০৩, ৬৫০৪ মুসলিম, হাদীস ২৯৫১)

তিনি আরো বলেন:

بُعِثْتُ فِيْ نَسَمِ السَّاعَةِ

"আমাকে কিয়ামতের প্রাদুর্ভাব কালেই পাঠানো হয়েছে"।

(দূলাবী/কুনা ১/২৩ ইবনু মানদাহ/মা'রিফাহ ২/২৩৪/২)

কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আলামতগুলোর সর্ব প্রথম হচ্ছে নবী ﷺ। কারণ, তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁকে এমন সময় পাঠানো হয়েছে যে, তিনি ও কিয়ামতের মাঝে আর কোন নবী আসবেন না।

(তাযকিরাহ: ২/৩০৯)

২. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মৃত্যু বরণ:

নবী ﷺ এর মৃত্যুর সংবাদ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার শুরুর আলামতগুলোর একটি।

আউফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ এর নিকট তাবূক যুদ্ধের সময় এসেছিলাম। তখন তিনি চামড়ার তৈরি একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আর তখন তিনি বলেন:

أُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِيْ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّىٰ يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَىٰ بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِيْ الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ، فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

"কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি বিষয় গুনে রাখো যা অবশ্যই ঘটবে। আমার মৃত্যু অতঃপর বাইতুল-মাক্বদিসের বিজয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে ছাগলের "কুআস" রোগের ন্যায় বিপুল হারে মৃত্যু দেখা দিবে। (যা দেখা দিলে ছাগলের নাক দিয়ে কিছু একটা বের হয়ে ছাগলটি হঠাৎ মরে যায়)। অতঃপর মানুষের মাঝে ধন-সম্পদের অত্যাধিক্য দেখা দিবে। এমনকি কাউকে একশ'টি দীনার সাদাকা দিলেও সে খুশি হবে না। (মানুষ তখন

ধনী হয়ে যাবে। যার দরুন কাউকে খুশি করতে হলে তাকে হাজার হাজার দীনার দিতে হবে) অতঃপর এমন ফিতনা দেখা দিবে যা আরবদের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর তোমাদের মাঝে ও রোমানদের (বর্তমান যুগের ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানরা) মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে আশিটি ঝাণ্ডার অধীনে যুদ্ধ করবে। প্রত্যেক ঝাণ্ডার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য"।

(বুখারী, হাদীস ৩১৭৬)

রাসূল ﷺ এর মৃত্যু ছিলো মোসলমানদের এক বড় বিপদ। রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কিরামের চোখের সামনে পুরো মদীনা ভারী অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছিলো। কারণ, তাঁর মৃত্যুতে আকাশ থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর তখন উম্মতের মাঝে সর্ব প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছে। আরবদের কেউ কেউ ইসলাম ছেড়ে দিয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে।

৩. চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾

[القمر: ١ – ٢]

"কিয়ামত একেবারেই অত্যাসন্ন; চাঁদ তো বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে: এটা তো সেই আগের থেকে চলে আসা যাদু"।

(ক্বামার: ১-২)

হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

قَدْ كَانَ هَذَا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِالْأَسَانِيْدِ

الصَّحِيْحَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ قَدْ وَقَعَ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ كَانَ إِحْدَى الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ .

"এটি রাসূল ﷺ এর যুগেই ঘটেছিলো। যা ধারাবাহিক সূত্রে তথা বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, চন্দ্র দিখণ্ডিত হওয়া নবী ﷺ এর যুগেই ঘটেছিলো। আর তা ছিলো একটি অত্যাশ্চর্য মু'জিযাহ।

(ইবনু কাসীর: ৭/৪৭২)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً؛ فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ .

"মক্কাবাসীরা রাসূল ﷺ এর নিকট একটি নিদর্শন কামনা করছিলো। আর তখনই তিনি তাদেরকে চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া দেখালেন"।

(বুখারী, হাদীস ৩৬৩৭ মুসলিম ৪/১১৫৮ হাদীস ২৮০২)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمِنًى إِذِ انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ دُوْنَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اشْهَدُوْا .
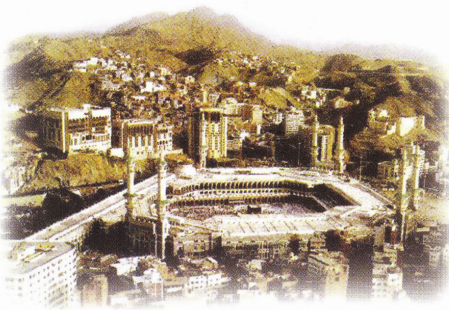
মসজিদে হারামের পেছনে আবু কুবাইস পাহাড়

"আমরা একদা রাসূল ﷺ এর সাথে মিনায় অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ চাঁদটি দু' টুকরো হয়ে গেলো। এক টুকরো পাহাড়ের পেছনে এবং আরেক টুকরো পাহাড়ের সামনে। তখন রাসূল ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকো"।

(বুখারী, হাদীস ৩৬৩৬ মুসলিম ৪/১১৫৮ হাদীস ২৮০০)

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা মুশরিকরা রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললো: আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তা হলে চাঁদটিকে দু' টুকরো করে আমাদেরকে দেখান। যার এক টুকরো থাকবে "আবূ

কুবাইস” পাহাড়ে। আরেক টুকরো থাকবে “কুআইকিআন” পাহাড়ে। আর সে রাতটি ছিলো চৌদ্দ তারিখের ভরা চাঁদনী রাত। তখন রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুর নিকট ফরিয়াদ করলেন যেন তিনি ওদের চাওয়াটা পূরণ করেন। তখন চাঁদটি দু’ টুকরো হয়ে গেলো। এক টুকরো “আবূ কুবাইস” পাহাড়ে। আরেক টুকরো “কুআইকিআন” পাহাড়ে। আর রাসূল ﷺ বললেন: তোমরা সাক্ষী থাকো।

আবূ নু‘আইম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর “দালায়িলুন-নুবুওয়াহ” নামক বইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে হাদীসটি একেবারেই বিশুদ্ধ নয়।

৪. সকল সাহাবায়ে কিরামের দুনিয়া থেকে বিদায়:

নবী ﷺ এর পর সাহাবায়ে কিরাম হলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ।

আবূ মূসা ও আবূ বুরদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ.

“তারকাসমূহ আকাশের জন্য নিরাপত্তা সরূপ। অতএব তারকা চলে গেলে আকাশের যা ঘটার তাই ঘটবে। আর আমি হচ্ছি নিরাপত্তা সরূপ আমার সাহাবায়ে কিরামের জন্য। অতএব আমি চলে গেলে আমার সাহাবায়ে কিরামের যা ঘটার তাই ঘটবে। তেমনিভাবে আমার সাহাবায়ে কিরাম আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা সরূপ। অতএব আমার সাহাবায়ে কিরাম চলে গেলে আমার উম্মতের যা ঘটার তাই ঘটবে”। (মুসলিম, হাদীস ২৫৩১/৪৬০৩)

উক্ত হাদীসে সাহাবায়ে কিরামের বিদায়ের পাশাপাশি কিয়ামতের আরো দুটি আলামতের কথাও উল্লেখ করা

হয়েছে। তারকাসমূহের বিলুপ্তি ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গের অবতরণ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যু।

এ ছাড়াও অন্য এক বিশুদ্ধ বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, নেককারগণ একের পর এক দুনিয়া থেকে চলে যাবে। অতঃপর নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়িম হবে।

৫. বাইতুল-মাক্বদিসের বিজয়ঃ

যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন তখন বায়তুল-মাক্বদিস রোমান খ্রিস্টানদের অধীনে ছিলো। আর রোম ছিলো তখন শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র। অথচ তখনই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে বাইতুল-মাক্বদিস বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। এমনকি তিনি এটিকে কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসেবেও আখ্যায়িত করলেন। যা আউফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে এসেছে। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের আলামত হিসেবে ছয়টি জিনিস উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে বায়তুল-মাক্বদিসের বিজয় অন্যতম।

(বুখারী, হাদীস ৩১৭৬)

বাইতুল-মাক্বদিসের ছবি

উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে তথা ষোল হিজরী মুতাবিক ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাইতুল-মাক্বদিসের মহা বিজয় সাধিত হয়। তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বাইতুল-মাক্বদিসকে কুফরিমুক্ত করেন এবং সেখানে একটি মসজিদও তৈরি করেন।

মূলতঃ বাইতুল-মাক্বদিস দু' বার স্বাধীন হয়। একবার উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে। আরেকবার আইয়ূবী রাষ্ট্রের অধীনে। সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (রাহিমাহুল্লাহ) ৫৮৩ হিজরী মুতাবিক ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাইতুল-মাক্বদিসকে দ্বিতীয়বার স্বাধীন করেন।

আবারো ইনশাআল্লাহ একদা বাইতুল-মাক্বদিস স্বাধীন হবে এক দল মু'মিনের হাতে। এমনকি তখন গাছ ও পাথর বলবে: হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দাহ! এই যে ইহুদি আমার পেছনে লুক্কিয়ে আছে। আসো। তাকে হত্যা করো।

(মুসলিম, হাদীস ২৯২১)

আগামীতে বাইতুল-মাক্বদিসের আশেপাশে মোসলমান ও ইহুদিদের মধ্যকার যুদ্ধের কিছু ঘটনা তুলে ধরা হবে। ইনশাআল্লাহ।

৬. ছাগলের "কুআস" রোগের ন্যায় বিপুল হারে মানুষের মৃত্যুঃ

এটি কিয়ামতের একটি আলামত। আরবীতে "মূতান" মুবালাগাহর শব্দ যা অধিক মৃত্যু বুঝায়। যা মহামারীর ন্যায় দলে দলে মানুষের মৃত্যু ঘটায়। কারো কারো মতে তা আমওয়াস নামক মহামারীতে ঘটেছে। এমন মহামারী দেখা দিলে শরীরের এখানে সেখানে ফোস্কা ফুটে। যা অত্যন্ত জ্বলন ও ব্যথা সৃষ্টি করে। যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সংক্রামক ও জীবন বিনাশী। আমওয়াস বায়তুল-মাক্বদিসের নিকট ফিলিস্তিনের একটি এলাকার নাম। (মু'জামুল-বুলদানঃ ৪/১৭৭)
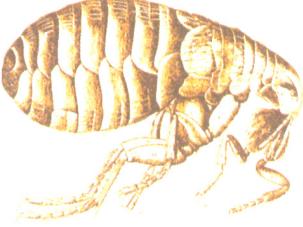
মহামারীর ভাইরাস

উক্ত মৃত্যুর ব্যাপারটি আউফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে এসেছে। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের আলামত হিসেবে ছয়টি জিনিস উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে ছাগলের "কুআস" রোগের ন্যায় বিপুল হারে মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারিটি অন্যতম। (বুখারী, হাদীস ৩১৭৬)
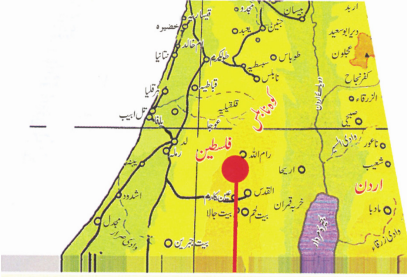
আমওয়াস এলাকা

আমওয়াস মহামারীর ঘটনাটি উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে শাম এলাকায় বাইতুল-মাক্বদিসের বিজয়ের পর আঠারো হিজরী সনে ঘটেছিলো। তাতে ২৫ হাজার মোসলমান মৃত্যু বরণ করে। এমনকি এ মহামারীতে নেতৃস্থানীয় এক দল বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামও মৃত্যু বরণ করেন। যেমনঃ মুআয বিন জাবাল, আবূ উবাইদাহ,

ভাইরাসে আক্রান্ত

শুরাহবীল বিন হাসানাহ, ফাযল বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব সহ আরো অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

ছাগলের কুআস রোগ বলতে এমন এক রোগকে বুঝানো হয় যা কোন পশুর মধ্যে দেখা দিলে তার নাক দিয়ে লাগাতার কিছু একটা বের হয়ে হঠাৎ তার মৃত্যু হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত মহামারীকে ছাগলের কুআস রোগের সাথে এ জন্যই তুলনা করলেন। কারণ, এ জাতীয় মহামারীতে শরীরে ফোস্কা উঠে লাগাতার পানি বের হতে থাকে। যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে।

৭. হরেক রকমের ফিতনার বিপুল আবির্ভাব:

কিয়ামতের এ আলামতটি এমন যা আজকাল আরো সুস্পষ্টভাবে দেখা দিচ্ছে। আজ মানুষ সত্যিই রকমারি ফিতনায় ফেঁসে গেছে। যেমন: হারাম দৃষ্টির ফিতনা। চ্যানেল, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধ্যমে আজ বহু হারাম ছবি ও ভিডিওর প্রচার-প্রসার ও আদান-প্রদান হচ্ছে। যা যুবক-যুবতীরা সচরাচর দেখে বেড়াচ্ছে। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ও তাঁর সম্মান রক্ষার্থে এ ফিতনা থেকে দূরে ও মুক্ত থাকতে পারবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে এমন এক ঈমান ঢেলে দিবেন যার স্বাদ সে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অনুভব করবে।

ধর্মের উপর অটলতা জ্বলন্ত অঙ্গার ধরার ন্যায়

হারাম ধন-সম্পদের ফিতনা। যেমন: সুদ ও ঘুষের সম্পদ। হারাম পণ্য যেমন: মাদক দ্রব্য, হারাম পোশাক ইত্যাদি বিক্রির সম্পদ। আরো কত্তো কী। তবে মনে রাখতে হবে যে, হারাম ভক্ষণকারীর দো'আ আল্লাহ তা'আলা কখনোই গ্রহণ করেন না। উপরন্তু পরকালে তাকে কঠিন শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

হারাম পোশাক-পরিচ্ছদের ফিতনা। চাই তা পুরুষদের ক্ষেত্রে হোক কিংবা মহিলাদের ক্ষেত্রে।

ফিতনা মানুষের মাঝে এতো বেশি বিস্তৃতি লাভ করবে যে, এক জন পরিচ্ছন্ন মুত্তাকি ব্যক্তিও তাদের মাঝে অচিন মনে হবে।

ফিতনা বলতে বিপদাপদের মাধ্যমে কাউকে পরীক্ষা করাকে বুঝানো হয়। তবে তা এখন প্রত্যেক মন্দ কাজে ব্যবহৃত হয়।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সব ভয়ানক ফিতনার আবির্ভাবের সংবাদ দিয়েছেন যাতে ফেঁসে গেলে একজন মোসলমানের জন্যও সত্য-মিথ্যা ফরক করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। যখনই কোন ফিতনা প্রকাশ পাবে তখন মু'মিন বলবে: এ ফিতনায় আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। অতঃপর তা চলে গিয়ে আরেকটি বড় ফিতনা দেখা দিবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْـمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَـافِرًا، أَوْ يُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

"তোমরা দ্রুত আমল করো ফিতনা আসার পূর্বে যেমন: তা আঁধার রাতের টুকরো সমূহ। কোন ব্যক্তি সকালে ঈমানদার থাকলে বিকেলে হবে কাফির অথবা বিকেলে ঈমানদার থাকলে সকালে হবে কাফির। ধর্মকে সে বিক্রি করে দিবে দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময়ে"। (মুসলিম, হাদীস ১১৮)

উক্ত হাদীসে দ্রুত নেক আমল করার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ, যখন বহু ধরনের ফিতনা অন্ধকার রাতের টুকরোগুলোর ন্যায় ধেয়ে আসবে তখন নেক আমল কঠিন কিংবা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কঠিন ফিতনার কথা বললেন যখন একজন মু'মিন সন্ধ্যা বেলায় মু'মিন থাকবে; অথচ সে সকাল বেলায় কাফির হয়ে যাবে। তেমনিভাবে সকাল বেলায় সে মু'মিন থাকলে সন্ধ্যা বেলায় সে কাফির হয়ে যাবে। এটা একমাত্র হবে ভয়ানক ফিতনার দরুন। তখন মানুষ দৈনন্দিন দ্রুত পরিবর্তিত হবে।

৮. রং বেরঙের চ্যানেলের আবির্ভাব:

বর্তমান এক জরিপে দেখা যায়, বিশ্বে কমপক্ষে তেরো হাজার চ্যানেল এমন রয়েছে যাতে সর্বদা ফিতনা-ফ্যাসাদ, ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান ও চিন্তা-চেতনা প্রচার করা হয়। ইতিপূর্বে ফিতনা সংক্রান্ত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত একটি ব্যাপক হাদীস

উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিশেষভাবে চ্যানেলের অনিষ্ট ও ফিতনা সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনু আবী শাইবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এক বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফাহ বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন:

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْكُمَ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْفَيَافِيَ، قَالَ : قِيلَ : وَمَا الْفَيَافِيُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: الأَرْضُ الْقَفْرُ

"অচিরেই তোমাদের উপর আকাশ (শূন্য) থেকে অকল্যাণ ও অনিষ্ট ঢেলে দেয়া হবে যা ফায়াফি পর্যন্ত পৌঁছাবে। বর্ণনাকারী বলেন: জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আবূ আব্দুল্লাহ! ফায়াফি বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন? তিনি বলেন: মরুভূমি"।

(ইবনু আবী শাইবাহ: ১৫/১১০ হাদীস ৩৮৫৫৪)

মরুভূমিতে তাঁবুর পাশে ডিশ

আরবীতে সামা' বলতে মানুষের মাথার উপর যা কিছু রয়েছে তা সবটুকুকেই বুঝানো হয়। লিসানুল-আরব অভিধানে বলা হয়েছে, যা আপনার উপর ও আপনাকে ছায়া দেয় তাই সামা'। বর্তমান যুগের টেলিভিশনগুলো মানুষ কর্তৃক শূন্যে নিক্ষিপ্ত স্যাটেলাইট কিংবা গ্রহগুলো উপর থেকে যে সকল ফিতনা ও সীমাহীন অশ্লীলতা ঢেলে দিচ্ছে তাই গ্রহণ করছে। এমনকি মরুভূমির তাঁবুও সে ফিতনা থেকে এতটুকুও রেহাই পাচ্ছে না। তাঁবুর পাশেই দেখা যাচ্ছে আজ উল্টো ব্যাঙের ছাতা তথা ডিশ নামক যন্ত্রটি।

৯. সিফফীন যুদ্ধ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যদ্বাণী:

কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এটাও যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহের সংবাদ দিয়েছেন। যা তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটবে। চাই সে যুদ্ধ মোসলমান ও কাফিরের মাঝে হোক কিংবা মোসলমানে মোসলমানে। যে যুদ্ধগুলো মোসলমানদের পরস্পরের মাঝে সংঘটিত হয়েছে তার একটি হলো সিফফীন যুদ্ধ। যে যুদ্ধটি হিজরী ৩৬ সনে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হত্যা করার পর আলী ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাঝে সংঘটিত হয়। এটি কিয়ামতের একটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَقْتَتِلَ فِئَتَانَ عَظِيْمَتَانِ، يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

"কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না দু'টি বড় দল পরস্পর যুদ্ধ করবে। যুদ্ধটি হবে খুবই ভয়াবহ এবং তাদের দাবিও হবে একই"।

(বুখারী, হাদীস ৩৬০৮, ৩৬০৯, ৬৯৩৫, ৭১২১ মুসলিম, হাদীস ১৫৭)
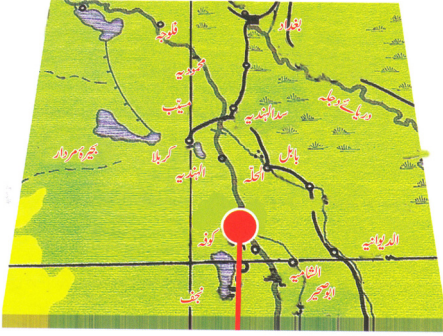
স্বিফফীন যুদ্ধের এলাকা

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে সংঘটিত ফিতনা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের বিশেষ অবস্থানঃ

সাহাবায়ে কিরামগণ মূলতঃ মানুষ। তাঁরা তো আর নবী নন। সুতরাং তাঁদের মাঝে এমন কিছু ঘটতে পারে যা অন্য মানুষের মাঝে সাধারণত ঘটে থাকে। যেমনঃ ব্যক্তিগত গবেষণা, ভুল-ভ্রান্তি, কলহ-বিবাদ ইত্যাদি। এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহও। তবে এ ব্যাপারে সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত একমত যে, সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন উম্মতের মাঝে সবচেয়ে বেশি নেককার, বিশুদ্ধ ও নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শের সবচেয়ে নিকটবর্তী। তাই তাঁদের মাঝে ঘটে যাওয়া সকল দ্বন্দ্ব-বিগ্রহের ব্যাপারে আমাদের চুপ থাকা অবশ্যই কর্তব্য। তা নিয়ে বেশি খোঁজতল্লাশি তথা গবেষণা করে তাঁদের মধ্যকার দোষী বের করে তা জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা কখনোই জায়িয হবে না। কারণ, এতে করে মানুষের মাঝে তাঁদের সম্পর্কে এক ধরনের খারাপ পতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে যা উম্মতের জন্য সত্যিই ভয়ানক। যেমনঃ নতুন করে মানুষের মাঝে ফিতনাকে উসকিয়ে দেয়া কিংবা তাঁদের ব্যাপারে মানুষের মাঝে বিদ্বেষ ও কু ধারণা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। তাই তাঁদের ব্যাপারে নাজাতপ্রাপ্ত দল ও আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো তাঁদের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে একেবারেই চুপ থাকা।

১০. খারিজীদের আবির্ভাবঃ

কিয়ামতের আলামতগুলোর আরেকটি হলো নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ বিরোধী কিছু ফিরকাহ ও দলের আবির্ভাব। যেগুলোর একটি হলো খারিজী ফিরকাহ। তারা এমন কিছু লোক যারা একদা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। তবে তারা পরিশেষে আলী ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মধ্যকার বিচার-ফায়সালার ঘটনার পর (তথা সিফফীন যুদ্ধ শেষে যখন উভয় পক্ষ নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বিশিষ্ট দু' জন সাহাবী তথা আবু মূসা আশ'আরী ও আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বিচার-ফায়সালা মেনে নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার পর) আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আনুগত্য থেকে বের হয়ে কুফার নিকটবর্তী হারূরা' নামক এলাকায় অবস্থান নেয়।

খারিজীদের কিছু আক্বীদাহ-বিশ্বাসঃ

১. তারা কবীরা গুনাহকারী তথা ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী ইত্যাদিকে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে। এটি সত্যিই সুস্পষ্ট গোমরাহী। এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, কোন মোসলমান এ জাতীয় কবীরা গুনাহ করলে সে কাফির হবে না। বরং তাকে গুনাহগার ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হবে। এ জন্য তাকে গুনাহ ছেড়ে খাঁটি তাওবাহ করতে হবে।

২. তারা বিশিষ্ট সাহাবী আলী, মু'আবিয়া ও অন্যান্য এমন সকল সাহাবায়ে কিরাম ﷺ কে কাফির মনে করে যাঁরা একদা সিফফীন যুদ্ধ শেষে আলী ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাঝে আবু মূসা আশ'আরী ও আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বিচার মেনে নিয়েছেন।

৩. তারা ফাসিক প্রশাসকদের উপর বিদ্রোহ করা ওয়াজিব মনে করে। যাদের ব্যাপারে কুফরিতে লিপ্ত হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।

তারা নিজেদেরকে পণ্ডিত মনে করে ও সর্বদা নিজেদেরকে কঠিন ইবাদাতে ব্যস্ত রাখে। উপরন্তু তারা কুর'আনের বিধানাবলী সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞান রাখে। তাদের

অন্যতম হলো “যুলখুওয়াইসিরাহ”। যার ব্যাপারে রাসূল ﷺ একদা বলেছিলেন: “তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় শিকার থেকে তীর।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا إِذْ أَتَاهُ ذُوْ الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اعْدِلْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! ائْذَنْ لِيْ فِيْهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَضِيِّهِ ـ وَهُوَ قِدْحُهُ ـ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَىٰ عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُوْ عَلَىٰ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ.

“আমরা একদা রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি মানুষের মাঝে কিছু সম্পদ বন্টন করছিলেন। ইতিমধ্যে বানূ তামীম গোত্রের “যুলখুওয়াইসিরাহ” নামক জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হলো। সে বললো: হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনি বন্টনের ব্যাপারে ইনসাফ করুন। তখন রাসূল ﷺ বললেন: তুমি ধ্বংস হও! আমি যদি ইনসাফ না করি তো দুনিয়াতে কে আছে এমন যে তোমার উপর ইনসাফ করবে। আমি ইনসাফ না করলে তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তখন উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। রাসূল ﷺ বললেন: না। তাকে ছেড়ে দাও। কারণ, তার এমন কিছু সাথী-সঙ্গী ও সহযোগী থাকবে যাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের যে কারোর নামায নগণ্য মনে হবে। তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের যে কারোর রোযা নগণ্য মনে হবে। তারা কুর'আন পড়বে; অথচ তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না।

তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় শিকার থেকে তীর। তীরের মাথার লোহাটুকুর দিকে তাকালেও কিছুই দেখা যাবে না। লোহাটুকুর গোড়ার দিকে তাকালেও কিছুই দেখা যাবে না। পুরো তীরের দিকে তাকালেও কিছুই দেখা যাবে না। এমনকি তীরের ফলার দিকে তাকালেও কিছুই দেখা যাবে না। আরে দেখা যাবেই বা কীভাবে? কারণ, তা তো নাড়িভুঁড়ি ও রক্তমাংস ছেদ করে দ্রুত বেরিয়ে গেছে। (মানে, তারা তাদের নিজেদের কিছু কর্মকাণ্ডের দরুন তাদের অজান্তেই তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন কোন শিকারী হরিণ কিংবা অন্য কোন শিকারের দিকে তীর মারলে তা শিকারের শরীর ভেদ করে অন্য দিক থেকে বের হয়ে গেলেও সে মনে করে তীরটি শিকারের গায়ে পড়েনি; অথচ তা শিকারকে ভেদ করে গেছে) তাদের মধ্যমণি কিংবা নেতা হবে এমন একজন কালো ব্যক্তি যার এক একটি বাহু মহিলাদের স্তনের ন্যায় কিংবা বিশাল এক মাংসপেশীর ন্যায় ফুলে ও ঝুলে থাকবে। তারা বের হবে তখন যখন মানুষের মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিবে। (বুখারী, হাদীস ৩৬১০ মুসলিম, হাদীস ১০৬৪)

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

"শেষ যুগে এমন এক জাতি বের হবে। যারা হবে বয়সে ছোট এবং বিবেক-বুদ্ধিহীন। তারা কুর'আন পড়বে; অথচ তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। এমনকি তারা সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি তথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসও বর্ণনা করবে। তবে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় শিকার থেকে তীর।

(তিরমিযী, হাদীস ২১১৫)

খারিজীদের প্রথম আবির্ভাব:

সিফফীন যুদ্ধ শেষে যখন শাম ও ইরাকবাসীরা উভয় পক্ষের মাঝে বিচার-ফায়সালার সিদ্ধান্ত নিলো এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কূফার দিকে ফিরে আসলেন তখন কিছু সংখ্যক লোক তাঁর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যারা খারিজী হিসেবে খ্যাত। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যা ছিলো মতান্তরে আট কিংবা ষোল হাজার। তারা তখন হারূরা' নামক এলাকায় অবস্থান নেয়।

আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদেরকে সাধ্যমত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবারো সুপথে ফিরিয়ে আনার

জন্য আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে তাদের নিকট পাঠান। তিনি তাদেরকে ভালোভাবে বুঝালে তাদের অনেকেই খালীফাতুল-মুসলিমীন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে। আর বাকিরা উক্ত ভুল পথেই থেকে যায়।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সাথে খারিজীদের বহস:

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: যখন খারিজীরা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ভিন্ন হয়ে একটি বাড়িতে অবস্থান নেয় তখন তাদের সংখ্যা ছিলো ছয় হাজার। তারা এ ব্যাপারে একমত হলো যে, তারা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে ও তাঁর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। উক্ত পরিস্থিতিতেতে যখনই কেউ আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতো: হে আমীরুল-মু'মিনীন! তারা তো আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তখন তিনি তাকে বলতেন: তাদেরকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না যতক্ষণ না তারা আমার সাথে যুদ্ধ করে। আমি জানি তারা অচিরেই আমার সাথে যুদ্ধ করবে।

অতঃপর একদা এক জোহরের নামাযের সময় আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট এসে বললাম: হে আমীরুল-মু'মিনীন! আজ নামাযটুকু একটু দেরীতে পড়ুন। দেখি, আমি এদের সাথে কথা বলতে পারি কি না। তিনি বললেন: আমি তোমার ব্যাপারে বিপদের আশঙ্কা করছি। আমি বললাম: না, অসম্ভব! মূলতঃ আমি এক জন ভদ্র লোক ও জীবনে কখনো কাউকে কষ্ট দেয়নি বলে সবার নিকট পরিচিত হওয়ার দরুন তিনি পরিশেষে আমাকে তাদের কাছে যেতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর আমি ইয়েমেন থেকে আমদানিকৃত একটি সুন্দর পোশাক পরে ভালোভাবে মাথা আঁচড়ে দুপুরের দিকে তাদের নিকট উপস্থিত হলাম। আমি সত্যিই আমার এ জীবনে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে আরো বেশি পরিশ্রমী কাউকে দেখিনি। বেশি বেশি সাজদাহ করার দরুন তাদের কপাল ও হাতে দাগ পড়ে গেছে। তাদের জামা-কাপড়গুলো অপরিচ্ছন্ন, আধোয়া ও কোঁচকানো। উপরন্তু তাদের চেহারায় দীর্ঘ অনিদ্রার ছাপ পড়েছে। আমি তাদেরকে সালাম দিলে তারা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো: কী ব্যাপার? এ অসময়ে আপনার আগমন! আপনি আমাদের কাছে কোন বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছেন কী? আমি বললাম: আমি তোমাদের নিকট মুহাজির ও আনসারদের পক্ষ থেকে এসেছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামাতার পক্ষ থেকে এসেছি। তাদের উপরই তো একদা কুর'আন নাযিল হয়েছে। তারা তোমাদের চেয়ে কুর'আনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবশ্যই বেশি অবগত। তাদের একদল বললো: তোমরা কুরাইশদের সাথে ঝগড়া করো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨]

"আসলে তারা একটি ঝগড়াটে জাতি"। (যুখরুফ: ৫৮)

এ দিকে তাদের দু' তিন জন বললো: না, আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে কথা বলবো। আমি বললাম: তোমরা রাসূল ﷺ এর জামাতা, মুহাজির ও আনসারীদের এমন কী দোষ পেলে বলো তো? তাদের উপরই তো একদা কুর'আন নাযিল হয়েছে। আর তোমাদের মাঝে তাদের কেউই নেই যে কুর'আনের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। তারা বললো: আমরা তাদের তিনটি দোষ দেখতে পাচ্ছি। আমি বললাম: বলো তা কী কী? তারা বললো: সেগুলোর একটি হলো: তিনি (আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে মানুষকে ফায়সালাকারী বানিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧ ويوسف: ٤٠، ٦٧]

"ফায়সালার অধিকারী তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই"।

(আন'আম: ৫৭ ইউসুফ: ৪০, ৬৭)

তা হলে আল্লাহ্ তা'আলার কথার পর আর তো কোন মানুষ কিংবা তাদের ফায়সালার কোন কথাই আসে না? আমি বললাম: এটি একটি। আর কী? তারা বললো: তিনি প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করলেন ও তাদের অনেককে হত্যা করলেন। অথচ তিনি কাউকে গোলাম-বান্দি হিসেবে ধরে নিয়ে যাননি এবং কারোর সম্পদ গনীমত হিসেবে গ্রহণও করেননি। তারা যদি সত্যিই মু'মিন হয়ে থাকে তা হলে তাদের সাথে যুদ্ধ ও তাদেরকে হত্যা করা হালাল এবং তাদেরকে গোলাম-বান্দি হিসেবে ধরে নেয়া হারাম হবে কেন? আমি বললাম: তৃতীয়টি কী? তারা বললো: তাঁর (আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নামের শুরু থেকে আমীরুল-মু'মিনীন উপাধি মুছে ফেলা হয়েছে। তিনি যদি মুমিনদের আমীর না হয়ে থাকেন তা হলে স্বভাবতঃ তিনি কাফিরদের আমীরই হবেন। আমি বললাম: এ ছাড়া আর কোন কথা আছে কী? তারা বললো: এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমি বললাম: তোমরা যে বললে: তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে মানুষকে ফায়সালাকারী বানিয়েছেন। আমি এখন তোমাদেরকে কুর'আনের কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনাচ্ছি যা তোমাদের এ কথাকে রহিত করে। তোমাদের কথা যদি সত্যিই রহিত হয়ে যায় তা হলে তোমরা সঠিকের দিকে ফিরে আসবে তো? তারা বললো: হ্যাঁ। আমি বললাম: আল্লাহ্ তা'আলা মুহরিমের শিকারের ব্যাপারে তথা একটি খরগোশের দাম সিকি দিরহামে নিজে ফায়সালা না করে

মানুষকে ফায়সালাকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ ﴾ [المائدة: ٩٥]

"হে ঈমানদারগণ! মুহরিম অবস্থায় তোমরা কোন শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন শিকারকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হবে অনুরূপ এক গৃহপালিত জন্তু। এ ব্যাপারে ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যকার দু' জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি"। (মায়িদাহ্: ৯৫)

তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তার ফায়সালার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ ﴾ [النساء: ٣٥]

"তোমরা যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী) মাঝে অনৈক্যের আশঙ্কা করো তবে স্বামীর আত্মীয় থেকে একজন এবং স্ত্রীর আত্মীয় থেকে একজন ফায়সালাকারী নিযুক্ত করবে"। (নিসা': ৩৫)

আমি তোমাদেরকে আল্লাহ'র কসম দিয়ে বলছি: মানুষের মাঝে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা ও তাদের মাঝে রক্তপাত বন্ধ করার ক্ষেত্রে মানুষের ফায়সালা উত্তম না কি একটি খরগোশের জরিমানা কিংবা কোন মহিলার ঘর টেকানোর ব্যাপারে মানুষের ফায়সালা উত্তম?!

তারা বললো: না, এটা নয়। প্রথমটিই ভালো।

আমি বললাম: তা হলে এ ব্যাপারটি মীমাংসিত হয়ে গেলো। তারা বললো: হ্যাঁ।

আমি বললাম: তোমাদের কথা তিনি (আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন; অথচ তাদেরকে গোলাম-বান্দি ও তাদের সম্পদকে গনীমতের মাল হিসেবে গ্রহণ করছেন না। তোমরা কি চাও তোমাদের আম্মাজান আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বান্দি বানিয়ে নিতে?! আল্লাহ'র কসম! তোমরা যদি বলো: তিনি আমাদের মা নন তা হলে তোমরা মোসলমানই থাকবে না। আল্লাহ'র কসম! তোমরা যদি বলো: আমরা তাঁকে বান্দি হিসেবে ধরে এনে তাঁকে অন্য বান্দির ন্যায় ব্যবহার করবো তা হলেও তোমরা মোসলমান থাকবে না। অতএব, তোমরা দু' ধরনের গোমরাহীর

মাঝেই অবস্থান করছো। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]

"নবী ﷺ মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। আর তার স্ত্রীগণ তাদের মা"। (আহ্যাব: ৬)

আমি বললাম: তা হলে এ ব্যাপারটিও মীমাংসিত হয়ে গেলো। তারা বললো: হ্যাঁ।

আমি বললাম: তোমরা বললে: তিনি নিজের নামের শুরু থেকে আমীরুল-মু'মিনীন মুছে ফেলেছেন। আমি এখন এমন এক ব্যক্তিত্বের রেফারেন্স দেবো যাঁকে তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে মান্য করো। নবী ﷺ হুদাইবিয়ার দিনে মুশরিকদের সাথে তথা আবূ সুফইয়ান বিন হারব ও সুহাইল বিন আমরদের সাথে সন্ধি চুক্তি করতে গিয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আদেশ করেন, তুমি তাদের চুক্তিটি লিখে দাও। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) চুক্তিটি লিখতে শুরু করলেন, এ চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছেন আল্লাহ'র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। তখন মুশরিকরা বললো: আল্লাহ'র কসম! আমরা আপনাকে আল্লাহ'র রাসূল বলে মনে করি না। আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ'র রাসূল বলেই মনে করতাম তা হলে আপনার সাথে কখনোই যুদ্ধ করতাম না। রাসূল ﷺ বললেন: হে আল্লাহ! আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন আমি আপনারই প্রেরিত রাসূল। হে আলী তুমি রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে দিয়ে এভাবে লিখো, এ চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। আল্লাহ'র কসম! আল্লাহ'র রাসূল আলীর চেয়ে উত্তম। অথচ তিনি তখন নিজ মৌলিক পরিচয়টুকুই মুছে ফেলেছেন। পরিশেষে এ আলোচনা শুনে দু' হাজার লোক সত্যের দিকে ফিরে এসেছে। আর বাকীরা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আনুগত্য অস্বীকার করে। তখন তাদের সবাইকেই হত্যা করা হয়।

(আব্দুর রাযযাক, হাদীস ১৮৬৭৮ নাসায়ী, হাদীস ৮৫২২ ত্বাবারানী, হাদীস ১০৫৯৮ হাকিম, হাদীস ২৭০৩ আহমাদ, হাদীস ৩১৮৭)

অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুফার মসজিদে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তখন মসজিদের আনাচে-কানাচে থেকে এ চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয় যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান মানি না, মানবো না এবং তারা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলে: আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে বিচারে অন্যকে অংশীদার স্থাপন করেছেন। আপনি মানুষের বিচার মেনে নিয়েছেন। আপনি কুর'আনের বিচার মানেন না।

তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কোন উপায়ান্তর না পেয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

আজ থেকে তোমাদের সাথে আমাদের আচরণ এ হবে যে, আমরা তোমাদেরকে কখনো মসজিদে আসা থেকে বারণ করবো না, ফাই তথা বিনাযুদ্ধে সংগৃহীত সম্পদ থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবো না এবং তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করবো না যতক্ষণ না তোমরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো।

অতঃপর তারা সবাই এক জায়গায় একত্রিত হয়। তাদের পাশ দিয়ে যেই যায় তাকে তারা হত্যা করে। একদা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব বিন আরাত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাঁর সাথে ছিলো তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী। তারা তাঁকে হত্যা করেছে এবং তাঁর স্ত্রীর পেট কেটে পেটে থাকা সন্তানটি বের করে ফেলেছে। ঘটনাটি জানতে পেরে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের মধ্য থেকে কে আব্দুল্লাহকে হত্যা করেছে? তারা বললো: আমরা সবাই আব্দুল্লাহকে হত্যা করেছি। তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং নাহরাওয়ান নামক এলাকায় তাদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করে তাদেরকে কঠিনভাবে পরাজিত করলেন।

১১. নবুওয়াতের মিথ্যুক দাবিদারদের আবির্ভাব:

নবুওয়াতের মিথ্যুক দাবিদারদের আবির্ভাব কিয়ামতের আরেকটি আলামত। তারা মূলতঃ সমাজে তাদের বাতিল কথা ছড়িয়ে ফিতনা ও ফাসাদকে উসকিয়ে দিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভাষায় তারা প্রায় তিরিশ জন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، قَرِيْبًا مِّنْ ثَلاَثِيْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মিথ্যুক দাজ্জাল বের হবে। তারা প্রায় তিরিশ জন। তাদের প্রত্যেকেরই দাবি হবে, সে আল্লাহ'র রাসূল"।

(বুখারী, হাদীস ৩৬০৯)

উক্ত আলামতটি ইতিপূর্বেই প্রকাশ পেয়েছে। ইতিমধ্যে নতুন ও পুরাতন নবুওয়াতের অনেক দাবিদারই বেরিয়েছে। মিথ্যুক কানা দাজ্জাল বের হওয়া পর্যন্ত আরো অনেক দাজ্জাল বের হওয়ার ব্যাপারটি একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যায় না।

সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা এক সূর্য গ্রহণের দিনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেন:

إِنَّهُ وَاللهِ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُوْنَ كَذَّابًا آخِرُهُمُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ.

"আল্লাহ'র কসম! কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তিরিশ জন মিথ্যুক বের হবে। যাদের সর্বশেষ মিথ্যুক হবে কানা দাজ্জাল। (আহ্‌মাদ: ৫/১৬)
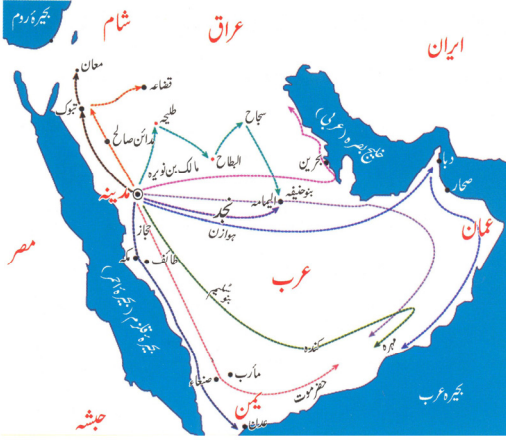
মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ সমূহ:

১. খালেদ বিন ওয়ালিদ
২. ইকরিমাহ বিন আবু জাহল
৩. সুওয়াইদ বিন মিকরিন
৪. খালেদ বিন সাঈদ
৫. আমর বিন আল আস
৬. হুযাইফাহ আল-গাতাফানী
৭. আরফাজাহ বিন হারছামাহ
৮. শোরাহবীল বিন হাসনাহ
৯. আলআলা বিন আলহাজরামী
১০. আলমুহাজির বিন আবু উমাইয়াহ

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوْا الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ ثَلاَثُوْنَ كَذَّابُوْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ.

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কোন না কোন সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং মূর্তি পূজা করবে। আর আমার উম্মতের মধ্যে অচিরেই তিরিশ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে। যাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে, সে এক জন নবী; অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবীই আসবেন না"।

(আবু দাউদ/আউন ১১/৩২৪ হাদীস ৪২৫২ তিরমিযী/তুহফাহ ৬/৪৬৬ হাদীস ২২১৯)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য আরেকটি হাদীসে ২৭ জন নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। যাদের চার জনই হবে মহিলা। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে, সে আল্লাহ'র রাসূল।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ وَدَجَّالُوْنَ سَبْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ، مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّيْ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ.

"আমার উম্মতের মধ্যে সাতাশ জন দাজ্জাল ও মিথ্যুক বের হবে। যাদের চার জনই হবে মহিলা; অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবীই আসবেন না"। (আহমাদ: ৫/৩৯৬ তাবারানী/কাবীর: ৩/১৭০)

এদের অনেকেই ইতিপূর্বে আবির্ভূত হয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. ইয়েমেনের আসওয়াদ আনসী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ জীবনে নবুওয়াতের দাবি করে। সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে একদা নবুওয়াতের দাবি করে। তার মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় সর্ব প্রথম। সে তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তিন-চার মাসের ভেতরে পুরো ইয়েমেন দখল করে নেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতে পেরে সে এলাকার মোসলমানদেরকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করে চিঠি পাঠান। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাকে তার ঘরেই হত্যা করে। এ ব্যাপারে তার জনৈকা স্ত্রী মোসলমানদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার। তাঁর স্বামীকে হত্যা করে একদা আসওয়াদ আনসী তাঁকে জোরপূর্বক বিবাহ্ করে নেয়। আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করার পর অত্র এলাকায় ইসলাম ও মোসলমানরা পুনরায় জয়যুক্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ ব্যাপারে জানানোর আগেই সে রাতে তিনি ওহীর মাধ্যমে খবর পেয়ে সবাইকে আসওয়াদ এর হত্যার ব্যাপারটি জানিয়ে দেন। তার হত্যার পূর্বে সে ইতিমধ্যেই তিন বা চার মাস ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করে।

২. তুলাইহাহ বিন খুওয়াইলিদ আসাদী নামক জনৈক ব্যক্তিও একদা নবুওয়াতের দাবি করে। মোসলমানরা তার সাথে কয়েকবারই যুদ্ধ করে। তবে সে পরবর্তীতে তাওবা করে আবারো ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এমনকি সে একদা মুসলিম সেনাবাহিনীতেও যোগ দেয়। বস্তুতঃ তিনি ইসলামের পথে জিহাদ করতে গিয়ে অনেক চমৎকার পরীক্ষারই সম্মুখীন হন। পরিশেষে নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন।

৩. যারা ইতিপূর্বে নবুওয়াতের দাবি করেছে তাদের মধ্যে মিথ্যুক মুসাইলিমাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে দাবি করতো, রাতের অন্ধকারে তার নিকট আকাশ থেকে ওহী আসে। পরিশেষে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খালিদ বিন ওয়ালীদ, ইকরামাহ বিন আবু জাহল ও শুরাহবীল বিন হাসনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর নেতৃত্বে তার নিকট একটি সেনা দল পাঠান। মুসাইলিমাহ তখন তার চল্লিশ হাজার সেনা বাহিনী নিয়ে সাহাবীগণের মুকাবিলা করে। ইতিমধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ তাদের মাঝে সংঘটিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

সে আর টিকতে পারলো না। বরং বীর বাহাদুর ওয়াহশী বিন হারব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাতেই তার জীবন সমাধি হয়। তখন সত্য বিজয়ী ও তাওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলিত হয়।

৪. সাজাহ বিনতুল হারিস তাগলিবী নামক জনৈকা মহিলাও একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর নবুওয়াতের দাবি করে। সে ছিলো মূলতঃ একজন খ্রিস্টান আরব। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তার ও তার আশেপাশের বংশগুলোর মধ্য থেকে প্রচুর লোক তার ভক্ত হয়ে যায়। তখন সে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে তার আশেপাশের বংশগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে করতে একদা ইয়ামামায় পৌঁছে। সেখানে পৌঁছেই মহিলাটি মুসাইলিমাহ'র সাথে সাক্ষাৎ করে তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। তখন মিথ্যুক মুসাইলিমাহ তার উপর অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়। তবে মুসাইলিমাহকে হত্যা করার পর সে পুনরায় নিজ এলাকায় ফিরে আসে এবং তার বংশ বানূ তাগলিবের মাঝেই সে বসবাস শুরু করে। পরিশেষে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তবে জীবনের শেষ ভাগে সে বাসরায় চলে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

৫. এ দিকে তাবি'য়ীদের যুগে মুখতার বিন আবু উবাইদ সাক্বাফী নামক জনৈক ব্যক্তিও একদা নবুওয়াতের দাবি করে। প্রথমতঃ সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বংশধরদের প্রতি অতি ভক্তি দেখায়। যার দরুন শিয়াদের একটি বড় দল তার ভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর সে দাবি করে, জিব্রীল (عليه السلام) স্বয়ং তার নিকট ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হন। মুসআব বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে তার কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধগুলোতে সে এতটুকুও জয়লাভ করতে পারেনি। বরং পরিশেষে তাকে হত্যাই করা হয়।

৬. মিথ্যুক হারিস বিন সা'ঈদও একদা নবুওয়াতের দাবি করে। প্রথমতঃ সে খুব বুযুর্গী দেখায়। অতঃপর সে দাবি করে, সে একজন নবী। তবে যখন সে জানতে পারলো, ব্যাপারটি খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখন সে সুকৌশলে আত্মগোপন করলো। কিন্তু তার বড়ো দুর্ভাগ্য এই যে, জনৈক সুকৌশলী বসরা অধিবাসী তার অবস্থান জানতে পেরে অতি অল্প সময়ে তার খাঁটি ভক্ত বনে যায়। তখন হারিস তার ভক্তিতে অতি আপ্লুত হয়ে সর্বদা তার জন্য নিজ দরজা খুলে দেয়। এ সুযোগে লোকটি খলীফার কাছে সংবাদ পৌঁছিয়ে কিছু সংখ্যক সৈন্য সাথে নিয়ে তাকে আটক করে। তাকে খলীফার কাছে পৌঁছানো হলে তিনি কিছু সংখ্যক মুফতী সাহেবকে তাকে বুঝানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা তাকে বুঝালো যে, এটি হচ্ছে শয়তানের ধোঁকা। কিন্তু সে তা মানতে ও তাওবা করতে অস্বীকৃতি জানালো। তখন খলীফা তাকে হত্যা করেন।

৭. এ আধুনিক যুগেও শতাব্দীকাল আগে ভারত বর্ষে এক মিথ্যুক বের হয়। যার নাম ছিলো মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। সেও নবুওয়াতের দাবি করে। সে দাবি করে, আকাশ থেকে তার উপর ওহী নাযিল হয়। আরো দাবি করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন যে, সে আশি বছর বয়স পাবে। সেও অতি দ্রুত অনেকগুলো ভক্ত পেয়ে যায়। তখন বিশিষ্ট আলিমগণ তার বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করে। তারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, সে একজন দাজ্জাল। বিশেষ করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়েখ সানাউল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তার কঠিন প্রতিবাদ করেন। এমনকি পরিশেষে তেরোশত ছাব্বিশ হিজরী মুতাবিক ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী শায়েখ সানাউল্লাহকে এ বলে চ্যালেঞ্জ করে যে, ঠিক আছে আমি দো'আ করছি, আমাদের মধ্যকার মিথ্যুক লোকটি যেন অন্য জন জীবিত থাকাবস্থায় মহামারীর মতো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে অতি সত্বর মৃত্যু বরণ করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ দো'আটি এক বছর পরই তার ব্যাপারে কবুল হয়ে যায়। তার স্ত্রী তার শেষ সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে: যখন তার রোগ খুব বেড়ে যায় তখন সে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললে আমি তার নিকট গিয়ে দেখি, সে কঠিন ব্যথায় ভুগছে। তখন সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো: আমি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এরপর সে মৃত্যু পর্যন্ত আর কোন সুস্পষ্ট কথা বলতে পারেনি। এভাবেই মিথ্যুকরা একের পর এক তিরিশ সংখ্যা পুরা হওয়া পর্যন্ত বের হতে থাকবে। যা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যাদের মধ্যে সর্বশেষ মিথ্যুক হবে কানা দাজ্জাল। যে শেষ যুগেই আসবে এবং তাকে ও তার ফিতনাকে নিঃশেষ করার জন্য একদা অবতীর্ণ হবেন বিশিষ্ট নবী ঈসা عليه السلام।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, নবী ﷺ তো সংবাদ দিয়েছেন যে, নবুওয়াতের দাবিদারদের সংখ্যা হবে তিরিশ। অথচ ইতিহাস ও বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে, নবুওয়াতের দাবিদারদের সংখ্যা তিরিশেরও বেশি।

মূলতঃ নবুওয়াতের দাবিদার সংখ্যায় তিরিশ বলতে এমন তিরিশ জনকে বুঝানো হয়েছে যাদের প্রচুর প্রসিদ্ধি, প্রভাব ও বহু অনুসারী থাকবে। এ মানের না হলে তাদেরকে তিরিশের মধ্যে গণনা করা হবে না।

১২. সার্বিক নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ছড়াছড়িঃ

মোসলমানরা একদা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে মক্কা ও মদীনায় দিনাতিপাত করতো। এমন এক সময় নবী ﷺ তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, সময়ের পরিবর্তনে তথা কিয়ামত ঘনিয়ে আসলে নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَأَنْهَارًا، وَحَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لا يَخَافُ إِلَّا ضَلالَ الطَّرِيقِ، وَحَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْقَتْلُ.

“কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আরব ভূমি নদ-নদী ও শ্যামলতা ভরে যায়। আর যতক্ষণ না কোন আরোহী ইরাক ও মক্কার মাঝে নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে। তার শুধু ভয় থাকবে পথ হারিয়ে যাওয়ার। আর কিছুরই নয়। আর যতক্ষণ না হারজ বেড়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ’র রাসূল! হারজ মানে কী? তিনি বললেন: হত্যাকাণ্ড। (আহমাদ: ২/৩৭১ হাদীস ৮৪৭৭, ৯০২৬)

আদি বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

يَا عَدِيُّ! هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ؛ لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللهَ.

"হে আদি! তুমি কি কখনো হীরায় গিয়েছিলে? আমি বললাম: না, কখনো আমার সেখানে যাওয়া হয়নি। তবে হীরা এলাকার নাম শুনেছি। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: হে আদি! তুমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই দেখবে যে, একদা জনৈকা মুসাফির মহিলা হীরা থেকে রওয়ানা করে মক্কায় পৌঁছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করবে; অথচ পথিমধ্যে সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকেই ভয় পাবে না"। (বুখারী, হাদীস ৩৫৯৫)

ইমাম মাহদী ও ঈসা (আলাইহিমাস-সালাম) এর যুগে সম্পদ আবারো অত্যধিক বেড়ে যাবে এবং পুরো বিশ্বে আবারো ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৩. হিজাযের দিকে এক বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের আবির্ভাব:

হিজায তথা মদীনার নিকটবর্তী এলাকা থেকে আগুন বের হওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত। কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মতে তা ৬৫৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়।

হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে বলেন: হিজায এলাকা থেকে আগুন বের হওয়ার ব্যাপারটি ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়েছে। যে আগুনের আলোয় বুসরা (বর্তমানে তা সিরিয়ার হুরান নামক এলাকা) এলাকার উটের গলা দেখা গিয়েছিলো। যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيْءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না হিজায ভূখণ্ড (মক্কা-মদীনা) থেকে আগুন বের হয়। যে আগুনের আলোয় বুসরা এলাকার উটের গলাও নযরে পড়বে"।

(বুখারী, হাদীস ৭১১৮ মুসলিম, হাদীস ২৯০২)
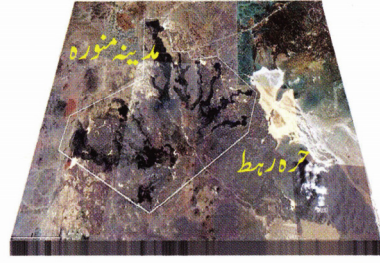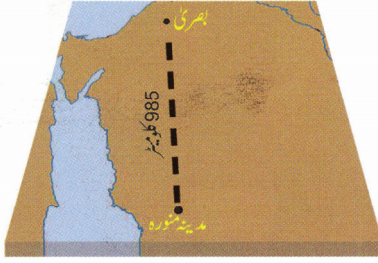
৬০৫৪ হিজরী সনে মদীনার হাররা এলাকার অগ্নিকুণ্ডের চিহ্নসমূহ

কারো কারোর মতে এ আগুন তিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। তখন মদীনার মহিলারা এর আলোতে কাপড় বুনতো।

(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: ১৩/১৯৯ নিহায়াহ/আল-ফিতানু ওয়াল-মালাহিম ১/১৪)

আবূ শা-মাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: ৬৫৪ হিজরীর ৩ ই জুমাদাস-সানী মোতাবিক ২৯/৫/১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার দিবাগত রাত্রিতে মদীনায় এক ভয়ঙ্কর আওয়ায শুনা যায়। অতঃপর ভূমিকম্প। যে ভূমিকম্পের ফলে যমিন, ঘরের দেয়াল, ছাদ, গাছের কাঠ ও দরজাগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা উক্ত মাসের জুমু'আর দিন পর্যন্ত প্রকম্পিত হচ্ছিলো। এরপর দেখা গেলো বনী কুরাইযার নিকটবর্তী হাররাহ'র এলাকায় এক ভীষণ আগুন। যা মদীনার ভেতর থেকে আমরা নিজ ঘরে বসেই দেখছিলাম। যে ভীষণ আগুন কয়েকটি উপত্যকা অতিক্রম করে "শাযা" উপত্যকা পর্যন্ত পানির ন্যায় বয়ে যাচ্ছিলো। যা অট্টালিকার ন্যায় জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়াচ্ছিলো। (তাযকিরাহ/কুরতুবী: ৫২৭)

হাররা এলাকা

১৪. তুর্কিদের সাথে যুদ্ধঃ

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে মোসলমান ও অন্যান্যদের মাঝে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। উক্ত যুদ্ধগুলোর অন্যতম হচ্ছে মুসলমানদের সাথে তুর্কিদের যুদ্ধ। যা বানূ উমায়্যার খিলাফত আমলে সাহাবীগণের যুগেই সংঘটিত হয়েছে। যাতে তুর্কিরা পরাজিত হয় এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ মোসলমানদের হস্তগত হয়।

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ
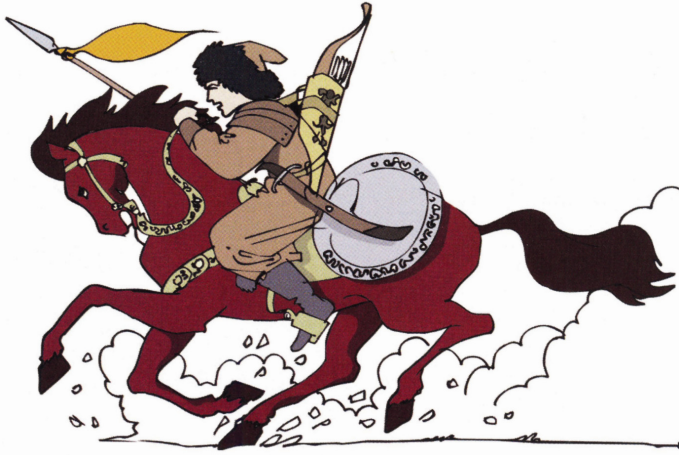
لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوْهِ، ذُلْفَ الأُنُوْفِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের চোখ হবে ছোট। চেহারা হবে লাল। নাক হবে ছোট ও চেপটা। তাদের চেহারা যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট। কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করবে। যাদের জুতো হবে পশমের"।

(বুখারী, হাদীস ২৯২৮, ২৯২৯ মুসলিম, হাদীস ২৯১২)

এখানে তুর্কি বলতে তাতার ও মোগলদেরকে বুঝানো হচ্ছে। যারা ৬৫৬ হিজরী মুতাবিক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের মাঝে বিপুল রক্তপাত ঘটায়। তবে পরিশেষে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মোঘলদের ছবি

তুর্কিদের মূলতঃ সর্বমোট বাইশটি বংশ। সম্রাট যুল-ক্বারনাইন তাদের একুশটি বংশকে মজবুত দেয়াল দিয়ে আটকে দেয়। তাদের মধ্যকার তুর্কিরাই কেবল দেয়ালের বাইরে ছিলো। তাদেরকে আরবীতে "তুর্ক" কিংবা বাংলাতে তুর্কি বলা হয়। কারণ, তারা অন্যান্যদের ন্যায় দেয়ালে আটকা পড়েনি। তাদেরকে দেয়ালের বাইরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

(মিরক্বাতুল-মাফাতীহ: ১৫/৩৯২)

১৫. এমন যালিমদের আবির্ভাব যারা মানুষকে অযথা বেত্রাঘাত করবে:

যালিম প্রশাসকদের সহযোগীর আবির্ভাব কিয়ামতের আরেকটি আলামত। যারা গাভীর লেজের ন্যায় লাঠি দিয়ে মানুষকে অযথা আঘাত করবে। চাই তা চামড়ার, ইলেকট্রোনিক, রাবারের কিংবা গাছের ডাল-পালাই হোক না কেন।

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَكُوْنُ آخِرَ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُوْنَ فِيْ سَخَطِ اللهِ وَيَرُوْحُوْنَ فِيْ غَضَبِهِ .

"শেষ যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে। যাদের হাতে থাকবে গাভীর লেজের ন্যায় ছোট ছোট লাঠি। তারা সকাল বেলা অতিবাহিত করবে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেল বেলাও অতিবাহিত করবে তাঁরই অসন্তুষ্টি নিয়ে"। (আহমাদ: ৫/২৫০ হাদীস ২১৫৭৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ .

"দু' জাতীয় মানুষ জাহান্নামী। যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যকার এক শ্রেণী হলো এমন লোক যাদের হাতে থাকবে গাভীর লেজের ন্যায় ছোট ছোট লাঠি। যা দিয়ে তারা মানুষকে অযথা প্রহার করবে"। (মুসলিম, হাদীস ২১২৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ .

"সময় আরো পেরিয়ে গেলে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পাবে যারা সকাল বেলা অতিবাহিত করবে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেল বেলা অতিবাহিত করবে তাঁরই লা'নত নিয়ে। তাদের হাতে থাকবে গাভীর লেজের ন্যায় ছোট ছোট লাঠি"। (মুসলিম, হাদীস ২৮৫৭/৫১০৫)

উক্ত হাদীসে যদিও সুস্পষ্টভাবে বলা নেই যে, তারা অযথা মানুষকে প্রহার করবে। তবে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারটি তাদের অধিক যুলুম ও অত্যাচারের বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে।

১৬. অত্যধিক হত্যাকাণ্ডঃ

অত্যধিক হত্যাকাণ্ড কিয়ামতের আরেকটি আলামত। এমনকি একে অপরকে এমনভাবে হত্যা করবে। হত্যাকারী জানবে না সে কেন অন্যকে হত্যা করেছে এবং যাকে হত্যা করা হয়েছে সেও জানবে না তাকে কেন হত্যা করা হয়েছে।

হিরোশিমার বোমার দৃশ্য যাতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ মারা যায়

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَ يَدْرِيْ الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ، وَلاَ الْمَقْتُوْلُ فِيْمَا قُتِلَ؟ فَقِيْلَ: كَيْفَ يَكُوْنُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِيْ النَّارِ .

“সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না এমন এক দিন আসবে যে দিন হত্যাকারী বলতে পারবে না সে কী জন্য হত্যা করছে এবং যাকে হত্যা করা হয়েছে সেও বলতে পারবে না তাকে কী জন্য হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ সেটা আবার কী ধরনের? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এটার নামই তো হারজ তথা অমূলক হত্যাকাণ্ড। হত্যাকারী ও হত্যাকৃত উভয়ই জাহান্নামী”। (মুসলিম, হাদীস ২৯০৮)

এ অমূলক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। এ

ছাড়াও আরো অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে যার কোন সন্তোষজনক কারণই নেই। অথচ তাতে হত্যা করা হয়েছে হাজারো হাজারো মানুষ। ইতিমধ্যে এ কঠিন হত্যাকাণ্ডগুলোর আরো সহযোগী হয়েছে অত্যাধুনিক মানব জীবন বিনাশী রকমারি অস্ত্রের আবির্ভাব।

কয়েকটি যুদ্ধের মৃতের পরিসংখ্যান যা নিম্নরূপঃ

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মৃতের সংখ্যা ১৫ মিলিয়ন।
২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মৃতের সংখ্যা ৫৫ মিলিয়ন।
৩. ভিয়েতনাম যুদ্ধ। মৃতের সংখ্যা ৩ মিলিয়ন।
৪. রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ। মৃতের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন।
৫. স্পেন গৃহযুদ্ধ। মৃতের সংখ্যা ১২ মিলিয়ন।
৬. ইরাক-ইরান যুদ্ধ তথা প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ। মৃতের সংখ্যা ১ মিলিয়ন।
৭. ইরাক যুদ্ধ। তাতে মৃতের সংখ্যা ১ মিলিয়নের চেয়েও বেশি।

এ যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসের মূল ভাষ্য (হত্যাকারী বলতে পারবে না সে কী জন্য হত্যা করছে এবং যাকে হত্যা করা হয়েছে সেও বলতে পারবে না তাকে কী জন্য হত্যা করা হচ্ছে) পুরোপুরি প্রমাণিত না হলেও অধিক মাত্রার হত্যাকাণ্ড বলেই তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এগুলোর কারণ তো আজ আর কারোরই অজানা নয়।

১৭. আমানতের খিয়ানত ও তা মানুষের অন্তর থেকে উঠে যাওয়াঃ

প্রতিটি মানুষকে সমাজের যথাস্থানে নিযুক্ত করতে পারলেই পুরো জাতি টিকবে, দেশ ও মানুষ রক্ষা পাবে এমনকি সভ্যতার উন্নতিও ঘটবে। আর এ আমানতের খিয়ানত হলে সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড বিকল হয়ে যাবে, মানুষের ভেতরকার মানসিক অবস্থা বিনষ্ট হবে, অযোগ্য লোক ক্ষমতাশীল হবে ও সমাজে অস্থিরতা বিরাজ করবে। আর এ কথারই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মূলতঃ মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হলেই সমাজে আমানতের খিয়ানত

পরিলক্ষিত হয়।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আমাদেরকে দু'টি হাদীস শুনিয়েছেন। যার একটি দেখেছি। আরেকটির অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমানত সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ

"মূলতঃ আমানত মানুষের অন্তরের গভীরে নাযিল হয়েছে। অতঃপর তারা কুর'আন শিখেছে। হাদীস শিখেছে"। (বুখারী, হাদীস ৬৪৯৭ মুসলিম, হাদীস ১৪৩)

তেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমানত উঠিয়ে নেয়া সম্পর্কেও বলেন:

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدِّيْ الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيْنًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ

"কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তার অন্তর থেকে আমানতটুকু উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন কেবল এর দাগটুকু তার অন্তরে কোন এক বিন্দুর দাগের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে। আবারো সে ঘুমিয়ে পড়লে আমানতের বাকি অংশটুকু তার অন্তর থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন কেবল এর দাগটুকু তার অন্তরে কোন এক কর্মঠ ব্যক্তির হাতের দাগের ন্যায় অবশিষ্ট থাকবে। যেমন: তুমি কোন জ্বলন্ত কয়লা অসতর্কভাবে পায়ের উপর ফেলে দিলে। আর তখনই সেখানে একটি ফোস্কা ফুটে গেলো। তখন ফোস্কাটিকে দেখতে উঁচু দেখা যাবে ঠিকই; কিন্তু তাতে দূষিত পানি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ভোর হলে

সবাই একে অপরের হাতে বায়'আত করবে ঠিকই। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কোন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না যে তার উপর অর্পিত আমানতটুকু আদায় করবে। তখন এ কথা বলা হবে যে, শুনেছিলাম: অমুক বংশে নাকি একজন আমানতদার ব্যক্তি ছিলো। তখন কারো কারোর সম্পর্কে এ কথাও বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান! কতই না চালাক! কতই না বীর সাহসী! অথচ তার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান নেই"। (বুখারী, হাদীস ৬৪৯৭ মুসলিম, হাদীস ১৪৩)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: এমন এক সময় ছিলো যখন আমি কারোর সাথে বেচাকেনার কাজ করতে কোন চিন্তাই করতাম না। যদি সে মুসলিম হতো তা হলে তার ইসলামই তাকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে আনতো। আর যদি সে খ্রিস্টান হতো তা হলে তার প্রতিনিধিই (তার ব্যবসা-বাণিজ্য যে পরিচালনা করতো সেই) তাকে আবার আমার নিকট ফিরিয়ে আনতো। আজ কিন্তু আমি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কারোর সাথে বেচাকেনার কাজ করি না।

যখন অধিকাংশ মানুষের মানসিকতা খারাপ হয়ে যায় এবং সমাজের নেতৃত্ব অনুপযুক্তদের হাতে ন্যস্ত করা হয় তখনই আমানত উঠে যায় এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা এক মজলিসে মানুষের সাথে কথা বলছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি এসে বললো: কিয়ামত কখন হবে? তখন তিনি তার উত্তর না দিয়ে পূর্বের আলোচনাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন: তিনি তার কথা শুনেছেন। তবে তার কথা তাঁর পছন্দসই হয়নি বলে তার কোন উত্তর দেননি। আবার কেউ কেউ বললেন: হয়তো বা তিনি তার কথাই শুনেননি। ইতিমধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর আলোচনা শেষ করলেন তখন বললেন: কিয়ামত সংক্রান্ত প্রশ্নকারী কোথায়? সে বললো: আমিই সেই লোক হে আল্লাহ'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তখন তিনি বললেন:

إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"যখন তুমি দেখবে আমানতের খিয়ানত হচ্ছে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। বর্ণনাকারী বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! তা আবার কীভাবে? তিনি বললেন: যখন কোন গুরু দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে দেয়া হবে তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে"। (বুখারী, হাদীস ৫৯, ৬৪৯৬)

উক্ত আলামত মূলতঃ আমাদের এ যুগে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাচ্ছে। আজ চোখ দৌড়ালে দেখা যাবে, সরকার, মন্ত্রণালয়, পার্লামেন্ট, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি তথা সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে যেগুলোর সাথে মানব স্বার্থের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সেগুলোতে ভালো, সক্ষম, আমানতদার, মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। বরং এ সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনের উচ্চ লেভেলের সাথে পরিচিতি, পারস্পরিক লাভ-লোকসান ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ পরিলক্ষিত হয়। তাই রাসূল ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী আবারো উচ্চারণ করতে হয়: "যখন কোন গুরু দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তিকে দেয়া হবে তখন তোমরা অবশ্যই কিয়ামতের অপেক্ষা করবে"। (বুখারী, হাদীস ৫৯, ৬৪৯৬)

১৮. পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুকরণ:

এখনকার যুগের আরেকটি বড় ফিতনা হচ্ছে আচার-অভ্যাস ও চাল-চরিত্রে পূর্ববর্তী ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও অন্যান্য কাফিরদের হুবহু অনুসরণ। রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আমার একদল উম্মত আচার-অভ্যাস, মন-মানসিকতা ও জীবন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট জাতিসমূহ তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অন্ধ অনুকরণ করবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِيْ بِأَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَفَارِسَ وَالرُّوْمِ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُوْلاَئِكَ؟

"কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসারী হবে। হাত হাত বিঘত বিঘত। রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহ'র রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কি পারস্য এবং রোমানদের মতো হয়ে যাবে? তিনি বললেন: ওরা ছাড়া আর কে?" (বুখারী, হাদীস ৭৩১৯)

অপ্রিয় হলেও সত্য এই যে, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মোসলমান আজ কাফিরদের অনুসারী। তাদের চাল-চলন, লেবাস-পোশাক ও আচার-ব্যবহার সবই কাফিরদের ন্যায়। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে তাদের অনুসরণ এখনো বাকি থাকলে তা কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই ঘটবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু পূর্বেই এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا فِيْ جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوْهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟!

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী হবে। হাত হাত বিঘত বিঘত তথা হুবহু এবং অবিকলভাবে। এমনকি তারা যদি কোন সাণ্ডার গর্তে ঢুকে পড়ে তা হলে তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে। আমরা (সাহাবীগণ) বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! তারা কি ইহুদী ও খ্রিষ্টান? তিনি বললেন: তারা নয় তো আর কারা?"

(বুখারী, হাদীস ৩৪৫৬, ৭৩২০ মুসলিম, হাদীস ২৬৬৯ ত্বায়ালিসী, হাদীস ২১৭৮)

কাজী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিঘত, হাত, সাণ্ডার গর্তে প্রবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের পরিপূর্ণ অনুসরণের চিত্রই মূলতঃ তুলে ধরলেন।
(ফাতহুল-বারী: ২০/৩৮৭ হাদীস ৭৩১৯)

তবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিকৃষ্ট অনুসরণ বলতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের বিশেষ গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশাসন পরিচালনার কৌশল ও সুশৃঙ্খলা ইত্যাদিকে বুঝানো হয় না। যা আমাদের ধর্মের পরিপন্থী নয়।

মূলতঃ তাদের নিকৃষ্ট অনুসরণ বলতে চাল-চলন, লেবাস-পোশাক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার তথা মহিলা-পুরুষের লাগামহীন মেলামেশা, পর্দাহীনতা কিংবা তাদের অর্থনৈতিক নিয়মকানুন তথা সুদ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়।

১৯. বান্দির তার প্রভুকে জন্ম দেওয়াঃ

বান্দির তার প্রভুকে জন্ম দেওয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত। আর তা এভাবে হবে যে, একজন স্বাধীন পুরুষ তার বান্দির সাথে সহবাস করবে। অতঃপর সে গর্ভবতী হলে তার থেকে যে সন্তান জন্ম নিবে সে তো একদা স্বাধীন পুরুষ হিসেবেই সমাজে পরিচিতি লাভ করবে। তার পিতা তখনো জীবিত ও স্বাধীন থাকবে। অথচ তার মা তখনো বান্দি। তখন ছেলেটা যেন তার বান্দি মায়ের মনিবই হয়ে গেলো।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা হাদীসে জিব্রীলে তাঁকে কিয়ামত সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেনঃ

وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّتَهَا

“তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতগুলো সম্পর্কে বলছিঃ যখন কোন বান্দি তার প্রভুকে জন্ম দিবে তখনই তা কিয়ামতের একটি আলামত”।

(বুখারী, হাদীস ৪৭৭৭ মুসলিম, হাদীস ৯)

কারো কারো মতে, শেষ যুগে প্রভাবশালীরা বান্দিদেরকে বিবাহ করবে এবং তাদের ঘর থেকেই সে যুগের রাষ্ট্রপতি জন্ম নিবে। তখন তার মা বান্দিটি তার প্রজা হবে। আর রাষ্ট্রপতি তো প্রজারই মনিব।

২০. কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী মহিলাদের আবির্ভাবঃ

পাতলা ও সঙ্কীর্ণ পোশাক পরে নিজেদের বিশেষ সৌন্দর্য পর পুরুষের সামনে প্রকাশ করে পর্দাহীন ও খোলামেলাভাবে রাস্তা-ঘাটে কিংবা হাটে-বাজারে মহিলাদের চলাফেরা করা কিয়ামতের আরেকটি আলামত। এরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাপড় পরিহিতা হলেও মূলতঃ তারা উলঙ্গিনী।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

"দু' জাতীয় মানুষ জাহান্নামী। যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে এমন লোক যাদের হাতে থাকবে গাভীর লেজের ন্যায় ছোট ছোট লাঠি। যা দিয়ে তারা মানুষকে অযথা প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন মহিলারা যারা হবে বাহ্যতঃ কাপড় পরিহিতা; অথচ বস্তুতঃ তারা উলঙ্গিনী। নিজেও ভ্রষ্টা এবং অন্যকেও ভ্রষ্টকারিণী। তাদের মাথা হবে (বরাবর মাথার উপরে খোঁপা বাঁধার দরুন) খুরাসানী উটের ঝুলে পড়া কুঁজোর ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়"। (মুসলিম, হাদীস ২১২৮)

উক্ত হাদীসে "মা-য়িলাত" মানে তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য থেকে অনেক দূরে। তাঁর আনুগত্যে অবিচল নয়।

আর "মুমীলাত" মানে এমন মহিলা যারা অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে। সুতরাং তারা নিজেও ভ্রষ্টা এবং অন্যকেও ভ্রষ্টকারিণী।

আর "রুঊসুহুন্না কা আসনিমাতিল-বুখতি" মানে তারা চুলের উপর এমন কিছু পরবে যার দরুন তাদের মাথা উটের কুঁজোর ন্যায় মনে হবে।

২১. উলঙ্গ ও খালি পা বিশিষ্ট ছাগল রাখালদের বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতা:

বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ ও সুসজ্জিত করণে উলঙ্গ ও খালি পা বিশিষ্ট ছাগল রাখালদের জোর প্রতিযোগিতা কিয়ামতের আরেকটি আলামত।

উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জিব্রীল (عليه السلام) একদা রাসূল

ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে কিয়ামতের আলামতগুলো বলতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِيْ الْبُنْيَانِ

"কিয়ামতের আলামতগুলো এই যে, বান্দি তার প্রভুকে জন্ম দিবে এবং যখন তুমি দেখবে উলঙ্গ-খালি পা বিশিষ্ট গরিব ছাগল রাখালদেরকে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতা করতে। (মুসলিম, হাদীস ৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

وَرَأَيْتَ أَصْحَابَ الشَّاءِ تَطَاوَلُوْا بِالْبُنْيَانِ وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كَانُوْا رُؤُوْسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ وَالْحُفَاةُ الْجِيَاعُ الْعَالَةُ؟ قَالَ: الْعَرَبُ

"আপনি যখন দেখবেন ছাগল রাখালদেরকে উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণে জোর প্রতিযোগিতা করতে এবং আরো দেখবেন ক্ষুধার্ত, খালি পা বিশিষ্ট গরিবদেরকে মানুষের নেতৃত্ব দিতে তখন মনে করবেন এগুলো কিয়ামতের আলামত। জিব্রীল عليه السلام বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল ﷺ! ক্ষুধার্ত, খালি পা বিশিষ্ট গরিব ছাগল রাখাল ওরা কারা? তিনি বললেন: ওরা আরব জাতি। (আহমাদ: ১/৩১৯ হাদীস ২৯২৬)

উঁচু উঁচু ঘর-বাড়ি ও অট্টালিকা নির্মাণ মূলতঃ হারাম কিছু নয় যদি তাতে মানুষের কোন ধরনের ফায়েদা থেকে থাকে। তবে তা নিয়ে কখনো গর্ব, অহঙ্কার কিংবা বড়াই করা যাবে না।

উঁচু উঁচু অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা মানে বহু তল বিশিষ্ট অট্টালিকা তৈরি ও সেগুলোকে সুন্দর, শক্তিশালী ও সুসজ্জিত করা এবং সেগুলোর রুম ও বসার জায়গাগুলোকে প্রশস্ত করার ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা।

এ যুগে মানুষের মাঝে সম্পদের আধিক্য ও স্বচ্ছলতার দরুন বড় বড় টাওয়ার তৈরির ব্যাপারে জোর প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

(ইতহাফুল-জামাআহ বিমা জাআ ফিল-ফিতানি ওয়াল-মালাহিম ওয়া আশরাতুস-সাআহ/তুওয়াজরী: ২/১৬২)

মূল কথা হলো, মরুভূমির ছাগল রাখালরা ছাগল প্রতিপালন ছেড়ে উঁচু উঁচু বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতায় নেমে যাবে। তারা বড় বড় টাওয়ার ও অট্টালিকা বানিয়ে একে অপরের সাথে গর্ব করবে। প্রত্যেকের আশা থাকবে, তার টাওয়ারের উচ্চতা যেন অন্যদের টাওয়ারের চেয়ে বেশি হয়।

বর্তমানে আরব ও অনারবদের মাঝে এ প্রতিযোগিতা ব্যাপকতা লাভ করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্র বড় বড় টাওয়ার বানিয়ে তা নিয়ে গর্ব করতে ব্যস্ত।

২২. শুধুমাত্র সমাজের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ কিংবা পরিচিতজনদেরকেই সালাম দেয়াঃ

আল্লাহ তা'আলা সালামের বিধান করেছেন যেন তা মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও সুসম্পর্কের নিদর্শন হয়। ছোট বড়কে সালাম দিবে। ধনী গরিবকে সালাম দিবে। আরব অনারবকে সালাম দিবে। সাদা কালোকে সালাম দিবে। প্রত্যেকেই পরিচিত অপরিচিত সবাইকেই সালাম দিবে।

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না মু'মিন হও। মু'মিন হবে না যতক্ষণ না পরস্পরের মাঝে নিরঙ্কুশ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দেবো না? যা করলে তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তোমরা নিজেদের মাঝে বেশি বেশি সালামের প্রচার-প্রসার ঘটাবে।

(মুসলিম, হাদীস ৫৪/৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ৪৫২২ তিরমিযী, হাদীস ২৬৩২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৬৯০)

শুধুমাত্র বিশেষ ও পরিচিতজনকেই সালাম দেয়া কিয়ামতের আরেকটি আলামত। সুন্নাত হচ্ছে পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে বেশি বেশি সালাম দেয়া।

আবুল-জাআদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে লোকটি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ! "আস-সালামু'আলাইকা" তথা আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখন আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য বলেছেন। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِيْ الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ

"কিয়ামতের আলামতগুলোর অন্যতম আলামত এই যে, জনৈক ব্যক্তি মসজিদের ভেতর দিয়ে অন্য দিকে হেঁটে চলে যাবে; অথচ সে তাতে দু' রাক'আত তাহিয়্যাতুল-মসজিদও আদায় করবে না। আর কেউ পরিচিত ছাড়া অন্যকে সালাম দিবে না"।

(ইবনু খুযাইমাহ: ২/২৮৩ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ২/২৪৮ হাদীস ৬৪৮, ৬৪৯)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন: ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন:

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"খানা খাওয়াবে ও পরিচিত-অপরিচিত সবাইকেই সালাম দিবে"।

(বুখারী, হাদীস ৬২৩৬ মুসলিম, হাদীস ৩৯)

২৩. ২৪. ২৫. ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, ব্যবসায় স্বামীর সাথে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও কিছু ব্যবসায়ীর বাজারের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব:

কিয়ামতের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য এতো অধিকহারে সম্প্রসারিত হবে যে, তা সহজ হওয়ার দরুন অধিকাংশ লোক তাতে নিমগ্ন হবে। এমনকি তা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে মহিলারাও অংশ গ্রহণ করবে। উক্ত দু'টি আলামত একত্রেই নিচের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّوْرِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُوْرَ الْقَلَمِ .

"কিয়ামতের পূর্বক্ষণে শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকেই সালাম দেয়া হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক হারে বিস্তার লাভ করবে। এমনকি এক জন স্ত্রীও ব্যবসা-বাণিজ্যে তার স্বামীর সহযোগী হবে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হবে এবং সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রাখা হবে। এমনকি লেখালেখিও অধিক হারে বিস্তার লাভ করবে"। (আহমাদ: ১/৪০৭, ৫/৩৩৩)

আমর বিন তাগলিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَّفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَبِيْعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلَ: لاَ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِيْ فُلاَنٍ، وَيُلْتَمَسَ فِيْ الْحَيِّ الْعَظِيْمِ الْكَاتِبُ لاَ يُوْجَدُ .

"কিয়ামতের অন্যতম আলামতগুলো এই যে, ধন-সম্পদ বেড়ে যাবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক হারে বিস্তার লাভ করবে। মূর্খতা প্রকাশ পাবে। কেউ বেচাকেনা করতে গেলে বলবে: না, এখন বিক্রি করবো না যতক্ষণ না অমুক বংশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পরামর্শ নেবো। বড় এক পল্লীতে লেখক খোঁজা হবে; অথচ লিখতে পারে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না"।

(নাসায়ী, হাদীস ৭/২৪৪ হাদীস ৪৪৬১ আহ্মাদ: ৫/৬৯ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৬/৬৩১ হাদীস ২৭৬৭)

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বড় বড় ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে পুঁজিপতি ও আমদানি-রফতানির লাইসেন্সধারীরা বাজারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন তথা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের অনুমতি ব্যতীত কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না কিংবা বিক্রির সময় বিশিষ্ট কোন ব্যবসায়ীর মতামতকে

শর্ত বানানো হবে।

উক্ত হাদীস থেকে আরো বুঝা যায়, এমন এক সময় আসবে যখন কোন এলাকায় লেখক খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ আগের হাদীসে বলা হয়েছে লেখালেখির প্রচুর প্রচার-প্রসার ঘটবে। তা হলে মানে এ দাঁড়াবে যে, লেখার উন্নত মাধ্যমগুলো (কম্পিউটার, উন্নত মোবাইল, মানুষের মুখের আওয়াযগুলোকে লেখায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমসমূহ ইত্যাদি) বিস্তার লাভ করার দরুন মানুষ হাতে লেখার রুচি হারিয়ে ফেলবে। তখন কেউ আর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে পারবে না।

তখন লেখক না পাওয়ার মানে এও দাঁড়াতে পারে যে, এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে ব্যক্তি ব্যবসার শরীয়ত সম্মত শর্ত ও বিধানাবলী ভালোভাবে জেনেশুনে দুনিয়ার কোন কিছুর লোভে নয় বরং একান্তভাবে পরকালের সাওয়াবের আশায় মানুষের ব্যবসায়িক চুক্তিগুলো লিখে দিবে।

২৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াঃ

মিথ্যা সাক্ষ্য মানে অন্যের ব্যাপারে এমন সাক্ষ্য দেয়া যে, অমুক অমুকের কাছ থেকে এ এ অধিকার পাবে। অথচ সে তার কাছ থেকে বস্তুতঃ কিছুই পাবে না। এ জাতীয় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কবীরা গুনাহ।

আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় বড় কিছু গুনাহ'র কথা বলবো না? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথাটি তিনবার বললেন। সাহাবীগণ বললেনঃ হ্যাঁ, বলুন। হে আল্লাহ'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা। মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতক্ষণ হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোজা হয়ে বসে বললেনঃ খেয়াল রাখবে, আরেকটি হলো মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া"।

(বুখারী, হাদীস ২৪৭৪, ২৬৫৪, ৫৫৪৮, ৫৮৩১, ৬৪৩৮ মুসলিম, হাদীস ৮৭, ১২৯ তিরমিযী, হাদীস ১৮২০, ২২৩৫, ২৯৬৫)

মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রচার ও প্রসার কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ شَهَادَةَ الزُّوْرِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ .

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রেখে বরাবর মিথ্যা সাক্ষ্যই দেয়া হবে"। (আহমাদ: ১/৪০৭, ৫/৩৩৩)

মিথ্যা সাক্ষ্য'র ব্যাপারটি যে শুধু কোন বিচারক বা প্রশাসকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার সাথেই সীমাবদ্ধ তা নয়। বরং তা যে কোন সাক্ষ্য'র ক্ষেত্রেই হতে পারে। যেমন: কোন কোম্পানীর কর্মচারীদের সাক্ষ্য তাদের কর্তা ব্যক্তিদের নিকট। কোন স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সাক্ষ্য তাদের পরিচালকের নিকট। ছেলে-সন্তানের সাক্ষ্য তাদের পিতা-মাতার নিকট।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কারোর সম্পদ গ্রাস করে নেয়ার ব্যাপারে উম্মতকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ﴾ [آل عمران: ٧٧]

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মোসলমানের সম্পদ গ্রাস করে নিলো সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ তা'আলা তখন তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট থাকবেন। আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾ [آل عمران: ٧٧]

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে এদের জন্য আখিরাতে কোন অংশই থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কোন কথাই বলবেন না। এমনকি তাদের প্রতি তাকাবেনও না। উপরন্তু তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। (আলি ইমরান) (বুখারী, হাদীস ৬৯১৮, ৭৪৪৫)

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ .

"যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোন মোসলমানের অধিকার গ্রাস করে নিলো আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করবেন এবং জান্নাতকে করবেন তার উপর হারাম। জনৈক ব্যক্তি বললো: যদিও তা সামান্য বস্তু হয় হে আল্লাহ'র রাসূল! তিনি বললেন: যদিও তা (মরুভূমির) আরাক নামক গাছের একটি ডালও হয়"। (মুসলিম, হাদীস ১৩৭)

২৭. সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রাখা:

সত্য সাক্ষ্য

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মোসলমানকে তার নিজ ভাইয়ের সহযোগিতা করতে আদেশ করেছেন। চাই সে যালিম হোক অথবা মাযলূম। যালিম হলে তাকে যুলুম করতে বাধা দিবে। আর মাযলূম হলে যথাসাধ্য যালিম থেকে তার অধিকার ছিনিয়ে আনবে। তাই তিনি সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রাখা হারাম করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত"। (বাক্বারাহ: ২৮৩)

শেষ যুগে মানুষ একে অপরের অধিকার গ্রাস করে নিবে। এ দিকে যারা এ ব্যাপারে সঠিকটি জানেন তারাও মুখ খুলবেন না। সত্য বলতে পারলেও তারা তা বলবে না। বরং তারা এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত সুবিধাকেই অগ্রাধিকার দিবে। এটি কিয়ামতের একটি অন্যতম আলামত। যা পূর্বের আলামতের সাথে আলোচিত হয়েছে।

২৮. মূর্খতার ছড়াছড়িঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী ﷺ কে জ্ঞান শিখতে এবং তা আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর নিকট দো'আ করতে আদেশ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]

"আর তুমি বলো: হে আমার প্রভু! আপনি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন"। (ত্বাহা: ১১৪)

তাই নবী ﷺ নিজেও শিখতেন এবং অন্যকেও শিক্ষা দিতেন।

তেমনিভাবে তিনি মূর্খতারও নিন্দা করেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ فِيْ الْأَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহঙ্কারী, কঠিন হৃদয়, অতি লোভী, হাটে-বাজারে চিৎকারকারী, রাতের মৃত, দিনের গাধা, দুনিয়ার জ্ঞানে জ্ঞানী ও আখিরাতের ব্যাপারে মূর্খকে ভালোবাসেন না"।

(ইবনু হিব্বান: ১/২৭৩ হাদীস ১৯৭৫ তারগীব, হাদীস ১৯২৬ বায়হাক্বী: ১০/১৯৪)

হাদীসটিকে কেউ কেউ আবার দুর্বলও বলেছেন।

রাসূল ﷺ এ কথাও বলেন যে, মূর্খতার ছড়াছড়ি কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ ও আবু মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ .

“নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বক্ষণে এমন কিছু দিন আসবে যখন ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা অবতীর্ণ হবে এবং হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে”।
(বুখারী, হাদীস ৭০৬২, ৭০৬৩, ৭০৬৪, ৭০৬৬ মুসলিম, হাদীস ২৬৭২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لأَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ، وَيَفْشُوْ فِيْهَا الْجَهْلُ

“নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বক্ষণে এমন কিছু দিন আসবে যখন ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে“। (আহ্‌মাদ: ৩/৩৮০)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُدْرَى فِيْهِ مَا صَلاَةٌ؟ مَا صِيَامٌ؟ مَا صَدَقَةٌ؟

“এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ জানবে না স্বালাত কী? সিয়াম কী? সাদাকা কী?”
(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৪৯ তাবারানী: ৫/১২২)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يُرْفَعُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ

“কিয়ামতের পূর্বে ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে”।
(আহমাদ: ১/৪৩৯, ৩/৩৮০)
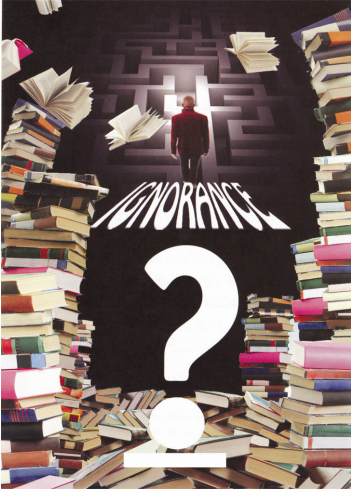
মূর্খতা

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ লোকদের হাল অবস্থা চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তারা দুনিয়ার জীবন যাপন ও নিজ সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারটি খুব ভালোভাবেই জানে। তারা জানে, কিভাবে কম্পিউটার চালাতে হবে, মোবাইল ফোন ও গাড়ী ইত্যাদি কীভাবে চালাতে হবে। তবে ঠিক এর বিপরীতে আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, “আল্লাহুস-স্বামাদ” এর অর্থ কী? “গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব” এর অর্থ কী? স্বালাতের সাহু সাজদাহ সালামের আগে দিবেন না পরে দিবেন। দেখবেন, তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যই বলেছেন: “কিয়ামতের পূর্বে মূর্খতা প্রকাশ পাবে”।

জনৈক ব্যক্তি একদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, নফল নামাযের জন্য ওযু করতে হবে কি? না শুধু ফরয নামাযের জন্য ওযু করলেই চলবে? আমি তার প্রশ্নে খুব আশ্চর্য হয়েছি। আরো আশ্চর্য হলাম যখন জানতে পারলাম ছেলেটি অনার্স তৃতীয় বছরের ছাত্র।

সমাজে এমন অনেক লোকই পাবেন যারা বিবাহ, ত্বালাক, বেচা-কেনা ও ইবাদত সংক্রান্ত কোন মাসআলাই জানে না। অথচ এ জাতীয় মাসআলা প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন। তবে দিন দিন ধর্মীয় জ্ঞানে মূর্খতা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ এই যে, মানুষ আজ জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি সময় পেলেই বিনোদনে ব্যস্ত হয়ে যায়। তারা আলিমগণের বৈঠক ও ধর্মীয় আলোচনায় তেমন একটা বসতে চায় না। না তারা কখনো কোন ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়তে চায়।

২৯. ৩০. ৩১. দুনিয়ার অত্যধিক লোভ ও সীমাহীন কার্পণ্য, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ও প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহারঃ

কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে মানুষের এমন কিছু মানসিক রোগও রয়েছে যা মুসলিম সমাজকে একেবারেই ধ্বংস করে দেয়। তার একটি হচ্ছে দুনিয়ার অত্যধিক লোভ ও সীমাহীন কার্পণ্য।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

অর্থের লোভ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَّظْهَرَ الشُّحُّ

"কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে এই যে, তখন মানুষের মাঝে দুনিয়ার অত্যধিক লোভ ও কার্পণ্য প্রকাশ পাবে"।

(তাবারানী/আওসাত: ১/২১৮ মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ৭/৩২৭)

আনাস ও মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً، وَلاَ يَزْدَادُ النَّاسُ إِلاَّ شُحًّا

"দিন দিন পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর হবে এবং মানুষ ধীরে ধীরে আরো বেশি

দুনিয়া লোভী ও কৃপণ হয়ে যাবে"।

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৩৯ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৮/১৪)

কারো কারোর মতে উক্ত হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। তবে ইমাম হাইসামী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَىٰ الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْـهَرْجُ ، قَالُوْا: وَ مَا الْـهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، الْقَتْلُ .

"সময় খুবই নিকবর্তী হবে, আমল কমে যাবে, দুনিয়ার অধিক লোভ ও কার্পণ্য জন সমাজে নিক্ষিপ্ত হবে এবং হারজ বেড়ে যাবে। সাহাবীগণ বললেন: হারজ মানে কী? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হারজ মানে হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড"।

(বুখারী, হাদীস ৬০৩৭, ৭০৬১ মুসলিম, হাদীস ১৫৭)

আরবীতে "শুহ" মানে দুনিয়ার এমন লোভ যা ধীরে ধীরে মানুষকে কার্পণ্য শিখায়।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَسُوءُ الْـمُجَاوَرَةِ، وَحَتَّىٰ يُؤْتَمَنَ الْـخَائِنُ، وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না অশ্লীল কথা ও কর্মকাণ্ড, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ও নিজ প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এমনকি যতক্ষণ না খিয়ানতকারীকে আমানতদার ও আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হয়"।

(আহমাদ: ২/১৬২ হাদীস ৬৩৩৬ হাকিম: ১/৭৫ হাদীস ৮৬৮৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ، وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْـخَائِنُ، وَيَهْلِكُ الْوُعُولُ وَيَظْهَرُ التُّحُوتُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْوُعُولُ وَمَا التُّحُوتُ؟ قَالَ: الْوُعُولُ: وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتُّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ .

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না প্রকাশ পাবে অশ্লীলতা ও কার্পণ্য, এমনকি আমানতদারকে খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে, "ওউল" ধ্বংস হবে ও "তুহুত" প্রকাশ পাবে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল ﷺ! "ওউল" মানে কী? এবং "তুহুত" মানে কী? রাসূল ﷺ বললেন: "ওউল" মানে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। আর "তুহুত" মানে সমাজের নিচু শ্রেণী যারা একদা চলার সময় মানুষের পায়ের নিচে পড়তো তথা কেউ তাদের কোন খোঁজ-খবরই রাখতো না"।

(হাকিম: ৪/৫৪৭ তাবারানী/আওসাত, হাদীস ৩৮৯৩ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৭০০১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৭/৬৩৯ হাদীস ৩২১১)

রাসূল ﷺ যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন আজ তাই ঘটছে। আজ আমরা চতুর্দিক ফাসাদ আর ফাসাদই দেখতে পাচ্ছি। প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা আজ আমাদেরকে অহরহ চোখের সামনেই দেখতে হচ্ছে। বন্ধন ও ভালোবাসার জায়গায় আজ আমাদেরকে শত্রুতা ও সম্পর্কহীনতাই দেখতে হচ্ছে। আজ প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনে না। আত্মীয় আত্মীয়কে চিনে না। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও সে বলতে পারে না।

৩২. অশ্লীলতার ছড়াছড়িঃ

অশ্লীলতা বলতে সতর দেখা যায় এমন কাপড়, লজ্জাজনক বিশ্রী কথা, অশালীন গালি ও লা'নত ইত্যাদির ব্যাপারে শৈথিল্য ও ঢিলামি করাকে বুঝানো হয়। রাসূল ﷺ কখনো কোন অশ্লীল কথায় কিংবা কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না।

অশ্লীলতার ছড়াছড়ি কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ .

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না সমাজে প্রকাশ পাবে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও কার্পণ্য"।

(হাকিমঃ ৪/৫৪৭ তাবারানী/আওসাত, হাদীস ৩৮৯৩ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৭০০১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহঃ ৭/৬৩৯ হাদীস ৩২১১)

৩৩. আমানতদারকে খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করাঃ
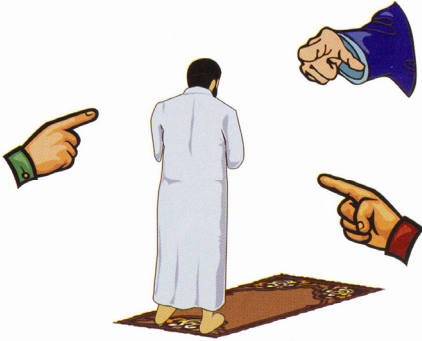
এটি কিয়ামতের একটি আলামত। ইতিপূর্বে কিয়ামতের আলামতের মধ্যে এটাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। সমাজের নেতৃত্ব অযোগ্য লোকদেরকে দেয়া হবে। তেমনিভাবে কিয়ামতের আরেকটি আলামত হচ্ছে আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে তথা তার আমানত ও সত্যবাদিতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হবে। ঠিক এরই বিপরীতে মিথ্যুক, মুনাফিক, চাটুকার ও তেলমারা খিয়ানতকারীকে বিশ্বাস করা হবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ، وَيُخَوَّنُ الأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ .

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না সমাজে প্রকাশ পাবে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও কার্পণ্য। এমনকি তখন এক জন আমানতদারকে খিয়ানতকারী এবং খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে।

(হাকিম: ৪/৫৪৭ তাবারানী/আওসাত, হাদীস ৩৮৯৩ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৭০০১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৭/৬৩৯ হাদীস ৩২১১)

৩৪. সম্মানিত ব্যক্তিদের বিদায় ও নিচু লোকদের আবির্ভাব:

কিয়ামতের আলামত এটাও যে, সমাজের আলিম, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সম্মানীরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। আর এর পরিবর্তে পরিবেশ খালি পেয়ে সমাজের নিচু শ্রেণী তথা মূর্খ ও সাধারণ লোকরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে চলে আসবে।

একজন বাদ্যকারকে ঘিরে রয়েছে হাজারো মানুষ

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ، وَيُخَوَّنُ الأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، وَيَهْلِكُ الْوُعُولُ وَيَظْهَرُ التُّحُوتُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْوُعُولُ وَمَا التُّحُوتُ؟ قَالَ: الْوُعُولُ: وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتُّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ .

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না সমাজে প্রকাশ পাবে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও কার্পণ্য। এমনকি তখন এক জন আমানতদারকে খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে। "ওউল" ধ্বংস হবে ও "তুহুত" প্রকাশ পাবে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল ﷺ! "ওউল" কী? এবং "তুহুত" কী? রাসূল ﷺ বললেন: "ওউল" মানে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। আর "তুহুত" মানে সমাজের নিচু শ্রেণী যারা একদা চলার সময় মানুষের পায়ের নিচে পড়তো তথা কেউ তাদের কোন খবরা-খবরই রাখতো না"।

(হাকিম: ৪/৫৪৭ তাবারানী/আওসাত, হাদীস ৩৮৯৩ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৭০০১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৭/৬৩৯ হাদীস ৩২১১)

লোয়াড়কে কাঁধে উঠিয়ে হাজারো লোকের নাচানাচি

সমাজে নিচু লোকদের আবির্ভাব এভাবেও হতে পারে যে, তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর অধিকারী হবে। তখন প্রচার মাধ্যমগুলো তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। বখাটে লোকরা প্রচুর পরিমাণে তাদের অনুসারী হবে। ঠিক এরই বিপরীতে সমাজের অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সম্মানী লোকদেরকে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব থেকে দূরে রাখা হবে। প্রচার মাধ্যমগুলো তাদেরকে কোন গুরুত্বই দিবে না। ফলে মানুষের মাঝে দ্রুত প্রসিদ্ধি লাভ করবে গায়ক, নর্তকী ও ব্যভিচারিণীরা। অন্য দিকে বিশিষ্ট আলিম, গবেষক, আবিষ্কারক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও জ্ঞানী-গুণীদের সমাজে কোন অবস্থানই থাকবে না।

এতদসত্ত্বেও সমাজের কিছু সংখ্যক লোক আজও ধর্মীয় আলোচনায় মনযোগী হচ্ছে। অধিকাংশ মুসলিম এলাকায় বিশিষ্ট আলিম ও দা'য়ীদেরকে এখনো সম্মান দেয়া হচ্ছে। এখনো কিছু কিছু লোক ধর্মীয় সভা-সেমিনারে যোগ দিচ্ছে। তারা প্রচার মাধ্যমগুলো কর্তৃক প্রচারিত ধর্মীয় পোগ্রামগুলো এখনো দেখার চেষ্টা করছে। দিন দিন দ্বীনী আনুগত্যশীল টিভি চ্যানালের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি কিছু কিছু অমোসলমানও ধর্মীয় আলোচনা শুনছে। তা সত্যিই খুশির ব্যাপার। তবে তা খারাপের তুলনায় একেবারেই অতি সামান্য।

৩৫. সম্পদের উৎস সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়া তথা তা কি হালাল না হারাম এর কোন তোয়াক্কা না করা:

যখন শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচার চেতনা কোন মোসলমানের মাঝে কমে যায় তখন তার ধার্মিকতায় ঘাটতি আসবে নিশ্চয়ই। আর যখন তার ধার্মিকতায় ধ্বস নামবে তখন সে যে কোন সন্দেহজনক কাজে পা বাড়াতে উৎসাহিত হবে নিশ্চয়ই। আর তখনই সে অতি স্বাভাবিকভাবেই হারামে নিপতিত হবে। তখন সে সম্পদের উৎস নিয়ে এতটুকুও চিন্তা করবে না। হারাম ও হালালের এতটুকুও যাচ-বিচার করবে না। আর এটাই এ যুগে হরদম চলছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যদ্বাণী এখন সত্যিই প্রতিফলিত হচ্ছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِيْ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

"অবশ্যই মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কেউ সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে কোন পরোয়াই করবে না। সে কখনো ভাববে না যে, সে সম্পদটুকু হালাল পথে সঞ্চয় করেছে না হারাম পথে। (বুখারী, হাদীস ২০৫৯, ২০৮৩)

একটু চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে, আজ অধিকাংশ মানুষ যে কোনভাবে সম্পদ সঞ্চয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। সে চিন্তাও করছে না। হালাল পথে কামাচ্ছে না হারাম পথে।

এ জন্যই আজ শরীয়ত সম্মত চুক্তির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। মানুষ আজ হারাম চাকুরি ও হারাম ব্যবসায় ঢিলামি করছে। যেমন: কেউ সিগারেট ব্যবসা করছে। আবার কেউ মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করছে। কেউ মহিলাদের সঙ্কীর্ণ না জায়িয কাপড়ের ব্যবসা করছে। আবার কেউ সুদের ব্যবসা করছে। কেউ নিজ দোকানপাট অন্যকে হারাম ব্যবসার জন্য ভাড়া দিচ্ছে। আরো কত্তো কী?

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]

"তোমরা পবিত্র রিযিক খাও আর নেক আমল করো"। (মু'মিনূন: ৫১)

আল্লাহ তা'আলা নিজেই পবিত্র। আর তিনি পবিত্র ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। যে শরীর হারাম থেকে তৈরি তা জাহান্নামেরই উপযুক্ত।

বর্তমান যুগে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কামাই থেকে দূরে থাকতে চায় সে যেন সমাজচ্যুত ও অপরিচিত। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে পদের লোকটি ঘুষ খায় না সে তার পদে বেশি দিন টিকতেও পারে না।

নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

"নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট। হারামও সুস্পষ্ট। তবে এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক ব্যাপার যার সঠিক বিধান অধিকাংশ মানুষই জানে না। সুতরাং যে সন্দেহজনক ব্যাপারগুলো এড়িয়ে চলতে পেরেছে সে তার ধার্মিকতা ও ইযযত টিকাতে পেরেছে। আর যে সন্দেহজনক ব্যাপারগুলোতে পতিত হলো সে যেন হারামে পতিত হলো"। (বুখারী, হাদীস ৫১, ১৯২১ মুসলিম, হাদীস ৩০০৪)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন ও তার উপর অটল থাকার তাওফীক দিন।

৩৬. ফাই তথা যুদ্ধের সহজলব্ধ সম্পদ নির্দিষ্ট খাতসমূহে বন্টন না করে ধনীরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভাগাভাগি করে পুরোটা নিয়ে যাওয়া:

আরবীতে ফাই বলতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া মুজাহিদগণ যে সকল সম্পদ এমনিতেই পেয়ে যায় উহাকে বুঝানো হয়। চাই সে সম্পদটুকু শত্রুপক্ষ তা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণেই পাওয়া যাক অথবা তা মুজাহিদগণের কাছে তাদের আত্মসমর্পণের কারণেই

পাওয়া যাক। তা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী বন্টন করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَىۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ ﴾ [الحشر: ٧]

"যে সম্পদগুলো আল্লাহ তা'আলা অতি সহজেই জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে নিজ রাসূলকে দিলেন তা আল্লাহ'র জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য। যেন তা তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালীদের মাঝে আবর্তিত না হয়"। (হাশর: ৭)

আল্লাহ তা'আলা উক্ত বন্টনটুকু নিজ দায়িত্বে এ জন্যই করলেন, যাতে ধনীরা একচ্ছত্রভাবে তা সম্পূর্ণরূপে গ্রাস না করে। তবে শেষ যুগে ধনী ও নেতৃস্থানীয়রা আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত বন্টন অমান্য করে তা নিজেদের মধ্যে পুরোটাই ভাগাভাগি করে নিবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ .

"যখন ফাই (যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া মুজাহিদগণ যে সকল সম্পদ এমনিতেই পেয়ে যায়) শুধুমাত্র ধনীদের মাঝেই বন্টন করা হবে, আমানতকে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)

মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্মীয় জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর গোলাম ও তার মায়ের অবাধ্য হবে, নিজ বন্ধুকে কাছে টেনে নিবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দিবে, মসজিদগুলোতে শোরগোল দেখা দিবে, ফাসিকরা বংশের নেতৃত্ব দিবে, নিচু শ্রেণীর লোক বংশের নেতা হবে, কাউকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্টের ভয়ে, গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ছড়াছড়ি দেখা দিবে, দেদারসে মদ পান করা হবে, এ উম্মতের শেষের লোকেরা প্রথমদেরকে লা'নত দিবে তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, বিকৃতি ও আকাশ থেকে আযাব নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করো এমন আরো অনেক নিদর্শনের যা ধারাবাহিক নেমে আসবে যেমনঃ কোন পুরনো মালা ছিঁড়ে গেলে তার মুক্তাদানাগুলো লাগাতার পড়তে থাকে"।

(তিরমিযী, হাদীস ২১৪২) হাদীসটিকে অনেকেই অশুদ্ধ বলেছেন।

৩৭. আমানতকে গনীমতের মাল মনে করাঃ
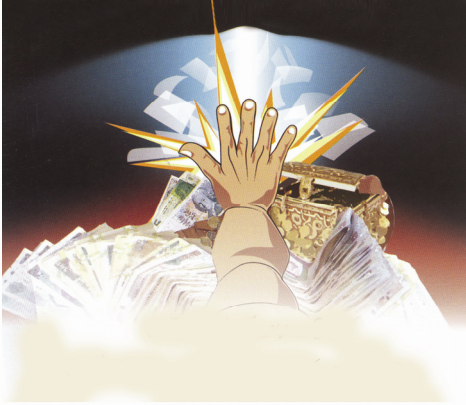
আল্লাহ তা'আলা আমানত সংরক্ষণ করতে ও তা তার মালিককে পৌঁছে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন আমানত তার মালিকের নিকট পৌঁছে দিতে"। (নিসা': ৫৮)

তবে শেষ যুগে কেউ কারোর নিকট কোন সম্পদ তা হিফাযত করার জন্য আমানত রাখলে তা গনীমত ভেবে লোকটি তার মালিক বনে যাবে। এমনকি তা মালিককে ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানাবে।

৩৮. মানুষ স্বেচ্ছায় যাকাত দিতে উৎসাহী না হওয়া বরং তা জরিমানা বলে মনে করাঃ

বস্তুতঃ এক জন মোসলমান স্বর্ণ-রুপা তথা যে মালে যাকাত আসে সে সকল মালের যাকাত আদায় করতে পারলে তার মন স্বভাবতই সন্তুষ্ট থাকে। কারণ, সে

জানে যাকাত হলো মালের পবিত্রতা, আল্লাহ্'র নৈকট্যার্জনের এক বিশেষ মাধ্যম। তা কোনভাবেই টেক্স কিংবা জরিমানা নয়।

তবে শেষ যুগে সম্পদের অদম্য লোভ ও কার্পণ্য এতো বেড়ে যাবে যে, কোন কোন ধনী ব্যক্তি যাকাত আদায়ের সময় মনে করবে, তার কাছ থেকে তা জোরপূর্বক জরিমানা হিসেবে নেয়া হচ্ছে। তখন সে তা দিবে ঠিকই। তবে তার মন খুবই অসন্তুষ্ট থাকবে। তাই তার নিয়্যাত শুদ্ধ না হওয়ার দরুন তাকে যাকাত আদায়ের জন্য কোন সাওয়াবই দেয়া হবে না।

৩৯. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া দুনিয়ার যে কোন সম্পদ ও প্রতিপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা:

বস্তুতঃ একজন মোসলমান ধর্মীয় জ্ঞান শিখে, শিখায় ও প্রচার করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য।

আবূ উমামাহ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশতাগণ, আকাশ ও যমিনের অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছ যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয় তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে"।

(তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫ তাবারানী, হাদীস ৭৯১১)

তবে শেষ যুগে কিছু সম্প্রদায় কুর'আন, হাদীস ও ফিক্বহের জ্ঞান শিখবে মানব সমাজে প্রসিদ্ধি, প্রতিপত্তি ও সম্মানের জন্য। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ ... فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ .

“যখন ফাই (যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া মুজাহিদগণ যে সকল সম্পদ এমনিতেই পেয়ে যায়) শুধুমাত্র ধনীদের মাঝেই বন্টন করা হবে, আমানতকে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্মীয় জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে... তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, বিকৃতি ও আকাশ থেকে আযাব নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করো এমন আরো অনেক নিদর্শনের যা ধারাবাহিকভাবে নেমে আসবে যেমন: কোন পুরনো মালা ছিঁড়ে গেলে তার মুক্তাদানাগুলো লাগাতার পড়তে থাকে”।
(তিরমিযী, হাদীস ২১৪২) হাদীসটিকে অনেকেই অশুদ্ধ বলেছেন।

৪০. স্ত্রীর অনুগত ও মায়ের অবাধ্য হওয়া:

কিয়ামতের আরেকটি আলামত এটাও যে, পুরুষ তার মায়ের অবাধ্য হবে এবং নিজ স্ত্রীকে কাছে টেনে নিবে। পুরুষ নিজ স্ত্রীর কথা শুনে তার মাতা-পিতার অবাধ্য হবে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ সময় একজন মা একা একা নিজ ঘরে বসবাস করছেন। অথচ তাঁর ছেলে-সন্তানরা তাঁর দিকে এতটুকুও তাকাচ্ছে না। মাঝে-মধ্যে হয়তো বা কেউ কেউ তাঁর মাতা-পিতার খবর নিচ্ছে। তবে এ দিকে তাঁর ছেলের স্ত্রী-সন্তানরা খুব সম্মান, স্বচ্ছলতা, অবসর ও বিনোদনে সময় পার করছে। কারো কারোর সাথে হয়তো বা তার মিতা-পিতা একান্নভুক্ত রয়েছেন ঠিকই। তবে তাঁরা নিজ ছেলের স্ত্রী-সন্তানদের ন্যায় তেমন একটা গুরুত্ব পাচ্ছেন না।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ ... فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ

"যখন ফাই (যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া মুজাহিদগণ যে সকল সম্পদ এমনিতেই পেয়ে যায়) শুধুমাত্র ধনীদের মাঝেই বন্টন করা হবে, আমানতকে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্মীয় জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর গোলাম ও তার মায়ের অবাধ্য হবে... তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, বিকৃতি ও আকাশ থেকে আযাব নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করো এমন আরো অনেক নিদর্শনের যা ধারাবাহিক নেমে আসবে যেমন: কোন পুরনো মালা ছিঁড়ে গেলে তার মুক্তাদানাগুলো লাগাতার পড়তে থাকে"। (তিরমিযী, হাদীস ২১৪২)

হাদীসটিকে অনেকেই অশুদ্ধ বলেছেন।

৪১. বন্ধুকে কাছে টেনে নেয়া ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া:

কিয়ামতের আরেকটি আলামত ও পিতার অবাধ্য হওয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে ছেলে নিজ সাথী ও বন্ধুদেরকে নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকবে। তাদের সাথে নিয়মিত তার উঠাবসা, চলাফেরা, হাসিখুশি ইত্যাদি। অথচ তার পিতা ঘরের কোণে একা ও অবহেলিত।

হতে পারে একজন যুবক তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উঠাবসায় বেশি আনন্দ পায় তার পিতার সাথে উঠাবসার তুলনায়। বিশেষ করে তার পিতা যদি বেশি বয়স্ক হন কিংবা তার ছেলেদেরকে বেশি তিরস্কার ও অযথা উপদেশ অথবা তাদের

বেশি সমালোচনা করে থাকেন। এরপরও একজন সন্তান তার পিতার সাথে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার দেখাতে বাধ্য। যা তার নিশ্চিত অধিকারও বটে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣]

"আর মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে"। (বাক্বারাহ্: ৮৩)

৪২. মসজিদে উচ্চ স্বরে আওয়ায করা:

মূলতঃ মসজিদগুলো ভদ্রতা, শান্তি ও স্থিরতার জায়গা। তাতে কোন ধরনের অভদ্রতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করা যাবে না। তবে কিয়ামতের আরেকটি আলামত হলো মসজিদে মসজিদে ঝগড়া-ফাসাদ লেগে যাবে। মানুষ তাতে দুনিয়া নিয়ে শোরগোল করবে।

৪৩. বংশে বংশে ফাসিকদের নের্তৃত্ব:

মূলতঃ নিয়ম হচ্ছে সমাজের নেককার, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিই সে সমাজের নেতৃত্ব দিবে। তবে এমন এক সময় আসবে যখন সমাজের ফাসিক্ব লোকটিই সে সমাজের নেতৃত্ব দিবে। তার কারণগুলো হতে পারে সম্পদের আধিক্য, মানুষের সাথে তার সম্পর্ক, চতুরতা, সাহসিকতা ও বংশীয় প্রভাব ইত্যাদি।

৪৪. কোন বংশের নেতা তাদের নিকৃষ্ট লোকটিই হওয়া:

এটিও আগেরটির কাছাকাছি। জাতীয় নেতৃত্ব ছাড়া অন্য ছোট-খাট যে কোন জায়গায় নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে নেক ও বুদ্ধিমান ছাড়া সমাজের যে কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তির নেতৃত্ব দেয়াও কিয়ামতের একটি আলামত। যেমন: কিছু লোক কোথাও সফরে বের হলে, চাকুরির ক্ষেত্রে কিংবা যে কোন বিচার-ফায়সালায়।

আর তা তখনই হবে যখন সমাজে ব্যাপক আকারে ফাসাদ ছড়িয়ে যায় কিংবা সমাজে নিকৃষ্ট লোকদের প্রভাব বেড়ে যায়।

৪৫. কারোর অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান করা:

যখন সমাজে খারাপ লোকদের নেতৃত্ব বেড়ে যাবে তখন মানুষ বাধ্য হবে খারাপ লোকটিকে সম্মান করতে বা সম্মানের আসনে বসাতে। তখন লোকটিকে সম্মান করা হবে কিংবা তার মাথায় চুমু দেয়া হবে একমাত্র তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য। না হয় সে মানুষের উপর যুলুম ও অত্যাচার করবে। উপরে বর্ণিত দশটি আলামতই একত্রে নিচের হাদীসটিতে পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ.

"যখন ফাই (যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া মুজাহিদগণ যে সকল সম্পদ এমনিতেই পেয়ে যায়) শুধুমাত্র ধনীদের মাঝেই বন্টন করা হবে, আমানতকে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্মীয় জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর গোলাম ও তার মায়ের অবাধ্য হবে, নিজ বন্ধুকে কাছে টেনে নিবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দিবে, মসজিদগুলোতে শোরগোল দেখা দিবে, ফাসিকরা বংশের নেতৃত্ব দিবে, নিচু শ্রণীর লোক বংশের নেতা হবে, কাউকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্টের ভয়ে, গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ছড়াছড়ি দেখা দিবে, দেদারসে মদ পান করা হবে, এ উম্মতের শেষের লোকেরা প্রথমদেরকে লা'নত দিবে তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, বিকৃতি ও আকাশ থেকে আযাব নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করো এমন আরো অনেক নিদর্শনের যা ধারাবাহিক নেমে আসবে যেমন: কোন পুরনো মালা ছিঁড়ে গেলে তার মুক্তাদানাগুলো লাগাতার পড়তে থাকে"। (তিরমিযী, হাদীস ২১৪২)

হাদীসটিকে অনেকেই অশুদ্ধ বলেছেন।

৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ব্যভিচার, পুরুষের জন্য সিল্ক পরিধান, মদ পান, গান ও বাদ্যযন্ত্র হালাল মনে করা:

এমন কিছু হারাম কাজ রয়েছে যা যে কোন মোসলমানই হারাম মনে করে। যেমন: ব্যভিচার, মদ পান, অশ্লীল গান ও বাদ্যযন্ত্র এবং পুরুষের জন্য সিল্ক পরা ইত্যাদি। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ যুগে কিছু সংখ্যক মোসলমান এগুলোকে হালাল মনে করবে। তাই এগুলো হালাল মনে করা কিয়ামতের একটি আলামত।

উপরোক্ত হারাম কাজগুলোকে হালাল মনে করা মানে:

১. এগুলোকে সরাসরি হালাল মনে করা। হারাম মনে না করা।

২. এগুলোর ব্যাপকতা ও মানুষ এগুলো করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া। ফলে মানুষ এগুলোর বিরুদ্ধে কথাও বলবে না। এমনকি এগুলোকে মন দিয়ে ঘৃণাও করবে না। তাই মানুষ এগুলো করার সময় এগুলোকে হারাম মনে করবে না।

আবূ আমির কিংবা আবূ মালিক আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ ـ يَعْنِيْ الْفَقِيْرَ ـ لِحَاجَةٍ، فَيَقُوْلُوْا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড় পরিধান, মদ পান ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে হালাল মনে করবে। অবশ্যই এ জাতীয় কিছু মানুষ একটি উঁচু পাহাড়ের নিকট অবস্থান করবে। সন্ধ্যা বেলায় রাখাল ছাগল পাল নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হবে। এমতাবস্থায় একজন ফকির এসে তাদের নিকট তার প্রয়োজন পেশ করবে। তারা বলবে: আগামী কাল এসো।

ইতিমধ্যে রাতের বেলায় আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিবেন। এমনকি তাদেরকে পাহাড় চাপা দিবেন। আর অন্যদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত শূকর ও বানরে রূপান্তরিত করবেন। (বুখারী, হাদীস ৫৫৯০)

কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্র আজ ব্যভিচার ও মদ পানের ব্যাপারটিকে সহজ করে দিয়েছে। তাই আজ সে সকল রাষ্ট্রে আইনের নামে বেশ্যাখানাগুলোকে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে। এমনকি বেশ্যাদেরকে সরকারী অনুমোদনপত্র দেয়া হচ্ছে। এখন মদ ও মাদক দ্রব্য প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু আরব ও মুসলিম রাষ্ট্র বাজারে এগুলো বিক্রি করা বৈধ করে দিয়েছে।

আবূ মালিক আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

"আমার কিছু উম্মত মদ পান করবে। তবে তারা মদকে মদ বলবে না। তারা এর নাম দিবে অন্যটা। কোমল পানীয় ইত্যাদি। তাদের অনুষ্ঠানে থাকবে বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকারা। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন। আর তাদের কাউ কাউকে বানর ও শূকর বানিয়ে দিবেন"। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০১৮)

আজকাল অধিকাংশ মানুষ যে কঠিন গুনাহে লিপ্ত রয়েছে তা হলো গান ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে চরম ব্যস্ততা। আর এ হচ্ছে অন্তরের জন্য সত্যিই এক মহামারী রোগ। যার দরুন একজন মোসলমানের অন্তর আল্লাহ তা'আলার যিকির, স্বালাত, কুর'আন শুনা ও তা কর্তৃক উপকৃত হওয়া থেকে গাফিল থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِى لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [لقمان: ٦]

"কিছু মানুষ অবান্তর কথাবার্তা (গান-বাজনা) খরিদ করে। মূলতঃ তারা অজ্ঞতাবশতঃ এগুলোর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি"। (লুক্বমান: ৬)

তাফসিরবিদগণ "লাহওয়াল-হাদীস" এর ব্যাখ্যা করেন গান ও বাদ্যযন্ত্র দিয়ে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গান-বাদ্য শুনাকে ব্যভিচার ও মদ পানের পর্যায়ে রেখেছেন।

আবূ আমির কিংবা আবূ মালিক আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড় পরিধান, মদ পান ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে হালাল মনে করবে।

(বুখারী, হাদীস ৫৫৯০)

অধুনা বাদ্যযন্ত্রের অত্যধিক প্রচার-প্রসারের দরুন রকমারি গানের বিশেষ চ্যানাল ও রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা লাগাতার পুরো চব্বিশ ঘন্টাই চলে। তাতে খবর কিংবা কুর'আনের বিরতি দেওয়া হয় না। এটি কিয়ামতের আলামত ও নবী ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাই প্রমাণ করে। তাই প্রত্যেক মোসলমানের উচিৎ তা থেকে বহু দূরে থাকা।

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِيْ الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ

"নিশ্চই গান অন্তরে মুনাফিকী জন্ম দেয় যেমনিভাবে পানি ফসল জন্ম দেয়"।

(বায়হাক্বী: ১০/২২৩)

৫০. মানুষ নিজের মৃত্যু নিজেই কামনা করবে:
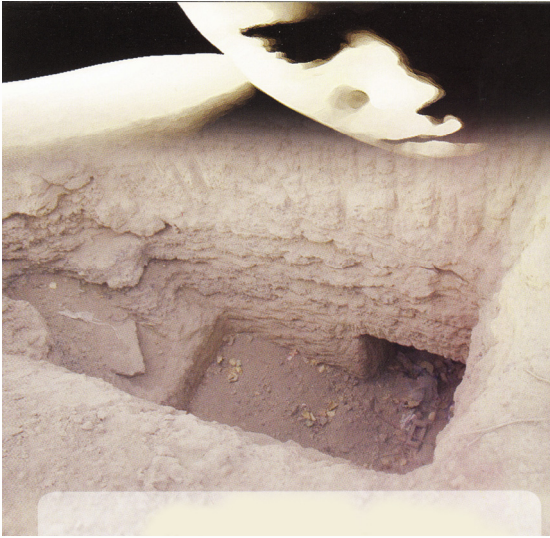
নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন দুনিয়াতে যুলুম, ফিতনা ও বিপদাপদ বেড়ে যাবে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, মানুষ তার সাথীর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আশা পোষণ করবে, সে যদি তার জায়গায় তথা কবরবাসী হতো! কারণ, সে এমন বিপদাপদের সম্মুখীন হবে যা মৃত্যুর কষ্টের চেয়েও আরো কষ্টদায়ক। তাই সে মৃত্যু বরণ করে উক্ত কষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِيْ مَكَانَهُ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি অন্যের কবরের পাশ দিয়ে

যেতেই বলে উঠবেঃ আহ! আমি যদি তার জায়গায় হতাম"।

(বুখারী, হাদীস ৭১১৫, ৭১২১ মুসলিম, হাদীস ১৫৭)

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

سَيَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَوْ وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ يُبَاعُ لَاشْتَرَاهُ

"অচিরেই তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তোমাদের কেউ মৃত্যু কিনতে পেলে তা কিনে নিতো"। (আদ-দানী/আস-সুনানুল-ওয়ারিদাহ ফিল-ফিতানি: ৩/৫৪২)

উক্ত হাদীসটি ওসকল হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যেগুলোতে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন:

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ

"তোমাদের কেউ যেন কোন বিপদে পড়ে নিজ মৃত্যু কামনা না করে। যদি নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তা কামনা করতেই হয় তা হলে সে যেন বলে: হে আল্লাহ্! আমাকে জীবিত রাখুন যদি জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর আমাকে মৃত্যু দিন যদি মৃত্যু বরণ করা আমার জন্য কল্যাণকর হয়"।

(বুখারী, হাদীস ৫২৬৮, ৫৯০৩, ৬৭২১ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪৭, ৪৮৪৮)

উক্ত হাদীসটি তার পূর্বের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, শেষ যুগের মৃত্যু কামনা সুস্পষ্ট মৃত্যুর দো'আ কিংবা কামনা নয়। বরং তা ফিতনা ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে জর্জরিত এক কঠিন বাস্তবতা থেকে রেহাই পাওয়ার এক ধরনের মেনোবাসনা মাত্র। যদিও তা মৃত্যুর মাধ্যমেই হোক না কেন।

উপরন্তু তা যে শেষ যুগের সকল মোসলমানের মনোবাসনা হবে তাও না। বরং তা কোন কোন এলাকায় এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে কারো কারোর মনে জাগ্রত হবে। কারণ, সকল মানুষ তো ঈমান ও বালা-মুসীবত সহ্য করার ব্যাপারে এক ধরনের নয়।

৫১. এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ সকালে মু'মিন ও বিকেলে কাফির হয়ে যাবেঃ

নবী ﷺ এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, শেষ যুগে অত্যধিক ফিতনা ও মনের জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার সার্বিক সুবিধা সহজলভ্য হওয়া এবং নেককার লোক কমে যাওয়ার দরুন মানুষের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনশীল হবে ও তারা ভীষণ অস্থিরতায় জীবনাতিপাত করবে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াবে যে, কেউ সকালে মু'মিন তো বিকালে কাফির হয়ে যাবে। একই অবস্থায় তারা স্থির থাকতে পারবে না।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْـمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِيْ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِيْ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

"তোমরা দ্রুত নেক আমল করো ফিতনা আসার আগে। যা দেখা দিবে আঁধার রাতের টুকরো সমূহের ন্যায়। যাতে মানুষ সকালে ঈমানদার থাকলে বিকেলে কাফির হয়ে যাবে অথবা বিকেলে ঈমানদার থাকলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। সে তার ধর্ম বিক্রি করে দিবে দুনিয়ার কিছু সম্পদের বিনিময়ে।

(মুসলিম, হাদীস ১৭৩ তিরমিযী, হাদীস ২১২৬)

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো দ্রুত নেক আমলের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা তা করা অসম্ভব ও কষ্টসাধ্য হওয়ার আগে। কারণ, আঁধার রাতের ভয়ঙ্কর অন্ধকারের ন্যায় যখন লাগাতার ফিতনা আসতে শুরু করবে তখন নেক আমল করা অসম্ভব কিংবা কষ্টকর হয়ে যাবে। এরপর রাসূল ﷺ ফিতনার কঠিনতার সামান্যটুকু বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ ফিতনার ভয়াবহতার দরুন দৈনিক মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে। সন্ধ্যা বেলায় কেউ মু'মিন থাকলে সকাল বেলায় সে কাফির হয়ে

যাবে। এটা এমন এক সময়ের বর্ণনা যখন মানুষের ধার্মিকতা দুর্বল হয়ে পড়বে। ধর্মীয় ব্যাপারে প্রচুর সন্দেহ তার সামনে উপস্থিত হবে। অথচ সে মূর্খ। কিছুই সে বুঝে উঠতে পারবে না। তখন দুনিয়ার সামান্য সম্পদ কিংবা ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থ তাকে ধর্ম থেকে সরিয়ে দিবে অথবা তার ধর্মীয় অস্তিত্ব নড়বড়ে করে দিবে। যার বাস্তব নমুনা এ যুগ।

৫২. মসজিদগুলোকে অত্যধিক সুসজ্জিত ও তা নিয়ে পরস্পর গর্ব করা:

মূলতঃ মসজিদগুলো আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ঘর। যা মানুষ সাওয়াবের জন্য নির্মাণ করে থাকে। তবে শেষ যুগে কিছু মানুষ মসজিদ নির্মাণ করবে ও তা সুসজ্জিত করবে। উপরন্তু প্রত্যেক মসজিদ নির্মাণকারী তার মসজিদের সুন্দর কারুকার্য নিয়ে অন্যের সাথে গর্ব করবে। হয়তো বা গণ মাধ্যমে তা প্রচারও করবে। তখন মুসল্লীরা স্বালাতের প্রতি মনযোগী না হয়ে মসজিদের কারুকার্যের প্রতি মনযোগী হবে।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِيْ الْـمَسَاجِدِ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে"।

(আহমাদ ৫/৩১৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯ নাসায়ী, হাদীস ৬৮০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৭৩৯ সহীহুল-জামি', হাদীস ৭২৯৮)

বেশ কয়েকজন সাহাবী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত, যিকির ও তাঁর আনুগত্য নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে মসজিদের কারুকার্য নিয়ে ব্যস্ত হতে নিষেধ করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন:

لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى

"তোমরা একদা মসজিদগুলোকে সুসজ্জিত করবে যেমনিভাবে সুসজ্জিত করেছে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের গির্জাগুলোকে"।

(বুখারী, হাদীস ৪৪৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮ ফাতহুল-বারী ১/৫৩৯)

বাগাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "তাশয়ীদ" মানে ঘর উঁচু ও লম্বা-চওড়া করা। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের ইবাদতখানাগুলোকে তখন সুসজ্জিত করেছে যখন তারা নিজেদের কিতাবগুলোকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছে।

(ফাতহুল-বারী ১/৬৯৯, ২/১৭৫)

খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের গির্জা ও ইবাদতখানাগুলোকে তখন সুসজ্জিত করেছে যখন তারা নিজেদের কিতাবগুলোকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছে। যখন তারা নিজেদের ধর্ম হারিয়ে বসেছে তখন তারা কারুকার্য ও সাজসজ্জায় মন দিয়েছে। ('উম্‌দাতুল-ক্বারী: ৪/৩০৩, ৭/৪১)

বর্তমানে মসজিদগুলোকে বহু রূপেই সুসজ্জিত করা হচ্ছে যার কয়েকটি ধরন নিম্নরূপ:

আজ মসজিদগুলোকে হরেক রঙে রঞ্জিত করা হচ্ছে। তাতে অনেক ধরনের ছবি ও নকশা করা হচ্ছে। তাতে অনেক প্রকারের সুসজ্জিত ফানুস ও রকমারি কার্পেট লাগানো হচ্ছে।

এমনকি কোন কোন মসজিদের লাইটিং ও কারুকার্যে এত টাকা খরচ করা হচ্ছে যা দিয়ে কয়েকটি সাধারণ মসজিদ তৈরি করা যেতো। তার মানে এ নয় যে, মসজিদগুলোকে অবহেলা করা হোক কিংবা তাতে সুন্দর সুন্দর কার্পেট বিছানো না হোক অথবা তা অসুন্দর ও দুর্বল ডিজাইনে তৈরি করা হোক। বরং মসজিদগুলোর সাজসজ্জায় অতি বাড়াবাড়ি কিংবা তাতে অযথা পয়সা খরচ করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِذَا زَوَّقْتُمْ أَوْ زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ؛ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

"যখন তোমরা মসজিদ ও কুর'আন মাজীদকে সুসজ্জিত ও কারুমণ্ডিত করবে তখনই তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য"।

(আল-মাসাহিফ/ইবনু আবী দাউদ: ২/১১০ সহীহুল-জামি', হাদীস ৫৮৫, ৫৯৯)
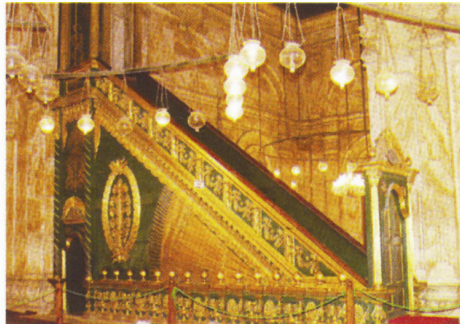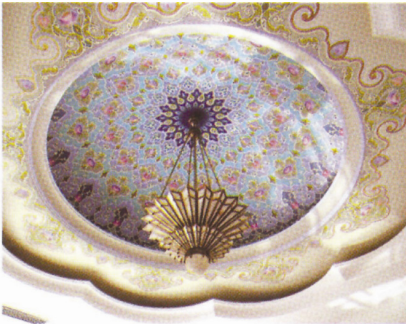
৫৩. ঘরগুলোকে অত্যধিক সুসজ্জিত করা:

দুনিয়াকে নিজের মনের মতো করে লাগামহীনভাগে উপভোগ করায় নিমজ্জিত হওয়া, খরচে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করা এবং তা নিয়ে গর্ব ও অহঙ্কার করা সত্যিই নিন্দনীয় বিষয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تُسْرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١]

"তোমরা কখনো অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না"। (আনআম: ১৪১)

তবে শেষ যুগে মানুষ নিজ নিজ ঘরের দেয়ালে অতি মূল্যবান নকশাদার সুন্দর সুন্দর পর্দা টাঙ্গিয়ে পরস্পর গর্ব করবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِي النَّاسُ بُيُوْتًا يُوَشُّوْنَهَا وَشْيَ الْمَرَاحِيْلِ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মানুষ নিজ নিজ ঘরগুলোকে কাপড়ের নকশার ন্যায় নকশাদার করে তৈরি করবে"।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ, হাদীস ৭৭৩ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ১/৫০২ হাদীস ২৭৯)

উক্ত হাদীস স্বাভাবিকভাবে নিজ নিজ ঘরকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করা এবং তাতে পর্দা টাঙ্গানো হারাম করেনি। তবে হারাম হলো তাতে প্রচুর টাকা অপচয় করা ও তা নিয়ে গর্ব করা।

৫৪. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বজ্রপাত বেড়ে যাওয়া:

এটিও কিয়ামতের আরেকটি আলামত। বজ্রপাতে তখন প্রচুর লোক মারা যাবে।

আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

تَكْثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، حَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَيَقُولَ: مَنْ صَعِقَ تِلْكُمْ الْغَدَاةَ؟ فَيَقُولُونَ: صَعِقَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ

"কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বজ্রপাত বেড়ে যাবে। এমনকি জনৈক ব্যক্তি কোন এক বংশের নিকট এসে বলবে: তোমাদের কেউ কি আজ সকাল বেলায় বজ্রপাতে মৃত্যু বরণ করেছে? তখন তারা বলবে: হ্যাঁ। অমুক অমুক আজ সকাল বেলায় বজ্রপাতে মৃত্যু বরণ করেছে"।

(আহমাদ, হাদীস ১১৪০৭) উক্ত হাদীসকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন।

বজ্র বলতে বড় আকারের এক বিদ্যুৎ পিণ্ডকে বুঝানো হয় যা আকাশ থেকে বেশ চমকিয়ে ও ভয়ঙ্কর আওয়ায করে যমিনে অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তা'আলা একদা সামূদ বংশকে ভারী বজ্রপাত করে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴾ [فصلت: ١٧]

"আর সামূদকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি; অথচ তারা সঠিকের পরিবর্তে অন্ধত্বকেই পছন্দ করেছে। তখন তাদেরকে নিজেদের কৃতকর্মের দরুন অপমানজনক শাস্তির বজ্রাঘাত পাকড়াও করলো। (ফুসসিলাত: ১৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ [فصلت: ١٣]

“এরপরও তারা যদি আল্লাহ তা'আলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তা হলে তুমি তাদেরকে বলো: আমি তোমাদেরকে বজ্রপাতের ভয় দেখাচ্ছি আদ ও সামূদের উপর নেমে আসা বজ্রপাতের ন্যায়”। (ফুস্‌সিলাত: ১৩)

উক্ত বজ্রপাতের ভয়াবহতার দরুন আল্লাহ তা'আলা একে “তাগিয়াহ” তথা প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٥]

“অতঃপর সামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় দিয়ে”। (আল-হাকক্বাহ: ৫)

৫৫. লেখালেখির প্রচুর ছড়াছড়ি:

একদা বই-পুস্তক ও লেখালেখির তেমন একটা প্রচলন ছিলো না। বরং লিখতে না পারাই মানুষের মাঝে স্বাভাবিক ছিলো। তবে নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, লেখালেখি, বই-পুস্তক ও কলমের বহুল প্রচার ও প্রসার কিয়ামতের একটি আলামত।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّوْرِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُوْرَ الْقَلَمِ

“কিয়ামতের পূর্বক্ষণে শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকেই সালাম দেয়া হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক হারে বিস্তার লাভ করবে। এমনকি মহিলারাও ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরুষের সহযোগী হবে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হবে এবং সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রাখা হবে। এমনকি কলম তথা লেখালেখি অধিক হারে বিস্তার লাভ করবে”। (আহমাদ: ১/৪০৭, ৫/৩৩৩)

কলমের বিস্তার বলতে লেখালেখির প্রচার-প্রসার ও প্রচুর বই-পুস্তক ছাপিয়ে ব্যাপকহারে তা পরিবেশন করাকে বুঝানো হচ্ছে। যা অধিকাংশ মানুষ আজ নিজ হাতের নাগালেই পেয়ে যাচ্ছে। আর তা আজ একমাত্র সম্ভবপর হয়েছে ছাপা, কপি তথা প্রকাশন শিল্পের সার্বিক উন্নতির দরুনই। এরপরও মানুষের মাঝে আজ দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের ভীষণ আকাল। নিম্নোক্ত হাদীসটি এর প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত বহন করছে।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ، وَتَبْقَى النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ

"কিয়ামতের কিছু আলামত এই যে, ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবে, যত্রতত্র মদ পান করা হবে, পুরুষ চলে যাবে এবং মহিলা বেঁচে থাকবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য এক জন মাত্র অভিভাবক থাকবে।

(বুখারী, হাদীস ৮০, ৪৮৫৮, ৫১৭৬, ৬৩৪০ মুসলিম, হাদীস ৪৮৩২ তিরমিযী, হাদীস ২১৩৬ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৪৩)

আজ যাঁরা মানুষের ধর্মীয় জ্ঞান সংগ্রহের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন তাঁদের নিকট উক্ত আলামত সত্যিই সুস্পষ্ট। আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবার জন্য ধর্মীয় সঠিক বুঝ কামনা করি।

৫৬. মুখ দিয়ে সম্পদ অর্জন ও তা নিয়ে গর্ব করা:

বস্তুতঃ শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে দুনিয়ার সম্পদ অর্জন দোষের বিষয় নয়। কোন জিনিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কোন বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় মূলতঃ অবৈধ নয়। যেমন: উকিল ও শিক্ষকগণ করে থাকেন। তবে দোষের বিষয় হচ্ছে অযোগ্য মানুষের অযথা প্রশংসা করে টাকা কামানো। বেচা-কেনার ক্ষেত্রে

মিথ্যা বলেএকদা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ছেলে উমরের তাঁর পিতার নিকট কোন কিছু প্রয়োজন হলে তিনি তা সরাসরি তাঁকে বলার আগে তাঁর পিতার প্রশংসা সম্বলিত কিছু কথা বললেন। যা ইতিপূর্বে তিনি কখনো শুনেননি। আর এভাবেই মানুষ সাধারণত কারোর নিকট তার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে লোকটির প্রশংসাগাঁথা গেয়ে তার মন নরম করে নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে। অতঃপর তাঁর কথা শেষ হলে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমার কথাটুকু কি শেষ হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: তোমার প্রয়োজন তো এমনিতেই পুরো হয়ে যেতো। আর এ কথাগুলো শুনার আগে আমি যে তোমাকে গুরুত্ব দেয়নি তাও না। তবে আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنَ الْأَرْضِ

"অচিরেই এমন কিছু লোক আসবে যারা মুখের কামাই খাবে যেমনিভাবে গাভী যমিন থেকে খায়"। (আহমাদ, হাদীস ১৫৩১, ১৪৫৫)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الأَشْرَارُ، وَتُوْضَعَ الأَخْيَارُ، وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيُقَبَّحَ الْقَوْلُ، وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيُجْبَسَنَّ الْعَمَلُ، وَيُقْرَأَ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّاةُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَتَفْرِيَ فِيْ الْقَوْمِ الْمُسَاءَةُ، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، قِيلَ: وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَمَا الْمُسَاءَةُ؟ قَالَ: مَا اكْتُتِبَتْ وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَا كُتِبَ سِوَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খারাপ লোকদেরকে সম্মানের আসনে বসানো হবে। আর ভালো লোকদেরকে অসম্মান করা হবে। কথা বেশি বলা হবে কিংবা খারাপ কথা বলা হবে। আমল সংরক্ষণ করা হবে কিংবা আটকে রাখা হবে। মানুষকে "মুসান্না" পড়ে শুনানো হবে কিংবা মানুষের মাঝে "মুসাআহ" প্রকাশ পাবে। কেউ তাতে কোন ধরনের বাধা দেবে না। জিজ্ঞাসা করা হলো: "মুসান্না" কী? অথবা "মুসাআহ" কী? তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলার কিতাব ছাড়া যা লেখা হয়েছে তা"।

(হাকিম, হাদীস ৮৭৮২ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৭/৩২৯)

৫৭. কুর'আনের চেয়ে অন্যান্য বই-পুস্তকের আধিক্যঃ

এটাও কিয়ামতের আলামত যে, মানুষ অন্যান্য বই-পুস্তকের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। যা বেশি আকারে ছাপানো ও পরিবেশন করা হবে এবং যার বিক্রয়ও বেশি হবে। যতটুকু হবে না আল্লাহ'র কুর'আনের ব্যাপারে। পূর্ববর্তী হাদীসই যার একান্ত সাক্ষী।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ... وَيُقْرَأَ بِالْقَوْمِ الْـمُثَنَّاةُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَتَفْرِيَ فِيْ الْقَوْمِ الْـمُسَاءَةُ، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، قِيلَ: وَمَا الْـمُثَنَّاةُ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَمَا الْـمُسَاءَةُ؟ قَالَ: مَا اكْتُتِبَتْ وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَا كُتِبَ سِوَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"কিয়ামত নিকটবর্তী হলে মানুষকে "মুসান্নাহ" পড়ে শুনানো হবে কিংবা মানুষের মাঝে "মুসাআহ" প্রকাশ পাবে। কেউ তাতে কোন ধরনের বাধা দেবে না। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ "মুসান্নাহ" কী? অথবা "মুসাআহ" কী? তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার কিতাব ছাড়া যা লেখা হয়েছে তা"।

(হাকিম, হাদীস ৮৭৮২ মাজমাউয-যাওয়ায়িদঃ ৭/৩২৯)

৫৮. এমন সময় আসবে যাতে শিক্ষিতদের সংখ্যা খুব বেশি তবে সত্যিকার আলিম ও জ্ঞানীর সংখ্যা খুবই কম হবেঃ

নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শিক্ষিতের হার বেড়ে যাওয়া ও সত্যিকার আলিমের সংখ্যা কমে যাওয়া কিয়ামতে আরেকটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ، يَكْثُرُ الْقُرَّاءُ، وَيَقِلُّ الْفُقَهَاءُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِرُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ الْمُؤْمِنَ بِمِثْلِ مَا يَقُوْلُ .

"আমার উম্মতের উপর এমন একটি সময় আসবে যখন শিক্ষিত লোক বেড়ে যাবে ঠিকই। তবে সত্যিকার আলিম ও বিশেষজ্ঞ লোক কমে যাবে। জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে। হারজ বেড়ে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হারজ কী? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমাদের মধ্যকার হত্যাকাণ্ড। এরপর এমন একটি সময় আসবে যখন কিছু মানুষ কুর'আন পড়বে ঠিকই। তবে তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। এরপর আরেকটি সময় আসবে যখন মুনাফিক, কাফির ও মুশরিক মু'মিনের সাথে ঝগড়া করবে তার কথার ন্যায় কথা বলে। (হাকিম, হাদীস ৮৫১৫ তাবারানী/আওসাত, হাদীস ৩৩৮৫)

পরিস্থিতি আরো ভয়বহ রূপ ধারণ করবে যখন জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে জ্ঞানীদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। এমনকি যখন কোন সত্যিকার জ্ঞানী আর দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে না তখন মানুষরা নিজেদের মধ্যকার মূর্খদেরকেই তাদের কর্ণধার হিসেবে বানিয়ে নিবে। তখন তাদেরকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوْا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا

"আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে সরাসরি ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নিবেন না। বরং তিনি তা উঠিয়ে নিবেন আলিমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে। যখন তিনি দুনিয়াতে আর কোন আলিমই রাখবেন না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে"।

(বুখারী, হাদীস ১০০ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩)

উক্ত হাদীস ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসগুলোতে জ্ঞান উঠিয়ে নেয়ার মানে আলিমগণের অন্তর থেকে সরাসরি ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া নয়। বরং তা উঠিয়ে নেয়া মানে আলিমগণের মৃত্যু। তখন মানুষ নিজেদের মধ্যকার মূর্খদেরকেই তাদের কর্ণধার হিসেবে মেনে নিবে। আর তারা এ সুযোগে মানুষদেরকে অন্ধভাবে ফতোয়া দিয়ে নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হবেই। বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

গত এক দশকে বিশিষ্ট কয়েকজন আলিম একাধারে মৃত্যু বরণ করলে জাতি এক বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়ায় যাঁদের এক বিশাল অবদান ছিলো। সৌদি আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের চেয়ারম্যান শায়েখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) ১৪২০ হিজরী মোতাবিক ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তেমনিভাবে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)ও ১৪২০ হিজরী মোতাবিক ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। অনুরূপভাবে শায়েখ সালিহ বিন উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) ১৪২১ হিজরী মোতাবিক ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। এ ছাড়াও ইতিমধ্যে আরো বিশিষ্ট অনেক আলিম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

শায়খ আলবানী

শায়খ ইবনু উসাইমীন

শায়খ ইবনু বায

যারা আজ মুসলিম জাতির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁরা দেখবেন, ইদানিং অনেক যুবক কুর'আনকে তারতীল সহ খুব সুন্দর স্বরে পড়ার প্রতিযোগিতা করছেন। তবে তাঁরা শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে সত্যিই গাফিল। যদি আপনি তাঁদেরকে পবিত্রতা কিংবা সাহু সাজদাহ সম্পর্কে কোন মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করেন তারা এর কোন সঠিক উত্তর দিতে পারবে না।

৫৯. ছোট তথা অল্প জ্ঞানের লোকদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করা:

নবুওয়াতের শুরু যুগ থেকেই মানুষ বড় বড় আলিম ও মুফতি থেকেই জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছে। তবে এমন এক সময় আসবে যখন কম জ্ঞান ও সামান্য বুঝের

অধিকারীরা জ্ঞান বিতরণের জন্য সমাজে বিশেষ অবস্থান নিয়ে নিবে। তখন মানুষ তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে। আর তারা ফতোয়া দেবে। ইতিপূর্বে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত হচ্ছে শিক্ষিত লোক বেড়ে যাবে তবে সত্যিকারের আলিম কমে যাবে। তখন মানুষ অল্প জ্ঞানের অধিকারী মূর্খদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করবে। সুযোগ পেয়ে তারা ভুল ফতোয়া দিয়ে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে আর অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

আবূ উমাইয়াহ জুমাহী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ... أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الأَصَاغِرِ .

"কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ছোট তথা অল্প জ্ঞানের লোকদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করা"।

(যুহদ/ইবনুল-মুবারক, হাদীস ৬১ সহীহুল-জামি', হাদীস ৭৩০৮)

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) কে আসাগির-ছোটরা তথা অল্প জ্ঞানের লোকরা কারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: যারা শরীয়তের কোন প্রমাণ ছাড়াই নিজ মন মাফিক ফতোয়া দিবে তারাই হলো আসাগির-ছোটরা তথা অল্প জ্ঞানের অধিকারীরা।

কারো কারোর মতে আসাগির মানে বিদ'আতীরা।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ، فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ، وَتَفَرَّقَتْ أَهْوَاؤُهُمْ هَلَكُوْا

"মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বড় বড় সাহাবী থেকে জ্ঞান আহরণ করবে। আর যখন তারা ছোটদের থেকে জ্ঞান আহরণ করবে এবং তাদের খেয়াল খুশী মতো দলে দলে বিভক্ত হবে তখনই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে"। (যুহদ/ইবনুল-মুবারক, হাদীস ৮১৫ আব্দুর-রাযযাক, হাদীস ২০৪৪৬)

বর্তমানে এখনো জ্ঞান ও জ্ঞানীরা ভালোই আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এখনকার প্রচার মাধ্যম কিছু সংখ্যক অল্প জ্ঞানের অধিকারী ছোট ছোট আলিমকে সমাজের নিকট প্রসিদ্ধ করে তুলছে। অথচ তাঁরা শুধুমাত্র ইসলামের ব্যাপক বিষয়গুলো তথা প্রসিদ্ধ মাসআলাগুলোই ভালোভাবে জানেন। তবে তাঁরা হাদীসের হাফিয ও বিশেষজ্ঞ মুফতি নন। তবুও তাঁরা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি পেয়ে গেছেন। তাই মানুষ যে কোন বিষয়ে তাঁদের নিকটই ফতোয়া চাচ্ছে। তাদের থেকেই ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করছে। তবে যদি এখনো বিশেষজ্ঞ আলিমগণ রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মতো বিশেষ প্রচার মাধ্যমগুলোতে দ্রুত অবস্থান নিতেন তা হলে মানুষরা তাঁদেরকে চিনতে পারতো ও তাঁদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে পারতো।

সাধারণত ছোটরাই অল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে। তবে বার্ধ্যক্য ও বুড়ো হয়ে যাওয়া মূলতঃ জ্ঞানের আলামত নয়। আর ছোট থাকাও মূর্খতার আলামত নয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: শুধু বয়স বেড়ে গেলেই যে জ্ঞানী হওয়া যায় তাই নয়। (তাবাক্বাতুল-হানাবিলাহ: ১/২২৭)

উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জ্ঞানের সম্পর্ক বয়স কম বা বেশি হওয়ার সাথে নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে জ্ঞানী বানিয়ে দেন। (আব্দুর রাযযাক: ১১/৪৪০ হাদীস ২০৯৪৬)

এ জন্য যারা অল্প বয়সেই মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি ও নেতৃত্ব পেয়ে গেছে তাদের কর্তব্য হবে জ্ঞান আহরণ, সঠিক বুঝ ও গবেষণার মাধ্যমে এমনকি বড় আলিমদের সাথে সর্বদা সম্পর্ক বজায় রেখে নিজেদেরকে ছোটদের সারি থেকে বড়দের সারিতে উঠিয়ে আনার সর্বদা চেষ্টা করা।

৬০. হঠাৎ মৃত্যুঃ

কিয়ামতের যে আলামতটি বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে তা হলো হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। কেউ হার্টফেল করে কিংবা হৃদ রোগে মারা যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ গাড়ি কিংবা উড়োজাহাজ একসিডেন্টে।

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ ... أَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ

“নিশ্চয়ই কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে হঠাৎ মৃত্যু বেশি বেশি প্রকাশ পাওয়া”। (তাবারানী/সাগীর: ২/২৬১ হাদীস ১১৩২ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ ৭/৩২৫ সহীহুল-জামি', হাদীস ৫৭৭৫)

আগে দেখা যেতো মৃত্যুর প্রারম্ভিক আলামতগুলো দেখা যাওয়ার পরও এক জন ব্যক্তি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকতো। লোকটি জানতো, আমি এ রোগে মারা যাবো। তাই সে প্রয়োজনীয় অসিয়তনামা লিখে নিজ পরিবারবর্গ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত আল্লাহ অভিমুখী হতো। তাঁর নিকট নিজ কৃতকর্মের জন্য তাওবা করতো। কালিমায়ে শাহাদাত বেশি বেশি পড়তো যাতে তার মৃত্যু কালিমা মুখে থাকা অবস্থায়ই হয়ে যায়।

এ দিকে বর্তমান যুগে দেখা যায়, মানুষটি খুবই সুস্থ সবল; তার কোন রোগই নেই। অথচ একটু পরেই শুনা যায়, লোকটি হার্টফেল করে কিংবা হৃদ রোগে অথবা গাড়ি একসিডেন্ট করে মারা গেছে। বস্তুতঃ এ রোগগুলোতে ইদানিং বহু লোকই মারা যায়। তাই প্রত্যেক বুদ্ধিমানের উচিত হবে সময় থাকতেই সদা সতর্ক ও পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করে মৃত্যু ও আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থাকা।

কবি [ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)] বলেন:

اغْتَنِـمْ فِيْ الْفَــرَاغِ فَضْــلَ رُكُــوْعٍ فَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ مَوْتُكَ بَغْتَةً

كَمْ مِنْ صَحِيْحٍ رَأَيْتُ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ ذَهَبَـتْ نَفْسُهُ الصَّحِيْحَةُ فَلْتَةً

অবসর সময়ে নফল নামায পড়ার সুযোগকে গনীমত মনে করো। হতে পারে তোমার মৃত্যু হঠাৎ এসে যাবে। কতো সুস্থ মানুষ যার কোন রোগই ছিলো না হঠাৎ দেখলাম, তার সুস্থ জীবন শেষ হয়ে গেছে। (হাদইউস-সারী: ৬৭৪)

৬১. সমাজে নিচু লোকদের নেতৃত্ব:

নেতৃস্থানীয় লোকরা ভালো হলে সাধারণ লোকরাও ভালো হবে। তারা খারাপ হলে সাধারণ লোকরাও খারপ হবে। নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কিয়ামতের

একটি আলামত হলো সকল নেতৃত্ব বোকা লোকদের হাতেই সোপর্দ করা হবে। যারা কুর'আন ও হাদীসের উপর চলবে না। এমনকি কোন উপদেশও মানবে না।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা কা'ব বিন উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

أَعَاذَكَ اللهُ يَا كَعْبُ! مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ، قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِيْ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِيْ، وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوْا مِنِّيْ، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلاَ يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِيْ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ، وَيَرِدُونَ عَلَى حَوْضِيْ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ! الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلاَةُ قُرْبَانٌ، أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ! لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ عَلَى سُحْتٍ أَبَدًا، النَّارُ أَوْلَى بِهِ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ! النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ قَالَ: مُوبِقُهَا.
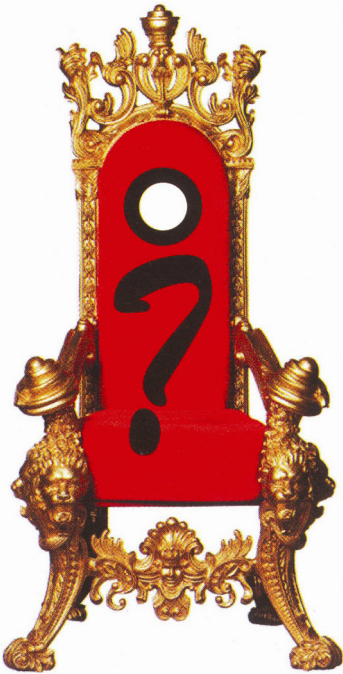
"হে কা'ব! আমি তোমার জন্য দো'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে বোকাদের প্রশাসন থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! বোকাদের প্রশাসন মানে কী? তিনি বললেন: এমন কিছু প্রশাসক যারা আমার পরে আসবে। তারা আমার দেখানো হিদায়াতের পথে চলবে না। আমার আদর্শে আদর্শবান হবে না। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে জ্ঞান করবে এবং তাদের যুলুমের কাজে সহযোগিতা করবে তারা আমার নয় এবং আমিও তাদের নই। উপরন্তু তারা আমার হাউজে কাউসারেও অবতরণ করবে না। আর যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে জ্ঞান করবে না এবং তাদের যুলুমের কাজে সহযোগিতা করবে না তারা আমার এবং আমিও তাদের। উপরন্তু তারা আমার হাউজে কাউসারেও অবতরণ

করবে। হে কা'ব বিন উজরাহ! রোযা ঢাল সরূপ। আর সাদাকা গুনাহ'র আগুনকে নিভিয়ে দেয়। নামায আল্লাহ'র নৈকট্য বা ঈমানের প্রমাণ। হে কা'ব বিন উজরাহ! যে শরীরের রক্ত-মাংশ হারামের উপর গঠিত তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জাহান্নামই তার উপযুক্ত। হে কা'ব বিন উজরাহ! দু' ধরনের মানুষ সকাল বেলায় উপনীত হয়। কেউ নিজ জীবনকে খরিদ করে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়। আবার কেউ বা তাকে ধ্বংসে উপনীত করে।

(বায়হাক্বী/শুআবুল-ঈমান, হাদীস ৮৭৮৪ হাকিমঃ ৩/৩৭৯-৩৮০ আব্দুর-রাযযাক, হাদীস ২০৭১৯ আহমাদঃ ৩/৩২১, ৩৯৯ বাযযার, হাদীস ১৬০৯ ইবনু হিব্বান, হাদীস ১৭২৩)

হাদীসে বোকা বলতে স্বল্প মেধা ও দুর্বল নিয়ন্ত্রণকারীকে বুঝানো হচ্ছে। যে নিজের ব্যাপারাদিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অন্যের ব্যাপারাদি নিয়ন্ত্রণ তো অনেক দূরের বিষয়। আরবীতে "সাফাহ" বলতে হালকা বুদ্ধিকে বুঝানো হয়।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না প্রত্যেক বংশের মুনাফিকই সে বংশের নেতৃত্ব দেয়"। (ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ৯৬৫৮) উক্ত হাদীসকে অনেকেই অশুদ্ধ বলেছেন।

আর মুনাফিকদের ঈমান তো স্বভাবতই কম। উপরন্তু আল্লাহভীতি তো তাদের মাঝে একেবারেই থাকে না। বরং তারা বেশি মিথ্যাবাদী ও বড় মূর্খ হয়ে থাকে।
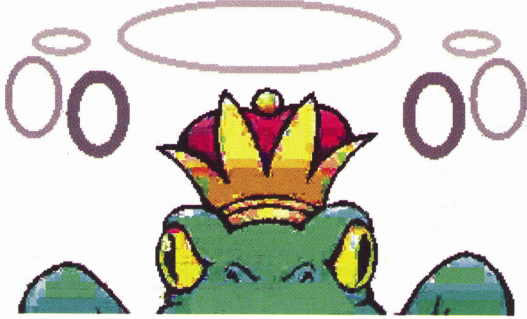
জনগণের রাষ্ট্রপতি, প্রশাসক ও কর্তা ব্যক্তিদের যদি এ অবস্থা হয় তখন মানুষের হিসাব-কিতাব সব উল্টে যায়। তখন মিথ্যুক সত্যবাদী ও সত্যবাদী মিথ্যুকে রূপান্তরিত হয়। খিয়ানতকারী আমানতদার ও আমানতদার খিয়ানতকারীতে রূপান্তরিত হয়। ফলে মূর্খ কথা বলে আর জ্ঞানী চুপ করে যায়।

ইমাম শা'বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না জ্ঞান মূর্খতা

ও মূর্খতা জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। (ইবনু আবী শাইবাহ: ১৫/১৭৫ হাদীস ৩৮৫৮৪)

এ সবই শেষ যুগে অবস্থার বৈপরিত্য ও বাস্তবতার উল্টো।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَيُرْفَعَ الْأَشْرَارُ

"কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত হলো ভালো লোকদেরকে অসম্মানিত ও খারাপ লোকদেরকে সম্মানিত করা হবে"।

(হাকিম, হাদীস ৮৭৮২ ইবনু আবী শাইবাহ: ১৫/১৬৪ হাদীস ৩৮৫৪৫ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৭/৩২৯ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৪/৭৭৪ হাদীস ২৮২১)

৬২. সময়ের দ্রুত গমন:

নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি বিশেষ আলামত হলো সময়ের দ্রুত গমন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، الْقَتْلُ .

"সময় খুবই নিকবর্তী হবে, জ্ঞান কমে যাবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, দুনিয়ার অধিক লোভ ও কার্পণ্য মানুষের মাঝে নিক্ষিপ্ত হবে এবং হারজ বেড়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহ'র রাসূল! হারজ মানে কী? রাসূল ﷺ বললেন: হারজ মানে হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড"।

(বুখারী, হাদীস ৬০৩৭, ৭০৬১ মুসলিম, হাদীস ১৫৭)

সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট আলিমগণের কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে উহার বরকত কমে যাওয়া। আগের

যুগের লোকেরা যে কাজগুলো শুধুমাত্র এক ঘন্টায় করতে পারতো এখন তা কয়েক ঘন্টায় করাও সম্ভবপর নয়।

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারটি এ যুগে সত্যিই পাওয়া যাচ্ছে। আজ আমরা সময় এতো দ্রুত যেতে দেখছি যা ইতিপূর্বে দেখিনি। (ফাতহুল-বারী: ১৩/২২, ২০/৬৬)

২. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা মোবাইল, স্থল ও আকাশ যানের চরম উন্নতির কারণে সে যুগের সকল মানুষ পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া। যা দূরকে অতি নিকটবর্তী বানিয়ে দেয়।

৩. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে বাস্তবেই সময়ের দ্রুত গমন। আর তা শেষ যুগে সংঘটিত হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছা মতো কখনো দিনকে বড় করেন। আবার কখনো ছোট করেন। তিনিই তো একমাত্র দিন ও রাতের পরিবর্তনকারী।

আর এ ব্যাপারটি দাজ্জালের সময় বিশেষভাবে দেখা দিবে। তখন এক দিন এক বছর, এক মাস ও এ সপ্তাহের সমান হবে। অতএব দিন যেমন বড় হতে পারে তেমনিভাবে তা ছোটও হতে পারে। যা এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়নি।

আবূ হুরাইরাহ ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُوْنَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَ يَكُوْنَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَ تَكُوْنَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَ يَكُوْنَ الْيَوْمُ كالسَّاعَةِ، وَ تَكُوْنَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَالضَّرْمَةِ مِنَ النَّارِ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না সময় পরস্পর নিকটবর্তী হবে তথা দ্রুত গমন করবে। বছর হবে মাসের ন্যায়, মাস হবে সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহ হবে দিনের

ন্যায়, দিন হবে ঘন্টার ন্যায়, ঘন্টা হবে বিশেষ দিয়াশলাই কিংবা খড়কুটোর আগুনের ন্যায়"। (আহমাদ, হাদীস ১০৫৬০ তিরমিযী, হাদীস ২৩৩২ সহীহুল-জামি', হাদীস ৭২৯৯)

৪. সময় পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া মানে মানুষের বয়স কমে যাওয়া।

৬৩. ছোট লোকদের বড় বড় বিষয়ে কথা বলা:

নিয়ম হলো, জনগণের পক্ষে কথা বলবে তাদের মধ্যকার সুস্পষ্টভাষী, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি। তবে এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে তাদের মধ্যকার নিচু ও বোকা ব্যক্তিটি।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّهَا سَتَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ سِنُوْنَ خَدَّاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ، وَ يُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ، وَ يُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ، وَ يُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ، وَ يَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ، قِيْلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: السَّفِيْهُ يَتَكَلَّمُ فِيْ أَمْرِ الْعَامَّةِ

"অচিরেই এমন কিছু বছর আসবে যাতে মানুষ ধোকা খাবে। তাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। আত্মসাৎকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারকে আত্মসাৎকারী মনে করা হবে। সে সময় রুওয়াইবেযা কথা বলবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো: রুওয়াইবেযা কে? তিনি বললেন: রুওয়াইবেযা হলো সে বেকুব লোকটি যে জাতীয় ব্যাপারে কথা বলবে"।

(আহমাদ ১৫/৩৭-৩৮ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৪/৫০৮ হাদীস ১৮৮৭)

তা হলে কিয়ামতের আলামতগুলোর একটি হচ্ছে নিচু মানুষরা ভালো মানুষদের উপরেই অবস্থান করবে। মানুষের নেতৃত্ব তাদের মধ্যকার বোকা ও নিকৃষ্ট ব্যক্তিই দিবে। আর এটি এ যুগে অহরহ দেখা যাচ্ছে।

অতএব, মানুষের মৌলিক কর্তব্য হবে তাদের মধ্যকার জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকেই তাদের নেতৃত্বের আসনে বসানো। তবে চিন্তা করলে দেখবেন, মানুষের অবস্থা আজ এ পর্যায়ে পৌঁছলো যে, মানুষ নিজ স্বার্থকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। এ জন্যই তারা আজ বোকাদেরকেই নিজেদের নেতৃত্বের আসনে বসাচ্ছে।

৬৪. সমাজের সাধারণ লোকটিই দুনিয়ার সব চেয়ে বড় ভাগ্যবান ব্যক্তি হওয়াঃ

কিয়ামতের আরেকটি আলামত হলো, এমন এক সময় আসবে যখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করা হবে। আত্মসাৎকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারকে আত্মসাৎকারী বলে মনে করা হবে। মানুষের নেতৃত্ব দিবে তাদের মধ্যকার বোকা লোকটি এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে অনুপযুক্তদের হাতে।
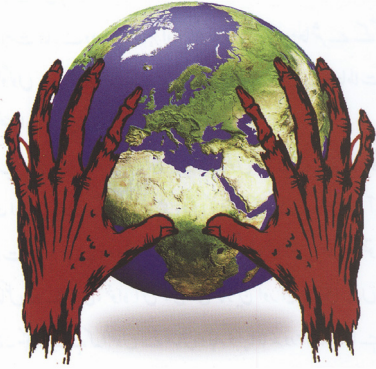
হুযাইফাহ ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِيْ حَتَّى يَكُوْنَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ

"দিন ও রাত নিঃশেষ হবে না তথা কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না দুনিয়ার সব চেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তিটিই হবে অযোগ্য ও অপদার্থ"।

(আহমাদঃ ৫/৩৮৯ তিরমিযী, হাদীস ২২০৯ সহীহুল-জামি', হাদীস ৭৩০৮)

উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يُوْشِكُ أَنْ يَّغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ

"অচিরেই অযোগ্য ও অপদার্থ ব্যক্তিই দুনিয়ার নেতৃত্ব দিবে"।

(আহমাদঃ ৫/৪৩০ মাযমাউযযাওয়ায়িদঃ ৭/৩২৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيْرَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ

"দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না তা অযোগ্য ও অপদার্থ লোকের হাতে চলে যাবে"। (আহমাদঃ ১৬/২৮৪ সহীহুল-জামি', হাদীস ৭১৪৯)

আরবীতে "লুকা' বিন লুকা'" বলতে এমন নিকৃষ্ট মানুষকে বুঝানো হয় যার প্রশংসনীয় কোন চরিত্র বলতেই নেই। আরবরা এর অর্থ নিকৃষ্ট গোলাম বলেও করে

থাকে। এখানে লুকা' বলতে বোকা ও মূর্খকে বুঝানো হচ্ছে। এ জন্য এ জাতীয় পুরুষকে আরবীতে লুকা' এবং মহিলাকে লুকা-' বলা হয়।

এ জাতীয় মূর্খ লোকই শেষ যুগে অঢেল সম্পদ, প্রচুর সম্মান, উন্নত গাড়ি ও সুউচ্চ বাড়ির মালিক হয়ে সমাজের সব চেয়ে বড় ভাগ্যবান ব্যক্তি বলেই বিবেচিত হবে। সর্ব দিক থেকেই সে সম্পদ সঞ্চয় করবে। মানুষের ভাব বুঝে সে তাদের সাথে আচরণ করবে। এভাবেই সে প্রচুর দুনিয়া কামিয়ে নিবে।

৬৫. মসজিদগুলোকে হাঁটার রাস্তা বানানোঃ

এর মানে হলো মানুষ শেষ যুগে মসজিদের ভেতর দিয়েই এ দিক থেকে ওদিকে যাবে। তথা মসজিদগুলোকে মানব চলাচলের পথ হিসেবে বানিয়ে নিবে। অথচ তারা মূলতঃ মসজিদগামী নামাযী মানুষ নয়। তাই মসজিদগুলোকে যতটুকু না নামাযের জন্য ব্যবহার করা হবে তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করা হবে চলাচলের পথ হিসেবে।

আজ বিশেষ বিশেষ বহু মসজিদকে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যতটুকু তা আজ নামাযের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না।
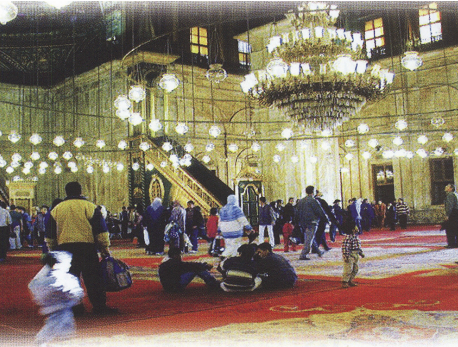
৬৬. ৬৭. বিয়ের মোহর ও ঘোড়ার দাম অত্যধিক বেড়ে পুনরায় আবার কমে যাওয়াঃ

খারিজাহ বিন সালত আল-বুরজামী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা একদা আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘর থেকে তাঁর সাথেই বের হলাম। তখন ইমাম সাহেব রুকু' অবস্থায় ছিলেন। ফলে আমরা ইমামের সাথেই রুকুতে চলে গেলাম। এরপর কিছু দূর হেঁটে গিয়ে আমরা কাতারে শামিল হলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এ দিক দিয়ে যাওয়ার সময় বললোঃ হে আবূ আব্দুর রহমান! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ মহান! আল্লাহ তা'আলা ও

তদীয় রাসূল ﷺ সত্যই বলেছেন। ইতিমধ্যে আমরা নামায শেষ করে বললাম: হে আবূ আব্দুর রহমান! মনে হয় লোকটির সালাম আপনাকে আতঙ্কিত করেছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। রাসূল ﷺ এর যুগে বলা হতো:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ تَتَّجِرَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ جَمِيعًا، وَأَنْ تَغْلُو النِّسَاءُ وَالْخَيْلُ جَمِيعًا، ثُمَّ تَرْخُصُ، فَلَا تَغْلُو أَبَدًا

"কিয়ামতের কিছু আলামত হলো: মসজিদগুলোকে রাস্তা বানিয়ে নেয়া, কেউ কাউকে জানাশুনার ভিত্তিতেই সালাম দেয়া, পুরুষ ও মহিলা সমভাবে ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করা এবং একাধারে মহিলার মোহর ও ঘোড়ার দাম বেড়ে গিয়ে পরে কমে যাওয়া। এরপর আর কখনো বাড়বে না"।

(হাকিম, হাদীস ৮৭১৬ আল-মাতালিবুল-আলিয়াহ, হাদীস ৪৬৫৩ আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৪৯৯৬)

৬৮. হাট-বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া:

নবী ﷺ একদা যেন আমাদের এ যুগ সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে যুগে দূরত্ব কমে যাওয়ার দরুন খুব অল্প সময়ে এমনকি খুব সহজেই বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করা ও যে কোন পণ্যের দাম উঠানামা জানা যায়। আর তা সম্ভব হয়েছে আধুনিক যানবাহন যেমন: গাড়ী, উড়োজাহাজ ইত্যাদি এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন: টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদির কারণে দুনিয়াবাসীরা পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার দরুন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَتَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ফিতনা প্রকাশ পায়, মিথ্যা বেড়ে যায় এবং বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হয়"।

(আহমাদ: ২/৫১৯ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৬/৬৩৯ হাদীস ২৭৭২)

হাট-বাজার নিকটবর্তী হওয়া তিনভাবে হতে পারে যা নিম্নরূপ:

ক. খুব দ্রুত বিশ্ব বাজারের যে কোন পণ্যের বাজার দর জেনে ফেলার সুবিধা।

খ. খুব দ্রুত পৃথিবীর যে কোন বাজারে পৌঁছে যাওয়ার সুবিধা।

গ. বিশ্ব বাজারের যে কোন পণ্যের দাম সর্বত্র কাছাকাছি হওয়া। কারণ, প্রত্যেক বাজারের লোক তখন পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে অন্য বাজারের লোকদের অনুসরণ করবে।

শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল-বারীর টিকায় বলেন: উক্ত হাদীসে বাজারগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া বলতে যা সহজেই বুঝা যায় তা হলো উড়োজাহাজ, গাড়ী, রেডিও ইত্যাদির আবিষ্কারের ফলে বর্তমান যুগের শহর-অঞ্চলগুলো পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া ও এগুলোর মধ্যকার দূরত্ব কমে যাওয়া।

৬৯. সকল জাতি মুসলিম জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়া:

কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তথা শেষ যুগে যে আলামতগুলো দেখা দিবে সেগুলোর অন্যতম হলো সকল অমুসলিম জাতির মুসলিম জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে রক্ষা করবেন।

যারা ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখেছেন তারা অবশ্যই জানেন যে, ইতিমধ্যে মোসলমানরা অনেক বড় বড় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তাদের উপর অনেক বিপদ এসেছে। তবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে হিফাযত ও সহযোগিতা করেছেন। খ্রিস্টানরা পূর্বেকার সকল ক্রুশ যুদ্ধেই মোসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। তবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জয়ী করেছেন। তাতাররা একদা মুসলিম বিশ্বকে চষে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তা'আলাই তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এ যুগেও সকল ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মোসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট একান্তভাবে এ আশা করবো যে, যেন মোসলমানরা তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসে। তা হলে তাদের বিজয়ও ফিরে আসবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠]

"আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে ব্যক্তিকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ব শক্তিমান অত্যন্ত পরাক্রমশালী"। (হাজ্জ: ৪০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ﴾ [المجادلة: ٢١]

"আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্তভাবে লিখে দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই আমি ও আমার রাসূলগণ বিজয়ী হবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ব শক্তিমান অত্যন্ত পরাক্রমশালী"। (আল-মুজাদালাহ: ২১)

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ ، كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ: مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

"অচিরেই সকল জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে একযোগে ব্যবস্থা নিবে যেমনিভাবে একযোগে আহারকারীরা একটি প্লেটের উপর বসে পড়ে। জনৈক সাহাবী বললেন: সে

দিন আমরা সংখ্যায় কম থাকবো বলেই এমন হবে? তিনি বললেন: না, বরং তোমরা সে দিন সংখ্যায় অনেক থাকবে। তবে তোমরা সে দিন জোয়ারে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর ন্যায় একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন। উপরন্তু তোমাদের অন্তরে ওয়াহ্‌ন ঢুকিয়ে দিবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: ওয়াহ্‌ন কী হে আল্লাহ'র রাসূল! তিনি বললেন: দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

(আহমাদ: ৫/২৭৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৭ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ২/৬৮৪ হাদীস ৯৫৮)

আরবীতে "ক্বাসআহ" বলতে খাদ্যের পাত্রকেই বুঝানো হয়। যা ইতিপূর্বে অধিকাংশ সময় কাঠ দিয়েই তৈরি করা হতো।

তেমনিভাবে আরবীতে "গুসা-" বলতে জোয়ারে ভেসে আসা ফেনা ও ময়লা-আবর্জনাকে বুঝানো হয়।

আর "ওয়াহ্‌ন" শব্দের ব্যাখ্যা নবী ﷺ নিজেই দিলেন দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা দিয়ে।

উক্ত হাদীসটি নবী ﷺ এর নবুওয়াতের বিশেষ একটি প্রমাণ ও কিয়ামতের একটি আলামত। আজ বিশ্বের আনাচে-কানাচে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, সকল কাফির গোষ্ঠী মোসলমানদের বিরুদ্ধে সার্বিক ক্ষতির জন্য সদা প্রস্তুত। আর এ গুরুত্বহীনতা মোসলমানদের সংখ্যা কম বলে নয়। বরং তারা পূর্বের তুলনায় অনেক

বেশি। তবে তারা আজ জোয়ারে ভেসে আসা ফেনা ও খড়কুটোর ন্যায় একেবারেই গুরুত্বহীন। এখন মোসলমানদের সংখ্যা ১০০ কোটির চেয়েও বেশি। তবে তারা সংখ্যায় বেশি, গুণে নয়। আজ শত্রুদের অন্তর থেকে তাদের ভয়-ভীতি একেবারেই উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে তারা মোসলমানদেরকে এতটুকুও গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাই তারা যে কোন সময় মোসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। এ দিকে মোসলমানদের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা ঢেলে দেয়া হয়েছে।

৭০. মানুষ সালাতের ইমামতি করতে উৎসাহী হবে না:

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম আলামত হলো মানুষের মাঝে ব্যাপক হারে মূর্খতা ছড়িয়ে পড়া। যার দরুন নামাযের ইমামতি করতে পারে এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে একে অপরকে ইমামতির জন্য ধাক্কাধাক্কি করবে। অথচ কেউ সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহসটুকুই দেখাবে না। কারণ, তাদের নিকট শরীয়তের কোন জ্ঞান নেই এবং তারা শুদ্ধভাবে ক্বিরাত পড়তে পারে না।

সালামাহ বিনতুল-হুর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْـمَسْجِدِ الْإِمَامَةَ فَلَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ

"কিয়ামতের বিশেষ একটি আলামত হলো মসজিদের মুসল্লীরা একে অপরকে ইমামতির জন্য সামনে ঠেলবে। অথচ তারা এমন কোন ইমাম পাবে না যিনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন"।

(আহমাদ: ৬/৩৮০ আবু দাউদ, হাদীস ৫৮১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৯৮২)

কেউ কেউ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَيُصَلُّوْنَ فِي الْـمَسَاجِدِ وَمَا فِيهِمْ مُؤْمِنٌ

"এমন এক সময় আসবে যখন মানুষগুলো কোথাও একত্রিত হবে এবং মসজিদগুলোতে গিয়ে নামায পড়বে। অথচ তাদের মাঝে সত্যিকারের এক জন মু'মিনও থাকবে না"।

(ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ৩০৩৫৫, ৩৭৫৮৬ হাকিম: ৪/৪৮৯, ৮৩৬৫ তাহাওয়ী/ মুশকিলুল-আ-সার, হাদীস ৫৯০ আজুররী/শারীআহ, হাদীস ২৩৬)

হয়তো-বা এ সময় এখনো আসেনি। কারণ, এখনো জায়গায় জায়গায় জ্ঞান ও জ্ঞানীদের সমাবেশ হচ্ছে। মসজিদগুলোতে আলিম, ছাত্র ও বিশিষ্ট ক্বারীদেরকে পাওয়া যাচ্ছে।

৭১. মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হওয়া:

মূলতঃ মানব স্বপ্নের কিছু সঠিক ব্যাখ্যা ও বিধান রয়েছে। তার মধ্যে কিছু রয়েছে দিনের সকালের ন্যায় সত্য। আর কিছু রয়েছে মিথ্যা। আবার কিছু রয়েছে অসার মানসিক চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নবী ﷺ স্বপ্ন সম্পর্কে এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা মূলতঃ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কীয়।

ভালো স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের একটি ভাগ।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ

"আমার মৃত্যুর পর মুবাশ্‌শিরাত ছাড়া নবুওয়াতের আর কিছুই থাকবে না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! মুবাশশিরাত কী? রাসূল ﷺ বললেন: ভালো স্বপ্ন যা কেউ সরাসরি নিজেই দেখে কিংবা কারোর ব্যাপারে তাকে তা দেখানো হয়"। (আহমাদ: ৬/১২৯ হাদীস ২৪৪১৬ বুখারী, হাদীস ৬৯৯০)

স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং তা মু'মিনের জন্য সুসংবাদ বয়ে আনা দুনিয়ার পরিসমাপ্তি

এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি বিশেষ আলামত। তখনকার স্বপ্ন অধিক সত্য ও বাস্তবমুখী হবে। আর এক জন মু'মিন তখন অধিক নেককার এবং সমাজে নিতান্ত অপরিচিত বলে বিবেচিত হবে। অতএব যখন সে উক্ত সমাজের এক জন অপরিচিত ব্যক্তিই তখন তার স্বপ্ন তার জন্য সত্যিই সান্ত্বনা বয়ে আনবে বৈ কি? তাই তার সপ্ন খুব কমই মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ؛ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيْثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُمْ وَلْيَتْفُلْ، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ، وَأُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ

"(কিয়ামতের) সময় যতই ঘনিয়ে আসবে ততই যে কোন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। তবে তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সত্য স্বপ্ন দেখবে সে যে সব চেয়ে বেশি সত্য কথা বলবে। মূলতঃ এক জন মোসলমানের স্বপ্ন নবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বস্তুতঃ স্বপ্ন তিন প্রকার: ভালো স্বপ্ন। তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক ধরনের সুসংবাদ। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। যা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আরেক ধরনের স্বপ্ন হলো যা মানুষ দীর্ঘক্ষণ ভাবে তাই সে স্বপ্নে দেখে। অতএব তোমাদের কেউ ভয়ঙ্কর কোন স্বপ্ন দেখলে সে যেন ঘুম থেকে উঠে থুতু ফেলে এবং কাউকে তা না বলে। আমি স্বপ্নে কাউকে বন্দী অবস্থায় দেখা পছন্দ করি। তবে কাউকে গলায় রশি লাগানো অবস্থায় দেখা আমি পছন্দ করি না। কারণ, স্বপ্নে কাউকে বন্দী অবস্থায় দেখা বলতে ধর্মের উপর তার অটলতা বুঝায়।

(আহমাদ, হাদীস ১০৩৭৩ বুখারী, হাদীস ৬৫২৮, ৭০১৭ মুসলিম, হাদীস ২২৬৩, ৪২০৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৬৮ তিরমিযী, হাদীস ২২০৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৯১৫, ৩৯২৪)

হাফিয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: শেষ যুগে মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হওয়া মানে অধিকাংশ সময় এক জন মু'মিনের সুস্পষ্ট অর্থ বহনকারী স্বপ্ন দেখা। যার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। এমনকি তাতে মিথ্যার কোন সুযোগও থাকবে না। বরং তা বাস্তব ও একেবারে সত্যই হবে। তা অন্যান্য স্বপ্নের মতো হবে না যার ব্যাখ্যা

অস্পষ্ট। যার ব্যাখ্যাকারী তার ধারণা মতো এর ব্যাখ্যা দিলে তা বাস্তবে পরিণত না হলে মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হবে।

আর এটি শেষ যুগে দেখা যাওয়ার মানে তখন এক জন মু'মিন সমাজের নিকট অপরিচিত বলে বিবেচিত হবে। যা রাসূল ﷺ একদা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। তিনি বলেন:

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيْبًا، وَسَيَعُوْدُ - كَمَا بَدَأَ - غَرِيْبًا، فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ

“ইসলাম প্রথমে অপরিচিত ছিলো। আর তা একদা আবারো অপরিচিত হয়ে যাবে যেভাবে তা শুরু হয়েছে। অতএব অপিরিচিতদের জন্য এক বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে। (মুসলিম, হাদীস ১৪৫)

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন: তখন এক জন মু'মিনের বন্ধু ও সাহায্যকারী কমে যাবে। বিধায় তখন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনকে নেক স্বপ্ন দেখিয়েই সম্মানিত করবেন। যা তাকে সত্যের উপর অটল, অবিচল ও আনন্দিত করবে।

(ফাতহুল-বারী: ১২/৫০৭, ১৯/৪৫১)

কখন এক জন মু'মিনের স্বপ্ন সত্য বলে দেখা দিবে তা নিয়ে আলিমগণের দু'টি মত রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক. কিয়ামতের পূর্বক্ষণে যখন ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে। অত্যধিক হত্যাকাণ্ড ও ফিতনার দরুন যখন শরীয়তের নিদর্শন সমূহ মুছে যাবে। তখন এক জন মোসলমান নিজ সমাজে অপরিচিত বলে বিবেচিত হবে। তাই সত্য স্বপ্ন দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়া হবে। এটি ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত। (ফাত্হুল-বারী: ১২/৫০৭)

খ. ঈসা عليه السلام যখন কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন তখনকার মু'মিনরা এ সত্য স্বপ্ন দেখবেন। কারণ, সে যুগের লোকেরা হবেন সাহাবায়ে কিরামের পর এ উম্মতের যুগশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁদের কথা ও চাল-চলন হবে সত্য। তাই তাঁদের স্বপ্নও খুব কমই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। (ফাতহুল-বারী: ১২/৫০৭)

৭২. যত্রতত্র মিথ্যার ছড়াছড়ি:

মিথ্যা ব্যক্তি সমাজের জন্য এক মহা বিপদ। ব্যক্তি যখন বার বার মিথ্যা বলে ও মিথ্যা বলার চেষ্টা করে তখন তাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট মিথ্যুক বলে রেকর্ড করা হয়।

আবূ উমামাহ, আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ও সা'দ বিন

মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِصَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ

"এক জন মু'মিন যে কোন অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে পারে কিন্তু খিয়ানত ও মিথ্যায় নয়"। (আহমাদ, হাদীস ২২১৭০ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৬১১৬, ২৬১১৭, ২৬১২১ ইবনু শাহীন, হাদীস ৩৪ বায়হাক্বী/শুআবুল-ঈমান, হাদীস ৪৪৭০ তাবারানী/কবীর, হাদীস ৮৯০৯)

কারো কারোর মতে হাদীসটি দুর্বল।
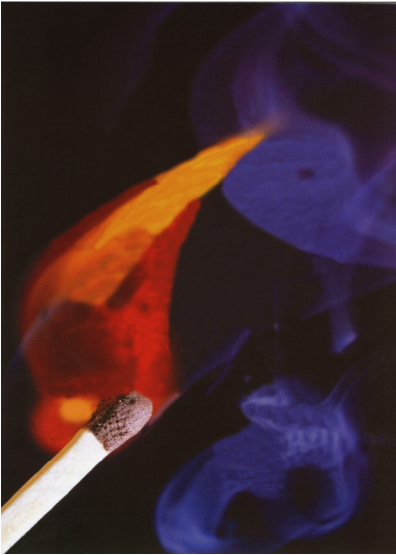
নবী ﷺ এর পরিবারের কেউ মিথ্যা কথা বলেছে তা তিনি কখনো জানতে পারলে তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিতেন যতক্ষণ না সে তাওবাহ করে।

কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো, মানুষের মাঝে মিথ্যা এমনভাবে ছড়িয়ে যাবে যে, কেউ কথা বলতে মিথ্যার কোন তোয়াক্কাই করবে না। এমনকি মানুষের মাঝে সংবাদ প্রচার করতে সত্য-মিথ্যার কোন যাচাই-বাছাইই করা হবে না। উপরন্তু মিথ্যার অপকারিতা ও এর কুপ্রভাব এবং মানুষের মাঝে এর ব্যাপকতার ব্যাপার তো আছেই।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لاَ يُضِلُّوْنَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُوْنَكُمْ

"শেষ যুগে এমন কিছু মিথ্যুক দাজ্জাল বেরুবে যারা তোমাদেরকে এমন কিছু হাদীস শুনাবে যা তোমরা ইতিপূর্বে কারো থেকে শুনোনি। না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তারাও যেন তোমাদের থেকে দূরে থাকে। তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে"। (মুসলিম, হাদীস ৭)

জাবির বিন সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوْهُمْ

"কিয়ামতের পূর্বক্ষণে অনেক মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে যাদের থেকে তোমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবে"। (মুসলিম, হাদীস ১৮২২, ৫২০৯)

এ যুগে এমন প্রচুর বিরল ও অসত্য হাদীস, সংবাদ ও কাহিনী শুনা যাচ্ছে যা ইতিপূর্বে কখনো শুনা যায়নি। এর একমাত্র কারণ হলো, এখন আর মানুষ আগের ন্যায় মিথ্যা থেকে বাঁচার তেমন একটা চেষ্টা করে না। এ জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের সকল কথা বিশ্বাস করা ও তা দ্রুত প্রচার করার ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেছেন। অতএব যে কোন সংবাদ প্রচার করার পূর্বে সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে। যাতে আমরা মিথ্যুকদের দলভুক্ত হয়ে পাপ ও পদস্খলনে লিপ্ত না হই।

বর্তমান যুগে যে কোন উড়ো কথার প্রচার-প্রসার, সংবাদ প্রচারে সত্য-মিথ্যার যাচাই-বাছাই না করা কিংবা যে কোন ঘটনা ও তা বর্ণনায় বাড়ানো-কমানো ইত্যাদি অবৈধ মিথ্যার শামিল বৈ কী?

৭৩. মানুষের মধ্যকার ভালোবাসা উঠে যাওয়া:

প্রচুর সমস্যা ও ফিতনার দরুন একদা মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাবে। এমনকি তা শেষ পর্যন্ত মনোমালিন্য ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করায় রূপান্তরিত হবে। তখন মানুষ দুনিয়ার ফায়েদা ছাড়া কাউকে চিনবে না।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ، لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ بِمَشَارِيْطِهَا، وَمَا يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيْهَا، إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجًا، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! الْفِتْنَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَالْهَرْجُ مَا هُوَ؟ قَالَ: بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الْقَتْلُ، وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَّعْرِفَ أَحَدًا

"কিয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আমার প্রভুর নিকটেই। সময় মতো তা উদ্ভাসিত করবেন একমাত্র তিনিই। তবে আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের কিছু আলামত বলবো। যা কিয়ামতের পূর্বেই দেখা দিবে। কিয়ামতের পূর্বে দেখা দিবে ফিতনা এবং

হারজ। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! ফিতনা তো বুঝলাম। কিন্তু হারজ কী? রাসূল ﷺ বললেন: ইথিওপীয়দের ভাষায় হারজ মানে হত্যা। আর তখন মানুষের মাঝে সম্পর্কহীনতা ঢেলে দেয়া হবে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াবে যে, তখন কেউ আর কাউকে চিনবে না"। (আহমাদ: ৫/৩৮৯)

উক্ত হাদীসটি বর্তমান যুগের হুবহু চিত্রই তুলে ধরেছে। আজ অধিকাংশ মানুষই নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনে না। এমনও হয় যে, পথে-ঘাটে নিজ আত্মীয়ের ছেলে-সন্তানের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। অথচ সে জানে না যে, এরা তার আত্মীয়। কারণ, আজ অধিকাংশ মানুষের সম্পর্কই স্বার্থ নির্ভরশীল। তাই এ জাতীয় সম্পর্ক এখন খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়। যা স্বার্থের এতটুকু হেরফের হলেই খুব দ্রুত ধসে পড়ে। কারণ, তা তো একমাত্র স্বার্থ নির্ভরশীল। তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তা দিয়ে স্বার্থ হাসিল হবে ততক্ষণই তা টিকবে। নতুবা নয়।

৭৪. অত্যধিক ভূমিকম্প:

কিয়ামতের পূর্বে অত্যধিক ভূমিকম্প হওয়া বলতে এর ব্যাপকতা ও স্থায়িত্ব বুঝায়। যা উম্মতের জন্য কখনো রহ্‌মত ও গুনাহ্‌ মাফের কারণ হয়ে থাকে।

আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أُمَّتِيْ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ، لاَ عَذَابَ عَلَيْهَا فِيْ الْآخِرَةِ، جَعَلَ اللهُ عَذَابَهَا فِيْ الدُّنْيَا الْقَتْلَ وَالزَّلاَزِلَ وَالْفِتَنَ .

"আমার উম্মত সত্যিই রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। আখিরাতে তার কোন আযাব হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার আযাব

দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন হত্যা, ভূমিকম্প ও ফিতনার মাধ্যমে।

(আহমাদ: ৪/৪১০ হাকিম: ৪/৪৪৪)

আবার কখনো ভূমিকম্প বান্দাহ'র জন্য শাস্তিও হতে পারে। যখন দুনিয়াতে ফাসাদ বেড়ে যাবে তখন ভূমিকম্প সে যুগের মানুষের জন্য আযাব ও শাস্তিরূপে দেখা দিবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَ تَكْثُرَ الزَّلَازِلُ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ভূমিকম্প বেড়ে যাবে"। (বুখারী, হাদীস ১০৩৬, ৭১২১)

আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালাহ আযদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের হাত খানা আমার মাথায় রেখে বললেন:

يَا ابْنَ حَوَالَةَ! إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ؛ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَا وَالْأُمُوْرُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدِيْ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ.

"হে ইবনু হাওয়ালাহ! যখন তুমি দেখবে, বাইতুল-মাক্বদিসে খিলাফত প্রথা চালু হয়েছে তখন মনে করবে, ভূমিকম্প, বিপদাপদ এবং বড়ো বড়ো অঘটন সমূহ অতি সন্নিকটে। তখন কিয়ামত এতো অতি সন্নিকটে যেমন আমার হাত তোমার মাথার সন্নিকটে"।

(আহমাদ: ৫/২৮৮ আবু দাউদ, হাদীস ২৫৩৫ হাকিম: ৪৫/৪২৫ সহীহুল-জামি', হাদীস ৭৭১৫)

৭৫. ৭৬. মহিলাদের আধিক্য ও পুরুষদের স্বল্পতা:

শেষ যুগে পুরুষের স্বল্পতা ও মহিলাদের আধিক্য কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত। কারো কারোর ধারণা মতে মহিলাদের সংখ্যাধিক্য অধিক হারে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়ার কারণেও হতে পারে। যাতে বেশি সংখ্যক পুরুষ মারা যাবে। কারণ, তারাই তো সাধারণত যুদ্ধ করে থাকে। মহিলারা তো নয়।

আবার কারো কারোর মতে অধিক বিজয়ের দরুন বান্দীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে এক জন পুরুষ কয়েক জন বান্দী গ্রহণ করবে। যাদের সাথে সে সহবাস করবে।

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে এ কথা বুঝা যায় যে, এটি ভিন্ন একটি আলামত। যার কোন কারণ নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই শেষ যুগে এমন করবেন যে, তখন দুনিয়াতে ছেলে সন্তান কম ও মেয়ে সন্তান বেশি জন্ম নিবে। (ফাতহুল-বারী: ১/১৩৩, ১/২৩৬)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَوْ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَفْشُوْ الزِّنَا، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَيَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: কিয়ামতের কয়েকটি আলামত হলো এই যে, ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, যত্রতত্র মদ পান করা হবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, পুরুষ চলে যাবে ও মহিলা থেকে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য এক জন মাত্র অভিভাবক থাকবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তখন ব্যভিচার প্রকাশ পাবে, পুরুষ কমে যাবে ও মহিলা বেড়ে যাবে। (বুখারী, হাদীস ৮০, ৮১, ৬৮০৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৭১)

যাঁরা আজ বিশ্বের ছেলে ও মেয়ের আনুপাতিক হার নিয়ে চিন্তা করেন এবং আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান নিয়ে কিছুটা হলেও ভাবনা-চিন্তা করেন তাঁরা অবশ্যই বর্তমান যুগে উক্ত আলামতটি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন।

৭৭. প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও ব্যভিচারঃ

শেষ যুগে অবৈধ কাজের আধিক্য ও মানুষের যৌন চাহিদার ব্যাপকতার পাশাপাশি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথারও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত হলো ব্যভিচারের ছড়াছড়ি। এমনকি জনৈক পুরুষ দিনে-দুপুরে রাস্তার মাঝখানে জনৈকা মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে।

মূলতঃ এখানে দু'টি আলামত। তার একটি হলোঃ ব্যভিচারের প্রকাশ ও প্রচার-প্রসার। আর দ্বিতীয়টি হলোঃ তা প্রকাশ্যে ও জনসম্মুখে করা তথা তা কোনভাবে লুক্কায়িত না করা।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ لله فِيْهِ حَاجَةٌ، وَحَتَّى تُوْجَدَ الْمَرْأَةُ نَهَارًا جِهَارًا تُنْكَحُ وَسَطَ الطَّرِيْقِ لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ، وَلاَ يُغَيِّرُهُ، فَيَكُوْنُ أَمْثَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ الَّذِيْ يَقُوْلُ: لَوْ نَحَّيْتَهَا عَنِ الطَّرِيْقِ قَلِيْلاً، فَذَاكَ فِيْهِمْ مِثْلُ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيْكُمْ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, দুনিয়াতে এমন কেউ থাকবে না যার বেঁচে থাকায় আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন রয়েছে। এমনকি যতক্ষণ না এমন পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয় যে, জনৈকা মহিলার সাথে রাস্তার মধ্যভাগে প্রকাশ্যে দিনে-দুপুরে ব্যভিচার করা হচ্ছে। কেউ তাতে না বাধা দিচ্ছে। না পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। সে দিন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই হবে যে বলবে: যদি তুমি মহিলাটিকে রাস্তা থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে তার সাথে ব্যভিচার করতে! এ লোকটি তাদের মাঝে তেমন যেমন তোমাদের মাঝে আবূ বকর ও উমর"। (হাকিম: ৪/৫৪১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ: ৩/৪১০ হাদীস ১২৫৪)

উক্ত হাদীসটি একেবারেই দুর্বল। তবে নিম্নোক্ত হাদীসটি এর প্রমাণ বহন করে।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَوْ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَفْشُوْ الزِّنَا وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না অথবা রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: কিয়ামতের কয়েকটি আলামত হলো এই যে, ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, যত্রতত্র মদ পান করা হবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ব্যভিচার প্রকাশ পাবে, পুরুষ কমে যাবে ও মহিলা বেড়ে যাবে।

(বুখারী, হাদীস ৮০, ৮১, ৬৮০৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৭১)

আলামত দু'টি আমাদের এ যুগে প্রকাশ্যরূপ ধারণ করেছে। আজ কিছু কিছু চ্যানেল ও ইন্টারনেটে এমন অনেক উলঙ্গ ছবি ও ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে এক জন ঈমানদারের চক্ষু যা দেখতে লজ্জা করে।

অতএব এমন প্রেক্ষাপটে এক জন মু'মিন পুরুষ ও মহিলার কর্তব্য হবে নিজকে এবং নিজ চক্ষু ও লজ্জাস্থানকে হিফাযত করা। খারাপ লোকদের সাথে চলাফেরা থেকে নিজকে রক্ষা করা। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বদা সাধুতা ও পবিত্রতা কামনা করা।

৭৮. কুর'আন পড়ে টাকা নেয়া:

মূলতঃ কুর'আন তিলাওয়াত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের একটি বিশেষ মাধ্যম। আর এ কথা সবার জানা যে, ইবাদাত দুনিয়া

কামানোর জন্য কখনোই করা যায় না। বরং তা মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আখিরাতের জন্য করা হয়।

তবে কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত হলো, এমন একটি সম্প্রদায় আসবে যারা একমাত্র দুনিয়া কামানোর জন্য কুর'আন মাজীদকে শোক কিংবা যে কোন আনন্দঘন অনুষ্ঠানে সুন্দর আওয়াযে পড়বে।

ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা এমন এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কিছু লোককে কুর'আন শুনিয়ে তাদের নিকট টাকা চেয়েছে। তখন তিনি বলেন: "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন"। আমি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ بِهِ.

"কেউ কুর'আন পড়ে কিছু চাইলে তার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট চাবে। অচিরেই এমন একটি সম্প্রদায় আসবে যারা কুর'আন পড়ে মানুষের কাছে চাবে। (আহমাদ: ৪/৪৩২)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন। তখন আমরা কুর'আন পড়ছিলাম। আমাদের মাঝে কিছু অনারব ও মরুবাসী ছিলো। তখন তিনি বলেন:

اقْرَؤُوْا، فَكُلٌّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيْءُ أَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُوْنَهُ.

"তোমরা পড়ো। সবাই ভালোই পড়ছো। অচিরেই এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা তীর সোজা করার ন্যায় কুর'আনকে সুন্দর করে পড়বে। তবে তারা নগদ লাভ (দুনিয়ার সম্পদ ও খ্যাতি) চাবে। বাকী (সাওয়াব ও আল্লাহ'র সন্তুষ্টি) নয়।

(আহমাদ, হাদীস ১৪৫৬১, ১৪৯৭৪ আবূ দাউদ, হাদীস ৭০৭, ৮৩০ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: হাদীস ২৫৯)

৭৯. মানুষের ক্রমান্বয়ে বেশি মোটা হয়ে যাওয়া:

ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْماً يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ

"আমার উম্মতের সর্বোত্তম লোক হলো আমার শতাব্দীর লোকেরা। অতঃপর যারা তাদের পরে আসবে। অতঃপর যারা তাদের পরে আসবে। এমনকি তাদের পরে এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা সাক্ষ্য দিবে। অথচ তাদের নিকট কোন সাক্ষ্যই চাওয়া হবে না। তারা আত্মসাৎ করবে। অথচ তাদের নিকট কোন আমানতই রাখা হবে না। তারা মানত করবে। অথচ তা পুরা করবে না। তাদের মাঝে মোটা হওয়ার ব্যাপারটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হবে।

(বুখারী, হাদীস ২৬৫১, ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫ মুসলিম, হাদীস ২৫৩৫)

শেষ যুগের মোটা হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণত আরাম-আয়েশের ব্যাপকতার দরুনই হয়ে থাকবে। মানুষ আজ রকমারি খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করছে। বর্তমানে খাবারের রুচি বাড়িয়ে দেয় এমন কিছু এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি হারে খাওয়া হচ্ছে। উপরন্তু মানুষ এখন হাঁটা-চলা খুব কমই করছে। অধিকাংশ মানুষের চলা-ফেরা যন্ত্রযানের মাধ্যমেই। তাই তারা নড়াচড়া খুব কমই করছে। এ জন্যই দিন দিন ছোট-বড় সবাই মোটা হয়ে যাচ্ছে। এমনকি জরিপে বলা হচ্ছে, বর্তমান বিশ্বের ষষ্ঠ ভাগ মানুষ বাড়তি ওজনের সমস্যায় ভুগছে।

আর এ জন্যই ওজন কমানো কিংবা স্থূলতা প্রতিরোধক ওষুধ এখন মার্কেটে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি পাকস্থলী বেঁধে দেয়া কিংবা কমিয়ে আনার কাজও এখন জোরেশোরে চলছে। আরো কত্তো কী?

৮০. ৮১. এমন মানুষের আবির্ভাব হওয়া যাদের নিকট সাক্ষ্য না চাওয়া হলেও তারা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে এবং যারা মানত করবে; অথচ তা পুরা করবে না:

এ দু'টি আলামত উপরোক্ত হাদীসেরই অংশ বিশেষ। যা নিম্নরূপ:

ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْماً يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ

"এমনকি তাদের পরে এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা সাক্ষ্য দিবে। অথচ তাদের নিকট কোন সাক্ষ্যই চাওয়া হবে না। তারা আত্মসাৎ করবে। অথচ তাদের নিকট কোন আমানতই রাখা হবে না। তারা মানত করবে। অথচ তা পুরা করবে না। তাদের মাঝে মোটা হওয়ার ব্যাপারটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হবে।

(বুখারী, হাদীস ২৬৫১, ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫ মুসলিম, হাদীস ২৫৩৫)
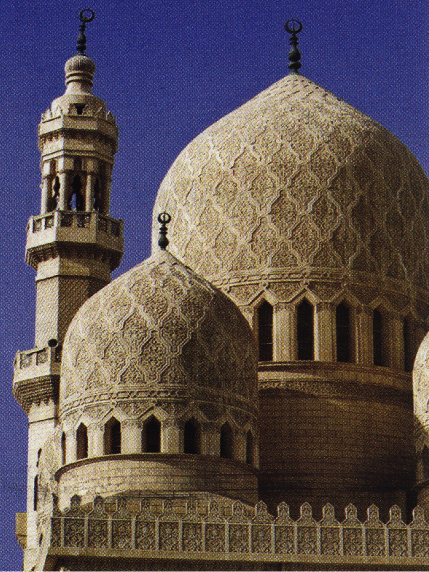
উক্ত দু'টি আলামত তথা না জেনেশুনে এমনকি সাক্ষ্য না চাওয়া সত্ত্বেও অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ায় শৈথিল্য এবং পুরা না করা সত্ত্বেও বেশি বেশি মানত করা ঈমানী দুর্বলতা, ধর্মীয় ঔদাসীন্য ও অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব না থাকাই বুঝায়।

৮২. শক্তিশালী ব্যক্তির দুর্বলকে গ্রাস করা:

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করে বললেন:

يَا عَائِشَةُ! قَوْمُكِ أَسْرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقًا، قَالَتْ: فَلَمَّا جَلَسَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، لَقَدْ دَخَلْتَ وَأَنْتَ تَقُولُ كَلَامًا ذَعَرَنِيْ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ: تَزْعُمُ أَنَّ قَوْمِيْ أَسْرَعُ أُمَّتِكَ بِكَ لَحَاقًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: وَمِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تَسْتَحْلِيهِمْ الْـمَنَايَا وَتَنَفَّسُ عَلَيْهِمْ أُمَّتُهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَكَيْفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: دَبًى يَأْكُلُ شِدَادُهُ ضِعَافَهُ حَتَّىٰ تَقُومَ عَلَيْهِمْ السَّاعَةُ

"হে আয়িশা! আমার উম্মতের মধ্যে সবার চেয়ে দ্রুত আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে তোমার বংশ। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: তিনি বসার পর আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আমার জীবনকে আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিন! আপনি আমার নিকট প্রবেশ করেই এমন কথা বললেন যা আমাকে আতঙ্কিত করেছে। তিনি বললেন: সেটি কী? আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: আপনি ধারণা করছেন, আমার বংশই আপনার উম্মতের মধ্যে সবার চেয়ে দ্রুত আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তিনি বললেন: হ্যাঁ। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: কেন? তিনি বললেন: তাদেরকে মৃত্যু পছন্দ করবে। আর অন্যরা তাদের প্রতি হিংসা করবে। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: সে সময় বা তার পর মানুষের কী অবস্থা হবে? তিনি বললেন: তার পর মানুষের অবস্থা ছাড়া পঙ্গপালের ন্যায় হবে। শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে গ্রাস করে নিবে। আর ইতিমধ্যেই কিয়ামত এসে যাবে।

(আহমাদ: ৬/৮১ হাদীস ২৩৯৫৯ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৪/৫৯৬ হাদীস ১৯৫৩)

আরবীতে “দাবা” বলতে পর ছাড়া পঙ্গপালকে বুঝানো হয়। যা এখনো উড়া শিখেনি।

উক্ত হাদীসে অত্যধিক যুলুম ও মারাত্মক বিপদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনকি শক্তিশালী দুর্বলকে গ্রাস করে নিবে।

৮৩. আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার না করাঃ

আল্লাহ তা‘আলার বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]

“যারা আল্লাহ’র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা সত্যিই কাফির”। (মায়িদাহঃ ৪৪)
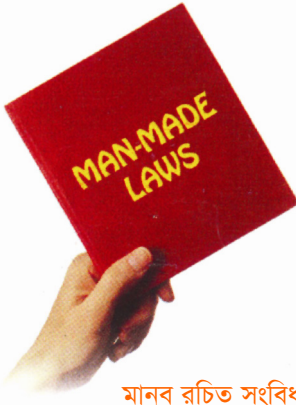
মানব রচিত সংবিধান

তবে শেষ যুগে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো এক একটি করে মুসলিম সমাজ থেকে উঠে যাবে। সর্ব প্রথম যে বিধানটি উঠে যাবে তা হলো আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করা।

আবূ উমামাহ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَقِضَنَّ عُرَى الإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

“ইসলামের কড়াগুলো এক একটি করে ভেঙ্গে পড়বে তথা ইসলামের ভিত ও মৌলিক বিধানগুলো এক একটি করে সমাজ থেকে উঠে যাবে। যখনই একটি কড়া ভেঙ্গে পড়বে তথা বিধান উঠে যাবে তখন মানুষ তার পরেরটি আঁকড়ে ধরবে। সর্ব প্রথম যে কড়াটি ভেঙ্গে যাবে তথা যে বিধানটি উঠে যাবে তা হলো আল্লাহ’র বিধান

অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করা। আর সর্বশেষ যে বিধানটি উঠে যাবে তা হলো নামায। (আহমাদ: ৫/২৫১ হাদীস ২১৫৮৩ তাবারানী/কাবীর: ৮/৯৮ হাদীস ৭৩৬১)

আফসোসের সাথে বলতে হয়, অধুনা এ আলামতটি একেবারেই সুস্পষ্ট। আজ অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে বিবাহ, তালাক, মিরাস ইত্যাদির ক্ষেত্রেই শরীয়তের ফায়সালা কার্যকরী। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, ফৌজদারি ও শর'য়ী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে ফ্রান্স, ব্রিটেন কিংবা অন্যান্য দেশের মানব রচিত আইন অনুযায়ীই বিচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে। আর এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানের আলোকে বিচার- ফায়সালা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]

"দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে সুন্দর বিধানদাতা আর কে হতে পারে?" (মা-য়িদাহ: ৫০)

৮৪. রোমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ও আরবদের সংখ্যা কমে যাওয়া:

রোমান বলতে আজকের ইউরোপীয়ান ও এমেরিকানদেরকে বুঝানো হয়। তাদেরকে রোমান বলা হয় তাদের পূর্বপুরুষ আসফার বিন রূম বিন ঈসু বিন ইসহাক বিন ইব্রাহীম এর সাথে সম্পৃক্ত করে। এ জন্য তাদেরকে বানুল-আসফারও বলা হয়। (তাযকিরাহ/কুরতুবী: ২/৬৮৯)

মুসতাওরিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উপস্থিতিতে বললেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ

"কিয়ামত যখন কায়িম হবে তখন রোমানরা সংখ্যায় বেশি থাকবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৮৯৮)

তখন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুসতাওরিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি কী বলছো তা একটু বুঝেশুনে বলো। মুসতাওরিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি যা বলেছি তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেই বলেছি। তখন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তোমার কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে তা হলে আমি বলবো: তাদের মাঝে চারটি গুণ রয়েছে: তারা ফিতনার সময় খুবই ধৈর্যশীল। বিপদের পর দ্রুত চেতনাশীল। পলায়নের পর সত্বর আক্রমণশীল। মিসকীন, এতীম ও দুর্বলের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকামী। উপরন্তু

তাদের পাঁচ নম্বর গুণ তো আরো সুন্দর আর তা হলো: রাষ্ট্রপতিদের যুলুমের চরম প্রতিরোধকারী। (মুসলিম, হাদীস ২৮৯৮)

উম্মু শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْـجِبَالِ، قَالَـتْ أُمُّ شَرِيـكٍ: يَا رَسُـولَ اللهِ! فَأَيْنَ الْعَـرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: هُمْ قَلِيلٌ

"মানুষরা একদা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাবে। উম্মু শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! তখন আরবরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: তখন আরবরা সংখ্যায় কম থাকবে। (মুসলিম, হাদীস ৫২৪৩)

কেউ কেউ আবার রোমানরা বেড়ে যাওয়ার অর্থ বলতে ইউরোপীয় তথা ইংরেজী ভাষার প্রচার-প্রসার ও আরবী ভাষার পরিত্যাগকে বুঝিয়েছেন।

কারো কারোর মতে আরবী বলতে আরবী ভাষায় কথোপকথনকারীকে বুঝায়। আর আ'রাবী বলতে মরু ভূমিতে বসবাসকারীকে বুঝায়। যদিও সে অনারব হোক না কেন।

৮৫. মানুষের মাঝে ধন-সম্পদের অত্যাধিক্য:

মোসলমানগণ রাসূল ﷺ এর যুগে ও তাঁর মৃত্যুর পর লাগাতার অনেকগুলো বছর অনেক কষ্ট ও ক্লেশ করে জীবনাতিপাত করেছেন। এমনকি মাসের পর মাস চলে গেছে; অথচ রাসূল ﷺ এর ঘরের চুলোয় কোন আগুনই জ্বলেনি। তাঁর খাদ্য ছিলো একমাত্র খেজুর ও পানি।

এরপরও নবী ﷺ সাহাবীগণকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দিতেন যে, এ অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে। এমনকি কিয়ামতের আলামতগুলোর এটিও একটি যে, সম্পদ অত্যধিক বেড়ে যাবে। পরিশেষে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াবে যে, জনৈক ব্যক্তি নিজ সম্পদের যাকাত নিয়ে মাস খানেক ঘুরে বেড়াবে; অথচ যাকাত নেয়ার মতো সে কাউকে খুঁজে পাবে না। কারণ, মানুষরা তখন আর অর্থের মুখাপেক্ষী থাকবে না।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيْضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِيْ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মাঝে সম্পদ বেড়ে যায়। এমনভাবে বেড়ে যাবে যে, সম্পদই সম্পদশালীর মাথা ব্যথার কারণ হবে। সে সাদাকাহ গ্রহণকারীর খোঁজে বের হবে। এমনকি যাকেই সে সাদাকাহ্ দিতে চাবে সে বলবে: এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই"। (বুখারী, হাদীস ১৪১২ মুসলিম, হাদীস ১৭৫)

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ .

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন সে স্বর্ণের সাদাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে; অথচ তা নেয়ার জন্য সে কাউকে খুঁজে পাবে না"।

(মুসলিম, হাদীস ১০১২)

উক্ত আলামতটি ইতিমধ্যে ঘটে গেছে না কি এখনো ঘটেনি এ ব্যাপারে আলিমগণের কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

কারো কারোর মতে এটি সাহাবীগণের যুগেই ঘটে গেছে। তাঁরা বিজয়ের মাধ্যমে রোমান ও পারস্যদের ধন-সম্পদ গনীমত হিসেবে অধিগ্রহণ করেছেন। এরপর আবার উমর বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) এর যুগে মোসলমানদের সম্পদ বেড়ে যায়। তখন কেউ সাদাকা দিতে চাইলে তা গ্রহণ করার কেউ ছিলো না। এমনকি কাউকে দরিদ্র মনে করে কেউ সাদাকা দিতে চাইলে সে বলতো: এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

আবার কারো কারোর মতে তা শেষ যুগেই ঘটবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইমাম মাহদীর যুগে ধন-সম্পদ খুব বেড়ে যাবে। আর তিনি দু' হাতে

সোনা-রুপা মানুষের মাঝে বন্টন করবেন। সম্পদ বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি তা হিসাব ও গণনা করবেন না। এমনকি যমিন তার সকল বরকত ঢেলে দিবে। অধিক সম্পদের দরুন মানুষ আর সম্পদের মুখাপেক্ষী হবে না। যমিন তখন তার সকল ধন-ভাণ্ডার সোনা-রুপার খুঁটির ন্যায় উগলে দিবে।

সা'ঈদ আল-জুরাইরী (রাহিমাহুল্লাহ) আবূ নাযরাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা একদা জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا .

"আমার উম্মতের শেষাংশে এমন এক খলীফাহ আসবেন যিনি ধন-সম্পদ দু' হাতে বিলিয়ে দিবেন। তা কখনো তিনি গণনা করবেন না"। (মুসলিম, হাদীস ২৯১৩)

বর্ণনাকারী সা'ঈদ আল-জুরাইরী বলেন: আমি আবূ নাযরাহ ও আবুল-আলাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনারা কি মনে করছেন তিনি হলেন উমর বিন আব্দুল-আযীয? তাঁরা বললেন: না।

৮৬. যমিনের তার ধন-ভাণ্ডার বের করে দেয়া:

শেষ যুগে ধন-সম্পদ এতো বেড়ে যাবে যে, যমিন তখন তার সকল লুক্কায়িত ধন-ভাণ্ডার উগলে দিবে। এমনকি তা খুব বেশি হওয়ার দরুন মানুষ আর তা নিতে চাবে না।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

تَقِيْءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا، أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيْءُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ:

فِيْ هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيْءُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ: فِيْ هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِيْ، وَيَجِيْءُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ: فِيْ هَذَا قُطِعَتْ يَدِيْ، ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ، فَلاَ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا

"যমিন তখন তার সকল ধন-ভাণ্ডার সোনা-রুপার খুঁটির ন্যায় উগলে দিবে। তখন হত্যাকারী তা দেখে বলবে: এ সম্পদের জন্যই তো আমি একদা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বলবে: এ সম্পদের জন্যই তো আমি একদা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছিলাম। চোর বলবে: এ সম্পদের জন্যই তো একদা আমার হাত খানা কাটা হয়েছিলো। অতঃপর কেউই উক্ত সম্পদ গ্রহণ করবে না। তা যথাস্থানে রেখেই সবাই চলে যাবে"। (মুসলিম, হাদীস ১০১৩)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: হাদীসে এক ধরনের সাদৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথা যমিন তার ভেতরে লুক্কায়িত সকল ধন-ভাণ্ডার বের করে দিবে। "উসতুওয়ান" শব্দটি "উসতুওয়ানাহ" শব্দের বহু বচন। যার মানে হলো খুঁটি বা পিলার। উক্ত ধন-ভাণ্ডারকে তা পরিমাণে খুব বেশি হওয়ার দরুন পিলারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। (মুসলিম/শারহুন-নাওয়াওয়ী: ৩/৪৫৪)

৮৭. ৮৮. ৮৯. গঠন বিকৃতি, ভূমিধস ও আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ পরিলক্ষিত হওয়া:

এ সকল শাস্তি শেষ যুগে কোন না কোন মানুষের উপর পতিত হবে। যা কিয়ামতের আলামতও বটে।

ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ

"এ উম্মতের মাঝে ভূমিধস, গঠন বিকৃতি ও আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ দেখা দিবে। জনৈক সাহাবী বললেন: হে আল্লাহ'র রসূল! তা কখন হবে? তিনি বললেন: যখন গায়ক-গায়িকা ও হরেক রকমের গান ও বাদ্যযন্ত্র বিপুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করবে এবং যত্রতত্র মদ্য পান করা হবে"।

(তিরমিযী, হাদীস ৪৫৮ সহীহুল-জামি', হাদীস ৪১১৯)

"ক্বিয়ান" শব্দটি "ক্বাইনাহ" শব্দের বহু বচন। যার অর্থ গায়িকা। (লিসানুল-আরব: ১৩/৩৫০)

"মাআযিফ" শব্দটি "মা'যিফ" শব্দের বহু বচন। যার অর্থ গান ও বাদ্যযন্ত্র। (লিসানুল-আরব: ৯/২৪৪)

যখন মানুষ সমাজে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা বন্ধ করে দিবে তখনই হরেক রকমের গুনাহ্ প্রকাশ পাবে। আর তখনই শাস্তি নিকটবর্তী হবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ

"এ উম্মতের শেষ দিকে দেখা দিবে ভূমিধস, গঠন বিকৃতি ও আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! আমরা কি তখন ধ্বংস হয়ে যাবো; অথচ তখনো আমাদের মাঝে থাকবে সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। রাসূল ﷺ বললেন: হ্যাঁ, তাই হবে যখন অপকর্ম সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করবে"। (তিরমিযী: ৬/৪১৮ হাদীস ২১৮৫ সহীহুল-জামি': ২/১৩৫৫ হাদীস ৮০১২, ৮১৫৬)

রাসূল ﷺ এ কথারও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, আক্বীদাহ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু বিদ'আতীর উপরও ভূমিধস, গঠন বিকৃতি ও আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ দেখা দিবে। যেমন: যিনদীক্বরা। যারা সত্যিকারার্থে বড় মুনাফিক ও আল্লাহতে অবিশ্বাসী। তেমনিভাবে ক্বাদরীরা। যারা তাক্বদীরে অবিশ্বাসী। যারা বান্দাহ'র কাজ ও তার নির্ধারণকর্তা বলে আল্লাহ তা'আলাকে অবিশ্বাস করে।

নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে বললো: শাম দেশের ওমুক লোক আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছে। তখন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: আমার নিকট খবর এসেছে যে, সে ধর্মের নামে এক নতুন কথা আবিষ্কার করেছে। বাস্তবে যদি তাই হয় তা হলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তার নিকট

সালাম পৌঁছাবে না। আমি রাসূল ﷺ কে একদা বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ مَسْخٌ وَقَذْفٌ، وَهُوَ فِيْ الزَّنْدِيْقِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ

“অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে দেখা দিবে গঠন বিকৃতি ও আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ। তবে তা হবে বিশেষ করে যিনদীক্ব তথা আল্লাহতে অবিশ্বাসী ও তাক্বদীরে অবিশ্বাসীদের মাঝে”। (আহমাদ: ২/১৩৬, ৯/৭৩-৭৪)

অন্যান্য হাদীসে আছে যে, শেষ যুগে ভূমিধস এমন এক বাহিনীর সাথে ঘটবে যারা একদা কা'বা শরীফ ধ্বংস করতে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্বাপর সবাইকে যমিনে ধসিয়ে দিবেন।
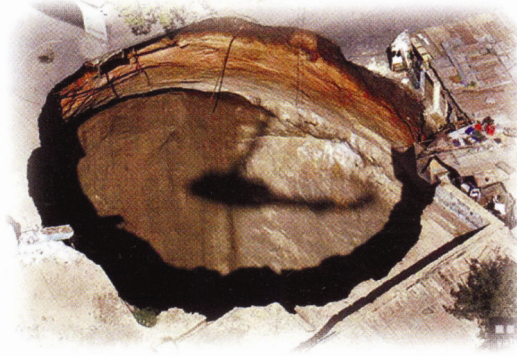
ক্বা'ক্বা' বিন আবূ হাদরাদের স্ত্রী বাক্বীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে মিম্বরে খুতবারত অবস্থায় বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ قَرِيْبًا؛ فَقَدْ أَظَلَّتِ السَّاعَةُ .

“যখন তুমি শুনবে একটি সেনাদল (মদীনার) অতি নিকটেই ভূমিধসে আক্রান্ত হয়েছে তখন মনে করবে, কিয়ামতই এসে গেছে”।

(আহমাদ: ৬/৩৭৮-৩৭৯ সহীহুল-জামি', হাদীস ৬৩১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৩/৩৪০ হাদীস ১৩৫৫)

পরিশেষে বলতে হয়, এ জাতীয় শাস্তি মূলতঃ পাপী ও তাদের কর্মকাণ্ডে যারা নিশ্চুপ থাকবে তাদের ব্যাপারেই ঘটবে। তাই একজন মোসলমানের অবশ্যই কর্তব্য হবে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

৯০. এমন অতি বৃষ্টি যা থেকে কোন ঘরই তখন আর রক্ষা পাবে না:

নবী ﷺ যে আলামতগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তার একটি হলো আকাশ থেকে এমন বৃষ্টি বর্ষিত হবে যে, বর্তমান যুগের কাঁচা-পাকা কোন ঘরই তখন আর তার সামনে টিকতে পারবে না। শুধু তার সামনে টিকে থাকবে উটের পশম দিয়ে তৈরি ঘর।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ مَطَرًا، لاَ تُكِنُّ مِنْهَا بُيُوْتُ الْمَدَرِ، وَلاَ تُكِنُّ مِنْهَا إِلاَّ بُيُوْتُ الشَّعْرِ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আকাশ প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করে। যা থেকে কাঁচা-পাকা কোন মাটির ঘরই কিছুতেই কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে তখনকার তাঁবুই তা থেকে একমাত্র কাউকে রক্ষা করতে পারবে"।

(আহমাদ: ২/২৬২, ১৩/২৯১)

৯১. বেশি বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যমিনে ফলন কম হওয়া:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে আলামতগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তার আরেকটি হলো আকাশ থেকে ব্যাপক আকারে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া; অথচ তার ফলে যমিনে কোন ধরনের ফল ও উদ্ভিদ জন্ম নিবে না।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا، وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ভারী বর্ষণ হয়। তবে সে বৃষ্টিতে যমিন কোন কিছুই ফলাবে না"।

(আহমাদ: ৩/১৪০ আবূ ইয়ালা: ৭/৩০৩ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৬/৬৩৯ হাদীস ২৭৭৩)

আর তা এ জন্যই হবে যে, যমিনের বরকত তখন একেবারেই উঠে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لاَ تُمْطَرُوْا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوْا وَتُمْطَرُوْا، وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا .

"দুর্ভিক্ষ মানে বৃষ্টি না হওয়া নয়। বরং অচিরেই এমন দুর্ভিক্ষ আসবে যখন বৃষ্টি হতেই থাকবে। তবে যমিন তখন কোন কিছুই ফলাবে না"। (মুসলিম, হাদীস ২৯০৪)

৯২. এমন ফিতনা যা আরবদেরকে প্রায় শেষ করে দিবে:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে আলামতগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তার আরেকটি হলো আরবদেরকে এমন এক কঠিন ফিতনা পেয়ে বসবে যাতে প্রচুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ، قَتْلاَهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ

"এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবদেরকে একেবারেই সাফ করে দিবে। তাদের মৃতরা জাহান্নামে যাবে। তখন কারোর একটি কথা তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও বেশি মারাত্মক বলে বিবেচিত হবে"।

(আহমাদ: ২/২১১, ১১/৫৬২ তিরমিযী, হাদীস ২১৭৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪২৬৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৯৬৭ সিলসিলাতুল-আহাদীসিয-যা'য়ীফাহ, হাদীস ৩২২৯)

কেউ কেউ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ বাক্যের অর্থ: তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিবে। যা

اِسْتَنْظَفْتُ الشَّيْءَ তথা আমি জিনিসটি পুরোপুরি নিয়ে নিলাম থেকে নেয়া হয়েছে।

قَتْلَاهَا فِي النَّارِ তারা নিজ প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ করে দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করবে বলে জাহান্নামে যাবে। তথা তারা এ জাতীয় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার দরুন নিজেদের জন্য শাস্তি অবধারিত করে নিবে। যদিও তারা এক আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাসী মোসলমান হয়ে থাকুক না কেন। তবে তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। শাস্তি পেয়ে বের হয়ে যাবে।

এ ফিতনায় আক্রান্ত মৃতরা সত্যিই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কারণ, তারা এ যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দিনকে জয়ী, যালিমকে প্রতিরোধ এবং সত্যপন্থীদের সহযোগিতার মানসিকতা পোষণ করেনি। বরং তাদের মানসিকতা ছিলো সম্পদ ও ক্ষমতা পাওয়ার লোভে পরস্পর শত্রুতা, দ্বন্দ্ব ও অত্যাচারের।

আর লিসান কিংবা মুখের কথা বলতে কথার মাধ্যমে অন্যকে আঘাত ও যুদ্ধে উৎসাহী করা বুঝায়। যা তলোয়ারের চেয়েও মারাত্মক। যা অন্য বর্ণনায় সুস্পষ্ট বলা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে,

وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيْهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ

"তখনকার কথার আঘাত ও তা নিয়ে বাড়াবাড়ি তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও বেশি মারাত্মক। (মিশকাতুল-মাসাবীহ/মিরক্বাতুল-মাফাতীহ: ১৫/৩৬৯)
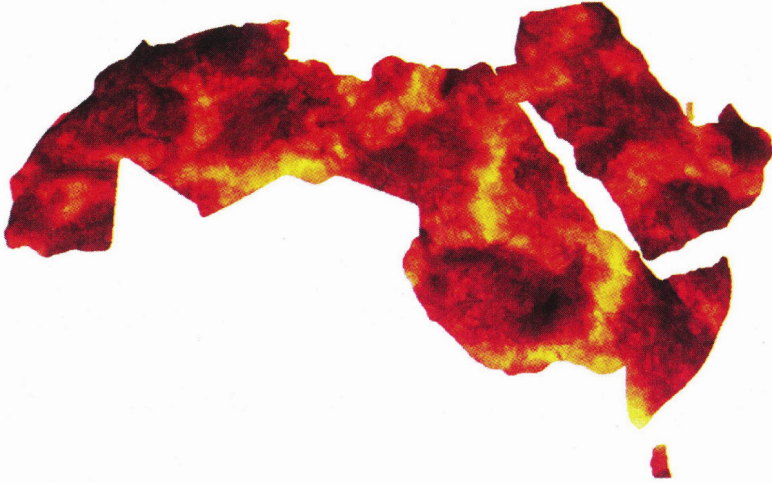
৯৩. ৯৪. ৯৫. মোসলমানদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে গাছ ও পাথরের কথা বলা এবং ইহুদিদের সাথে মোসলমানদের যুদ্ধ করা:

উক্ত যুদ্ধ শেষ যুগেই সংঘটিত হবে। তখন মোসলমানরা জয়ী হবে। এমনকি গাছ ও পাথর এক জন মোসলমানকে বলবে: হে মুসলিম! হে আল্লাহ্'র বান্দাহ্! এই যে ইহুদি আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। এ দিকে এসো। তাকে হত্যা করো। তখন গাছ ও পাথর মোসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এবং তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ সহযোগিতা হিসেবে।

হাদীসে বর্ণিত গারকাদ নামক গাছ

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَـذَا يَهُـودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ .

"তোমাদের সাথে ইহুদিরা যুদ্ধ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দিবেন। এমনকি পাথর বলবে: হে মুসলিম! এই যে ইহুদি আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা করো"।

(বুখারী, হাদীস ২৭২৩, ৩৩৪৯ মুসলিম, হাদীস ৫২০৫, ৫২০৬, ৫২০৭)

গাছ ও পাথরের কথা বলা কিয়ামতের আলামত। তবে ইহুদি প্রেমী গারক্বাদ নামক গাছটি সে দিন কথা বলবে না।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تَقُـوْمُ الـسَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْـمُـسْلِمُوْنَ الْيَهُـوْدَ، فَيَقْتُلُهُـمُ الْـمُـسْلِمُوْنَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ

الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ! يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِيْ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلاَّ الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে। তখন মুসলমানরা ইহুদিদেরকে হত্যা করবে। এমনকি যে কোন ইহুদি কোন গাছ বা পাথরের পেছনে লুকিয়ে থাকলে সে গাছ বা পাথর বলবে: হে মুসলিম! হে আল্লাহ'র বান্দাহ্! এই যে ইহুদি আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। আসো তাকে হত্যা করো। কিন্তু গারক্বাদ নামক গাছটি। সে তো তাদেরই গাছ। তাই সে তাদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে কিছুই বলবে না"। (বুখারী, হাদীস ২৯২৬ মুসলিম, হাদীস ২৯২২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا الْيَهُوْدَ، حَتَّىٰ يَقُوْلَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُوْدِيُّ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ
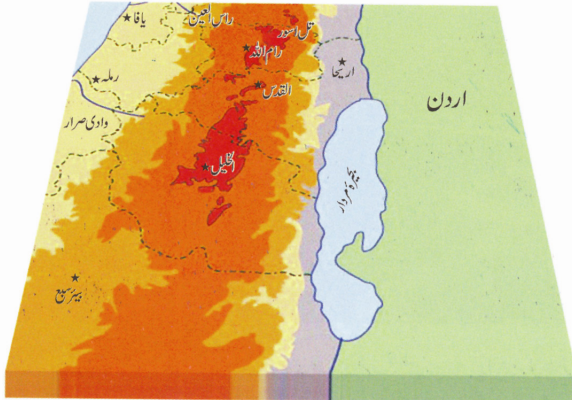
"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর যতক্ষণ না যে পাথরের পেছনে ইহুদি লুক্কায়িত আছে সে পাথর বলবে: হে মুসলিম! এই যে ইহুদি আমার পেছনে লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা করো"। (বুখারী, হাদীস ২৭২৪)

গাছ ও পাথর বাস্তবেই কথা বলবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জড় পদার্থকেও বাক শক্তি দিতে পারেন। আর এটিই হলো কিয়ামতের একটি আলামত।

নাহীক বিন স্বুরাইম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَتُقَاتِلُنَّ الْـمُشْرِكِينَ حَتَّى يُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الْـمُشْرِكِينَ عَلَى نَهْرِ الأُرْدُنِّ، أَنْـتُمْ شَرْقِيُّهُ وَهُـمْ غَرْبِيُّهُ قَالَ نَهِيْكُ بْنُ صُرَيْمٍ: وَمَا أَدْرِي أَيْنَ الأُرْدُنُّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الأَرْضِ

"তোমরা অবশ্যই মুশ্‌রিকদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি তোমাদের অবশিষ্টরা জর্দান নদীর উপর মুশ্‌রিকদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমরা নদীর পূর্ব পাশে থাকবে আর ওরা নদীর পশ্চিম পাশে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন: আমি জানি না সে দিন জর্দান বলতে দুনিয়ার কোন্ অংশকে বুঝানো হতো?

(তাবারানী/মুসনাদুস-সামিয়্যীন, হাদীস ৬২৯ ইবনু আসাকির/তারীখু দামিস্ক, হাদীস ২৪৮১৫ সিলসিলাতুল-আহাদীসিয-যায়ীফাহ: ৩/৪৬০ হাদীস ১২৯৭)

উক্ত হাদীসটি মূলতঃ দুর্বল।

আলোচিত নদী বলতে অধিকৃত ফিলিস্তীন ও জর্দানের মধ্যকার নদীকেই বুঝানো হচ্ছে।

মৃত সাগরের উপকূল "যোগার হ্রদ" যার পূর্বে জর্দান এবং পশ্চিমে ফিলিস্তিন
যার পানি ২০৫০সালে শুকে যাবে বলে ধারণা করা হয়

৯৬. ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হওয়া:

ফোরাত একটি প্রসিদ্ধ নদী। যাতে বর্তমানে প্রচুর পানি রয়েছে। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত হলো, একদা ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে এবং তার পানির গতিপথ একদা পরিবর্তিত হবে। তখন মানুষ ফোরাতের তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় দেখতে পাবে। যা পাওয়ার জন্য সবাই পরস্পর যুদ্ধ করলে তখন সেখানে প্রচুর লোক মারা যাবে। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপস্থিত সবাইকে সেখান থেকে স্বর্ণ আহরণ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে

সতর্ক করেছেন। যাতে তাদেরকে ফিতনা ও যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে না হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ফোরাত নদ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَ يَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّيْ أَكُوْنُ أَنَا الَّذِي أَنْجُوْ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হয় যার দখল নিয়ে মানুষ পরস্পর যুদ্ধে মেতে উঠবে এবং যার ভয়াবহ পরিণতিতে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই নিহত হবে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি কথা, হয়তো বা আমিই বেঁচে যাবো"। (মুসলিম, হাদীস ২৮৯৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

"অচিরেই ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হবে। কেউ সেখানে উপস্থিত থাকলে সে যেন তা থেকে কিছুই না নেয়"। (মুসলিম, হাদীস ২৮৯৪)

ফোরাত নদের উপর তুর্কীদের তৈরী করা "আতাতুর্ক" ডেম

উবাই বিন কা'ব্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মানুষ তো এখন দুনিয়া কামাতে গিয়ে নিজেদের ঘাড়টুকুও বাঁকিয়ে ফেলছে; অথচ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

يُوشِكُ أَنْ يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ

"অচিরেই ফোরাত নদীর তলদেশে স্বর্ণের পাহাড় আবির্ভূত হবে। মানুষরা যখন খবরটি শুনবে তখন তারা তা দেখতে যাবে। এ দিকে এর নিকটের লোকেরা বলবে: আমরা যদি মানুষকে তা থেকে কিছু কিছু নিতে দেই তা হলে তা একদা একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। তখন তারা এ নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করবে। যার ভয়াবহ পরিণতিতে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই তখন নিহত হবে"।

(মুসলিম, হাদীস ২৮৯৫, ৫১৬০ সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা', হাদীস ৩৯)

ফোরাত নদের উপর সিরিয়ানদের তৈরী করা "আস-সৌরাহ" ডেম

"ইনহিসার" শব্দের অর্থ খুলে যাওয়া, প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি।

উক্ত হাদীসে স্বর্ণের পাহাড় বলতে বাস্তব স্বর্ণকেই বুঝানো হচ্ছে। পানির গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার পরই তা দেখা যাবে। যা ইতিপূর্বে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকবে। যা কেউ জানবে না। পানির গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার পরই তা প্রকাশ পাবে। যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা থেকে কোন কিছুই না নেয়। না হয় ফিতনা ও হত্যাকাণ্ড দেখা দিবে। এ ফিতনা এখনো প্রকাশ পায়নি। কখন তা প্রকাশ পাবে তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। বর্তমানে তুরস্ক ও সিরিয়া ফোরাত নদীর উপর বাঁধ

দিয়ে তার আশেপাশে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করছে। যার দরুন তাতে পানির স্রোত কমে গেছে। হতে পারে এভাবেই একদিন পানির স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হয়ে কিংবা বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে স্বর্ণের পাহাড় দেখা দিবে।

৯৭. এমন এক সময় আসবে যখন মানুষকে প্রকাশ্য অপরাধ কিংবা অক্ষমতার মধ্যকার কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে:

রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে কাউকে প্রকাশ্য অপরাধ করতে বলা হবে। না হয় তাকে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত মনে করা হবে। এমনকি তাকে ফাসাদী লোকদের ভাষায় আধুনিকতা ও উৎকর্ষ বিরোধী তথা অক্ষমতা ও পশ্চাৎপদতার অপবাদ দেয়া হবে। তাই নবী ﷺ তাদেরকে সতর্ক থাকার ও অক্ষমতা মেনে নিয়ে প্রকাশ্য অপরাধ থেকে দূরে থাকার উপদেশ করলেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ، فَلْيَخْتَرْ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ.

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তিকে অক্ষমতা ও প্রকাশ্য অপরাধের মধ্যকার কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। কেউ এমন সময়ে উপনীত হলে সে যেন প্রকাশ্য অপরাধে জড়িত না হয়ে অক্ষমতাকেই গ্রহণ করে নেয়"।

(আহমাদ: ২/২৭৮ হাদীস ৭৫৫৪, ৭৫৫৫ আবূ ইয়া'লা, হাদীস ৬৩৬৮ হাকিম, হাদীস ৮৪৪২, ৮৪৪৩ সিলসিলাতুল-আহাদীসিয-যা'য়ীফাহ, হাদীস ৫৮৪২) উক্ত হাদীসকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন।

এ ব্যাপারটি বর্তমান যুগে সুস্পষ্ট। এখন একজন পর্দানশীন মহিলাকে পশ্চাৎপদ ও ধার্মিকতার বেড়াজাল ছিন্ন করতে অক্ষম বলে তিরস্কার করা হচ্ছে। যিনি সুদ, ঘুষ খেতে ও অশ্লীল চ্যানাল দেখতে চান না তাকে পশ্চাৎপদ ও আধুনিকাতার তালে চলতে অক্ষম বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাই বলতে হয়, এখনকার সমাজে একজন

মানুষ গুনাহ্ ও প্রকাশ্য অপরাধ করবে। না হয় তাকে পশ্চাৎপদ ও আধুনিকতা বিমুখ বলে আখ্যায়িত করা হবে।

৯৮. আরব উপদ্বীপের নদ-নদী ও শ্যামলতায় ভরে যাওয়া:

বর্তমান আরব উপদ্বীপের দিকে তাকালে যে কেউ দেখতে পাবে যে, এর ৭০% ভাগ জায়গা-ই বিরান মরুভূমি। তবে আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, আরব উপদ্বীপ একদা নদ-নদী ও শ্যামলতায় ভরে যাবে। যা এখন বিরান মরুভূমি। আর এটি কিয়ামতের একটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُوْدَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجاً وَأَنْهَارًا وَحَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ ضَلاَلَ الطَّرِيْقِ وَحَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ، قَالُوْا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: الْقَتْلُ.

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আরব ভূমি নদ-নদী ও শ্যামলতায় ভরে যায়। যতক্ষণ না কোন আরোহী ইরাক ও মক্কার মাঝে নির্ভয়ে ভ্রমণ করে। তার শুধু ভয় থাকবে পথ হারিয়ে ফেলার। আর যতক্ষণ না হার্‌জ বেড়ে যায়। সাহাবায়ে

কিরাম ﷺ বললেন: হার্‌জ কী হে আল্লাহ'র রাসূল! তিনি বললেন: হত্যাকাণ্ড"। (আহমাদ: ২/২৭০-২৭১)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْـمَالُ وَيَفِيْضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُوْدَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَأَنْهَارًا.

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মানুষের ধন-সম্পদ অত্যধিক হারে বেড়ে যায়, যতক্ষণ না এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, জনৈক ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত নিয়ে ঘর থেকে বের হবে; অথচ সে এমন কোন লোক খুঁজে পাবে না যে তার পক্ষ থেকে যাকাতটুকু গ্রহণ করবে, আর যতক্ষণ না আরব ভূমি নদ-নদী ও শ্যামলতায় ভরে যায়"। (মুসলিম, হাদীস ১৫৭)

মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা তাবুক যুদ্ধের বছর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে বের হয়েছি। তখন তিনি দু' নামায একত্রে পড়তেন। যুহর-আসর একত্রে পড়তেন এবং মাগরিব-'ইশাও একত্রে পড়তেন। একদা তিনি নামায পড়তে দেরি করলেন। অতঃপর তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে যুহর-আসর একত্রে পড়ালেন। পুনরায় তাঁবুতে ঢুকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বের হয়ে মাগরিব-'ইশা একত্রে পড়ালেন। অতঃপর বললেন:

إِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوْكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوْهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ قَالاَ: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ، قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوْا بِأَيْدِيْهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيْلاً قَلِيْلاً، حَتَّى اجْتَمَعَ فِيْ شَيْءٍ، قَالَ: وَغَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ

أَعَادَهُ فِيْهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا .

"তোমরা আগামী কাল তাবুক কূপে পৌঁছুবে। তোমরা সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সূর্য তখন আকাশে অনেক দূর উঠে যাবে। তোমাদের কেউ সেখানে পৌঁছুলে সে যেন উক্ত কুয়ার পানি এতটুকুও স্পর্শ না করে যতক্ষণ না আমি সেখানে পৌঁছোই। বর্ণনাকারী বলেন: আমরা সেখানে পৌঁছুলাম। তবে আমাদের পূর্বেই সেখানে দু' জন লোক পৌঁছে যায়। কুয়োটি ছিলো এতোই সংকীর্ণ যেন তা জুতোর ফিতা। তা থেকে একটু একটু পানি বেরুচ্ছিলো। রাসূল ﷺ লোক দু'টিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি ইতিপূর্বে এ কুয়োর পানি স্পর্শ করছিলে? তারা বললো: হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদেরকে মন্দ-শক্ত যাই বলার বললেন। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম ﷺ নিজ নিজ হাতে কুয়ো থেকে একটু একটু পানি উঠাচ্ছিলেন এবং তা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখছিলেন। রাসূল ﷺ তাতে তাঁর হাত ও চেহারা ধুয়ে পানিটুকু আবার কুয়োতে ঢেলে দেন। তাতে করে উক্ত কুয়ো থেকে প্রচুর পানি বের হতে শুরু করে। এমনকি সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় পানি সেখান থেকেই সংগ্রহ করে। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন: হে মু'আয্! তুমি আরো বয়স পেলে দেখবে অত্র এলাকা বাগ-বাগিচায় ভরে গেছে।

(মুসলিম, হাদীস ৭০৬ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ/হাইসামী: ৭/৩৩৪)

বর্তমান তাবুক

কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা মতে বরফের এক মোটা স্তর আরব উপদ্বীপের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যার সাথে রয়েছে প্রচুর পানি ও বরফ। যা সাধারণত ফল-ফলাদি ও ফসল উৎপাদনের এক বিশেষ উপকরণ। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এ আরব

মরুভূমিকে বাগান ও নদীতে পরিণত করতে পারেন। পারেন একে গাছ-গাছালিযুক্ত এক বিস্তর সমতল ভূমি বানিয়ে দিতে। তবে এ আলামত এখনো প্রকাশ পায়নি। আর এ কথা প্রসিদ্ধ যে, প্রত্যেক আগন্তুকই নিকটে।

এ দিকে তাবুক এলাকা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিই বাস্তবায়িত হয়েছে। আজ সেখানে বিরাট এলাকা জুড়ে অনেক বড় বড় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

বর্তমান তাবুকের বাগান ও শস্য ক্ষেত

৯৯. ১০০. ১০১. আহ্লাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ফিতনা উপরন্তু আরেকটি ভয়াবহ ফিতনার আবির্ভাব:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তার আগে তিনটি ফিতনা প্রকাশিত হয়।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি ফিতনা সংক্রান্ত দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন। এমনকি তিনি আহলাসের ফিতনার কথাও উল্লেখ করেন। তখন জনৈক সাহাবী বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনি আহলাসের ফিতনা বলতে কী বুঝাচ্ছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ تَمَادَتْ،

يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ

"তা হলো পলায়ন ও যুদ্ধ। এরপর স্বাচ্ছন্দ্যের ফিতনা দেখা দিবে। যা শুরু হবে আমার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে। তার ধারণা সে আমার। অথচ সে আমার কেউ নয়। আমার বন্ধু তো কেবল মুত্তাকীরাই। অতঃপর মানুষ এক অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে বায়'আত করবে। এরপর এক ভয়ানক ফিতনা দেখা দিবে। যা এ উম্মতের কাউকে ক্ষতি না করে ছাড়বে না। যখন বলা হবে: তা শেষ হয়ে গেছে তখন তা আরো দীর্ঘায়িত হবে। তখন কেউ সকালে মু'মিন থাকলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ তখন দু' দলে ভাগ হয়ে যাবে। যার একটি হবে ঈমানের দল। যাদের মাঝে কোন মুনাফিকী থাকবে না। আরেকটি হবে মুনাফিকের দল। যাদের মাঝে কোন ঈমানই থাকবে না। মানুষের এমন অবস্থা হলে তোমরা সে দিন বা তার পরের দিন দাজ্জালের অপেক্ষা করবে।

(আহমাদ, হাদীস ৫৯৯৯ আবূ দাউদ, হাদীস ৩৭০৭, ৪২৪২ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ২/৭০২ হাদীস ৯৭২)

أَحْلَاسٌ "আ'হ্লাসুন" حِلْسٌ "হিল্সুন" এর বহু বচন। উটের পিঠের কাঠের নিচে যে কাপড় থাকে তার নামই হিল্স। এটি সর্বদা উটের পিঠেই লাগানো থাকে। তাই এ জাতীয় ফিতনা বলতে এমন ফিতনাকে বুঝানো হয় যা মানুষের সাথে লেগেই থাকবে। তা কখনো মানুষকে ছাড়বে না। তেমনিভাবে তা উঠের পিঠের কাপড়ের ন্যায় খুব বিশ্রী ও ভয়ঙ্কর হবে।

هَرَبٌ "হারাবুন" তথা একজন অপরকে দেখলে দূরে সরে যাবে। কারণ, তখন তাদের মাঝে শত্রুতা ও যুদ্ধ বিরাজমান থাকবে।

وَحَرْبٌ "ওয়া হারবুন" তথা তখন মানুষের সকল ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গ তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে তার হাতে আর কিছুই থাকবে না।

ثُـمَّ فِتْنَـةُ الـسَّرَّاءِ "সুম্মা ফিতনাতুস-সাররায়ি'" তথা সুস্থ্যতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও রোগশূন্যতার নিয়ামত এমন পর্যায়ে থাকবে যে, তাতে সকল মানুষ খুবই সন্তুষ্ট থাকবে। এতে করে কিছু লোক ফিতনায় পড়ে যাবে। আর গুনাহ্ বেশি বেশি করবে।

دَخَنُهَا "দাখানুহা" তথা তার প্রকাশ ও স্ফুরণ। একে আগুন থেকে উঠা ধুঁয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যখন তাতে কাঁচা লাকড়ি ফেলা হয় তখন ধুঁয়া বেশি বেরুতে থাকে।

مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي "মিন্ তাহ্তি ক্বাদামাই রাজুলিন্ মিন্ আহ্লি বাইতী" তথা নবী ﷺ এর পরিবারবর্গ থেকেই হবে। সে লোকটিই এ ফিতনাকে প্রচার-প্রসারের চেষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي "ইয়ায্'উমু আন্নাহু মিন্নী" তথা তার ধারণা সে আমার বংশের। তবে এ অপকর্মে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তা থেকে আমি একেবারেই মুক্ত। যদিও সে আমার পরিবারের একজন। তবে সে আমার বন্ধু নয়। আমার বন্ধু হলো মুত্তাকীরা। আর এ লোকটি অত্র ফিতনা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

وَلَيْسَ مِنِّي "ওয়ালাইসা মিন্নী" তথা সে আমার বন্ধু নয়। কারণ, সে ফিতনাকে উসকিয়ে দিবে। যেমন: নূহ عليه السلام আল্লাহ তা'আলাকে বললেন:

﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِي مِنۡ أَهۡلِي ﴾ [هود: ٤٥]

"হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমার ছেলে তো আমারই পরিবারভুক্ত"। (হূদ: ৪৫)
তখন আল্লাহ তা'আলা নূহ عليه السلام কে বললেন:

﴿ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖ ﴾ [هود: ٤٦]

"সে তো তোমার পরিবারের লোক নয়। কারণ, তার আচার-আচরণ অসৎ"। (হূদ: ৪৬)

ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ "সুম্মা ইয়াসতালিহুন-নাসূ আলা রাজুলিন" তথা সকল মানুষ জনৈক ব্যক্তির হাতে বায়আত করতে একমত হবে।

كَـوَرِكٍ "কাওয়ারিকিন" তথা ওয়ারিকের মতো। ওয়ারিক বলতে উরু বা রানের উপরিভাগ তথা পাছাকে বুঝানো হয়।

عَلَى ضِلَعٍ""আলা যিলাইন" তথা বুকের হাড়ের উপর। এর বহু বচন ضُـلُوْعٍ এবং أَضْـلاَعٌ অর্থাৎ সবাই উক্ত ব্যক্তির হাতে এককভাবে বাই'আত করলেও সে মানুষের মাঝে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কারণ, পাছা তো খুব ভারী। আর বুকের হাড় তো ছোট ও দুর্বল। তাই এর মানে এ দাঁড়ালো যে, মানুষরা দীর্ঘ দ্বন্দ্বের পর রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্য এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হবে। যার সঠিক কোন জ্ঞান নেই। বুদ্ধি নেই। যাকে দিয়ে প্রশাসন চালানো অসম্ভব। উপরন্তু সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনাও অসম্ভব।

فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ "ফিতনাতুদ-দুহাইমা"" তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন কঠিন ফিতনা বা মহা সঙ্কট।

إِلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً "ইল্লা লাত্বামাতহু লাত্বমাতান" তথা এ ফিতনা এমন ব্যাপকতা লাভ করবে যে, তখন এমন কেউ থাকবে না যে এ ফিতনার ভয়াবহতা ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। "লাত্বমুন" শব্দের অর্থ থাপ্পড় দেয়া কিংবা চেহারায় আঘাত করা।

فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ "ফাইযা' ক্বীলা ইন্ক্বাযাত্ তামাদাত্" তথা যখন মানুষ ধারণা করবে যে এ ফিতনা শেষ হয়ে গেছে তখন তা আরো বেড়ে যাবে ও দীর্ঘায়িত হবে।

يُـصْبِحُ الرَّجُـلُ فِيْهَـا مُؤْمِنـاً وَيُمْـسِيْ كَـافِراً "ইয়ুসবিহুর-রাজুলু ফীহা মু'মিনান ওয়ায়ুমসী কাফিরান" তথা সকাল বেলায় এক জন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের রক্তপাতকে হারাম মনে করবে। তার ইয্যত ও সম্পদের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা সে তখনো পোষণ করবে না। কিন্তু দেখা যাবে সে লোকটিই বিকাল বেলায় তার নিজ ভাইয়ের রক্তপাত হালাল মনে করে তার উপর আক্রমণ করে বসবে।

إِلَى فُسْطَاطَيْنِ "ইলা ফুসতাতাইনি" তথা তারা তখন দু' দল কিংবা দু' এলাকায় ভাগ হয়ে যাবে। "ফুসতাত" বলতে মূলতঃ তাবুকে বুঝানো হয়।

فُسْطَاطُ إِيْمَانٍ لاَ نِفَاقَ فِيْهِ"ফুসতাতু ঈমানিন লা নিফাকা ফীহি" তথা তাদের ঈমান খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন থাকবে।

وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لاَ إِيْمَانَ فِيْهِ "ওয়া ফুসতাতু নিফাকিন লা ঈমানা ফীহি" তথা তাদের মাঝে মিথ্যা, খিয়ানত, ওয়াদা ভঙ্গ ইত্যাদির ন্যায় মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড পাওয়া যাবে।

فَانْتَظِرُوْا الدَّجَّالَ "ফানতাযিরুদ-দাজ্জালা" তথা তোমরা তখন দাজ্জালের আবির্ভাবের অপেক্ষা করবে।

এ সকল ফিতনা মূলত এখনো প্রকাশ পায়নি। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশা করছি তিনি যেন আমাদেরকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

১০২. এমন সময় আসবে যখন একটি সাজদাহ দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছুর সমান মনে হবেঃ

এটি ঈসা عليه السلام এর যুগেই ঘটবে। যখন তিনি শেষ যুগে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তাঁর যুগ হবে উৎকৃষ্ট যুগ। সে যুগের ইবাদাত হবে উৎকৃষ্ট ইবাদাত। কারণ, ইবাদাতের সাওয়াব ও পুণ্য সময় ও জায়গার মর্যাদার ভিন্নতার দরুন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّىٰ لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّىٰ تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

“সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক রূপে ঈসা বিন মার্‌ইয়াম عليه السلام অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর দুনিয়া থেকে একেবারেই উঠিয়ে দিবেন। (তথা ঈসা عليه السلام কারোর কাছ থেকে ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মই গ্রহণ করবেন না। এমনকি খ্রিস্টানরা জিযিয়া কর দিলেও তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্মের উপর থাকতে দিবেন না) মানুষের ধন-সম্পদ তখন এতো বেড়ে যাবে যে, তা গ্রহণ করার আর কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলার জন্য একটি সাজদাহ দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তুর চেয়েও অধিক উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এরপর আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তোমাদের মনে চাইলে এর প্রমাণ হিসেবে পড়তে পারো:

﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾

[النساء: ١٥٩]

“ইহুদি-খ্রিস্টানদের মাঝে এমন কেউ থাকবে না যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না। উপরন্তু কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে”। (নিসা': ১৫৯) (বুখারী, হাদীস ৩৪৪৮ মুসলিম, হাদীস ১৫৫)

“حَتَّى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا” “হাত্তা তাকূনাস্‌-সাজ্‌দাতুল্‌-ওয়াহিদাতু খায়রাম-মিনাদ-দুনয়া ওয়ামা ফীহা” তথা তখন স্বালাত ও অন্যান্য ইবাদাতের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাবে। কারণ, তখন মানুষের আশা সীমিত হবে এবং দুনিয়ার প্রতি তারা নিরুৎসাহী হবে। তারা তখন নিশ্চিত হবে যে, কিয়ামত অতি সন্নিকটে। দুনিয়ার প্রতি তাদের তেমন কোন প্রয়োজন থাকবে না বলে তারা এর প্রতি খুব কমই উৎসাহী হবে।

কাজী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এর অর্থ হলো, এক জন মুসল্লীর নিকট তার একটি সাজদাহ অতি মূল্যবান মনে হবে দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তু সাদাকা করার চেয়েও। কারণ, তখন দুনিয়ার সম্পদ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার দরুন দুনিয়ার প্রতি কারোর কোন কার্পণ্যপূর্ণ লোভই থাকবে না। এমনকি জিহাদে খরচ করার জন্যও মালের তেমন কোন প্রয়োজন হবে না। আর এখানে সাজদাহ বলতে শুধু সাজদাহ কিংবা পুরো স্বালাতকেই বুঝানো হচ্ছে। (শারহু সাহীহি মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ২/১৯১)

১০৩. নতুন চাঁদ বড় আকারে দেখা যাওয়াঃ

"আহিল্লাহ্" শব্দটি "হিলাল" এর বহু বচন। হিলাল বলতে মাসের শুরুকার উদিত প্রথম চাঁদকেই বুঝানো হয়। তা হিজরী মাসের প্রথম রাতে খুব ছোটই দেখা যায়। অতঃপর তা মাসের অর্ধভাগ পর্যন্ত আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে।

চাঁদের বিভিন্ন রূপ

তবে কিয়ামতের আলামতগুলোর একটি হলো মাসের শুরু থেকেই প্রথম চাঁদটি স্বাভাবিকের চেয়ে আরো বড় আকারে দেখা যাওয়া। তথা মানুষ প্রথম রাতের চাঁদকে দ্বিতীয় রাতের চাঁদের ন্যায় দেখবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الأَهِلَّةِ، وَأَنْ يُرَى الْهِلاَلُ لِلَيْلَةٍ، فَيُقَالُ: لِلَيْلَتَيْنِ

"কিয়ামত সন্নিকটে আসার আলামত এও যে, নতুন চাঁদ তখন বড় আকারে দেখা দিবে। এক রাত্রির চাঁদ দেখে বলা হবেঃ এ তো দু' রাত্রির চাঁদ"।

(তাবারানী/আওসাত: ৭/৪৪১ মাযমাউয-যাওয়ায়িদ ৩/১৪৬ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৫/৩৬৬ হাদীস ২২৯২)

পুরো মাসে চাঁদের বিভিন্ন রূপ
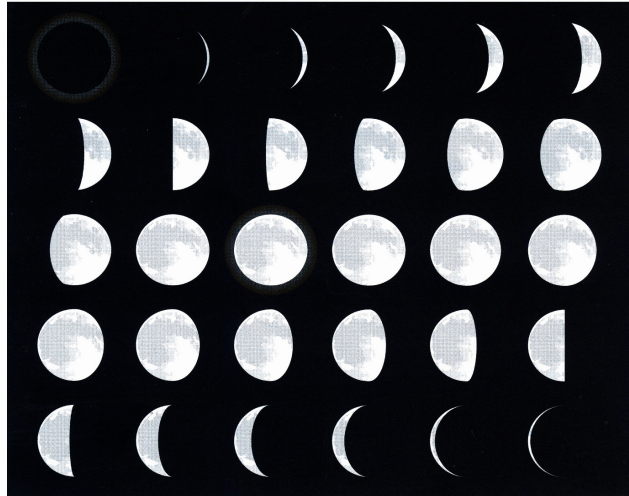
১০৪. এমন সময় আসবে যখন সবাই শাম এলাকায় অবস্থান করবে:

শাম বলতে এখনকার সিরিয়া ও তার আশপাশের এলাকা তথা লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়। শাম হলো 'হাশ্‌র ও নাশ্‌রের ভূমি। এমনকি তা অনেক নবী ও রাসূলদের অবস্থানের জায়গাও বটে। উপরন্তু শাম ও শাম এলাকার লোকদের বিশেষ কিছু গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে।

মু'আবিয়া বিন কুর্‌রাহ্‌ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيْكُمْ، لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ .

"যখন শাম এলাকার লোকরা খারাপ হয়ে যাবে তখন তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণই থাকবে না। আর আমার এক দল উম্মত (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তাদের অসহযোগিতা করে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যতক্ষণ না কিয়ামত কায়িম হবে"।

(তিরমিযী: ৪/৪৮৫ হাদীস ২১৯২ আহমাদ: ৩/৪৩৬ হাদীস ১৫৬৩৪, ১৫৬৩৫ ৫/৩৪-৩৫ হাদীস ২০৩৭৭ ইবনু হিব্বান: ১৬/২৯২ হাদীস ৭৩০২, ৭৩০৩ ইবনু আবী শাইবাহ: ৬/৪০৯ হাদীস ৩২৪৬০ তায়ালিসী: ১৪৫ হাদীস ১০৭৬ তাবারানী/কাবীর: ১৯/২৭ হাদীস ৫৬)

আর এ জন্যই নবী ﷺ শাম এলাকায় বসবাসের জন্য তাঁর উম্মতকে বিশেষভাবে ওয়াসিয়াত করেছেন। কারণ, কিয়ামতের পূর্বে এ শামই হবে মোসলমানদের কেল্লা ও নিরাপদ বসবাসের স্থান।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ

"মোসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার বৃহৎ যুদ্ধের সময় মোসলমানদের ঘাঁটি হবে

শাম এলাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর দিমাশকের নিকটবর্তী গোতাহ নামক এলাকায়”। (আহমাদ: ৫/১৯৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৮)

“ফুসতাত” বলতে মূলতঃ তাঁবুকেই বুঝানো হয়। তবে এখানে তা বলতে মোসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার বৃহৎ যুদ্ধের সময় মোসলমানদের একত্রিত হওয়ার জায়গা কিংবা ঘাঁটিকে বুঝানো হচ্ছে।

“গোত্বাহ্” বলতে বর্তমানে গোত্বাতু দিমাশ্ককে বুঝানো হয়। আর দিমাশক তো একটি প্রসিদ্ধ শহর যা আজ সিরিয়ার রাজধানী।

হাদীসে বর্ণিত যুদ্ধ ইমাম মাহদী আসার আগেই কিংবা অন্য কোন সময় সংঘটিত হবে। এ দিকে নবী ﷺ শাম এলাকায় বসবাসের প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন। কারণ, তা হলো মূলতঃ হাশ্‌রভূমি তথা মু’মিনদের ঘাঁটি।

একদা জনৈক সাহাবী রাসূল ﷺ এর নিকট হিজরত ও বসবাসের শহর সম্পর্কে পরামর্শ চাইলে তিনি তাঁকে শাম এলাকার পরামর্শ দেন।

বাহয বিন হাকীম তাঁর পিতা থেকে আর তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহ’র রাসূল! আপনি আমাকে কোথায় হিজরত করে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন? তিনি বললেন: এ দিকে। তিনি তখন নিজ হাত দিয়ে শাম এলাকার দিকে ইঙ্গিত করলেন। (তিরমিযী, হাদীস ২১৯২)

কিয়ামতের আগে সকল মু’মিন শাম এলাকার দিকে হিজরত করে যাবেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

يَأْتِيْ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى فِيْهِ مُؤْمِنٌ إِلاَّ لَحِقَ بِالشَّامِ

“এমন এক সময় আসবে যখন সকল মু’মিন শাম এলাকায় চলে যাবে”।

(ইবনু আবী শাইবাহ: ৪/২১৭)

১০৫. ১০৬. মোসলমান ও রোমানদের মাঝে সর্ব বৃহৎ যুদ্ধ এবং কুস্তানতীনিয়্যাহ তথা ইস্তাম্বুল বিজয়ঃ

এশিয়া ও ইউরোপ এবং "ইস্তাম্বুল শহরের দু'অংশের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী পোল

মোসলমান ও রোমান খ্রিস্টানদের ইতিহাস বহু ঘটনা সঙ্কুল। কখনো সমঝোতা চুক্তি আবার কখনো যুদ্ধ। কখনো শান্তি আবার কখনো হত্যাকাণ্ড। এমনকি আজকের রোমানদের সাথেও মোসলমানদের অবস্থা মূলতঃ স্থির নয়। বরং তারা আজও মোসলমানদের সাথে কখনো সমঝোতা চুক্তি আবার কখনো যুদ্ধে লিপ্ত। এমনকি নবী ﷺ এ বলে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন যে, একদা মোসলমান ও রোমানদের মাঝে এক বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যা কিয়ামতের আলামতও বটে। যা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বেই সংঘটিত হবে। নবী ﷺ এ যুদ্ধকে মহা যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাতে মোসলমানরাই জয়ী হবে। অতঃপর তারা দ্রুত কুস্তানতীনিয়্যাহ বিজয়ের দিকে অগ্রসর হবে। তারা তা জয় করার পরপরই একদা দাজ্জাল বেরুবে।

মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

عُمْرَانُ بَيْتِ الْـمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْـمَلْحَمَةِ، وَخُرُوْجُ الْـمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ

"বাইতুল-মাক্বদিস আবাদ হলেই মদীনা ধ্বংস হয়ে যাবে। মদীনা ধ্বংস হলেই একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হবে। একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হলেই কুস্তানতীনিয়্যাহ'র বিজয় ঘটবে। কুস্তানতীনিয়্যাহ'র বিজয় ঘটলেই দাজ্জাল বেরুবে"।

(আহমাদ, হাদীস ২২১২১ আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৪ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ৩৮৪৭৩ বাগাওয়ী, হাদীস ৪২৫২)

উক্ত হাদীসকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন।

আবূ সাল্লাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

سَتُصَالِحُوْنَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، فَتَغْزُوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ، ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتَّى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِيْ تُلُوْلٍ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ، فَيَقُوْلُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهُ، فَعِنْدَ

ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ، فَيُكْرِمُ اللهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ

"তোমরা একদা রোমানদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। তখন তোমরা ও তারা সবাই এক হয়ে নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন তোমরা তাদের উপর জয়ী হয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করবে। যখন তোমরা সেখান থেকে ফিরে গিয়ে একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান করবে তখন জনৈক খ্রিস্টান ক্রুশ উঁচিয়ে বলবে: ক্রুশ জয়ী হয়েছে। তখন জনৈক মোসলমান রাগ করে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। আর তখনই রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করে এক বৃহৎ যুদ্ধের জন্য সমবেত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মোসলমানরা তখন সশস্ত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা এ মুসলিম দলটিকে শাহাদাতের সম্মানে সম্মানিত করবেন।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯২, ৪২৯৩ ইবনু 'হিব্বান, হাদীস ৬৮৬৩ তাবারানী/কাবীর, হাদীস ৪১১২)

মুসলিম শরীফে এ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ: خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سُبُوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُوْنَ: لاَ، وَاللهِ لاَ نُخَلِّيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَداً، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لاَ يُفْتَنُونَ أَبَداً، فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُا الشَّامَ خَرَجَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَيَنْزِلُ عِيسَىَ ابْنُ مَرْيَمَ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না রোমানরা আ'মাক্ব কিংবা দাবিক্ব নামক এলাকাদ্বয়ে অবস্থান করবে। (যা শাম এলাকার 'হালাব শহরের নিকটবর্তী এলাকা)। তখন মদীনা থেকে মোসলমানদের একটি সেনাদল তাদের উদ্দেশ্যে বেরুবে। তারাই হবে সে

যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যখন তারা পরস্পর যুদ্ধের জন্য মুখোমুখী হবে তখন রোমানরা বলবে: তোমরা ওসকল ব্যক্তিদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও যারা ইতিপূর্বে আমাদের মধ্য থেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছে। আমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবো। (এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, ইতিপূর্বে মোসলমান ও রোমানদের মাঝে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যাতে মোসলমানরা তাদের উপর জয়ী হয়েছে। আর তখন রোমানরা মোসলমানদের হাতে ধরা পড়ে পরবর্তীতে তারা মোসলমান হয়ে আবার মোসলমানদের সাথেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে)। তখন মোসলমানরা বলবে: না, তা হতে পারে না। আল্লাহ’র কসম! আমরা আমাদের মোসলমান ভাইদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারবো না। তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তাতে মোসলমানদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পরাজিত হবে যাদের তাওবা আল্লাহ তা‘আলা কখনো কবুল করবেন না। আরেক তৃতীয়াংশ সৈন্যকে হত্যা করা হবে যারা হবে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ এবং আরেক তৃতীয়াংশ সৈন্য যুদ্ধে জয়লাভ করবে যারা আর কখনো পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না। তখন তারা কুস্তানতীনিয়্যাহ তথা ইস্তাম্বুল শহর বিজয় করবে। যখন তারা নিজেদের তলোয়ারগুলো যায়তুন গাছে টাঙ্গিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদগুলো নিজেদের মাঝে বন্টন করবে তখনই শয়তান তাদেরকে ভীত করার জন্য চিৎকার দিয়ে বলবে: দাজ্জাল তো এখন তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের উপর এক ভীষণ তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। তখন তারা দ্রুত তার উদ্দেশ্যে বের হবে; অথচ কথাটি একটি গুজব মাত্র। এ দিকে যখন মোসলমানরা শাম এলাকা তথা সিরিয়ায় পৌঁছুবে তখনই দাজ্জাল বেরুবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন তারা রোমানদের সাথে যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার এখনো সুযোগ পায়নি এমতাবস্থায় তারা দাজ্জালের কথা শুনে তার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে ও সবাই সারিবদ্ধ হবে তখনই নামাযের ইক্বামাত দেয়া হবে এবং ঈসা عليه السلام অবতীর্ণ হবেন। (মুসলিম, হাদীস ২৮৯৭)

অন্য বর্ণনায় এ যুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনাঃ

ইয়াসীর বিন জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা কুফায় অগ্নিবায়ু দেখা দিলে জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)! কিয়ামত তো এসেই গেলো। তখনো আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসে বললেনঃ

إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، قَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُوْنَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَنَحَّى بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ، قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ، فَيَفِيْءَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ، فَيَفِيءَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوْا، فَيَفِيءَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَيَجْعَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُوْنَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ: لَا يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ نَرَ مِثْلَهَا، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنبَاتِهِمْ، فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا، قَالَ: فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً، فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟! قَالَ: بَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعُوا بِنَاسٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِذْ سَمِعُوْا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَ فِيْ ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرْفُضُوْنَ مَا فِيْ أَيْدِيهِمْ، وَيُقْبِلُوْنَ، فَيَبْعَثُوْنَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মিরাস অবন্টিত থেকে যায়। যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ পেয়েও মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। অতঃপর তিনি শাম এলাকা তথা সিরিয়ার দিকে ইশারা করে বললেন: সেখানে শত্রুরা একত্রিত হবে এবং মুসলমানরাও একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন: আপনি কি রোমানদের কথা বলছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। উক্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় বহু লোকই একেবারেই মনোবল হারিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবে। তখন মোসলমানরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এমন একটি সেনা দল তৈরি করবে। যারা জয়যুক্ত না হয়ে ঘরে ফিরবে না। যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইতিমধ্যে রাত্রি এসে যাবে। তখন এরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে আসবে এবং ওরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে যাবে। পরিস্থিতি এমন হবে যে, তখনো কেউ কারোর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনি। এ দিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত সেনা দলটি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন মোসলমানরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এমন আরেকটি সেনা দল তৈরি করবে। যারা জয়যুক্ত না হয়ে ঘরে ফিরবে না। যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইতিমধ্যে রাত্রি এসে যাবে। তখন এরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে আসবে এবং ওরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে যাবে। পরিস্থিতি এমন হবে যে, তখনো কেউ কারোর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনি। এ দিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত সেনা দলটি নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন মোসলমানরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এমন আরেকটি সেনা দল তৈরি করবে। যারা জয়যুক্ত না হয়ে ঘরে ফিরবে না। যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন এরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে আসবে এবং ওরাও নিজ তাঁবুতে ফিরে যাবে। পরিস্থিতি এমন হবে যে, তখনো কেউ কারোর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনি। এ দিকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত সেনা দলটি নিঃশেষ হয়ে যাবে। এভাবে যখন চতুর্থ দিন হবে তখন বাকি সব মোসলমান শত্রুর উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে তারা এ যুদ্ধেও পরাজিত হবে। তারা এমন এক যুদ্ধে মেতে উঠবে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি কিংবা আমরা দেখিনি।

এমনকি কোন পাখি তাদেরকে অতিক্রম করতে না করতেই সে মারা গিয়ে নিচে পড়বে। তখন একই বংশের একশত জন গণে দেখা যাবে তাদের মধ্যে একজনই বেঁচে আছে। তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে খুশি হওয়ারই বা কী থাকবে এবং কোনউত্তরাধিকার সম্পদই বা বন্টন করা হবে। এমতাবস্থায় তারা আরো বেশি মানুষের সংবাদ পাবে অথবা একটি কঠিন বিপদের কথা শুনতে পাবে। তারা শুনতে পাবে, দাজ্জাল তাদের স্ত্রী-সন্তানদের উপর এক ভীষণ তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। তখন তারা সবকিছু ফেলে রেখেই ওদিকে দৌড়াতে থাকবে। সর্ব প্রথম তারা তাদের মধ্য থেকে দশ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী পাঠাবে। রাসূল ﷺ বলেন: আমি তাদের নাম এবং তাদের বাপ-দাদার নামও জানি। এমনকি তাদের ঘোড়ার রংও জানি এবং তারাই হবে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী।

(আহমাদ: ১/৪৩৫ হাদীস ৩৫১৪, ৪০০১ মুসলিম, হাদীস ২৮৯৯ আবূ ইয়া'লা, হাদীস ৫১৯৬, ৫৩২৩ ইবনু 'হিব্বান, হাদীস ৬৯৪৩ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৯০, ৩৬৭৮৫)

রোমানদের সাথে বৃহৎ যুদ্ধের সময় মোসলমানদের সেনা ঘাঁটি হবে দিমাশক শহরের পার্শ্ববর্তী গোতাহ নামক শহরে। তখন তারাই হবে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সেনা দল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রোমানদের উপর জয়ী করবেন।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ .

"মোসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যকার বৃহৎ যুদ্ধের সময় মোসলমানদের ঘাঁটি হবে শাম এলাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর দিমাশকের নিকটবর্তী গোতাহ নামক এলাকায়"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সাহাবী বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى، فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِيْنَ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: الْغُوْطَةُ، فِيْهَا مَدِيْنَةٌ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ خَيْرُ مَنَازِلِ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ .

"বৃহৎ যুদ্ধের দিন মোসলমানদের ঘাঁটি হবে এমন এক এলাকায় যার নাম হবে গোতাহ। তাতে এমন একটি শহর রয়েছে যার নাম হবে দিমাশক। যা মোসলমানদের জন্য তখনকার শ্রেষ্ঠ শহর। (আহমাদ: ৫/১৯৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৪০ 'হাকিম: ৪/৪৮৬)

মোসলমানরা কোন অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই সে দিন কুস্তানতীনিয়্যাহ জয় করবে। তাতে কোন যুদ্ধই সংঘটিত হবে না। সে দিন তাদের অস্ত্র হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে তারা তা জয় করবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِيْ الْبَرِّ، وَجَانِبٌ مِنْهَا فِيْ الْبَحْرِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنْ بَنِيْ إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاؤُوْهَا نَزَلُوْا، فَلَمْ يُقَاتِلُوْا بِسِلاَحٍ وَلَمْ يَرْمُوْا بِسَهْمٍ، قَالُوْا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا، قَالَ ثَوْرٌ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: الَّذِيْ فِيْ الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُوْلُوْا الثَّانِيَةَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ، ثُمَّ يَقُوْلُوْا الثَّالِثَةَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوْهَا فَيَغْنَمُوْا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُوْنَ .

"তোমরা কি এমন একটি শহরের নাম শুনেছো যার এক ভাগ স্থলে; আরেক ভাগ জলে। সাহাবীগণ বললেন: হ্যাঁ, শুনেছি; হে আল্লাহ'র রাসূল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)! অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না এ শহরে অভিযান চালাবে সত্তর হাজার ইস'হাক্ব (আলাইহিস সালাম) এর বংশধর তথা রোমানরা যারা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা যখন উক্ত এলাকায় পৌঁছুবে তখন না তারা যুদ্ধের জন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করবে, না কোন তীর। তারা শুধু বলবে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। যার অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং তিনিই সুমহান। আর তখনই শহরের একাংশ তথা সাগরের তীরবর্তী এলাকা মোসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে। দ্বিতীয় বারও তারা একই কালিমা উচ্চারণ করবে। আর তখনই শহরের দ্বিতীয়াংশ মোসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে। তৃতীবারও তারা একই কালিমা উচ্চারণ করবে। আর তখনই তাদের জন্য শহরের গেইটগুলো খুলে দেয়া

হবে। তারা তখন তাতে প্রবেশ করে কাফিরদের প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করবে। যখন তারা উক্ত সম্পদগুলো বন্টনে ব্যস্ত হয়ে যাবে এমন সময় দূর থেকে চিৎকার আসবে, দাজ্জাল বেরিয়েছে। তখন তারা সকল ধন-সম্পদ ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯২০)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ক্বাজী 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: মুসলিম শরীফের সকল মূল কপিতে এভাবে مِنْ بَنِيْ إِسْحَاقَ লেখা আছে।

তবে কেউ কেউ বলেন: প্রসিদ্ধ ও সংরক্ষিত শব্দ হলো, مِنْ بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ যার প্রমাণ উক্ত হাদীসের বর্ণনধারা। কারণ, এ হাদীসের অন্য বর্ণনায় আরবদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাতে উল্লিখিত শহর দ্বারা কুস্তানতীনিয়্যাহ শহরকেই বুঝানো হয়েছে।

উক্ত হাদীসে যে আরব তথা বানূ ইসমা'ঈলকে বুঝানো হয়েছে তা যি মিখ্মারের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা আছে, রোমরা তাদের অধিপতিকে বলবে: আমরা আরবদের দাপট একেবারে শেষ করে দিয়েছি। আপনার আর কোন চিন্তা করতে হবে না। অতঃপর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে বৃহৎ যুদ্ধের জন্য একত্রিত হবে। অতএব বুঝা যাচ্ছে এ বৃহৎ যুদ্ধটি আরব ও রোমানদের মাঝে সংঘটিত হবে। আর এ সংক্রান্ত হাদীসের প্রকাশ্য বর্ণনা থেকেও এটিই বুঝা যায়। মানে, যারা বৃহৎ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে তারাই কুস্তানতীনিয়্যাহ বিজয় করবে।

এমনকি আমর বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসেও এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তাতে বলা আছে, অতঃপর তাদের দিকে 'হিজায অধিবাসী নেককার মোসলমানরাই বেরুবে। তাতে বুঝা যায়, উক্ত হাদীসে বানূ ইসমা'ঈলকেই বুঝানো হয়েছে। বানূ ইস'হাককে নয়। (দেখুন, ইতহাফুল-জামাআহ/তুওয়াইজরী: ১/৪০১)

১০৭. ১০৮. মিরাস বন্টন করা হবে না এবং মানুষ গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হবে না:

উক্ত দু'টি আলামত শেষ যুগে সংঘটিত হবে। যখন মানুষের মাঝে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে এবং খ্রিস্টানদের সাথে বার বার কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، قَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُوْنَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَنَحَّى بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মিরাস অবন্টিত থেকে যায়। যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ পেয়েও মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। অতঃপর তিনি শাম এলাকা তথা সিরিয়ার দিকে ইশারা করে বললেন: সেখানে শত্রুরা একত্রিত হবে এবং মোসলমানরাও একত্রিত হবে"।

(আহমাদ: ১/৪৩৫ হাদীস ৩৫১৪, ৪০০১ মুসলিম, হাদীস ২৮৯৯ আবূ ইয়া'লা, হাদীস ৫১৯৬, ৫৩২৩ ইবনু 'হিব্বান, হাদীস ৬৯৪৩ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৯০, ৩৬৭৮৫)

১০৯. মানুষ পুরাতন অস্ত্র ও বাহনের দিকে ফিরে যাবে:

ইতিপূর্বে এ আলামত সম্পর্কে অন্য আলামতের অধীনে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعُوا بِنَاسٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِذْ سَمِعُوْا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: جَاءَهُمْ الصَّرِيْخُ أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَ فِيْ ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرْفُضُوْنَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ، وَيُقْبِلُوْنَ، فَيَبْعَثُوْنَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ .

"এমতাবস্থায় তারা আরো বেশি মানুষের সংবাদ পাবে অথবা একটি

কঠিন বিপদের কথা শুনতে পাবে। তারা শুনতে পাবে, দাজ্জাল তাদের স্ত্রী-সন্তানদের উপর এক ভীষণ তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। তখন তারা সবকিছু ফেলে রেখেই ওদিকে দৌড়াতে থাকবে। সর্ব প্রথম তারা তাদের মধ্য থেকে দশ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী পাঠাবে। রাসূল ﷺ বলেন: আমি তাদের নাম এবং তাদের বাপ-দাদার নামও জানি। এমনকি তাদের ঘোড়ার রংও জানি এবং তারাই হবে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী"।

(আহমাদ: ১/৪৩৫ হাদীস ৩৫১৪, ৪০০১ মুসলিম, হাদীস ২৮৯৯ আবূ ইয়া'লা, হাদীস ৫১৯৬, ৫৩২৩ ইবনু 'হিব্বান, হাদীস ৬৯৪৩ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৯০, ৩৬৭৮৫)

১১০. ১১১. বাইতুল-মাক্বদিস আবাদ হওয়া ও মদীনা শহর আবাসকারী ও সাক্ষাৎকারী শূন্য হয়ে একটি অনাবাদি শহরে পরিণত হওয়া:

মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

عُمْرَانُ بَيْتِ الْـمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْـمَلْحَمَةِ، وَخُرُوْجُ الْـمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ .

"বাইতুল-মাক্বদিস আবাদ হলেই ইয়াসরিব তথা মদীনা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইয়াসরিব তথা মদীনা ধ্বংস হলেই একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হবে। একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হলেই কুস্তানতীনিয়্যাহ'র বিজয় ঘটবে। আর কুস্তানতীনিয়্যাহ'র বিজয় ঘটলেই দাজ্জাল বেরুবে"।

অতঃপর মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যাকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনালেন তার রানে বা কাঁধে নিজ হাতে আঘাত করে বললেন: নিশ্চয়ই এ হাদীসটি সত্য যেমনিভাবে তোমার এখানে বসে থাকা সত্য।

(আহমাদ, হাদীস ২২১২১ আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৪ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ৩৮৪৭৩ বাগাওয়ী, হাদীস ৪২৫২)

ইয়াসরিব তথা মদীনা ধ্বংস হওয়া মানে তা অধিবাসী ও পর্যটক শূন্য হওয়া।

বায়তুল-মাকদিস বোরসেলিম

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ

"বৃহৎ যুদ্ধ, কুস্তানতীনিয়্যাহ'র বিজয় ও দাজ্জালের আবির্ভাব তা সবই সাত মাসের মধ্যেই সংঘটিত হবে"। (তিরমিযী, হাদীস ২২৩৮ আবু দাউদ, হাদীস ৯২৫) হাদীসটি মূলতঃ দুর্বল।

উক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনাবলী একের পর এক সংঘটিত হবে। অতএব বাইতুল-মাক্বদিস তথা কুদস এলাকায় মানুষের বসবাস, তাতে ঘর-বাড়ির আধিক্য ও সেখানে বসবাসের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহের পরপরই দেখা দিবে ইয়াসরিব তথা মদীনা ধ্বংস হওয়া; তাতে ঘর-বাড়ি কমে যাওয়া এবং সেখানে বসবাসের ব্যাপারে মানুষের অনাগ্রহ। যা অধুনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজ সেখানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অনেকেই মদীনা ত্যাগ করে এখন অন্য জায়গায় বসবাস করছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَتَتْرُكُنَّ الْمَدِيْنَةَ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيَغْذِيْ عَلَى بَعْضِ سَوَارِيْ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَلِمَنْ تَكُوْنُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: لِلْعَوَافِيْ: الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

"তোমরা একদা অবশ্যই এ সুন্দর মদীনা শহরটি ছেড়ে চলে যাবে। এমনকি তখন কুকুর অথবা বাঘ মসজিদে নববীর কোন না কোন পিলার কিংবা মিম্বারের গোড়ায় প্রস্রাব করে দিবে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! তখন এ ফল-ফলাদির মালিক হবে কে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সেগুলো তখন হিংস্র পশু ও পাখিরই খাদ্য হবে"। (মালিক : ২/৩৯২, ৮৮৮ 'হাকিম: ৪/৪২৬)

বাইতুল-মাক্বদিস তথা কুদস এলাকায় বসবাস করা বলতে শেষ যুগে সেখানে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটিকেও বুঝানো হতে পারে।

আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালাহ আযদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে পায়ে হেঁটে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে ফিরে আসলাম; অথচ আমরা সেখান থেকে কোন গনীমতই সংগ্রহ করতে পারিনি। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের চেহারা দেখে আমাদের কষ্টটুকু বুঝতে পেরে বললেন:

اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوْا عَنْهَا، وَلاَ

تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوْا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِيْ أَوْ قَالَ: عَلَى هَامَتِيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ! إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُوْرُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِيْ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ

"হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে আমার সোপর্দ করবেন না। কারণ, আমি তো তাদের জিম্মাদারি আদায় করতে পারবো না। তেমনিভাবে আপনি তাদেরকে তাদের নিজের প্রতিও সোপর্দ করবেন না। কারণ, তারাও তো নিজেদেরকে নিজেরা পরিচালিত করতে অক্ষম। এমনকি তাদেরকে মানুষের দিকেও সোপর্দ করবেন না। কারণ, তারা তো সর্বদা নিজেদের অধিকারকেই অগ্রাধিকার দিবে। এদের প্রতি তারা এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ করবে না। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাত খানা আমার মাথা কিংবা মাথার খুলির উপর রেখে বললেনঃ হে 'হাওয়ালাহ'র ছেলে! যখন তুমি দেখবে খিলাফত বাইতুল-মাক্বদিস এলাকায় অবতীর্ণ হয়েছে তখন মনে করবে ভূমিকম্প, অস্থিরতা, বালা-মুসীবত তথা মহা সঙ্কটসমূহ অতি সন্নিকটে। আমার হাত এখন তোমার মাথার যত নিকটে এর চেয়ে কিয়ামত তখন মানুষের আরো নিকটে চলে আসবে। (আহমাদঃ ৫/২৮৮ আবু দাউদ, হাদীস ২৫৩৫)

উক্ত হাদীসে وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ এর মাল'হামাহ শব্দ দ্বারা মোসলমান ও রোমানদের মধ্যকার বৃহৎ যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। যাতে প্রচুর মানুষ মারা যাবে। আর তাতে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে বলেই তাকে মাল'হামাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর পরপরই কুস্তানতীনিয়্যাহ তথা ইস্তাম্বুল বিজয় হবে। যা বর্তমান তুরস্কের একটি বড় শহর। আর এর পরপরই দাজ্জাল বেরুবে।

১১২. মদীনার খারাপ লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া যেভাবে রেত লোহার জং দূর করে দেয়:

এ আলামতটি পূর্বের আলামতের পরিপূরক। যাতে বলা হয়েছে, মদীনা একদা ধ্বংস হয়ে যাবে। সেখানে কোন অধিবাসী ও দর্শনকারীর সাক্ষাৎ মিলবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের পর একদা মদীনা এলাকাটি আবাদ ও ক্রমউৎকর্ষতা লাভ করে। তখন জন সংখ্যা তাতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পচ্ছিলো। এমনকি তা পুরোদমে আবাদ হচ্ছিলো। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, একদা মানুষ মদীনায় বসবাস করতে ইচ্ছুক হবে না। যা কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত।

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُوْ الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ فِيْهَا خَيْرًا مِّنْهُ، أَلاَ إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَالْكِيْرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيْثَ، لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِيْ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

"এমন এক সময় আসবে যখন জনৈক ব্যক্তি তার চাচাতো ভাই এবং নিকটাত্মীয়কে বলবে: মদীনা ছেড়ে সচ্ছলতার দিকে আসো! মদীনা ছেড়ে সচ্ছলতার

দিকে আসো! অথচ মদীনা তাদের জন্য অনেক ভালো যদি তারা জানতো। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তাদের কেউ মদীনা ছেড়ে চলে গেলে আল্লাহ তা'আলা তার চাইতেও আরো উত্তম ব্যক্তি সেখানে নিয়ে আসবেন। আরে মদীনা তো হাপরের মতো যা খারাপকে বের করে দিবে। কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না মদীনা তার খারাপ লোকগুলোকে সেখান থেকে বের করে দেয় যেমনিভাবে হাপর লোহার জং দূর করে"। (মুসলিম, হাদীস ১৩৮১)

'উমর বিন আব্দুল আজীজ (রাহিমাহুল্লাহ) একদা মদীনা থেকে বের হয়ে তাঁর স্বাধীনকৃত গোলাম মুযা'হিমের দিকে তাকিয়ে বললেন:

يَا مُزَاحِمُ! أَتَخْشَى أَنْ نَكُوْنَ مِمَّنْ نَفَتْهُ الْـمَدِيْنَةُ

"হে মুযা'হিম! তোমার কি আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমারা ওদেরই অন্তর্ভুক্ত হবো যাদেরকে মদীনা তাড়িয়ে দিয়েছে"।

(আল-বায়ানু ওয়াত্-তাহসীল/ইবনু রুশদ: ১/৪৬৬-৪৬৭ আল-মাসালিক: ৩/৩৭৬)

এর মানে এ নয় যে, কেউ কিছু দিন মদীনায় থেকে সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলে সে একেবারেই এক জন নিকৃষ্ট মানুষ বলেই গণ্য হবে। না, তা নয়। কারণ, বহু বিশিষ্ট নেককার সাহাবীও জিহাদ কিংবা দা'ওয়াতী উদ্দেশ্যে মদীনা ছেড়ে অন্যত্র

বের হয়ে গেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِيْ، يُرِيْدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَ الطَّيْرِ

"একদা সবাই এ সর্বশ্রেষ্ঠ মদীনা শহরটি ছেড়ে চলে যাবে। তখন তাতে থাকবে শুধু বুনো হিংস্র পশু ও পাখি"। (বুখারী, হাদীস ১৮৭৪ মুসলিম, হাদীস ১৩৮৯)

মানে, মানুষ মদীনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। অথচ তাতে জীবন যাপন তাদের জন্য অসম্ভব ছিলো না। তাতে সুন্দর ফল-ফলাদি রয়েছে। সুন্দর জীবন যাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তাতে ফিতনা ও কঠোরতার দরুন মানুষ তা একদা ছেড়ে যাবে। ধীরে ধীরে মানুষ অন্যত্র চলে যাবে। পরিশেষে এমন পরিস্থিতি হবে যে, সেখানে আর কোন মানুষ পাওয়া যাবে না। বরং সেখানকার ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ও মসজিদগুলো খালি পড়ে থাকবে। তখন বন্য পশুরা মসজিদগুলোতে পেশাব করবে। তাদেরকে তাড়ানোর মতো কেউই থাকবে না। কারণ, সেখানে তো কোন মানুষই নেই।

১১৩. পাহাড়গুলো নিজ জায়গা থেকে সরে যাওয়া:

আল্লাহ তা'আলা পাহাড়গুলোকে মজবুত ও টেকসই করে তৈরি করেছেন। যা যমিনের জন্য পেরেকের মতো কাজ করে। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে একদা পাহাড়গুলো নিজ স্থান থেকে সরে যাবে। তা কয়েকভাবেই হতে পারে। বজ্রধ্বনি কিংবা ভূমিধসের কারণে তা নিজ জায়গা থেকে সরে যাবে অথবা মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ি বানানোর সুবিধার জন্য তারা তা নিজেদের ইচ্ছায়ই নিজ জায়গা থেকে সরিয়ে দিবে। যা আজ কোন কোন রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে। আবার কখনো পাহাড়গুলো একে একে সেগুলোর পাথরসমূহ সরে গিয়ে নিজে নিজেও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যা ইতিপূর্বে অনেকবার ঘটেছে।

সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَزُوْلَ الْجِبَالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا، وَتَرَوْنَ الْأُمُوْرَ الْعِظَامَ الَّتِيْ لَمْ تَكُوْنُوْا تَرَوْنَهَا .

“কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না পাহাড়গুলো নিজ স্থান থেকে সরে যায় এবং তোমরা এমন বড় বড় ঘটনাবলি দেখতে পাও যা তোমরা ইতিপূর্বে দেখোনি।

(তাবারানী/কাবীর: ৭/২০৭ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ: ৫/৩৬৬ হাদীস ২২৯২)

১১৪. জনৈক ক্বাহতানীর আবির্ভাব যাকে সবাই নেতা হিসেবে মেনে নিবে:

শেষ যুগে জনৈক ক্বাহতানীর আবির্ভাব কিয়ামতের আরেকটি আলামত। ক্বাহতান আরবীয় একটি প্রসিদ্ধ বংশ। তিনি যখন বেরুবেন তখন সে যুগের সবাই তাঁর একচ্ছত্র আনুগত্য করবে এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই তারা সবাই একত্রিত হবে। আর তা অবস্থার পরিবর্তনের ফলেই হবে।

আরব উপদ্বীপের বর্তমান বংশসমূহ

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ .

“কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না জনৈক ক্বাহতানী বের হয়; যে মানুষের উপর একচ্ছত্র নেতৃত্ব দিবে”। (বুখারী, হাদীস ৩৫১৭, ৭১১৭ মুসলিম, হাদীস ২৯১০)

يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ এর মানে হলো, মানুষ তখন সঠিক পথে ফিরে আসবে। সবাই তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্ব মেনে নিবে। এর মানে এ নয় যে, তিনি লাঠি ব্যবহার করবেন। তবে লাঠি শব্দ এ কথা বুঝায় যে, তাঁর নেতৃত্বে কঠোরতা থাকবে।

বর্ণনার ধরনে বুঝা যায় যে, লোকটি নেককার হবেন। কারণ, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বর্ণনায় রয়েছে,

وَرَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ كُلُّهُمْ صَالِحٌ.

“আর ক্বাহতান বংশের জনৈক ব্যক্তি যাঁরা সবাইই নেককার”।

(আল-ফিতান/মারওয়াযী: ১/১১৫ ফাত'হুল-বারী: ৬/৬৫৪)

উক্ত ব্যক্তি ক্বাহতানের হওয়া মানে তিনি স্বাধীন। জাহজাহ নামক ব্যক্তি আর ইনি এক নন। কারণ, সে তো এক জন অস্বাধীন গোলাম মাত্র।

১১৫. জাহজাহ নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব:

শেষ যুগে এমন কিছু লোক বেরুবে। মানুষের মাঝে যাদের থাকবে প্রচুর দাপট। তাদের কারোর নাম নবী ﷺ সরাসরি উল্লেখ করেছেন। আর কারোর বৈশিষ্ট্য। তাদের এক জনের নাম হলো জাহজাহ।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِيْ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِيْ، يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ

"দিন ও রাতের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে না তথা কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না জনৈক গোলাম ক্ষমতার মালিক হবে। যার নাম হবে জাহজাহ।

(মুসলিম, হাদীস ২৯১১)

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, জাহজাল।

'হাফিয ইবনু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: জাহজাহ মানে জোরে চিৎকারকারী।

১১৬. ১১৭. ১১৮. ১১৯. হিংস্র পশু ও জড় পদার্থ তথা লাঠির মাথা, জুতোর ফিতার মানুষের সাথে কথা বলা এমনকি মানুষের রানের তার স্ত্রীর খবরাখবর বলে দেয়া:

নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে হিংস্র ও বুনো পশুরা কথা বলবে। তেমনিভাবে কথা বলবে লাঠির মাথা, জুতোর পিতা ও মানুষের রান।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:
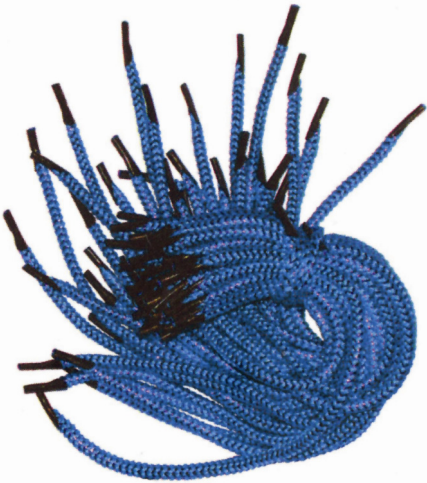
وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

"সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না হিংস্র পশু মানুষের সাথে কথা বলবে, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির ছড়ির মাথা ও জুতার পিতা তার সাথে কথা বলবে এবং কোন ব্যক্তির উরু বলে দিবে তার স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে কী কী করেছে"। (আহমাদ, হাদীস ৮০৪৯ তিরমিযী, হাদীস ২১৮১ ইবনু 'হিব্বান: ৪/৪৬৭)

حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ তথা বুনো পশু যেমন: সিংহ, বাঘ ইত্যাদি। এমনকি সকল হিংস্র পশু।

الْإِنْسَ। তথা সকল মানুষ। চাই সে মু'মিন হোক অথবা কাফির।

عَذَبَةُ سَوْطِهِ তথা লাঠি ইত্যাদির মাথা। যা দিয়ে মানুষকে আঘাত করা হয়।

شِرَاكُ نَعْلِهِ তথা জুতার পিতা। যা দিয়ে জুতার একাংশ অন্য অংশের সাথে বাঁধা হয়।

কারোর লাঠির মাথা তার সাথে কথা বলা এবং কারোর রান তার স্ত্রীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলে দেয়া এ আলামত দু'টো এখনো সংঘটিত হয়নি। তবে তা ভবিষ্যতে ঘটবে। আর অচিরেই ঘটবে। কারণ, এর সংবাদদাতা হচ্ছেন রাসূল ﷺ। আর যাঁর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা।

কোন কোন গবেষকের মতে, লাঠির মাথা, জুতোর পিতা ও মানুষের রান কথা বলার মানে হলো, বর্তমান যুগের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তথা মোবাইল ফোন ও এস. এম. এস পাঠানোর মাধ্যমগুলো। যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আওয়াজকেও অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।

কারো কারোর মতে, এ আলামতগুলোর সরাসরি অর্থই সঠিক। তথা লাঠির মাথা, জুতোর পিতা ও মানুষের রান অবশ্যই তাদের সাথে বাস্তবেই কথা বলবে।

হিংস্র পশুর মানুষের সাথে কথা বলার ব্যাপারটি নবী ﷺ এর যুগেই ঘটেছে:

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

بَيْنَا أَعْرَابِيٌّ فِيْ بَعْضِ نَوَاحِيْ الْـمَدِينَةِ فِي غَنَمٍ لَهُ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، فَأَدْرَكَهُ الأَعْرَابِيُّ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ وَهَجْهَجَهُ فَعَانَدَهُ الذِّئْبُ يَمْشِي، ثُمَّ أَقْعَى مُسْتَثْفِرًا بِذَنَبِهِ يُخَاطِبُهُ، فَقَالَ: أَخَذْتَ رِزْقًا رَزَقَنِيهِ اللهُ، قَالَ: وَاعَجَبًا مِنْ ذِئْبٍ مُقْعٍ مُسْتَثْفِرٍ بِذَنَبِهِ يُخَاطِبُنِيْ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكَ لَتَتْرُكُ أَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّخْلَتَيْنِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ، يُحَدِّثُ النَّاسَ عَنْ نَبَإِ مَا قَدْ سَبَقَ وَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَعَقَ الأَعْرَابِيُّ بِغَنَمِهِ، حَتَّى أَلْجَأَهَا إِلَى بَعْضِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى ضَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «أَيْنَ الأَعْرَابِيُّ صَاحِبُ الْغَنَمِ» فَقَامَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَدِّثْ النَّاسَ بِمَا سَمِعْتَ، وَبِمَا رَأَيْتَ» فَحَدَّثَ الأَعْرَابِيُّ النَّاسَ بِمَا رَأَى مِنَ الذِّئْبِ، وَمَا سَمِعَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «صَدَقَ، آيَاتٌ تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَتُخْبِرَهُ نَعْلُهُ أَوْ سَوْطُهُ أَوْ عَصَاهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

“একদা এক বেদুইন মদীনার কোন একটি এলাকায় ছাগল চরাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে

একটি বাঘ এসে তার ছাগল পালের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে সেখান থেকে একটি ছাগল ছিনিয়ে নেয়। রাখাল বাঘটিকে তাড়িয়ে তার হাত থেকে ছাগলটিকে উদ্ধার করে। এ দিকে বাঘটি রাখালের সাথে একগুঁয়েমি দেখিয়ে তার পিছে পিছে রওয়ানা করলো। সে একটু সামনে গিয়ে একটি টিলার উপর চড়ে তার লেজখানা গুটিয়ে বসে রাখালটিকে উদ্দেশ্য করে বললো: আরে! তুমি আমার রিযিকটুকু ছিনিয়ে নিলে? যা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। রাখালটি তা শুনে বললো: আশ্চর্য! একটি বাঘ লেজ গুটিয়ে বসে আমার সাথে কথা বলছে! তখন বাঘটি বললো: আল্লাহ'র কসম! তুমি তো এর চেয়ে আরো আশ্চর্য বিষয়ের প্রতি এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ করছো না। রাখাল বললো: এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী? বাঘটি বললো: দু'টি মরু প্রান্তরের মধ্যকার খেজুর গাছ বিশিষ্ট জনপদের সে আল্লাহ'র রাসূল যিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় মানুষকে পূর্বাপর সবকিছুই বলে দেন। বাঘের এ কথা শুনে রাখালটি তার ছাগল পালকে হাঁকিয়ে মদীনার একটি জায়গায় আশ্রয় দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে রওয়ানা করলো। এমনকি সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খোঁজে তাঁর ঘরের দরজায় নক করলো। এ দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষে বললেন: ছাগল ওয়ালা বেদুইনটি কোথায়? বেদুইনটি সবার সামনে দাঁড়ালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি যা শুনেছো ও দেখেছো তা সবই মানুষকে খুলে বলো। তখন বেদুইনটি যা কিছু শুনেছে ও দেখেছে তা সবই মানুষকে খুলে বললো। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: রাখালটি সত্য বলেছে। কিছু আলামত কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই ঘটবে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে বের হলে তার জুতো, ছড়ি কিংবা লাঠি বলে দিবে তার স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে কী কী করেছে।

(আহমাদ: ৩/৮৮আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: ৬/১৫০)

তেমনিভাবে মানুষের সাথে গাভীর কথা বলার ব্যাপারটিও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে সংঘটিত হয়েছেঃ

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! تَعَجُّبًا وَفَزَعًا أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ

"একদা জনৈক ব্যক্তি নিজ গাভীর পিঠে বোঝা চাপিয়ে তাকে রাস্তা দিয়ে হাঁকিয়ে নিচ্ছিলো। ইতিমধ্যে গাভীটি তার মালিকের দিকে তাকিয়ে বললোঃ আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষের জন্য। তখন উপস্থিত সকলেই তার কথা শুনে বললোঃ "সুব'হানাল্লাহ"। ভারী আশ্চর্য ও আতঙ্কের ব্যাপার! আরে গাভী কথা বলছে?! তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি, আবূ বকর ও 'উমর এ কথাটি বিশ্বাস করছি। (বুখারী, হাদীস ৩৬৬৩ মুসলিম, হাদীস ২৩৮৮)

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত হিংস্র ও বুনো পশুর মানুষের সাথে কথা বলার ব্যাপারটি একেবারেই সত্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَزِيدُ فِي ٱلۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾ [فاطر: ١]

"তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছে বৃদ্ধি করেন। কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (ফাতির: ১)

১২০. ১২১. ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হওয়া এবং মানুষের অন্তর ও কুর'আন মাজীদ থেকে কুর'আনের অক্ষর ও বাণীগুলো উঠে যাওয়াঃ
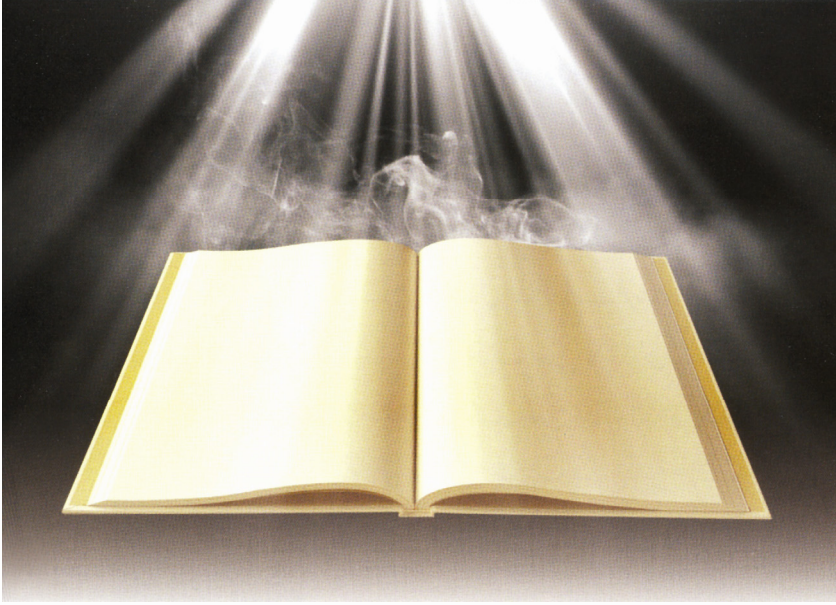
কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামতগুলোর একটি এই যে, একদা ফিতনা, গুনাহ ও মূর্খতার দরুন ইসলাম তথা তার শিক্ষা ও নিদর্শনগুলো একে একে দুনিয়া থেকে মুছে যাবে। তখন মানুষের মাঝে সালাত ও সিয়াম কিছুই থাকবে না। এমনকি মানুষের অন্তর থেকে কুর'আনটুকুও উঠিয়ে নেয়া হবে। কুর'আনের একটি আয়াতও আর দুনিয়াতে থাকবে না। মূর্খতা তখন মানুষের মাঝে ব্যাপকতা ধারণ করবে। এমনকি বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা বলবেঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমাটি বলতে শুনেছি। তাই আমরাও তা বলছি।

'হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يُدْرَسُ الإِسْلاَمُ كَمَا يُدْرَسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُكٌ وَلاَ صَدَقَةٌ؟ وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِيْ لَيْلَةٍ فَلاَ يَبْقَى فِيْ الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ: الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ يَقُوْلُوْنَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ؛ يَقُوْلُوْنَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ

اللهُ، فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا، فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَهُمْ لاَ يَدْرُوْنَ مَا صَلاَةٌ وَلاَ صِيَامٌ وَلاَ نُسُكٌ وَلاَ صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِيْ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ! تُنْجِيْهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلاَثًا

"ইসলাম মুছে যাবে যেমনিভাবে মুছে যায় কাপড়ের ডোরা ডোরা দাগগুলো। পরিশেষে এমন পরিস্থিতি হবে যে, কেউ জানবে না রোযা কী, নামায কী, হজ্জ কী এবং সাদাকা কী? এমন একটি রাত আসবে যখন কুর'আনের একটি আয়াতও আর থাকবে না। তবে এমন কিছু লোক বেঁচে থাকবে যারা হবে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। তারা বলবেঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে দেখতাম তারা বলতোঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। অতএব আমরাও তাই বলি। বর্ণনাকারী সিলাহ বিন যুফার আবসী তাবি'য়ী হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তখন তাদের কী ফায়দায় আসবে বলুন তো? অথচ তারা জানে না নামায কী, রোযা কী, হজ্জ কী এবং সাদাকা কী? 'হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তখন সিলাহ (রাহিমাহুল্লাহ) কথাটি সর্বমোট তিনবার বললেনঃ প্রত্যেকবারই হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয়বার 'হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ হে সিলাহ! এ কালিমাহ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। কথাটি তিনিও তিনবার বললেন"।

(ইবনু মাজাহ, ২/১৩৪৪-১৩৪৫ হাদীস ৪০৪৯ 'হাকিম ৪/৪৭৩)
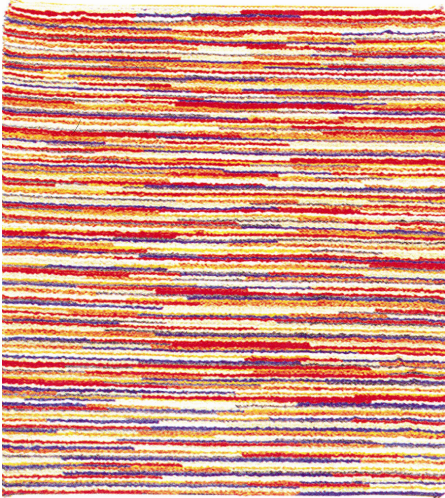
يُدْرَسُ তথা সরে বা মুছে যাওয়া। যারপর আর কোন কিছুই থাকবে না। মানে, মানুষের মধ্য থেকে ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শনগুলো চলে যাবে।

وَشْيُ الثَّوْبِ তথা কাপড়ের নকশা ও কারুকার্য। যা অধিক ব্যবহার ও ধোয়ার কারণে ধীরে ধীরে মুছে যায়।

يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ তথা কুর'আনের প্রতি মানুষের দীর্ঘ অবহেলা ও পরিত্যাগের দরুন কুর'আনের আয়াতগুলো মানুষের

অন্তর ও কুর'আন মাজীদ থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে।

উক্ত আলামত এখনো প্রকাশ পায়নি। বরং ইসলাম দিন দিন আরো প্রচার-প্রসার লাভ করছে। আল-'হামদুলিল্লাহ।

১২২. একটি সেনা দলের বাইতুল্লাহ অভিমুখে যুদ্ধ। যাদের শুরু ও শেষ তথা সবাইকে মাটির নিচে তখন ধসিয়ে দেয়া হবেঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা এ মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, অচিরেই একটি সেনা দল কা'বা অভিমুখে যুদ্ধ করবে। তারা কুরাইশ বংশের জনৈক ব্যক্তি তথা ইমাম মাহদীকে খুঁজবে। তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের শুরু-শেষ তথা পুরো সেনা দলটিকেই মাটির নিচে ধসিয়ে দিবেন। এ সেনা দলটিও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত। তবে তাদেরকে তাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতেই কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।

'উবাইদুল্লাহ বিন ক্বিবতিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা 'হারিস বিন আবু রাবী'আহ এবং আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট প্রবেশ করে তাঁকে এমন এক সেনা দল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যাদেরকে একদা ধসিয়ে দেয়া হবে। তখন আমিও তাঁদের সাথেই ছিলাম। আর প্রশ্নটি এমন এক সময় ছিলো যখন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আর তখন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মক্কার 'হারাম এলাকায় আত্মরক্ষা করছিলেন। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তরে বললেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَعُوْذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، ثُمَّ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ نِيَّتِهِ .

"জনৈক আত্মরক্ষাকারী 'হারাম এলাকায় আশ্রয় নিবে। তখন তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য একটি সেনা দল পাঠানো হবে। যখন তারা বাইদা' নামক এলাকায় পৌঁছুবে তখন তাদেরকে যমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে। তিনি বললেন: আমি তখন বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! ওই ব্যক্তির কী হবে যে এদের সাথে একান্ত বাধ্য হয়েই এসেছে? তিনি বললেন: ওকেও তাদের সাথে ধসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার নিয়্যাতের উপর ভিত্তি করেই উঠানো হবে। (মুসলিম, হাদীস ২৮৮২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সে সেনা দলের কথা উল্লেখ করলেন যাদেরকে একদা ধসিয়ে দেয়া হবে তখন উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করেন: হয়তো বা তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা সেখানে বাধ্য হয়েই এসেছে? তখন তিনি বললেন: বস্তুতঃ তাদেরকে তাদের নিয়্যাতের উপর ভিত্তি করেই উঠানো হবে। (মাশীখাতু ইবনুল-বুখারী, হাদীস ৩১১, ৩১২)

তাদেরকে নিজ নিজ নিয়্যাতের ভিত্তিতেই উঠানো হবে। কারণ, তাদের মাঝে রয়েছে বাধ্য, অধীন ও দোকানি। তবে তারা সবাই এক সঙ্গেই ধ্বংস হবে। কারণ, তারা খারাপের সঙ্গী হয়েছে। আর বিপদ আসলে তা সঙ্গী-সাথী সবাইকেই আক্রান্ত করে। তবে কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার নিয়্যাত অনুযায়ী হিসাবের সম্মুখীন করা হবে।

তাই বলতে হয়, উক্ত হাদীসে খারাপ লোকদের সাথী হওয়ার ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন গুনাহ'র কাজ সংঘটনের ব্যাপারে নিজের উপস্থিতির মাধ্যমে পাপীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে একদা তাকেও তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

উক্ত হাদীস এটাও প্রমাণ করে যে, কা'বা এলাকায় পৌঁছার আগেই তাদের সবাইকে যমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে।

উক্ত হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, এ সেনা দলটি কা'বা অভিমুখে যুদ্ধ করবে শুধুমাত্র একজন মানুষকে উদ্দেশ্য করেই যার নাম হবে মোহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর সম্মান বৃদ্ধির জন্য তিনি সেনা দলটিকে যমিনে ধসিয়ে দিবেন।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমের মাঝে এক ব্যতিক্রমী আচরণ করলেন। আমরা বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনি আজ ঘুমের মাঝে এমন এক আচরণ করলেন যা ইতিপূর্বে আর কখনো করেননি? তখন তিনি বললেন:

الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّوْنَ الْبَيْتَ، بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ، قَالَ: نَعَمْ، فِيهِمْ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيْلِ، يَهْلِكُوْنَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمْ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

“একটি মহা আশ্চর্যের ব্যাপার দেখলাম তাই। আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক মানুষ এ ঘর অভিমুখে রওয়ানা করবে কুরাইশ বংশের জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে। যে এ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। যখন তারা বাইদা’ নামক এলাকায় পৌঁছুবে তখন তাদেরকে ধসিয়ে দেয়া হবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহ’র রাসূল! একটি রাস্তা তো অনেক মানুষকেই জড়ো করে। তিনি বললেন: হ্যাঁ। তাদের কেউ তো আছে যারা বুঝে-শুনে এসেছে। আর কেউ রয়েছে বাধ্য কিংবা পথিক। তবুও তারা সবাই একসাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে তারা (কিয়ামতের দিন) উঠার সময় ভিন্ন ভিন্ন জায়গা দিয়েই উঠবে। আল্লাহ তা‘আলা তখন তাদেরকে উঠাবেন তাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতেই। (মুসলিম, হাদীস ২৮৮২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন:

يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟

قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

"একটি সেনা দল কা'বা অভিমুখে যুদ্ধ করতে রওয়ানা করবে। এ দিকে যখন তারা বাইদা' নামক এলাকায় পৌঁছুবে তখন তাদের শুরু ও শেষ তথা সবাইকেই ধসিয়ে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! তাদের সবাইকেই ধসিয়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের মাঝে রয়েছে কিছু অবুঝ মানুষ ও যারা এদের কেউই নয়। তখন তিনি বললেন: তখন তাদের শুরু ও শেষ তথা সবাইকেই ধসিয়ে দেয়া হবে। তবে তাদেরকে উঠানো হবে তাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতেই।

(বুখারী, হাদীস ২১১৮)

ইমাম মাহদী ও তাঁর সময়কার ঘটনাবলী একটু পরেই আসছে।

১২৩. কা'বা অভিমুখে হজ্জ করা বন্ধ হয়ে যাওয়া:

শেষ যুগে অনেক ফিতনা ও ধর্মের পথে প্রচুর বাধা আসবে। এমন এক সময় আসবে যখন কা'বা পরিত্যক্ত হবে। তখন তাতে হজ্জ ও 'উমরাহ'র উদ্দেশ্যে কেউই আসবে না।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, কা'বা

অভিমুখে আর হজ্জ করা হবে না"। (বুখারী, হাদীস ১৫৯৩)

তবে উক্ত আলামতটি অনেক পরেই ঘটবে। কারণ, ইয়া'জূজ-মা'জূজের পরও হজ্জ-'উমরাহ চালু থাকবে।
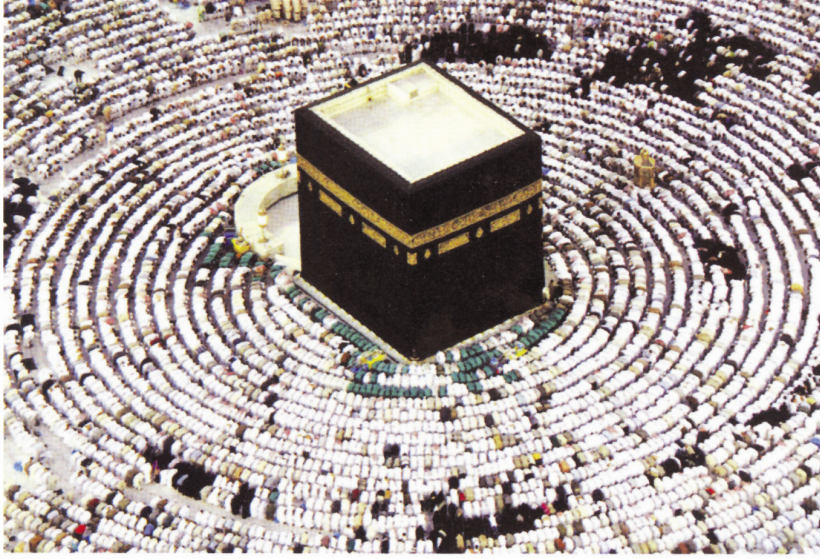
আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيُحَجَّنَّ هَذَا الْبَيْتُ، وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

"ইয়াজূজ-মা'জূজের আবির্ভাবের পরও কা'বা অভিমুখে হজ্জ ও 'উমরাহ পালিত হবে"। (বুখারী, হাদীস ১৫৯৩)

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ এর মানে এও হতে পারে যে, যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে একদা কা'বা অভিমুখে হজ্জ বন্ধ হয়ে যাবে। তবে আবার অন্য সময় তা চালু হবে।

এর মানে এও হতে পারে যে, কোন কোন সম্প্রদায়কে তখন হজ্জ করতে বাধা দেয়া হবে।

১২৪. আরব্য কিছু বংশের মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাওয়া:

আরব উপদ্বীপ একদা শিরক ও মূর্তিপূজায় ডুবে ছিলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ক্ষমতা দিয়েছেন। তাঁকে নিজ বাহিনী দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। তখন তিনি মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তবে কিয়ামত ঘনিয়ে আসলে মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে গেলে এবং জ্ঞানার্জনে তারা নিরুৎসাহী হয়ে পড়লে এক দল মানুষ আবারো মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাবে। আর এটি কিয়ামতেরই একটি আলামত।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِيْ الْخَلَصَةِ

"কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রের মহিলারা পাছা নাচিয়ে যুলখালাসা নামক মূর্তির তাওয়াফ করবে"।

(বুখারী, হাদীস ৭১১৬ মুসলিম, হাদীস ২৯০৬ বাগাওয়ী, হাদীস ৪২৮৫ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৬৭১৪ আব্দুর রাযযাক, হাদীস ২০৭৯৫)

ذُوْ الْخَلَصَة একটি মূর্তির নাম। জাহিলী যুগে দাউস বংশ এ মূর্তির পূজা করতো।

أَلَيَاتُ শব্দটি أَلْيَةٌ শব্দের বহু বচন। যার অর্থ হলো পাছা। তা হলে হাদীসের মানে এ দাঁড়ায় যে, যুলখালাসা নামক মূর্তির তাওয়াফ করে মূলতঃ দাউস গোত্রের মহিলারা কুফরি ও মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাবে।

দাউস বংশের আবাসস্থল মূলতঃ আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায়।

১২৫. কুরাইশ বংশের নিঃশেষ হয়ে যাওয়াঃ

কুরাইশ বংশ মূলতঃ একটি আরবীয় বংশ। যারা ফিহর বিন মালিক বিন নাযার বিন কিনানার সন্তান। কুরাইশ শব্দটি আসলে বানূ ফিহরের একটি উপাধি। যা তাক্বা-রুশ শব্দ থেকে সংগৃহীত। যার অর্থ ব্যবসা। আর বানূ ফিহররা মূলতঃ ছিলো ব্যবসায়ী।

ইসলাম পূর্ব আরব বংশসমূহ

বর্তমান আরব বংশসমূহ

বস্তুতঃ কুরাইশ বংশের অনেকগুলো শাখা রয়েছে। যেমনঃ বানূল-‘হারিস বিন ফিহর। বানূ জুযাইমাহ। বানূ আয়িযাহ। বানূ লুওয়াই বিন গালিব। বানূ আমির বিন লুওয়াই। বানূ আদি বিন কা’ব বিন লুওয়াই। বানূ মাখযূম। বানূ তামীম বিন মুররাহ। বানূ যুহরাহ বিন কিলাব। বানূ আসাদ বিন আব্দুল-‘উযযা। বানূ আব্দিদ্দার। বানূ নাউফাল। বানূ আব্দিল-মুত্তালিব। বানূ উমাইয়াহ। বানূ হাশিম। ইত্যাদি।

ইসলাম গ্রহণের পর আবার কুরাইশরা আরো কয়েকটি গোত্রে ভাগ হয়ে গেছে। যেমনঃ বাকারী, ‘উমারী। ‘উসমানী। আলাওয়ী। ইত্যাদি।

তাদের মূল ভূখণ্ড হলো আরব উপদ্বীপ। এরপর তারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে গেছে।

রাসূল ﷺ এ মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কুরাইশরা একদা কমতে কমতে একেবারেই নিঃশেষ কিংবা নিঃশেষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَسْرَعُ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ، يُوْشِكُ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بِالنَّعْلِ، فَتَقُوْلَ: إِنَّ هَذَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ .

“দ্রুত যে আরবীয় বংশটি নিঃশেষ হয়ে যাবে তা হলো কুরাইশ। অচিরেই

জনৈকা মহিলা এক জোড়া জুতোর পাশ দিয়ে যেতেই বলবে: নিশ্চয়ই এ জুতো খানা কুরাইশ বংশের কোন এক ব্যক্তির।

(আহমাদ: ২/৩৩৬ আবূ ইয়া'লা: ১১/৬৮ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৭/৬৪০)

নিম্নোক্ত হাদীসও এর প্রমাণ বহন করে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করে বললেন:

يَا عَائِشَةُ! قَوْمُكِ أَسْرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقًا

“হে আয়িশা! আমার উম্মতের মধ্যে সবার চেয়ে দ্রুত আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে তোমার বংশ”।

(আহমাদ: ৬/৮১ হাদীস ২৩৯৫৯ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ: ৪/৫৯৬ হাদীস ১৯৫৩)

১২৬. ইথিওপিয়ার জনৈক ব্যক্তির হাতে কা'বার ধ্বংস:

মোসলমানদের ক্বিবলা তথা কা'বা শরীফের ধ্বংস কিয়ামতের আরেকটি আলামত। জনৈক কালো 'হাবশী তথা এক জন ইথিওপীয় কা'বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে। যার ডাক নাম হবে “যুস-সুওয়াইক্বাতাইন”। কারণ, তার পায়ের জংঘা দু'টি হবে পাতলা ও ছোট ছোট। সে কা'বার পাথরগুলো একটি একটি করে খুলে ফেলবে। এমনকি সে কা'বার গিলাফ এবং অলঙ্কারাদিও ছিনিয়ে নিবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

اُتْرُكُوْا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوْكُمْ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ ذُوْ السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ .

“তোমরা 'হাবশী তথা ইথিওপীয়দের সাথে লড়াই করো না যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে লড়াই করবে। কারণ, কা'বার ধন-ভাণ্ডার তো “যুস-সুওয়াইক্বাতাইন” নামক এক জন ইথিওপীয় ব্যক্তিই

বের করে আনবে। আর অন্য কেউ নয়”।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩০৯ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ: ২/৪১৫ হাদীস ৭৭২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

يُخْرِبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ .

“জনৈক ইথিওপীয় ব্যক্তি কা’বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে”।

(বুখারী, হাদীস ১৫৯১)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

كَأَنِّيْ بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا .

“আমি যেন এখনই তার নিকট অবস্থান করছি। লোকটি কালো এবং তার উরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা হবে স্বাভাবিকতার চাইতেও বেশি। সে কা’বা শরীফের পাথরগুলো একটি একটি করে সবই খুলে ফেলে কা’বা শরীফকে সমূলে ধ্বংস করে দিবে”।

(আহমাদ ৩/৩১৫-৩১৬ বুখারী, হাদীস ১৫৯৫)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يُخْرِبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا، وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، وَلَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ: أُصَيْلِعُ أُفَيْدِعُ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ

“জনৈক ইথিওপীয় ব্যক্তি কা’বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে। তার পায়ের জংঘা দু’টি হবে পাতলা ও ছোট ছোট। সে কা’বার অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিবে। তার গিলাফটুকুও খুলে ফেলবে। রাসূল ﷺ বলেন: আমি যেন তাকে এখনই দেখতে পাচ্ছি। তার মাথায় চুল নেই। হাত-পাগুলো বাঁকা। সে কুড়াল ও শাবল দিয়ে কা’বা শরীফের উপর আঘাত হানছে”। (আহমাদ: ২/২২০, ১২/১৪-১৫)

أُصَيْلِعُ শব্দটি أَصْلَعُ শব্দের সামান্য ও ছোট বুঝানোর রূপ। মানে, যার মাথায় চুল নেই।

أُفَيْدِعُ মানে, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁকা। যেন তা নিজ জায়গা থেকে সরে গেছে।

بِمِسْحَاتِهِ মানে, শাবল দিয়ে। যা চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

الْمِعْوَلُ মানে, কুড়াল। যা দিয়ে পাথর ইত্যাদি ভাঙ্গা হয়।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, লোকটি কীভাবে কা'বা শরীফকে ধ্বংস করে দিবে; অথচ আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে নিরাপদ 'হারাম এলাকা বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ [العنكبوت: ٦٧]

"তারা কি দেখে না যে, আমি 'হারাম তথা মক্কাকে করেছি একটি নিরাপদ শহর"। (আনকাবূত: ৬৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ [القصص: ٥٧]

"আমি কি তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করিনি একটি নিরাপদ 'হারাম এলাকা"। (ক্বাসাস: ৫৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]

"যে ব্যক্তি তাতে তথা এ হারাম এলাকায় অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে আমি তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবো"। ('হাজ্জ: ২৫)

এমনকি ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা এ 'হারাম এলাকাকে "আস'হাবুল-ফীল" তথা হাতীওয়ালাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অথচ তখন যারা মক্কায় ছিলো তারা ছিলো মুশরিক। আর আজ যখন তা মোসলমানদেরই ক্বিবলা তখন তা এক জন মোসলমানই বা কী করে ধ্বংস করে দিতে পারে?

উত্তরে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো বলা যেতে পারে:

প্রথমত: কা'বা শরীফ নিরাপদ 'হারাম এলাকা হিসেবে অটুট থাকবে শুধু কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্তই। একেবারে কিয়ামত কিংবা দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত নয়। আর আয়াতের মধ্যে তো কিয়ামত পর্যন্ত এ এলাকার নিরাপত্তার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। কারণ, আয়াতের মধ্যে সে যুগের 'হারামের অবস্থাই বুঝানো হয়েছে যে, তা এখন সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ।

দ্বিতীয়ত: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, একমাত্র মোসলমানরাই একদা কা'বা শরীফের অবমাননা করবে। কাফিররা নয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْـمَقَامِ، وَلَنْ يَّسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوْهُ فَلاَ يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِيْ الْـحَبَشَةُ، فَيُخْرِبُوْنَهُ خَرَابًا لاَ يُعَمَّرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَخْرِجُوْنَ كَنْزَهُ

"রুকন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে জনৈক ব্যক্তির জন্য বায়আত গ্রহণ করা হবে। তখন কা'বা শরীফের অবমাননা একমাত্র মোসলমানরাই করবে। যখন কা'বার অবমাননা করা হবে তখন আর আরবদের ধ্বংসের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। অতঃপর ইথিওপীয়রা আসবে। তারা কা'বা শরীফ ধ্বংস করে দিবে। যার পর আর কখনোই কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করা হবে না এবং তারাই কা'বার সকল রক্ষিত ধন-ভাণ্ডার বের করে নিয়ে যাবে"। (আহমাদ: ২/২৯১, ১৫/৩৫)

"আস'হাবুল-ফীল" এর সময়ে মক্কাবাসীরা কাফির হলেও তারা কিন্তু কা'বা শরীফকে সম্মান করতো। তারা কখনো কা'বার অবমাননা করতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা কা'বা শরীফকে আবরাহাহ ও তার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন।

আর এ দিকে "যুস-সুওয়াইক্বাতাইন" এর যুগে মক্কাবাসীরা কা'বা শরীফের অবমাননা ও এর প্রতি চরম অবহেলা করবে। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের সহযোগিতা করবেন না। বরং 'হাবশী তথা ইথিওপীয় লোকটি তা ধ্বংস করার সুযোগ পাবে।

১২৭. এমন এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হবে যার দরুন সকল মু'মিন মৃত্যু বরণ করবেঃ

কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো যখন লাগাতার আসতে থাকবে যেমন: দাজ্জালের আবির্ভাব ও ঈসা عليه السلام এর অবতরণ ইত্যাদি তখন কিয়ামত মানুষের অতি নিকটবর্তী হবে। আর তখনই আল্লাহ তা'আলা এমন এক পবিত্র বায়ু পাঠাবেন যার দরুন সকল মু'মিন মৃত্যু বরণ করবে। যেন তারা কিয়ামত কায়িম হওয়ার সময়কার কঠিন ভয় ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তা হলে বুঝা গেলো, কিয়ামত দুনিয়ার সর্ব নিকৃষ্ট মানুষের উপরই সংঘটিত হবে।

নাউয়াস বিন সামআন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জাল, ঈসা عليه السلام ও ইয়াজূজ-মা'জূজ এর কথা উল্লেখ করার পর বলেন:

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

"তারা দাজ্জাল, ঈসা عليه السلام ও ইয়াজূজ-মা'জূজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এমন এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত করবেন যা তাদের বগলের নিচে এমন এক রোগের জন্ম দিবে যার দরুন সকল মু'মিন-মুসলমান মৃত্যু বরণ করবে। যারা বেঁচে থাকবে তারা হবে সে যুগের দুনিয়ার সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ। তারা গাধার মতো নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়িম হবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ، فَيَبْعَثُ اللهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطْلُبُهُ، فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ كَبِدَ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ

"আমার উম্মতের মধ্যেই দাজ্জাল বের হবে এবং সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা عليه السلام কে পাঠাবেন। দেখতে যেন তিনি 'উরওয়াহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তখন তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর সাত বছর এমন যাবে যে, কোথাও দু' ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা থাকবে না। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক থেকে এমন এক ঠাণ্ডা বাতাস পাঠাবেন যার দরুন দুনিয়াতে এমন কোন লোক বেঁচে থাকবে না যার অন্তরে এক অণু পরিমাণ ঈমান ও কল্যাণ থাকবে। এমনকি তোমাদের কেউ কোন পাহাড় গর্ভে ঢুকলেও সেখানে সে বায়ু প্রবেশ করে তার মৃত্যু ঘটাবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪০)

এ বায়ু দাজ্জালের আবির্ভাব ও ঈসা عليه السلام এর মৃত্যুর পরই প্রবাহিত হবে।

১২৮. মক্কার বাড়ি-ঘর উঁচু হওয়াঃ
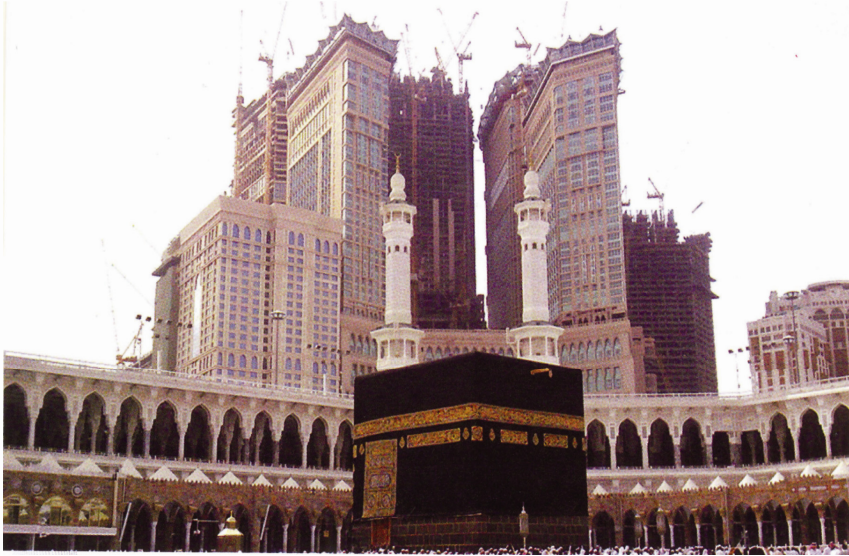
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে মক্কার জন সংখ্যা ও বাড়ি-ঘর কম ছিলো। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, মক্কার বাড়ি-ঘর পাহাড় থেকেও আরো উঁচু হওয়া কিয়ামতের একটি আলামত।

ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) ইয়া'লা বিন আতার সনদে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বলেনঃ আমি একদা আব্দুল্লাহ বিন 'উমরের উটের

লাগাম ধরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন তোমরা কা'বা শরীফকে একেবারে ধ্বংস করে দিবে। এমনকি সেখানে তখন আর একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথর দেখা যাবে না। শ্রোতাগণ বললেন: আমরা তখন কি মোসলমান থাকবো? তিনি বললেন: তখন তোমরা মোসলমানই থাকবে। জনৈক প্রশ্নকারী বললো: এরপর আর কী হবে? তিনি বললেন:

ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ كَظَائِمَ، وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُءُوسَ الْجِبَالِ ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَظَلَّكَ

"এরপর কা'বা ঘরকে আগের চেয়ে আরো সুন্দর করে বানানো হবে। অতএব তুমি যখন দেখবে মক্কার পাহাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ বানিয়ে বড় বড় পাইপ লাইন টানা হচ্ছে এবং দেখবে মক্কার ঘর-বাড়ির উচ্চতা পাহড়ের চূড়া অতিক্রম করে যাচ্ছে তখন মনে করবে, কিয়ামত ঘনিয়ে আসছে"। (ইবনু আবী শাইবাহ: ১৫/৪৮)

بُعِجَتْ كَظَائِمَ তথা মক্কার পাহাড় ও যমিনের নিচ দিয়ে প্রচুর সুড়ঙ্গ পথ তৈরি ও যমযমের পানি সাপ্লাইয়ের জন্য বড় বড় পাইপ লাইন টানা হয়েছে।

১২৯. পরবর্তী উম্মতের শুরুর উম্মতকে লা'নত করা:

শেষ যুগে বিদআত বেড়ে যাবে। তখন পরবর্তী লোকরা পূর্ববর্তীদেরকে ঘৃণা করবে। এমনকি কিছু লোক তখন সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও মহত্ত্বটুকুও ভুলে বসবে। তারা মহান আল্লাহ তা'আলা যে সাহাবায়ে কিরামের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তা এতটুকুও কেয়ার করবে না। তখন তাদের কেউ কেউ সাহাবীগণকে লা'নত করবে।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْعَنَ آخِرُ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না এ উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে লা'নত করবে। (তাবারানী/আওসাত: ৪/৬৯ হাদীস ৫২৪১)

উক্ত হাদীসে বাহ্য দৃষ্টিতে উম্মত বলতে মূলতঃ মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মতকেই বুঝানো হচ্ছে।

১৩০. নতুন যানবাহন তথা গাড়ি ইত্যাদি বের হওয়া:

শেষ যুগের বিস্তারিত বর্ণনা এমনকি তখনকার কিছু কিছু প্রযুক্তির কথা কিছু কিছু হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে কিংবা কিছু কিছু হাদীসের ইঙ্গিত থেকে বুঝা যাচ্ছে। কিছু কিছু হাদীসে রাসূল ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ যুগে হাট-বাজার খুব বেড়ে যাবে। সময় অতি নিকটবর্তী হবে। আর এ হাদীসগুলো থেকে কিছু কিছু উলামায়ে কিরাম বর্তমান যুগের গাড়ির প্রতি ইঙ্গিত বলে ধারণা করছেন। তার মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট মু'হাদ্দিস ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস সিরিজে উল্লেখ করেন।

ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে ইবনু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ رِجَالٌ يَرْكَبُوْنَ عَلَى سُرُوْجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ

"অচিরেই আমার উম্মতের শেষাংশে এমন কিছু লোক আবির্ভূত হবে যারা বাহনের ন্যায় বিছানায় বসবে। সেগুলোর উপর থেকেই একদা তারা মসজিদের দরজাগুলোতে অবতরণ করবে। তাদের স্ত্রীরা হবে কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী।

(আহমাদ: ২/২২৩ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ: ৬/৪১১ হাদীস ২৬৮৩)

كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ এর মধ্যে রি'হাল শব্দটি رَحْلٌ শব্দের বহুবচন। তাতে বর্তমান যুগের আধুনিক যানবাহনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো দেখেননি। আর তা বাহ্য দৃষ্টিতে বর্তমান যুগের হরেক রকমের গাড়ি বলেই মনে হয়।

১৩১. মাহ্দীর আবির্ভাবঃ

শেষ যুগে যখন ফাসাদ বেড়ে যাবে, যুলুম ও অত্যাচার বিশেষভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করবে, শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের অধিকার ছিনিয়ে নিবে, সমাজের প্রতিটি স্তরে খারাপ লোকরা জেঁকে বসবে ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করবে তখন মু'মিনরা এমন এক নতুন সকালের অপেক্ষা করবে যা পুরো দুনিয়ায় ছেয়ে যাওয়া সকল অন্ধকার দূরীভূত করবে। আর তখনই মহান আল্লাহ তা'আলা মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ 'হাসানী আলাওয়ী মাহদীকে আবির্ভূত হওয়ার অনুমতি দিবেন।

মাহদী শব্দটি শুনতেই আমাদের অন্তরে অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে,

* কে সেই মাহদী?
* তাঁর আবির্ভাবের কারণ কী?
* কোথা থেকে তিনি আবির্ভূত হবেন?
* তিনি কি এখনো আছেন?
* তিনি আবির্ভূত হওয়ার পর কী কী কাজ করবেন?
* কারা তাঁর অনুসারী হবে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা ধারাবাহিকভাবে সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তাকারে দেয়ার চেষ্টা করবো।

তাঁর নাম ও বংশ:

তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাসানী আল-আলাওয়ী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের অন্তর্গত। ফাতিমাহ'র বংশধর। হাসান বিন আলীর পরবর্তী সন্তানদেরই এক জন।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيْهِ رَجُلاً مِنِّيْ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ، وَاسْمُ أَبِيْهِ اسْمَ أَبِيْ

"যদি দুনিয়ার একটি দিনও বাকি থাকে তা হলেও আল্লাহ তা'আলা সে দিনটিকেই দীর্ঘায়িত করে আমার বংশ তথা আমার পরিবারবর্গের জনৈক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন। যার নাম হবে আমারই নাম। আর তার পিতার নামও হবে আমার পিতারই নাম"।

(তিরমিযী, হাদীস ২২৩০ আবু দাউদ: ১১/৩৭০ হাদীস ৪২৮২ ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে তাঁর কিতাব "মিনহাজুস-সুন্নাহ": ৪/২১১ তে বিশুদ্ধ বলেছেন)

তাঁর আবির্ভাবের কারণ:

অচিরেই শেষ যুগে জনৈক নেককার ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। আর তা হবে তখন যখন ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে, অবৈধ কর্মকাণ্ড বেড়ে যাবে, যুলুম ও অত্যাচার এক কঠিন রূপ ধারণ করবে এবং ইনসাফ কমে যাবে। তিনি এমন এক ব্যক্তি হবেন যাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের সার্বিক অবস্থার পরিশুদ্ধি আনবেন। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের নিকট তিনি মাহদী হিসেবেই পরিচিত। তাঁর প্রচুর অনুসারী হবে। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি মু'মিনদের নেতৃত্ব দিবেন। তিনি একই সাথে হবেন শাসক ও সিপাহসালার।

তাঁর গঠন-আকৃতিঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ
الْمَهْدِيُّ مِنِّيْ أَجْلَى الْـجَبْهَةِ، أَقْنَى الأَنْـفِ، يَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَّعَـدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَّجُوْرًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ .

"মাহদী আমারই বংশধর। তাঁর মাথার অগ্রভাগে কোন চুল থাকবে না। তাঁর নাকের বাঁশি হবে লম্বা ও পাতলা এবং মধ্যভাগ হবে একটু উঁচু। সে পুরো বিশ্ব ন্যায় ও ইনসাফে ভরে দিবে যেমনিভাবে তা একদা ভরে দেয়া হয়েছিলো অন্যায় ও অত্যাচারে। সে সাত বছর ক্ষমতাসীন থাকবে"।

(আবু দাউদ ১১/৩৭৫ হাদীস ২৪৮৫ 'হাকিম ৪/৫৫৭)

أَجْلَى الْـجَبْهَةِ মানে, যার মাথার অগ্রভাগে কোন চুল নেই কিংবা বড় কপাল বিশিষ্ট ব্যক্তি।

أَقْنَى الأَنْـفِ মানে, যার নাকের বাঁশি লম্বা ও পাতলা এবং মধ্যভাগ একটু উঁচু তথা বোঁচা নয়।

তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

তাঁর আরো কিছু বর্ণনাঃ

তাঁর নাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরই নাম এবং তাঁর পিতার নাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতারই নাম। তথা তিনি হলেন মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারভুক্ত তথা হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বংশধর।

তিনি হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বংশধর হওয়ার মূল রহস্যঃ

হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মূলতঃ তাঁর পিতা আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শহীদ হওয়ার পরই খলীফা নিযুক্ত হন। তখন বস্তুতঃ মোসলমানদের দু' জন আমীর ছিলেন। যাঁরা নিম্নরূপঃ

* হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইরাক ও হিজায এলাকায়।

* মুআবিয়া বিন আবূ সুফইয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শাম ও তার আশপাশ এলাকায়।

হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছয় মাস যাবত প্রশাসন পরিচালনার পর দুনিয়ার কোন ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি তোয়াক্কা না করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য খিলাফতটুকু ছেড়ে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো যেন মোসলমানরা এক জন প্রশাসকের অধীনেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। উপরন্তু মানুষের কোন ধরনের রক্তপাত না হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এর প্রতিদান দেন। কেউ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু ত্যাগ করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিংবা তাঁর সন্তানকে এর চেয়ে আরো বেশি দেন। (আল-মানারুল মুনীফ: ১৫১)

তাঁর শাসনকাল:

তিনি সাত বছর মোসলমানদের শাসক থাকবেন। ইতিমধ্যে তিনি পুরো বিশ্ব ন্যায় ও ইনসাফে ভরে দিবেন যেমনিভাবে তা ভরে দেয়া হয়েছিলো অন্যায় ও অত্যাচারে। তাঁর যুগে সকল মানুষ অতি সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করবে। যমিন

তার সকল ফসল বের করে দিবে। আকাশ যথেষ্ট বৃষ্টি দিবে। তিনি বিনা হিসাবে মানুষের মাঝে সম্পদ বিতরণ করবেন। এ জাতীয় হাদীস সামনে আসছে।

তিনি কোথায় বেরুবেন?

ইমাম মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাহদী আল-'হাসানী আল-আলাওয়ী পূর্ব দিক থেকে বের হবেন। তিনি বের হওয়ার সময় একা থাকবেন না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ব এলাকার কিছু লোক দিয়ে শক্তিশালী করবেন। যারা ধর্মকে বুকে ধারণ করে আল্লাহ তা'আলার পথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

তাঁর বের হওয়ার সময়:

শেষ যুগে মানুষ যখন অস্থিরতায় ভুগবে। তিন জন খলীফা তনয় যখন পবিত্র কা'বা শরীফের ধন-ভাণ্ডার একা নিজেই হস্তগত করার জন্য পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে লিপ্ত হবে। অথচ তারা কেউই তা করতে সক্ষম হবে না। তখনই মক্কায় মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর ব্যাপারটি দ্রুত মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করলে মানুষ কা'বার পাদদেশে তাঁর হাতে আনুগত্য ও অনুসরণের বায়আত করবে।
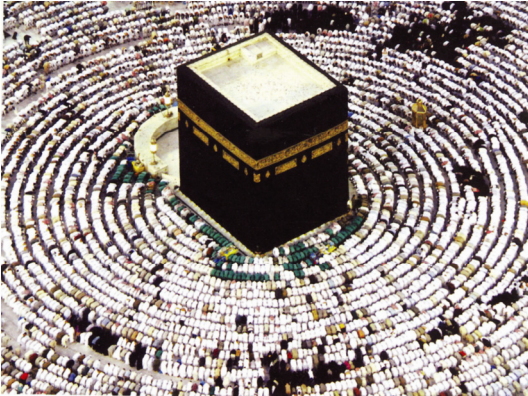
সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ؛ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيْفَةٍ، ثُمَّ لاَ يَصِيْرُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُوْنَكُمْ قَتْلاً لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ ... فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ، وَلَوْ حَبْوًا عَلَىٰ الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ

"তোমাদের ধন-ভাণ্ডার গ্রাসের জন্য তিন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে। সবাই খলীফার সন্ত ান। কিন্তু কেউ তা শেষ পর্যন্ত দখল করতে পারবে না। অতঃপর পূর্ব দিক থেকে কয়েকটি কালো ঝাণ্ডা বের হবে। তারা তোমাদের সাথে এমন কঠিন যুদ্ধ করবে যা

কেউ ইতিপূর্বে করেনি। ... যখন তোমরা তাঁকে (মাহদীকে) দেখবে তাঁর হাতে বায়আত করবে। এমনকি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর হাতে বায়আত করবে। কারণ, তিনি হবেন আল্লাহ'র খলীফা মাহদী"।

(ইবনু মাজাহ ২/১৩৬৭ হাদীস ৪০৮৪ 'হাকিম ৪/৪৬৩-৪৬৪)

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "নিহায়াহ" নামক কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় বলেন: ইবনু মাজাহ তা এককভাবে বর্ণনা করেন। তবে তাঁর সনদ বা বর্ণনসূত্রটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী।

আল্লামাহ বূসীরী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "যাওয়ায়িদ" নামক কিতাবের ১৪৪২ নং পৃষ্ঠায় বলেন: এ সনদ বা বর্ণনসূত্রটি বিশুদ্ধ। এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

ইমাম 'হাকিমও এ হাদীসটি তাঁর "মুসতাদরাক" নামক কিতাবের ৪/৪৬৩/৪৮৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করে বলেন: ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি বিশুদ্ধ। তবে ইমাম আহমাদ, ইমাম যাহাবী ও অন্যান্যরা হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এমনটি ইবনুল-যাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে বানোয়াট বলেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা:

كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيْفَةٍ মানে, তিন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে। যাদের প্রত্যেকেরই অনুসারী থাকবে। এদের প্রত্যেকের পিতাই একদা রাষ্ট্রপতি ছিলো। তাই তারা নিজেদের পিতার রাজ্যের ন্যায় একটি একটি রাজ্য কামনা করবে।

كَنْزِكُمْ মানে, কা'বার ধন-ভাণ্ডার, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি। যা কা'বা শরীফের নিচে সংরক্ষিত আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেউ কেউ "কানয" বলতে খিলাফত বা ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ "কানয" বলতে "ফুরাত" নদীর তলদেশের স্বর্ণের পাহাড়কে বুঝিয়েছেন। যা একদা প্রকাশ পাবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, মাহদী বের হবেন মক্কা থেকে আর কালো ঝাণ্ডাগুলো আসবে পূর্ব দিক তথা খুরাসান থেকে। এমন হবে কেন? তেমনিভাবে মাহদীর সমর্থক ঝাণ্ডাগুলো কালো হবে কেন?

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: পূর্বের কিছু লোক তাঁর সহযোগিতা করে তাঁকে পরিপূর্ণ ক্ষমতাশীল করবেন। তাদের ঝাণ্ডাগুলো হবে কালো আর কালো রংই তো গাম্ভীর্যের নিদর্শন। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঝাণ্ডাও তো ছিলো কালো। তাঁর ঝাণ্ডাখানার নাম ছিলো 'উক্বাব। (নিহায়াহ: ১/২৯-৩০)

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ الْـمَهْدِيُّ، يَسْقِيْهِ اللهُ الْغَيْثَ، وَتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطَىٰ الْـمَالُ صِحَاحًا، وَتَكْثُرُ الْـمَاشِيَةُ، وَتَعْظُمُ الأُمَّةُ، يَعِيْشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا يَعْنِيْ حِجَجًا

"আমার উম্মতের শেষাংশে মাহদী বেরুবে। আল্লাহ তা'আলা সে যুগে প্রচুর লাভজনক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যমিন প্রচুর ফসল দিবে। সম্পদের ন্যায্য বন্টন হবে। ছাগল-উট বেড়ে যাবে। উম্মতে মুসলিমাহ তখন শক্তিশালী হবে। সে তখন সাত বা আট বছর বেঁচে থাকবে"। (হাকিম ৪/৫৫৭-৫৫৮)

অন্য বর্ণনায় আছে,

ثُمَّ لاَ خَيْرَ فِيْ الْـحَيَاةِ بَعْدَهُ

"তার মৃত্যুর পর জীবনের কোন মূল্য থাকবে না"। (আহমাদ: ৩/৩৭)

يُعْطَى الْـمَالُ صِحَاحًا মানে, তখন সম্পদের ন্যায্য বন্টন হবে।

উক্ত বর্ণনাগুলো থেকে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, মাহদীর মৃত্যুর পর আবারো ভয়াবহ ফিতনা শুরু হবে।

ইমাম ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইমাম মাহদীর ব্যাপারটি সুপ্রসিদ্ধ। এমনকি তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো মুসতাফীজ (বর্ণনসূত্রের সর্ব স্তরে ২ জন বর্ণনাকারী) বরং মুতাওয়াতির (বর্ণনসূত্রের সর্ব স্তরে এমন সংখ্যক লোক রয়েছে যাদের সবাই এক যোগে মিথ্যা বলা একেবারেই অসম্ভব)। বরং এর কোনটিতে কোন রকম দুর্বলতা থাকলেও অন্য বর্ণনা একে শক্তিশালী করে তুলেছে। একাধিক আলিম এ হাদীসগুলো মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারটি বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ এ হাদীসগুলো অর্থের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির। কারণ, এর বর্ণনসূত্র অনেক। উপরন্তু এর উৎস, বর্ণনাকারী

সাহাবী ও অন্যান্যরা এবং এর শব্দসমূহ বিভিন্ন ধরনের। সকল বর্ণনা নিশ্চিতভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, এতে যে ব্যক্তির ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হয়েছে তা বাস্তব। তাঁর বের হওয়া সত্য। তিনি হলেন মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আলাওয়ী আল-'হাসানী। তিনি 'হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সন্তান। তিনি শেষ যুগে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য একটি রহমত স্বরূপ। তিনি বের হয়ে সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। সকল যুলুম ও অত্যাচার বিদূরিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর মাধ্যমে এ উম্মতের উপর একটি কল্যাণের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন। তা হবে ইনসাফ, হিদায়াত, তাওফীক্ব ও মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর ঝাণ্ডা।

(আর-রাদ্দু আলা মান কাযযাবা বিল-আহাদীসিস-সা'হীহাহ আল-ওয়ারিদাহ ফিল-মাহদী: ১৫৭-১৫৯)

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীস সমূহঃ

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের হাদীসগুলো দু' প্রকারঃ

যে হাদীসগুলোতে সরাসরি মাহদী শব্দটি রয়েছে।

যে হাদীসগুলোতে সরাসরি তাঁর নাম নেই। তবে তাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি এখানে এ হাদীসগুলোর কিয়দংশ বর্ণনা করবো। যা শেষ যুগে তাঁর আবির্ভাবের ব্যাপারটি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। যা কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামতও বটে।

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীস সর্ব মোট পঞ্চাশটি। তার মধ্যে রয়েছে কিছু বিশুদ্ধ। কিছু 'হাসান। আবার কিছু সাপোর্টকৃত দুর্বল।

উপরন্তু এ সংক্রান্ত সাহাবীদের নিজস্ব বর্ণনা রয়েছে ২৮ টি।

আল্লামাহ সাফারিনী, সিদ্দীক হাসান খান ও 'হাফিয আ-বাররী বলেনঃ মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির।

(লাওয়ামিউল-আনওয়ারিল-বাহিয়্যাহঃ ২/৮৪ আল-ইযাআহ লিমা কানা ওয়া মা ইয়াকূনু বাইনা ইয়াদায়িস-সাআহঃ ১১২-১১৩ আল-মানারুল-মুনীফঃ ১৪২)

যা ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপঃ

১. আবু সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ الْـمَهْدِيُّ، يَسْقِيْهِ اللهُ الْغَيْـثَ، وَتُخْـرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَـهَا، وَيُعْطَىٰ الْـمَالُ صِحَاحًا، وَتَكْثُرُ الْـمَاشِيَةُ، وَتَعْظُمُ الأُمَّةُ، يَعِيْشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا يَعْنِيْ حِجَجًا

"আমার উম্মতের শেষাংশে মাহদী বেরুবে। আল্লাহ তা'আলা সে যুগে প্রচুর লাভজনক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যমিন প্রচুর ফসল দিবে। সম্পদের ন্যায্য বন্টন হবে। ছাগল-উট বেড়ে যাবে। উম্মতে মুসলিমাহ তখন শক্তিশালী হবে। সে তখন সাত বা আট বছর বেঁচে থাকবে"। (হাকিম ৪/৫৫৭-৫৫৮)

২. আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أُبَشِّرُكُمْ بِالْـمَهْدِيْ، يُبْعَثُ عَلَىٰ اخْتِلاَفٍ مِنَ النَّاسِ وَزَلاَزِلَ، فَيَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَّعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جُوْرًا وَّظُلْمًا، يَرْضَىٰ عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الأَرْضِ، يُقَسِّمُ الْـمَالُ صِحَاحًا، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا صِحَاحًا؟ قَالَ: بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: وَيَمْـلأُ اللهُ قُلُوْبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ غِنًى، وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ، حَتَّىٰ يَأْمُرَ مُنَادِيًا، فَيُنَادِيْ، فَيَقُوْلُ: مَنْ لَهُ فِيْ مَالٍ حَاجَـةٌ؟ فَمَا يَقُوْمُ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ رَجُلٌ، فَيَقُوْلُ: ائْتِ السَّدَّانَ يَعْنِيْ الْـخَازِنَ، فَقُلْ لَـهُ: إِنَّ الْـمَهْدِيَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِيَنِيْ مَالاً، فَيَقُوْلُ لَهُ: احْثُ، حَتَّىٰ إِذَا حَجَرَهُ وَأَبْرَزَهُ نَدِمَ، فَيَقُوْلُ: كُنْتُ أَجْشَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ نَفْسًا، أَوَ عَجِزَ عَنِّيْ مَا وَسِعَهُمْ؟!، قَالَ: فَيَرُدُّهُ، فَلاَ يُقْبَلُ مِنْـهُ، فَيُقَـالُ لَـهُ: إِنَّـا لاَ نَأْخُذُ شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ، فَيَكُوْنُ كَذَلِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ، أَوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ، أَوْ تِسْعَ سِنِيْنَ، ثُـمَّ لاَ خَيْـرَ لِلْعَيْشِ بَعْدَهُ، أَوْ ثُمَّ لاَ خَيْرَ فِيْ الْحَيَاةِ بَعْدَهُ

"আমি তোমাদেরকে মাহদীর সুসংবাদ দিচ্ছি। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও ভূমিকম্প যখন বেড়ে যাবে তখনই সে প্রেরিত হবে। তখন সে পুরো বিশ্ব ন্যায় ও ইনসাফে ভরে দিবে যেমনিভাবে তা ভরে দেয়া হয়েছিলো অন্যায় ও অত্যাচারে। তার উপর ফেরেশতারা যেমন সন্তুষ্ট থাকবেন তেমন মানুষও। তখন সম্পদের সুষম বন্টন হবে। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর সমূহ অমুখাপেক্ষিতায় ভরে দিবেন। মাহদীর ইনসাফই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। একদা সে জনৈক ব্যক্তিকে পাঠাবে

মানুষকে এ কথা ডেকে বলে দিতে যে, কার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে? তখন একটি মাত্র লোক দাঁড়িয়ে বলবে: আমার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। তখন সে বলবে: সম্পদের প্রয়োজন থাকলে আমার কোষাধ্যক্ষকে গিয়ে বলবে: মাহদী তোমাকে আদেশ করছেন আমাকে সম্পদ দিতে। তখন সে বলবে: যা পারো অঞ্জলী ভরে নিয়ে নাও। যখন সে নিতে নিতে সম্পদের একটি স্তূপ বানিয়ে ফেলবে তখন সে লজ্জিত হয়ে বলবে: বস্তুতঃ আমিই তো এ উম্মতের মধ্যকার লোভী মানুষটি। যা বন্টন করা হচ্ছে তা সবার যথেষ্ট আমার যথেষ্ট হবে না কেন?! তখন সে তা ফেরত দিবে। কিন্তু তা আর ফেরত নেয়া হবে না। বরং তাকে বলা হবে: আমরা যা কাউকে একবার দেই তা আর ফেরত নেই না। এভাবেই সে সাত, আট বা নয় বছর কাটিয়ে দিবে। তার ইন্তিকালের পর দুনিয়াতে বেঁচে থাকায় আর কোন ফায়েদা নেই"।

(আহমাদ ৩/৩৭ মাজমা'উযযাওয়ায়িদ: ৭/১৮০ ৭/৩১৩-৩১৪)

احْثُ। মানে, দু' হাত ভরে নিয়ে নাও। গণনা বা হিসাবের কোন প্রয়োজন নেই।

حَجَرَهُ وَأَبْرَزَهُ মানে, কিছু মাল সে চয়ন করে তার সামনে রাখলো। যাতে করে তা কাপড় ইত্যাদিতে ভরে নিজের আয়ত্তে নিয়ে যাওয়া যায়।

কারো কারোর নিকট উপরোক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে আল্লামাহ হাইসামী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، يُصْلِحُهُ اللهُ فِيْ لَيْلَةٍ

"মাহদী আমারই বংশধর হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে একই রাত্রে উপযুক্ত বানিয়ে দিবেন"। (আহমাদ ২/৫৮ ইবনু মাজাহ ২/১৩৬৭)

يُصْلِحُهُ اللهُ فِيْ لَيْلَةٍ হয়তো বা এর মানে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খিলাফতের উপযুক্ত বানিয়ে দিবেন। তাঁকে ক্ষমতা পরিচালনার তাওফীক্ব দিবেন। তাঁকে সঠিক পথ দেখাবেন। তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও কৌশল দান করবেন যা তাঁর মাঝে ইতিপূর্বে ছিলো না।

কারো কারোর মতে এর মানে, একই রাতে তথা রাতের এক ঘন্টার ভেতর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল ব্যাপার ঠিক করে দিবেন। তাঁর যথেষ্ট সম্মান বাড়িয়ে

দিবেন। সে সময়কার সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁর খিলাফতের ব্যাপারে একমত হবেন। (মিরক্বাত: ৫/১৮০)

এর মানে এই যে, ইমাম মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাহদী নিজেই বলতে পারবেন না যে, হাদীসগুলোতে বর্ণিত মাহদী তিনি নিজেই। যতক্ষণ না সকল মানুষ তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত করে। তিনি ইতিপূর্বে খিলাফতের দাবি করবেন না। এমনকি তিনি নিজকে এর উপযুক্ত বলেও মনে করবেন না। এ জন্যই মানুষ তো তাঁর হাতে বায়আত করবে। অথচ তিনি তা পছন্দ করবেন না।

يُصْلِحُهُ اللهُ فِيْ لَيْلَةٍ এর মানে এ নয় যে, তিনি পথভ্রষ্ট পাপী হবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক রাতের মধ্যে হিদায়াত দিয়ে মানুষকে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ করে দিবেন। না, এমন হতেই পারে না। কারণ, ইমাম মাহদী মানুষকে সম্পূর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণেই পরিচালিত করবেন। তিনি তাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবেন। ফতোয়া দিবেন। এমনকি যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আর এ জাতীয় জ্ঞান একমাত্র ওহীর মাধ্যম ছাড়া একই রাতে দুনিয়ার কারোর পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভবপর নয়। ওহী তো কেবল নবীদেরই হয়ে থাকে। আর তিনি তো নবী নন।

তা হলে يُصْلِحُهُ اللهُ فِيْ لَيْلَةٍ এর অর্থ হলো: আল্লাহ তা'আলা একই রাতে তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করবেন যে, তিনিই হলেন হাদীসে বর্ণিত সে মাহদী। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মানব নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য দিবেন।

৪. উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِيْ، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

"মাহদী তো আমারই বংশধর; ফাতিমার সন্তান"।

(আবু দাউদ ১১/৩৭৩ হাদীস ৪২৮৪ ইবনু মাজাহ ২/১৩৬৮)

مِنْ عِتْرَتِيْ মানে, সে আমার পরিবার ও সন্তানদের এক জন।

مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ মানে, সে ফাতিমার বংশধর।

৫. জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَنْزِلُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمُ الْمَهْدِيُّ: تَعَالَ صَلِّ بِنَا، فَيَقُوْلُ: لاَ، إِنَّ بَعْضَهُمْ أَمِيْرُ بَعْضٍ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام অবতীর্ণ হবেন। তখন মোসলমানদের আমীর মাহদী ঈসা عليه السلام কে উদ্দেশ্য করে বলবে: আসুন, নামাযের ইমামতি করুন। তখন তিনি বলবেন: না, বরং উম্মাতে মুহাম্মাদীরা একে অপরের আমীর। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের প্রতি এক বিরাট সম্মান।

(আহমাদ: ৩/৩৪৫ মুসলিম, হাদীস ১৫৬ আল-মানারুল মুনীফ/ইবনুল ক্বাইয়িম ১৪৭-১৪৮ আল-'হাভী/সুয়ূতী ২/৬৪)

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল ইমাম মাহদীর যুগেই বের হবে। এরপর ঈসা عليه السلام অবতীর্ণ হবেন দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য। তখনো ইমাম মাহদী মু'মিনদের সেনাপতি। আর তখনই ঈসা عليه السلام ও অন্যান্য মু'মিনরা ইমাম মাহদীর পেছনেই সালাত আদায় করবেন।

৬. আবু সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مِنَّا الَّذِيْ يُصَلِّيْ عِيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ

"সে আমারই বংশধর যার পেছনে ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام সালাত আদায় করবেন"। (সহীহুল জামি', হাদীস ৫৭৯৬)

এর মানে এই যে, ইমাম মাহদী মোসলমানদের নামাযের ইমামতি করবেন। আর মুক্তাদিদের কাতারে থাকবেন ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام।

৭. আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيْهِ رَجُلاً مِنِّيْ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ، وَاسْمُ أَبِيْهِ اسْمَ أَبِيْ

"যদি দুনিয়ার একটি দিনও বাকি থাকে তা হলেও আল্লাহ তা'আলা সে দিনটিকেই দীর্ঘায়িত করে আমার বংশ তথা আমার পরিবারবর্গের জনৈক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন। যার নাম হবে আমারই নাম। আর তার পিতার নামও হবে আমার পিতারই নাম"।

(তিরমিযী, হাদীস ২২৩০ আবু দাউদ: ১১/৩৭০ হাদীস ৪২৮২ ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে তাঁর কিতাব "মিনহাজুস-সুন্নাহ": ৪/২১১ তে বিশুদ্ধ বলেছেন)

অতএব তাঁর নাম হবে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। এ হাদীস দ্বারা শিয়াদের কথা পুরোপুরি মিথ্যা প্রমাণিত হলো যারা বলে: তাঁর নাম হবে মু'হাম্মাদ বিন হাসান আল-আসকারী।

يَبْعَثُ মানে, আবির্ভূত করবেন।

"ফিত্‌র" নামক বর্ণনাকারীর বর্ণনায় রয়েছে,

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً .

"যদি সময়ের তথা দুনিয়ার একটি দিনও বাকি থাকে তা হলেও আল্লাহ তা'আলা সে দিনে আমার পরিবারবর্গের জনৈক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন। যে পুরো বিশ্ব ইনসাফে ভরে দিবে যেমনিভাবে তা ভরে দেয়া হয়েছিলো অত্যাচারে"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৮৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لاَ تَذْهَبُ أَوْ لاَ تَنْقَضِيْ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ .

"দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না আরবদের অধিপতি হবে আমারই বংশের একজন। যার নাম হবে আমারই নাম"। (আবু দাউদ, হাদীস ৪২৮২)

حَتَّىٰ يَمْلِكَ الْعَرَبَ মানে, তিনি সকল মোসলমানের রাষ্ট্রপতি হবেন। চাই তারা আরব হোক অথবা অনারব।

তবে হাদীসে আরবদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তিনি সর্ব প্রথম আরবদেরই রাষ্ট্রপতি হবেন। তিনি সর্ব প্রথম মক্কা-মদীনায় আবির্ভূত হবেন। তাই সর্ব প্রথম আরবরাই তাঁর অনুসারী হবে। অতঃপর অন্যান্য মোসলমানরা।

উপরন্তু প্রতিটি মোসলমানকেই আরবী বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কারণ, প্রতিটি মোসলমানই তো কুরআন পড়তে পারে তথা আরবী ভাষা জানে।

(মিরক্বাত: ৫/১৭৯)

৮. যির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلِيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيْ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আমার পরিবারবর্গের জনৈক ব্যক্তি (মোসলমানদের) প্রশাসক হবে। যার নাম হবে আমারই নাম"। (আহমাদ: ১/৩৭৬)

৯. আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً .

"যদি সময়ের তথা দুনিয়ার একটি দিনও বাকি থাকে তা হলেও আল্লাহ তা'আলা সে দিনে আমার পরিবারবর্গের জনৈক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন। যে পুরো বিশ্ব ইনসাফে ভরে দিবে যেমনিভাবে তা ভরে দেয়া হয়েছিলো অত্যাচারে"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৮৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلاً مِنَّا، يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً .

"যদি দুনিয়ার একটি দিনও বাকি থাকে তা হলেও আল্লাহ তা'আলা সে দিনে আমাদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন। যে পুরো বিশ্ব ইনসাফে ভরে দিবে যেমনিভাবে তা ভরে দেয়া হয়েছিলো অত্যাচারে"। (আহমাদ: ১/৯৯)

উক্ত হাদীসগুলো মাহদী সম্পর্কে সুস্পষ্ট। তাতে তাঁর নাম ও বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে।

আরো কিছু হাদীস এমন রয়েছে যা মাহদী সম্পর্কে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

১০. জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يُوْشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لاَ يُجْبَىٰ إِلَيْهِمْ قَفِيْزٌ وَلاَ دِرْهَمٌ قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُوْنَ ذَاكَ .
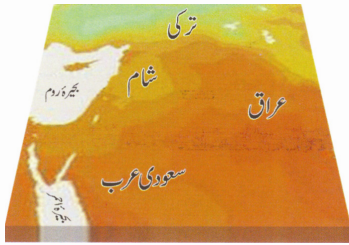
"অচিরেই ইরাকবাসীর নিকট ক্বাফীয (মাপের একটি মাধ্যম) ও দিরহাম আমদানী করা হবে না। আমরা বললাম: কোথায় থেকে? তিনি বললেন: অনারবদের থেকে"।

قَفِيْزٌ মানে, 'ইরাকবাসীদের একটি মাপের মাধ্যম। যেমন: আমরা বলে থাকি: সা', কিলো ও টন।

دِرْهَمٌ মানে, রুপার একটি মুদ্রা যা আগের যুগে প্রচলিত ছিলো।

مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ আজাম বলতে অনারবকেই বুঝানো হয়। চাই তারা আরবী বলতে পারুক বা নাই পারুক। পরবর্তীতে এ শব্দটি পারস্যদের নামে রূপান্তরিত হয়।

এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

يُوْشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لاَ يُجْبَىٰ إِلَيْهِمْ دِيْنَارٌ وَلاَ مُدْيٌ قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّوْمِ

"অচিরেই সিরিয়াবাসীর নিকট দীনার ও মুদী (মাপের একটি মাধ্যম) আমদানী করা হবে না। আমরা বললাম: কোথায় থেকে? তিনি বললেন: রোমানদের থেকে"।

دِيْنَارٌ মানে, একটি স্বর্ণের মুদ্রা।

مُدْيٌ মানে, শাম তথা সিরিয়াবাসীদের একটি মাপের মাধ্যম। যেমন: আমরা বলে থাকি: সা', কিলো ও টন।

পরিশেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটু চুপ থেকে আবারো বললেন:

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ أُمَّتِيْ خَلِيْفَةٌ يَحْثِيْ الْـمَالَ حَثْيًا، وَلاَ يَعُدُّهُ عَدًّا .

"আমার উম্মতের শেষাংশে এমন একজন খলীফা আসবেন যিনি মানুষকে ধন-সম্পদ দু' হাতে তথা অঞ্জলি ভরে দিবেন। তিনি কখনো তা গণবেন না।

(মুসলিম, হাদীস ২৯১৩)

বর্ণনাকারী জারীরি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমি আবু নাযরাহ ও আবুল-আলা (রাহিমাহুমাল্লাহ) কে বললাম: আপনারা কি মনে করেন উক্ত খলীফা বলতে 'উমর বিন আব্দুল আজীজকে বুঝানো হচ্ছে? তাঁরা বললেন: না।

বরং ইনি হচ্ছেন ইমাম মাহদী। আগের হাদীসগুলোতে যাঁর নাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, তাঁর যুগে বেশি বেশি বিজয় ও গনীমত সঞ্চিত হবে। উপরন্তু তিনি হবেন দানশীল ও সবার জন্য কল্যাণকামী।

১১. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমের মাঝে এক ব্যতিক্রমী আচরণ করলেন। আমরা বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনি আজ ঘুমের মাঝে এমন এক আচরণ করলেন যা ইতিপূর্বে আর কখনো করেননি? তখন তিনি বললেন:

الْعَجَبُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِيْ يَؤُمُّوْنَ الْبَيْتَ، بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَـجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ الطَّرِيْقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ، قَالَ: نَعَمْ، فِيهِمْ الْـمُسْتَبْصِرُ وَالْـمَجْبُوْرُ وَابْنُ السَّبِيْلِ، يَهْلِكُوْنَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شَتَّىٰ، يَبْعَثُهُمْ اللهُ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ .

"একটি মহা আশ্চর্যের ব্যাপার দেখলাম তাই। আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক

মানুষ এ ঘর তথা কা'বা অভিমুখে রওয়ানা করবে কুরাইশ বংশের জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে। যে এ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। যখন তারা বাইদা' তথা মরু এলাকায় পৌঁছুবে তখন তাদেরকে ধসিয়ে দেয়া হবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! একটি রাস্তা তো অনেক মানুষকেই জড়ো করে। তিনি বললেন: হ্যাঁ। তাদের কেউ তো আছে যারা বুঝে-শুনে এসেছে। আর কেউ রয়েছে বাধ্য কিংবা পথিক। তারা সবাই একসাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে তারা (কিয়ামতের দিন) উঠার সময় ভিন্ন ভিন্ন জায়গা দিয়েই উঠবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে উঠাবেন তাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতেই। (মুসলিম, হাদীস ২৮৮২, ২৮৮৪)

اَلْمُسْتَبْصِرُ মানে, যে ব্যক্তি জেনেশুনে স্বেচ্ছায় যে কোন পদক্ষেপ নেয়।

اَلْمَجْبُوْرُ মানে, যে ব্যক্তি অন্যের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বেচ্ছায় নয়।

তা হলে হাদীসটির মূল অর্থ এ দাঁড়ায় যে, উক্ত সেনাবাহিনীর সবাই একই সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে কিয়ামতের দিন তারা বিভিন্ন উৎস ও অবস্থার বিবেচনায় বিবেচিত হবে। কেউ জান্নাতে যাবে। আর কেউ জাহান্নামে। তাদের আমল ও নিয়্যাত অনুযায়ী।

১২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوْهُ فَلاَ يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِيْ الْحَبَشَةُ، فَيُخْرِبُوْنَهُ خَرَابًا لاَ يُعَمَّرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَخْرِجُوْنَ كَنْزَهُ

“রুকন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে জনৈক ব্যক্তির জন্য বায়আত গ্রহণ করা হবে। তখন কা'বা শরীফের অবমাননা একমাত্র মোসলমানরাই করবে। যখন কা'বার অবমাননা করা হবে তখন আর আরবদের ধ্বংসের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। অতঃপর ইথিওপীয়রা আসবে। তারা কা'বা শরীফ ধ্বংস করে দিবে। যার পর আর কখনো কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করা হবে না এবং তারাই কা'বার সকল রক্ষিত ধন-ভাণ্ডার বের করে নিয়ে যাবে”। (আহমাদ: ২/২৯১, ৩১২ ১৫/৩৫)

১৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

"তোমাদের কেমন লাগবে! যখন ঈসা বিন মারইয়াম ﷺ তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন। তখন তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবেন"।

(বুখারী, হাদীস ৩৪৪৯ মুসলিম, হাদীস ১৫৫)

উক্ত হাদীসে ইমাম বলতে মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ মাহদীকে বুঝানো হয়েছে। যা ৫ নম্বরে বর্ণিত জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১৪. জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَىٰ الْـحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ، فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمْ: تَعَالَ، صَلِّ لَنَا، فَيَقُوْلُ: لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

"সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর যুদ্ধ করে জয়ী হবে। অতঃপর ঈসা বিন মারইয়াম ﷺ অবতীর্ণ হবেন। তখন মুসলমানদের আমীর বলবে: আসুন, নামাযের ইমামতি করুন। তখন তিনি বলবেন: না, বরং তোমাদের মধ্য থেকেই হবে একে অপরের আমীর। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের প্রতি এক বিরাট সম্মান"। (আহমাদ: ৩/৩৪৫, ৩৮৪ মুসলিম, হাদীস ১৫৬)

উক্ত হাদীসেও আমীর বলতে ইমাম মাহদীকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি সালাতের ইমামও হবেন।

ইমাম মাহদীর পেছনে ঈসা ﷺ এর সালাত আদায় এটা প্রমাণ করে না যে, তিনি ঈসা ﷺ এর চেয়েও উত্তম। বরং আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর মৃত্যুর আগের অসুস্থতার সময় আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পেছনে সালাত আদায় করেছেন।

(তিরমিযী, হাদীস ৩৬২)

তেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পেছনেও সালাত আদায় করেছেন। (মুসলিম, হাদীস ২৭৪)

ঈসা ﷺ মু'হাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের কারোর পেছনে সালাত আদায় করে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি মু'হাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারী হিসেবেই অবতরণ করেছেন। তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী তিনি ফায়সালা করবেন। এরপর থেকে ইমাম মাহদী ঈসা ﷺ এর পেছনে সালাত আদায় করবেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীতেই যোগ দিবেন।

১৫. জাবির বিন সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা নিজ

পিতার সাথে নবী ﷺ এর নিকট গেলে তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেয়েছি তিনি বলেন:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لاَ يَنْقَضِيْ حَتَّىٰ يَمْضِيَ فِيْهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً، قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لِأَبِيْ: مَا قَالَ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

"এ দুনিয়ার প্রশাসন নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ না তাদের মাঝে বারো জন খলীফা আসবে। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর নবী ﷺ কী যেন বললেন যা আমি স্পষ্ট শুনতে পাইনি। তখন আমি নিজ পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম: নবী ﷺ এরপর কী বললেন? তিনি বললেন: নবী ﷺ বললেন: তারা সবাই কুরাইশ বংশেরই হবে"।

(মুসলিম, হাদীস ১৮২১)

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই বারো জন ন্যায় পরায়ণ খলীফা আসবেন। তবে তাঁরা শিয়াদের বারো ইমাম নন। কারণ, তাঁদের অনেকেই প্রশাসনে ছিলেন না। আর এঁরা কুরাইশ বংশেরই হবেন এবং প্রশাসক হয়ে মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। (ইবনু কাসীর: ৬/৭৮ নূর: ৫৫)

১৬. হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوْنَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيُنَادِيْ أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ، فَلاَ يَبْقَىٰ إِلاَّ الشَّرِيْدُ الَّذِيْ يُخْبِرُ عَنْهُمْ

"নিশ্চয়ই একদা এ কা'বা ঘরটিকে ধ্বংস করার জন্য তার অভিমুখে একটি সেনাদল রওয়ানা করবে। যখন তারা যমিনের মরু এলাকায় পৌঁছুবে তখন তাদের মধ্যভাগকে যমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় বাহিনীর শুরুর অংশ শেষাংশকে ডাকতে থাকবে। আর এ দিকে সবাইকে তখন যমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে। একমাত্র পালিয়ে যাওয়া লোকটিই বেঁচে থাকবে। আর সে লোকটিই তখন তাদের ব্যাপারে সংবাদ দিবে। (মুসলিম, হাদীস ২৮৮৩)

الشَّرِيْدُ। মানে, শুধুমাত্র একটি লোকই এ ভূমিধস থেকে রক্ষা পাবে। আর সেই তখন মানুষকে ধসে যাওয়া বাহিনীর সংবাদ দিবে।

১৭. উম্মুল-মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

يَكُوْنُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنْ

أَهْلِ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْـمَدِينَةِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْـمَقَامِ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، وَالْـخَيْبَةُ لِـمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْـمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْـمُسْلِمُونَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: تِسْعَ سِنِيْنَ .

"এক জন খলীফার মৃত্যুতে মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে। তখন মদীনাবাসীদের জনৈক ব্যক্তি মক্কার দিকে পালিয়ে যাবে। মক্কাবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক তার কাছে এসে তাকে জোর পূর্বক ঘর থেকে বের করে এনে রুকন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। তার বিরুদ্ধে সিরিয়াবাসীদের একটি সেনাদল পাঠানো হলে তাদেরকে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী মরু এলাকায় ধসিয়ে দেয়া হবে। মানুষরা যখন এ ব্যাপারটি দেখবে তখন তার নিকট সিরিয়া এলাকার ওলী-বুযুর্গ ও ইরাক এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রুকন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে কুরাইশ বংশের জনৈক ব্যক্তি যার মামারা কালব বংশের সে মাহদীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। এমনকি সে মাহদীর সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি সেনাদলও পাঠাবে। তখন মাহদীর সহযোগীরা তাদের উপর জয়ী হবে। এ সেনাদলটি বানূ কালবের সেনাদল নামে পরিচিত। সে ব্যক্তি সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত যে বানূ কালবের গনীমত বন্টনের সময় সেখানে উপস্থিত থাকবে না। মাহদী তখন মানুষের মাঝে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করবে এবং তাদের সাথে তাদের নবীর সুন্নাত অনুযায়ী আচরণ করবে। আর তখনই ইসলাম ধর্ম যমিনে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সাত বছর সে এভাবে দুনিয়াতে অবস্থান করে পরিশেষে মৃত্যু বরণ করবে। মোসলমানরা তার জানাযার নামায পড়বে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে নয় বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবে।
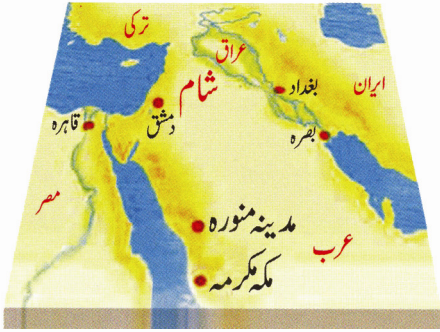
(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৮৬ আহমাদ, হাদীস ২৫৪৬৭ ইবনু আবী শাইবাহ: ৮/৬০৯ তাবারানী: ২৩/২৯৫, ৩৮৯ হাকিম: ৪/৪৭৮)

بَعْثٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ মানে, সিরিয়াবাসীদের একটি সেনাদল।

بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ মানে, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক মরু এলাকায়।

أَبْدَالُ الشَّامِ মানে, সিরিয়া এলাকার ইবাদাতগুযার ও ওলী-বুযুর্গরা।

عَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ মানে, ইরাকবাসীদের নেককার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

أَخْوَالُهُ كَلْبٌ "কালব" আরবদের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম।

فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ মানে, ইমাম মাহদীর সহযোগীরা বানূ কালবের সেনাদলের উপর জয়ী হবে।

الْخَيْبَةُ মানে, লস ও ক্ষতিগ্রস্ততা।

بِجِرَانِهِ فِيْ الْأَرْضِ মানে, ইসলাম তার দাপট ও প্রতিপত্তি নিয়ে যমিনে শিকড় গেঁড়ে বসবে। মূলতঃ "জিরান" বলতে গলাকে বুঝানো হয়। ইসলামের ভিত্তি ও তার দৃঢ় অবস্থানকে উটের ছবির সাথে তুলনা করা হয়েছে যখন উট যমিনে বসে তার গলাটি যমিনে বিছিয়ে দেয়।

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীসগুলো একান্তই সত্য। তাতে কোন ধরনের সন্দেহ নেই। হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন ৩০ জন সাহাবী। সকল হাদীস বর্ণনাকারী ও সংকলক নিজ নিজ হাদীসের কিতাব ও মুসনাদে তা বর্ণনা করেছেন। এমনকি সকল লেখক তা কর্তৃক প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। যার দরুন মাহদীর আবির্ভাবের বিশ্বাসটুকু আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআর ঐকমত্যের বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি কোন কোন ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে মুতাওয়াতির বলে বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ ইমাম সাফারিনী, শাওকানী ও মু'হাম্মাদ সিদ্দীক হাসান খান (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

(লাওয়ামিউল-আনওয়ারিল-বাহিয়্যাহঃ ২/৮০ আল-ইযাআহ লিআশরাতিস-সাআহঃ ১১৪, ১১৫)

এক দৃষ্টিতে মাহদীর দাবিদারদের বর্ণনা:

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যুগে যুগে মোসলমানরা যখন বিভক্তি ও যুলুমের শিকার হয়েছে। এমনকি যুলুম-অত্যাচার যখন প্রশাসকদের পক্ষ থেকেও বিস্তার লাভ করেছে তখন মোসলমানদের কেউ কেউ মাহদীর দাবি করে বসেছে। আবার কতক মানুষ তা বিশ্বাসও করেছে। তাদের কয়েকজন নিম্নরূপ:

১. শিয়া রাফিযীরা বিশ্বাস করে যে, তারা জনৈক মাহদীর অপেক্ষা করছে। যিনি হবেন তাদের বারোতম ইমাম। তারা তাঁর নাম দিয়েছে মু'হাম্মাদ বিন হাসান আল-আসকারী বলে। তাদের ধারণা মতে তিনি হবেন হুসাইন বিন আলীর সন্তান। হাসান বিন আলীর সন্তান নন।

তারা আরো বিশ্বাস করে যে,

ক. তিনি এক হাজার বছরের আরো আগে তথা ২৬০ হিজরীতে একদা সা-মুররা এলাকার এক গুহায় প্রবেশ করেছেন।

খ. যখন তিনি গুহায় প্রবেশ করেছেন তখন তাঁর বয়স ছিলো ৫ বছর। তখন থেকে তিনি এ গুহাতেই বসবাস করছেন। এখনো তিনি মরেননি। বরং তিনি শেষ যুগে এখান থেকে বের হবেন।

গ. তারা এ কথাও বিশ্বাস করে যে, তিনি শহরে-বন্দরে তথা সর্ব জায়গায় বিরাজমান। সকল মানুষের সার্বিক অবস্থা তিনি জানেন। তবে তাঁকে দেখা যায় না।

তাদের এ জাতীয় কথা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। এর কোন প্রমাণই নেই। না এ কথাটি যুক্তিগ্রাহ্য। এটি মানব সম্পর্কীয় আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম বিরোধী। আল্লাহ তা'আলার নবী ও রাসূলগণ তাঁর নিকট সৃষ্টির সেরা। তারপরও তাঁরা মৃতুবরণ করেছেন। তা হলে আল্লাহ তা'আলা কেন নবী ও রাসূলগণকে মৃত্যু দিয়ে রাফিযীদের মাহদীকে এক হাজারেরও বেশি সময় ধরে বাঁচিয়ে রাখবেন।

এ ছাড়াও তিনিই বা কেন এতো দীর্ঘ সময় জীবিত থেকেও মানুষের তথা তাঁর ভক্তদের চোখের অন্তরালে চলে যাবেন। তিনি কেন সেখান থেকে বের হয়ে মানুষকে সৎ

কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন না। যা এ যুগে বেশি প্রয়োজন।
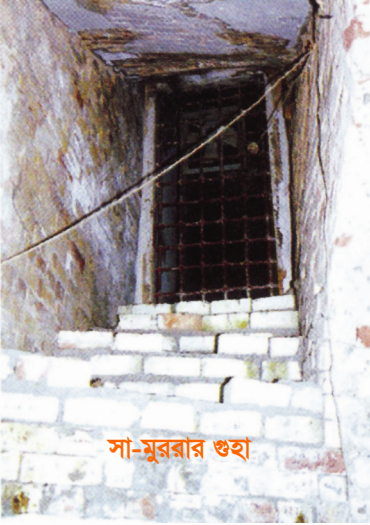
সা-মুররার গুহা

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসে বর্ণিত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাহদী সম্পর্কে বলেন: তাঁর আবির্ভাব হবে পূর্ব এলাকায়। সা-মুররার গুহা থেকে নয়। যা রাফিযী মূর্খরা ধারণা করছে। তারা ধারণা করছে, তিনি এখনো সেখানে আছেন। আর তারা শেষ যুগে তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। মূলতঃ এটা এক ধরনের পাগলের প্রলাপ। উপরন্তু শয়তানের পক্ষ থেকে একটি বিরাট লাঞ্ছনা। কারণ, এর কোন দলীল-প্রমাণ নেই। না কুরআন-হাদীস থেকে। না বুদ্ধি-বিবেক থেকে। (আন-নিহায়াহ: ১৭)

২. আব্দুল্লাহ বিন সাবা একদা দাবি করে যে, আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হলেন সেই অপেক্ষিত মাহদী। তার ধারণা, তিনি আবারো দুনিয়ায় ফিরে আসবেন।

৩. মুখ্‌তার বিন উবাইদ সাক্বাফীও একদা দাবি করে যে, মুহাম্মাদ বিন আল-'হানাফিয়্যাহ হলেন সেই অপেক্ষিত মাহদী। মুহাম্মাদ বিন আল-হানাফিয়্যাহ হলেন মু'হাম্মাদ বিন আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাঁকে ইবনুল-হানাফিয়্যাহও বলা হয় তাঁর মা খাওলাহ বিনতে জা'ফরের সাথে তাঁকে সম্পৃক্ত করে। যিনি বানূ 'হানীফাহ বংশেরই একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন আল-হানাফিয়্যাহ ৮১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

৪. কীসানিয়্যাহ সম্প্রদায়। যারা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্বাধীনকৃত গোলাম কীসানের অনুসারী। এটি একটি শিয়া সম্প্রদায়। তারা তাদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন আল-হানাফিয়্যাহ সম্পর্কে ধারণা করে যে, তিনি সকল কিছুই জানেন। তাদের একটি মৌলিক কথা হলো, ধর্ম মানেই কোন ব্যক্তির আনুগত্য। আর এ কথাই তাদেরকে শরীয়তের রুকনগুলোর অপব্যাখ্যা দিয়ে ব্যক্তিবর্গের উপর তা ফিট করার অপপ্রয়াসে উৎসাহিত করে। তাই তারা আব্দুল্লাহ বিন মুআবিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবূ তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাশীকে মাহদী বলে ধারণা করে।

৫. মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন আলী বিন আবূ তালিব (রাহিমাহুল্লাহ) একজন নফল রোযাদার ও তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিলো যুন-

নাফসিয-যাকিয়্যাহ। তিনি ১৪৫ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর একটি আন্দোলন ও অনেকগুলো অনুসারী ছিলো। তিনি সে যুগের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি চেয়েছিলেন। আব্বাসীয়রা তাঁর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যারা ছিলো সে যুগের প্রশাসকবর্গ। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ১০,০০০ সৈন্য পাঠিয়ে তাঁর আন্দোলনকে খতম করে দেয়। যুন-নাফসিয-যাকিয়্যাহ আব্বাসী খলীফা মানসূরের যুগে বের হন। বস্তুতঃ সে যুগে যুলুম ও অত্যাচার ব্যাপক আকার ধারণ করে।

৬. উবাইদুল্লাহ বিন মাইমূন আল-ক্বাদ্দাহও একদা মাহদী হওয়ার দাবি করে। সে ৩২৫ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করে। তার দাদা ছিলো ইহুদি। সে ক্বারামিতাহ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলো। যারা ৩১৭ হিজরীতে মোসলমানদেরকে হত্যা করে ও কা'বার হাজরে আসওয়াদ চুরি করে নিয়ে যায়। তারা মূলতঃ ইহুদি-খ্রিস্টানের চেয়েও আরো বড় কাফির।

তার ছেলেদের প্রচুর দাপট ও প্রতিপত্তি ছিলো। উপরন্তু তারা ছিলো প্রশাসকবর্গ। একদা তারা মিশর, মক্কা-মদীনা ও শাম এলাকা নিজেদের করায়ত্ত করে। এরপর তারা মিথ্যাভাবে নিজেদেরকে আলে বাইতের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবি করে। এমনকি তারা নিজেদেরকে ফাতিমার বংশধর বলে দাবি করতো। এ জন্য তাদেরকে ফাতিমী বলা হতো।

তারা শাফি'য়ী মাযহাবের বিচার-ব্যবস্থা দূরীভূত করে কবর ও মাযার প্রতিষ্ঠা করে। মূলতঃ তাদের মাধ্যমে মোসলমানদের উপর এক মহা বিপদ নেমে আসে।

ক্বারামিতাহ সম্প্রদায় বাহ্যতঃ ইসলাম প্রকাশ করলেও মূলতঃ তারা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নয়। তারা বস্তুতঃ সকল ধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছে। তাদের মতবাদ মূলতঃ অগ্নিপূজক ও তারোকাপূজারীদের মতবাদের সমন্বয়ে গঠিত।

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ফাতিমীদের ক্ষমতা ২৮০ বছরেরও বেশি সময় কার্যকর ছিলো। এদের মধ্যকার উবাইদুল্লাহ আল-কাদ্দাহ একদা নিজকে মাহদী বলে দাবি করে। এমনকি সে আল-মাহদিয়্যাহ নামক একটি শহরও গড়ে তোলে।

(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: ১২/৩৩১ তারীখুল ইসলাম: ২৪)

৭. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বারবারী তথা ইবনু তূমারত ৫১৪ হিজরীতে আবির্ভূত হয়ে নিজকে আলী বিন আবু তালিবের বংশধর তথা আলাওয়ী বলে দাবি করে। এমনকি সে নিজের জন্য 'হাসান বিন আলী পর্যন্ত একটি নসবনামাও তৈরি করে নেয়।

সে যুলুম ও হঠকারিতার মাধ্যমে একদা ক্ষমতা দখল করে বিভিন্ন কৌশলে মানুষকে ধোঁকা দিতো। আর তা নিজের কারামত বলে চালিয়ে দিতো। তার কৌশলের মধ্যে এটিও ছিলো যে, সে কিছু লোককে কবরে লুকিয়ে রেখে অন্য লোকদের নিকট গিয়ে বলতো: এসো একটি অলৌকিক কাণ্ড তথা কারামাত দেখবে? তখন সে চিৎকার দিয়ে বলতো: হে মৃতরা আমার কথার উত্তর দাও। তখন তারা বলতো: আপনি হলেন এক জন নিষ্পাপ মাহদী। আপনি এই। আপনি সেই। একদা সে তার কৌশলটি প্রচার পেয়ে যাবে ভয়ে কবরগুলোকে ধসিয়ে দিলে লোকগুলো মারা যায়।

৮. মুহাম্মাদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুদানীও একদা নিজেকে মাহদী বলে দাবি করে। সে ১৩০২ হিজরী মোতাবিক ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করে। সে একজন সূফী ছিলো। সূদান এলাকায় তার খুব প্রতিপত্তি ছিলো। সে একদা দুনিয়া বিরাগী বলেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। সে মাহদী হওয়ার দাবি করে যখন তার বয়স হয় ৩৮ বছর। তখন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গোত্র প্রধানরা তার দিকে ধাবিত হয়। এমনকি সে এ কথা মনে করতো যে, যে ব্যক্তি তার মাহদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে সে যেন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরি করলো। এ জাতীয় তার আরো অনেক অসার দাবি রয়েছে। ইংরেজ খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধে তার প্রচুর অবদান থাকা সত্ত্বেও বস্তুতঃ সে হাদীসে বর্ণিত মাহদী নয়। বরং সে অন্যদের ন্যায় একজন মাহদীর দাবিদার মাত্র।

৯. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বাহতানীও একদা নিজেকে মাহদী বলে দাবি করে। সে একদা সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ এলাকায় আবির্ভূত হয়। বলা হচ্ছে, সে একদা স্বপ্নে দেখে যে, সে নিজেই হাদীসে বর্ণিত অপেক্ষিত মাহদী। তখন কিছু সংখ্যক লোক তার হাতে বায়আত করে। পরিশেষে সে ১৪০০ হিজরী মোতাবিক্ব

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার মসজিদে হারামে দৃঢ় অবস্থান নেয়। আর এ ফিতনাকেই "ফিতনাতুল-হারাম" বলা হয়। যার পরিণতিতে তাকে হত্যা করা হয়।

মাহদীর দাবিদারদের সাথে আচরণের কিছু নিয়মাবলীঃ

মাহদীর দাবিদারদের বিপক্ষে বলায় কেউ এ কথা বুঝবেন না যে, আমরা মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলো অস্বীকার করছি। না, তা কখনোই না। বরং আমাদেরকে দু'টি বিষয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য জেনে নিতে হবে।

যার একটি হলো, মাহদী সংক্রান্ত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো সত্য মনে করা।

আর দ্বিতীয়টি হলো, কেউ নিজকে মাহদী বলে দাবি করলে আমরা কি তা সরাসরি মেনে যাবো। না কি তাতেও যাচাই করার আরো কিছু রয়েছে।

বস্তুতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি উল্লেখ করে তা এমনিতেই ছেড়ে দেননি। বরং তিনি এমন কিছু আলামত ও নিয়ম বলে গেছেন যেগুলোর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবে ইমাম মাহদীকে চিনতে পারবো। যা নিম্নরূপঃ

১. ইমাম মাহদী কখনো কাউকে নিজের দিকে ডাকবেন না। না তিনি নিজ হাতে বায়আত করার জন্য কাউকে আহ্বান করবেন। বরং মানুষই জোর পূর্বক তাঁর হাতে বায়আত করবে।

২. তাঁর নাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামের মতোই হবে। তথা মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ।

৩. তাঁর বংশ হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সাথে সম্পৃক্ত।

৪. দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। তাঁর মাথার অগ্রভাগে কোন চুল থাকবে না। তাঁর নাকের বাঁশি হবে লম্বা ও পাতলা এবং মধ্যভাগ হবে একটু উঁচু।

৫. নিচের পরিস্থিতিগুলো প্রকাশ পেতে হবে। যা নিম্নরূপঃ

ক. এক জন খলীফার মৃত্যুর পর মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ দেখা দিবে।

খ. যমিন যুলুম ও অত্যাচারে ভরে যাবে।

গ. তিন ব্যক্তি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যারা প্রত্যেকেই খলীফার ছেলে।

ঘ. তিনি নেককার ও আল্লাহভীরু হবেন। তিনি শরীয়তের জ্ঞান, কৌশল ও প্রজ্ঞার ধারক বাহক হবেন।

ঙ. তিনি মক্কায় আবির্ভূত হবেন এবং রুকন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করা হবে।

কী কারণে কেউ কেউ নিজকে মাহদী বলে দাবি করে?

মাহদীর দাবিদারদের জীবনী ও ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

ক. তাদের কেউ কেউ প্রচার ও ক্ষমতার উদ্দেশ্যে মিথ্যাভাবে নিজকে মাহদী বলে দাবি করেছে। এ ছাড়া তার মধ্যে মাহদীর কোন আলামতই পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন: উবাইদুল্লাহ আল-ক্বাদ্দাহ ও ইবনু তূমারত।

খ. আবার কারো কারোর ব্যাপারটি মূলতঃ সন্দেহ জনক। মানুষ তাকে মাহদী হিসেবে ধারণা করেছে। যার জন্য সে খুব প্রচারও লাভ করেছে এবং তার ছিলো অনেক অনুসারী। পরবর্তীতে নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, সে মাহদী নয়। আবার কেউ কেউ প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এমনকি তার ব্যাপারে অনেক স্বপ্নও দেখা হয়েছে। তাই মানুষ তাকে মাহদী বলে ধারণা করেছে। যেমন: মু'হাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বাহতানী।

স্বপ্ন নিয়ে কিছু কথা:

স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে জাতীয় কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। না ছোট খাটো যে কোন ব্যাপারে।

একদা শরীক বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বাযী খলীফা মাহদীর নিকট প্রবেশ করলে তাঁকে খুব চিন্তিত ও রাগান্বিত দেখতে পেলেন। তখন ক্বাযী শরীক বললেন: আপনার কী হয়েছে হে আমীরুল-মু'মিনীন! তখন খলীফা মাহদী বললেন: আমি গতরাত স্বপ্নযোগে আপনাকে আমার বিছানা মাড়াতে দেখেছি। তখন এক ব্যাখ্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: আপনি আমাকে রাগান্বিত ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন। তখন ক্বাযী শরীক বললেন: হে আমীরুল-মু'মিনীন! আল্লাহ'র কসম! আপনার স্বপ্ন ইব্রাহীম عليه السلام এর স্বপ্ন নয়। আর আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী ইউসুফ عليه السلام ও নন। এটি এক জন ব্যক্তি সংক্রান্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে খলীফার উপর

ক্বাযী শরীকের প্রকাশ্য প্রতিরোধ। তা হলে আপনি কী মনে করছেন, যদি স্বপ্নটি একটি জাতির ভবিষ্যত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হয়ে থাকে।

জনৈক পিতা স্বপ্নে তার সন্তানকে জবাই করতে দেখে বাস্তবেই তাকে জবাই করে দেয়:

আফ্রিকার জনৈক ব্যক্তি একদা স্বপ্নে তার সন্তানকে জবাই করতে দেখলো। ভোর হতেই সে তার সন্তানকে জবাই করে দিলো। তবে সে এতটুকু অপেক্ষায় ছিলো যে, তার সন্তানকে কোন এক পশুর বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হবে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ইসমা'ঈল عليه السلام কে একটি ভেড়ার বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছিলেন।

যখন মূর্খটিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি এমন করলে কেন? উত্তরে সে বললো: আমি ইব্রাহীম عليه السلام এর সুন্নাত পালন করেছি। যখন ইব্রাহীম عليه السلام স্বপ্নে দেখলেন তিনি তাঁর সন্তান ইসমা'ঈল عليه السلام কে জবাই করছেন তখন তিনি সন্তানকে বললেন:

﴿يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ﴿١٠٧﴾﴾

[الصافات: ١٠٢ – ١٠٧]

"হে ছেলে! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন বলো: এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? সে বললো: হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আপনি আমাকে আল্লাহ চায় তো ধৈর্যশীলই পাবেন। যখন দু' জনেই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দিলো। আর ইব্রাহীম তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিলো তখনই আমি তাকে ডাক দিলাম, হে ইব্রাহীম! স্বপ্ন তুমি বাস্তব করে দেখালে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। অবশ্যই এটা ছিলো এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। (আস-সা-ফফা-ত: ১০২-১০৭)

এটা সত্যিই চরম মূর্খতা। কীভাবে সে তার মতো এক মূর্খের স্বপ্নকে ওহী প্রাপ্ত এক জন নবীর স্বপ্নের সাথে তুলনা করলো!!

নিয়ম তো হলো, স্বপ্নটি ভালো হলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে ও তা নিয়ে খুশি হবে। আর খারাপ হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাবে। কারণ, তা তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

একটি সূত্রঃ

যে ব্যক্তি দাবি করলো যে, সে মাহদী। আর মাহদীর কোন বৈশিষ্ট্য তার মাঝে পাওয়া যায়নি। এমনকি তার যুগে দাজ্জালও বের হয়নি। তা হলে মনে করতে হবে, সে নিজেই দাজ্জাল ও মিথ্যুক। আর যে দাবি করলো যে, সে ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام। আর দাজ্জাল তার আগমনের পূর্বে বের হয়নি তা হলে সেও দাজ্জাল ও মিথ্যুক।

কোন রকম বাড়াবাড়ি ছাড়া ইমাম মাহদীর প্রতি ইনসাফের দৃষ্টিই দিতে হবেঃ

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র নিকট ইমাম মাহদী কেবল মোসলমানদের এক জন ইমাম মাত্র। যিনি মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। তবে তিনি একেবারেই নিষ্পাপ নন।

কিছু কিছু আলিম ইমাম মাহদীকে অস্বীকার করেন যাঁদের কয়েকজন নিম্নরূপঃ

১. ইবনু খালদূনঃ

ইবনু খালদূন মূলতঃ মাহদী সংক্রান্ত মাসআলায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। এমনকি তিনি মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করে বলেনঃ

وَهِيَ - كَمَا رَأَيْتَ - لَمْ يَخْلُصْ مِنْهَا مِنَ النَّقْدِ إِلاَّ الْقَلِيْلُ أَوِ الأَقَلُّ مِنْهُ

"তবে পাঠক সমাজ দেখতেই পাচ্ছেন, উক্ত হাদীসগুলোর কিয়দংশই শুধুমাত্র ত্রুটিমুক্ত। যা একেবারেই যৎসামান্য। (মুক্বাদ্দামাহ : ৫৭৪)

২. মুহাম্মাদ রশীদ রেযাঃ

তিনি বলেনঃ মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত শক্তিশালী। এর চেয়ে বর্ণনাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করা আরো কঠিন। তাই এর অস্বীকারকারীরাও অনেক বেশি। এমনকি এ ব্যাপারে সন্দেহ খুবই সুস্পষ্ট। হয়তো বা এ কারণেই ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) এ সংক্রান্ত কোন হাদীস তাঁদের কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেননি ও এর প্রতি কোন গুরুত্ব দেননি। এ জন্যই মোসলমানদের বহু ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে দুর্বল বলেছেন।

(তাফসীরুল মানার : ৭/১৮৭, ৯/৪১৬, ৪৯৯)

৩. আহমাদ আমীনঃ

তিনি বলেনঃ মাহদীর ব্যাপরটি একটি বাজে ব্যাপার। যার ফলে মোসলমানদের জীবনে এক ভয়াবহ পরিণতি দেখা দিয়েছে। (যু'হাল-ইসলামঃ ৩/২৪৩)

৪. আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আল-মাহমূদঃ

তিনি বলেনঃ মাহদীর দাবি শুরু ও শেষ তথা সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় যে, তা সুস্পষ্ট মিথ্যা এবং তা নিকৃষ্ট একটি বিশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল। এটি মূলতঃ একটি বাজে কথা যা দীর্ঘ দিন থেকে একে অপর থেকে গ্রহণ করে আসছে। একান্ত ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ ব্যাপারে অনেকগুলো মিথ্যা হাদীস বানানো হয়েছে। (লা মাহদিয়্যা ইউনতাযার বাদার-রাসূলি খাইরিল-বাশারঃ ৫৮)

৫. মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদীঃ

তিনি বলেনঃ অপেক্ষিত মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে বুদ্ধিমান বিশিষ্ট জনরা দৃষ্টি ক্ষেপণ করলে তারা নবী ﷺ কে সেগুলো বলা থেকে পবিত্র রাখতে কোন ধরনের কুণ্ঠাবোধ করবে না। কারণ, তাতে রয়েছে প্রচুর হঠকারিতা, তারিখগত ঝামেলা, অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, মানুষের অবস্থা সম্পর্কে মূর্খতা ও আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়মের বিরোধিতা। যা যে কোন অধ্যয়নকারীকে প্রথম চোটেই এ কথা বুঝতে সহযোগিতা করবে যে, এগুলো সত্যিই বানানো হাদীস। যা বক্র চিন্তার এমন কিছু লোক বানিয়েছে যারা মূলতঃ আরব ও মরক্কো এলাকায় ক্ষমতান্বেষী কিছু প্রচারকারীর অনুসারী। (দা-য়িরাতু মাআরিফিল-ক্বারনিল-ইশরীনঃ ১০/৪৮১)

মাহদী অস্বীকারকারীদের কিছু প্রমাণঃ

১. কুরআন মাজীদে এর কোন উল্লেখ নেই। যদি এটি সত্যই হতো তা হলে আল্লাহ তা'আলা তা কুরআন মাজীদেই উল্লেখ করতেন।

উত্তরঃ নিশ্চয়ই কুরআন মাজীদে কিয়ামতের সকল আলামত উল্লেখ করা হয়নি। তাতে দাজ্জাল ও ভূমি ধস ইত্যাদির কথার কোন উল্লেখই নেই। যা শেষ যুগে সংঘটিত হবে। তবে এগুলোর বর্ণনা হাদীসে এসেছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴾ [النجم: ٣]

"আর সে মনগড়া কথাও বলে না"। (নাজমঃ ৩)

আর নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

“জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার ন্যায় আরেকটি জিনিসও”। (আহমাদ: ৪/১৩০)

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তা উল্লেখ করেছেন তখন তা শরীয়ত হিসেবেই পরিগণিত।

২. মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলো বুখারী ও মুসলিমে নেই:

উত্তর: মূলতঃ বুখারী ও মুসলিমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল হাদীস পাওয়া যায় না। এ ছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম ভিন্ন অন্যান্যরাও তো মু'হাক্কিক ইমাম। আর আমরা তো এ কথাও জানি যে, কোন হাদীস শুদ্ধ না অশুদ্ধ তা যাচাই করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যা আমরা অনুসরণ করতে পারি। আর কোন হাদীস যখন শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে তখন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে তা গ্রহণ করা। চাই তা বুখারী ও মুসলিমে থাকুক বা অন্য কোথাও। তা ছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম তো মাহদীর বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। যদিও তাতে ইমাম মাহদীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

৩. আমরা মাহদীর দাবিদারদের জন্য আবদ্ধ দরজাটুকু সহজেই খুলে দিতে চাই না:

উত্তর: নিশ্চয়ই আমরা যদি মাহদীর দাবির ব্যাপারটিকে শরীয়তের নিয়ম-কানূন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করি তা হলে মাহদীর দাবির দরজাটি সহজেই খুলে যেতে পারে না। মাহদীর তো দৈহিক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এমনকি তার আবির্ভাবের নির্দিষ্ট পরিবেশও রয়েছে। যেগুলো এক জন ব্যক্তি ছাড়া আর কারোর মধ্যে পাওয়া যাবে না। আর তিনিই হলেন সত্যিকার মাহদী।

মাহদীর প্রতি ঈমান আনা মানে কি দা'ওয়াত ও আমল থেকে বিরত থাকা?

ভালো-খারাপের মধ্যকার দীর্ঘ দিনের দ্বন্দ্ব, ফাসাদের আবির্ভাব ও তার বিস্তৃতি এবং বহু মুসলিম এলাকায় কল্যাণের প্রতি দা'ওয়াতে ঘাটতির কারণে কিছু কিছু মোসলমানের অন্তরে আজ নৈরাশ্য বিরাজ করছে। তারা আজ সত্যিই ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের অপেক্ষায় রয়েছে। যেন তিনি তাদেরকে বিজয়ের দিকে টেনে নিয়ে যান।

উপরন্তু তারা আজ আমল ও দা'ওয়াতী কাজ ছেড়ে দিয়ে একদম নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। তারা এখন আম্‌র বিল-মা'রূফ ও নাহয়ী আনিল-মুনকারের প্রতি কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। এমনকি তারা আজ ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ ও তা প্রচার থেকে

অনেক দূরে সরে গেছে। উপরন্তু তারা এখন ব্যবসা-বাণিজ্য, নিয়মিত কাজ-কর্ম ও দুনিয়া বিনির্মাণ ইত্যাদি থেকেও অনেক দূরে। বরং তাদের কেউ কেউ বলে: দুনিয়া তো এর চেয়ে আরো দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে। এ যুগ তো মাহদীর আবির্ভাবের যুগ।

মূলতঃ কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যকার সুসংবাদ বহনকারী হাদীসগুলো যেমন:

* মাহদী ও তাঁর মাধ্যমে ধর্মীয় বিজয় সংক্রান্ত হাদীসগুলো।

* ইহুদিদের সাথে মোসলমানদের যুদ্ধ ও তাদের উপর মোসলমানদের বিজয় সংক্রান্ত হাদীসগুলো।

* রোমান খ্রিস্টানদের সাথে মোসলমানদের যুদ্ধ ও তাদের উপর মোসলমানদের বিজয় সংক্রান্ত হাদীসগুলো। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এগুলোর সাথে আমাদের আচরণের শর'য়ী নিয়ম কী হবে সেটা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

মূলতঃ সেগুলোর সাথে আমাদের আচরণ এ হবে যে, আমরা এ কথা অবশ্যই জানবো যে, এ আলামতগুলো কেবল মু'মিনদের জন্য আনন্দ ব্যঞ্জকই মাত্র। এগুলো তাদেরকে সুপথ দেখাবে ও এ কথার সুসংবাদ দিবে যে, নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম সর্বদা সুরক্ষিত ও বিজয়ী।

এতদসত্ত্বেও আমরা চুপ করে বসে না থেকে শরীয়ত আমাদেরকে যা করতে বলছে তা আমরা করে যাবো। যেমন: ধর্মের সাহায্য, মুসলিম অঞ্চলগুলো রক্ষার সুব্যবস্থা, আল্লাহ'র রাস্তায় জিহাদ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বদা লড়াই করা ইত্যাদি।

আমরা নিশ্চুপ বসে থেকে এ ব্যাপারে কখনোই অপেক্ষা করবো না যে, একদা আকাশ কিংবা যমিন থেকে আল্লাহ'র সাহায্য নেমে আসবে। সে ব্যাপারে আমাদের কোন কিছুই করতে হবে না।

তাই আজ মোসলমানদেরকে অবশ্যই ইহুদিদের সাথে লড়াইয়ের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আজ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সেখান থেকে দখলদার খ্রিস্টান বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে সেগুলোকে তাদের কবল মুক্ত করতে হবে। আমরা লাঞ্ছিত ও ছোট হয়ে মাহদীর অপেক্ষায় আর বসে থাকবো না। বরং আমরা সবাই এক হয়ে ধর্মের সাহায্য করবো। আর ইতিমধ্যে ইমাম মাহদী বের হলে আমরা তাঁরও সাহায্য করবো।

কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ:
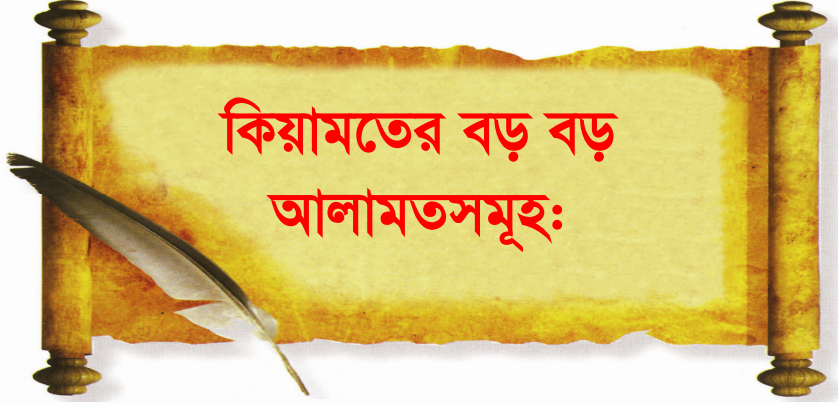
* দাজ্জালের আবির্ভাব।

* ঈসা عليه السلام এর অবতরণ।

* ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব।

* তিনটি বড় ভূমি ধস।

* ধোঁয়া।

* এক ধরনের বিশেষ পশুর আবির্ভাব।

* সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠা।

* এমন আগুন যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সূচনাঃ

ইতিপূর্বে আমরা কিয়ামতের আলামতগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করেছি। ছোট ও বড়। এমনকি আমরা ইতিপূর্বে ১৩১ টি ছোট আলামতের বর্ণনাও শেষ করেছি। এখন আমরা কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। যা কিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী সময়েই সংঘটিত হবে।

কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো খুব দ্রুতই সংঘটিত হবে। যেমন মুক্তা, হীরা, জাওয়াহিরের হার ছিঁড়ে গেলে একটি দানার পরপরই আরেকটি দানা ছিঁটকে পড়ে। যখন এর প্রথমটি সংঘটিত হবে তথা ইমাম মাহদী অবতরণ করবেন তখন অন্যান্য আলামতগুলো এর পরপরই দ্রুত ষংঘটিত হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُوْمَاتٌ فِيْ سِلْكٍ، فَإِنْ يُّقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا

"কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো হারে গাঁথা হীরা-জাওয়াহিরের মতো। হারটি ছিঁড়ে গেলে যেমন একটির পর আরেকটি দানা দ্রুত ছিঁটকে পড়বে তেমনিভাবে কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলোর যে কোন একটি দেখা দিলে অন্যগুলোও একটির পর আরেকটি দ্রুত দেখা দিবে"। (আহমাদ ২/২১৯, ১২/৬-৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

خُرُوْجُ الآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَىٰ إِثْرِ بَعْضٍ يَتَتَابَعْنَ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ فِيْ النِّظَامِ

"কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো একটির পর আরেকটি এমনভাবে সংঘটিত হবে যেমনিভাবে হীরা-জাওয়াহিরের হার ছিঁড়ে গেলে একটির পর আরেকটি দানা খুব দ্রুত ছিঁটকে পড়ে"।

(তাবারানী/আওসাতঃ ৫/১৪৮ মাজমা'উযযাওয়ায়িদঃ ৭/৩৩১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহঃ ৭/৬৩৭ হাদীস ৩২১০)

বড় বড় আলামতগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু ছোট ছোট আলামতও প্রকাশ পেতে পারে। যেমনঃ মাহদী অবতরণ করলেন। এরপর তাঁরই যুগে কিছু কিছু ছোট আলামত প্রকাশ পেলো। অতঃপর দাজ্জাল বের হবে।
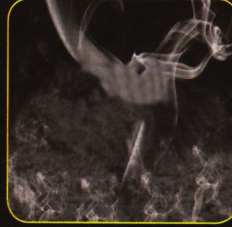
সূচনাঃ

আল্লাহ তা'আলা যা চাবেন ও পছন্দ করবেন তিনি সে ধরনেরই কিয়ামতের আলামত সৃষ্টি করবেন। যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া বুঝাবে। যেগুলোর একটি হলো মাসীহুদ-দাজ্জাল। এখানে আমাদের জানার বিষয় হলোঃ

কে সেই মাসীহুদ-দাজ্জাল?

সে কী এখনও জীবিত?

ইতিপূর্বে কেউ তাকে দেখেছে?

তার বৈশিষ্ট্যাবলীই বা কী?

তার আবির্ভাবের কারণ কী?

কী সেই ভয়ঙ্কর রাগ যে রাগে রাগান্বিত হয়ে সে একদা আত্মপ্রকাশ করবে?

তার সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাগুলোই বা কী?

দাজ্জাল কে?

দাজ্জাল এক জন আদম সন্তান। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য কোন মানুষকে দেননি। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ক্ষমতাগুলো দিয়েছেন একমাত্র মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য। উপরন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তার ভ্রষ্টতার পথ অনুসরণ করা থেকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। এমনকি তিনি তার দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোও বর্ণনা করেছেন।

আমরা এখানে দাজ্জালের আলোচনা করছি। কারণ, কোন জিনিস জানা নিশ্চয়ই তা না জানার চেয়ে অনেক উত্তম। আর 'হুযাইফাহ ইবনুল-ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সর্বদা অকল্যাণের কথাই জিজ্ঞাসা করতেন যাতে তা একদা তাকে পেয়ে না বসে। (বুখারী, হাদীস ৩৬০৬)

দাজ্জাল একটি বড় ফিতনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের ব্যাপারে এ ফিতনাকে প্রচুর ভয় করতেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেন। এমনকি তিনি তা থেকে সবাইকে প্রচুর ভয় ও ভীতি প্রদর্শন করেন। কারণ, দাজ্জাল তার সাথে প্রচুর সন্দেহ ও ফিতনা নিয়ে আসবে। উপরন্তু সে দাবি করবে যে, সে সর্ব জগতের প্রতিপালক।

তাই আমরা যখন দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়গুলো জেনে ফেলবো তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিশ্চয়ই তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।

দাজ্জালকে মাসীহুদ-দাজ্জাল বলা হয় কেন?

দাজ্জালকে মাসীহ বলা হয়। কারণ, তার বাম চোখটি বন্ধ থাকবে। যেন তা একদম মুছে ফেলা হয়েছে। অতএব, সে কানা। সব কিছু সে তার এক চোখ দিয়েই দেখবে।

কারো কারোর মতে দাজ্জালকে الْمِسِّيْحُ বলা হয়। আবার কারো কারোর মতে الْمِسِّيْخُ ও বলা হয়।

কারো কারোর মতে দাজ্জালকে মাসীহ বলা হয়। কারণ, সে তখন চল্লিশ দিনেই পুরো দুনিয়া ভ্রমণ করবে।

আবার কারোর মতে দাজ্জালকে মাসীহ বলা হয়। কারণ, তার চেহারার এক পার্শ্বে চোখ ও ভ্রূ কিছুই থাকবে না।

আর দাজ্জালকে দাজ্জালও বলা হয়। কারণ, সে সত্যকে ঢেকে রাখবে। এমনকি সে সত্যকে মিথ্যার সাথে গুলিয়ে ফেলবে। এভাবে সে ছলচাতুরী করে মানুষকে ধোঁকায় ফেলবে। আর সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলা বস্তুতঃ সব চেয়ে বড় মিথ্যা। তাই সে দাজ্জাল, মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ।

দাজ্জালের বহু বচন: دَجَّالُوْنَ، دَجَاجِلَةٌ।

দাজ্জাল কিসের দাবি করবে?

দাজ্জাল এ দাবি করবে যে, সে সর্ব জগতের প্রতিপালক। উপরন্তু সে দুনিয়ার সকল মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনতে আহ্বান করবে। এ জন্যই রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

"জেনে রাখো, নিশ্চয়ই সে (দাজ্জাল) কানা। আর নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু কানা নন"। (বুখারী: ৮/১০৩ হাদীস ৭১৩১ মুসলিম: ৪/২২৪৮)

উপরন্তু সে মানুষকে অনেক রকমের সন্দেহ ও কৌশলের মাধ্যমে ফিতনায় ফেলার চেষ্টা করবে।

ইবনু সাইয়াদের ঘটনা:

নবী ﷺ এর যুগে মদীনায় এক ইহুদি গোলাম ছিলো। যার নাম ছিলো ইবনু সাইয়াদ। তার ব্যাপারটি ছিলো অত্যন্ত সন্দেহজনক। এমনকি নবী ﷺ তার দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। পরিশেষে নবী ﷺ এর সাথে তার একটি ঘটনাও ঘটে যায়। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ইবনু সাইয়াদের সাক্ষাতে গেলেন। তখন সে বিন মাগালা গোত্রের বাসস্থানের পার্শ্বে কিছু বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেলা করছিলো। আর সে তখন সাবালক হতে যাচ্ছিলো। সে রাসূল এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে তার পিঠে মৃদু আঘাত করে বললেন: তুমি কি এ কথা সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ'র রাসূল? তখন সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে তাকিয়ে বললো: আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি এক অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাসূল। অতঃপর ইবনু সাইয়াদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বললো: আপনি কি এ কথার সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ'র রাসূল? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার রিসালাত অস্বীকার করে বললেন: বরং আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলে বিশ্বাসী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আরো জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কী দেখতে পাও? সে বললো: আমার কাছে কখনো সত্যবাদী আসে। আবার কখনো মিথ্যাবাদী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি ব্যাপারটি সঠিকভাবে ধরতে পারোনি। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আরো বললেন: আমি মনে মনে একটি কথা ভাবছি সেটা কি তুমি বলতে পারো? তখন সে বললো: আপনি দুখ তথা দুখান শব্দটি ভাবছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি ধ্বংস হও। তুমি তোমার নির্দিষ্ট (জ্যোতিষীর) গণ্ডী কখনো এড়াতে পারবে না। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: হে রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যদি সে দাজ্জালই হয় তা হলে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে দাজ্জালই না হয় তা হলে তাকে হত্যা করে কোন লাভ নেই।

(বুখারী, হাদীস ১৩৫৪ মুসলিম, হাদীস ২৯৩০)

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই বিন

কা'বকে নিয়ে ইবনু সাইয়াদের বাগান বাড়ির দিকে রওয়ানা করলেন। যখন রাসূল ﷺ তার বাগান বাড়িতে পৌঁছুলেন তখন তিনি খেজুর গাছের গুঁড়ির পেছনে আশ্রয় নিয়ে অতি সন্তর্পণে তার দিকে এগুচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছেন ইবনু সাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি তার একাকিত্বের কিছু কথা শুনুক। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে দেখলেন, সে চাদর মুড়িয়ে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে আছে এবং বিড় বিড় করে সে মুখ দিয়ে কী যেন বলছে। ইতিমধ্যে ইবনু সাইয়াদের মা রাসূল ﷺ কে খেজুর গাছের গুঁড়ির পেছনে লুকিয়ে থাকতে দেখে ইবনু সাইয়াদকে উদ্দেশ্য করে বললো: হে সাফ! এই যে মুহাম্মাদ তোমার পার্শ্বে। এ কথা শুনে ইবনু সাইয়াদ লাফিয়ে উঠলো। তখন নবী ﷺ বললেন: তার মা যদি তাকে সতর্ক না করতো তা হলে তার ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হতো। (বুখারী, হাদীস ১৩৫৫ মুসলিম, হাদীস ২৯৩১)

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা পথি মধ্যে ইবনু সাইয়াদের সাথে রাসূল ﷺ, আবু বকর ও 'উমরের সাক্ষাৎ হয়। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন: তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দেও যে, আমি আল্লাহ'র রাসূল? সে বললো: আপনি কি এ কথার সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ'র রাসূল? তখন রাসূল ﷺ বললেন: আমি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশতাগণ ও কিতাব সমূহের উপর ঈমান এনেছি। তবে তুমি কী দেখতে পাচ্ছো তাই বলো: তখন সে বললো: আমি পানির উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি। রাসূল ﷺ বললেন: তুমি সাগর বক্ষে ইবলিসের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছো। আর কী দেখতে পাচ্ছো তাই বলো: সে বললো: আমি দু' জন সত্যবাদী এবং এক জন মিথ্যাবাদী অথবা দু' জন মিথ্যাবাদী এবং এক জন সত্যবাদী দেখতে পাচ্ছি। রাসূল ﷺ বললেন: তার ব্যাপারটি এলোমেলো। সুতরাং তাকে পরিত্যাগ করো। (মুসলিম, হাদীস ২৯২৬)

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা হজ্জ বা উমরাহ করতে বের হয়েছিলাম। তখন ইবনু সাইয়াদ আমাদের সাথে ছিলো। পথিমধ্যে আমরা এক জায়গায় মঞ্জিল করলে সবাই এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। শুধু আমি আর ইবনু সাইয়াদই যথাস্থানে ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তার ব্যাপারে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কারণ, তার ব্যাপারে মানুষ অনেক কিছুই বলে থাকে। অথচ ইতিমধ্যে সে তার জিনিসপত্রগুলো আমার জিনিসপত্রের সাথেই রাখলো। আমি তাকে বললাম: গরম খুবই প্রচণ্ড। তাই তুমি যদি জিনিসপত্রগুলো অমুক গাছের নিচে রাখতে। তখন সে তাই করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের নিকট একটি ছাগলপাল নিয়ে আসা হলে সে এক বড় পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলো। বললো: আবু সা'ঈদ! দুধ পান করো। আমি বললাম: গরম তো খুবই বেশি। এ দিকে দুধও গরম। তাই আমি দুধ পান করবো না। মূলতঃ আমি তার হাত থেকে দুধ পান করতে চাচ্ছিলাম না। সে

বললো: হে আবু সা'ঈদ! আমার মনে চায় রশি টাঙ্গিয়ে কোন একটি গাছের সাথে ফাঁসি দেই। মানুষের এ সব মন্তব্য শুনতে আর একটুও ভালো লাগছে না। হে আবু সা'ঈদ! অন্যদের কাছে রাসূল ﷺ এর কোন হাদীস লুকিয়ে থাকলেও আনসারীদের কাছে তো আর কোন হাদীস লুকিয়ে নেই। সে বললো: আপনি তো রাসূল ﷺ এর হাদীস সম্পর্কে ভালোই জানেন। রাসূল ﷺ কি বলেন নি? দাজ্জাল কাফির। অথচ আমি তো মোসলমান। রাসূল ﷺ কি বলেন নি? দাজ্জালের কোন সন্তান থাকবে না। অথচ আমি তো মদীনাতে আমার ছেলে-সন্তান রেখে এসেছি। রাসূল ﷺ কি বলেন নি? দাজ্জাল মক্কা-মদীনায় ঢুকতে পারবে না। অথচ আমি তো মদীনা থেকে বের হয়ে এসেছি মক্কার উদ্দেশ্যে। আবু সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি তাকে অত্যন্ত নিরুপায় মনে করছিলাম। অতঃপর সে বললো: আল্লাহ'র কসম! আমি দাজ্জালকে চিনি। দাজ্জালের জন্মস্থান এবং বর্তমানের অবস্থান সবই আমি জানি। তখন আমি বললাম: তুমি ধ্বংস হও। (মুসলিম, হাদীস ২৯২৭)

ইবনু সাইয়াদ সম্পর্কে আলিমদের বিশুদ্ধ মত:

ইবনু সাইয়াদ মূলতঃ মাসীহুদ-দাজ্জাল নয়। বরং সে অন্যান্য দাজ্জালের মতো ধোঁকাবাজ দাজ্জাল। সে গণক। কিছু জিন শয়তান তাকে রকমারী খবরাখবর দেয়। তার জীবনের শেষাংশে বিশিষ্ট সাহাবী আবু সাঈদ ও অন্যান্যদের সাথে তার কিছু ঘটনা ঘটে। যা থেকে বুঝা যায় যে, সে তাওবা করেছে। এমনকি তার অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। সে ভালো হয়ে গেছে।

দাজ্জালের ব্যাপারটি কুরআনে উল্লিখিত না হওয়ার কারণ:

দাজ্জাল একটি বড় ফিতনা। যাকে নিয়ে নবী ﷺ নিজ উম্মতের ব্যাপারে ভয় পেয়েছেন। এ জন্য সকল নবী নিজ নিজ উম্মতকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এমনকি নবী ﷺ আমাদেরকে প্রত্যেক নামায শেষে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাওয়ার আদেশ করেছেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে কিয়ামতের কিছু ছোট-বড় আলামত উল্লেখ করেছেন। যেমন: চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١]

"কিয়ামত একেবারেই অত্যাসন্ন; চাঁদ তো বিদীর্ণ হয়ে গেছে"। (ক্বামার : ১)

তেমনিভাবে ইয়া'জূজ-মা'জূজের ঘটনাও কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]

"এমনকি যখন ইয়াজূজ-মা'জূজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে নিচে ছুটে আসবে"। (আম্বিয়া' : ৯৬)

আরো কত্তো কী? এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে দাজ্জালের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তা হলে এর রহস্য কী?

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত কয়েকটি মত উল্লেখ করা হয়েছে:

১. নিম্নোক্ত আয়াতে দাজ্জালের ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদিও তা প্রকাশ্যভাবে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَوۡمَ يَأۡتِي بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَٰنُهَا لَمۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]

"যে দিন তোমার প্রভুর কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে সে দিন আর এমন কোন লোকের ঈমান তার ফায়েদায় আসবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি"।

(আনআম : ১৫৮)

রাসূল ﷺ উক্ত কয়েকটি নিদর্শনের বর্ণনায় তিনটি বস্তু উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে দাজ্জাল হলো একটি।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ: الدَّجَّالُ، وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

"দুনিয়াতে যখন তিনটি বস্তু প্রকাশ পাবে তখন আর এমন কোন লোকের ঈমান তার ফায়েদায় আসবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি। উক্ত বস্তু তিনটি হচ্ছে, দাজ্জাল, এক অলৌকিক প্রাণী ও পশ্চিম তথা সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠা।

(মুসলিম, হাদীস ১৫৮ তিরমিযী, হাদীস ৩০৭২)

২. কুরআন মাজীদে তো ঈসা ﵇ এর অবতরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦ ﴾ [النساء: ١٥٩]

"আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার (ঈসা ﵇ এর) প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না"। (নিসা': ১৫৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝٥٧ وَقَالُوٓا۟ ءَأَـٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَـٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۝٥٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَـٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۝٦٠ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾ [الزخرف: ٥٧ – ٦١]

"যখন ঈসা বিন মারইয়ামের দৃষ্টান্ত উপস্থান করা হলো তখন তোমার বংশ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তারা বললো: আমাদের উপাস্যরা উত্তম না সে (ঈসা)? তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির জন্যই তোমার সামনে এ দৃষ্টান্ত পেশ করলো। বরং তারা একটি ঝগড়াটে জাতি। সে (ঈসা) তো আমার এক জন বান্দাহ মাত্র। যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি। আর বনী ইসরা'ঈলের জন্য আমি তাকে (ঈসাকে) করেছি (আমার কুদরাতের) বিশেষ এক নমুনা। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকে ফিরিশতা সৃষ্টি করতে পারতাম। যারা যমিনে একে অপরের উত্তরাধিকারী হতো। নিশ্চয়ই ঈসা'র (অবতরণ) কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করো না"। (যুখরুফ : ৫৭-৬১)

আর এ কথা সত্য যে, ঈসা ﷵ ই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। সুতরাং ঈসা ﷵ এর ব্যাপারটি উল্লেখ করে দাজ্জালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দাজ্জালের আবির্ভাব যে কিয়ামতের আলামত এ ব্যাপারে কিছু হাদীস:

হুযাইফাহ বিন উসাইদ আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُوْنُ حَتَّى تَكُوْنَ عَشْرُ آيَاتٍ: الدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ، وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا...

"কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না দশটি আলামত পরিলক্ষিত হয়; ধোঁয়া, দাজ্জাল, পৃথিবীর একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম তথা সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠা"।
(মুসলিম, হাদীস ২৯০১)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ

"দুনিয়াতে যখন তিনটি বস্তু প্রকাশ পাবে তখন আর এমন কোন লোকের ঈমান তার ফায়েদায় আসবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল করেনি। উক্ত বস্তু তিনটি হলো: পশ্চিম তথা সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠা, দাজ্জাল ও যমিনের এক অলৌকিক প্রাণী"। (মুসলিম, হাদীস ১৫৮ তিরমিযী, হাদীস ৩০৭২)

সার্বিক বিবেচনায় দাজ্জাল দুনিয়ার সর্ব বৃহৎ ফিতনা:

ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ .

"আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জাল এর মতো প্রকাণ্ড আর কোন সৃষ্টি এ দুনিয়াতে আসবে না"।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রকাণ্ড আর কোন বস্তু এ দুনিয়াতে আসবে না"।

(মুসলিম, হাদীস ২৯৪৬)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করে দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

إِنِّيْ لَأُنْذِرُكُمُوْهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّيْ سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ .

"আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সতর্ক করছি। কোন নবী এমন যাননি যিনি নিজ উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেননি। তবে আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলবো যা ইতিপূর্বে কোন নবী তাঁর উম্মতকে বলেননি:

إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ .

"নিশ্চয়ই সে (দাজ্জাল) কানা। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কানা নন"।

(বুখারী, হাদীস ৭১২৭)

নাওয়াস বিন সামআন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

غَيْرُ الدجَّالِ أَخْوَفُنِيْ عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

"আরে আমি তো তোমাদের ব্যাপারে দাজ্জালের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর কিছুর

আশঙ্কা করছি। তার ব্যাপারটি তো এতো ভয়ঙ্কর নয়। সে যদি আমি থাকাবস্থায় আবির্ভূত হয় তা হলে তার জন্য আমি একাই যথেষ্ট। আমি তার বিরুদ্ধে দলীল দিয়ে মোকাবিলা করে জয়ী হবো। তার জন্য তোমাদেরকে কিছুই করতে হবে না। আর যদি সে আমি না থাকাবস্থায় আবির্ভূত হয় তা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি সে নিজেই নিজের জিম্মাদার। দলীল দিয়ে সে তার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তো প্রত্যেক মোসলমানের অভিভাবক হিসেবে থাকছেনই। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

দাজ্জালের আবির্ভাবপূর্ব ঘটনাবলী:

নাফি' বিন উতবাহ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

تَغْزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ

"তোমরা আরব উপদ্বীপের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের জন্য জয় করে দিবেন। এরপর পারস্যের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের জন্য জয় করে দিবেন। অতঃপর রোমের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের জন্য জয় করে দিবেন। পরিশেষে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তার বিরুদ্ধেও তোমাদেরকে জয়ী করবেন। (মুসলিম, হাদীস ২৯০০)

মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ

"বাইতুল-মাক্বদিস আবাদ হলেই ইয়াসরিব তথা মদীনা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াসরিব তথা মদীনা ধ্বংস হলেই একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হবে। একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হলেই কুস্তানতীনিয়্যাহ'র বিজয় ঘটবে। আর কুস্তানতীনিয়্যাহ'র বিজয় ঘটলেই দাজ্জাল বেরুবে"।

(আহমাদ, হাদীস ২২১২১ আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৪ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ৩৮৪৭৩ বাগাওয়ী, হাদীস ৪২৫২)

দাজ্জাল বেরুবার আগে মোসলমান ও রোমান খ্রিস্টানদের মাঝে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যাতে মোসলমানরাই জয়ী হবে।

যূ-মাখ্‌মার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

سَتُصَالِحُوْنَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، فَتَغْزُوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ، ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتَّىٰ تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِيْ تُلُوْلٍ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ، فَيَقُوْلُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ، فَيُكْرِمُ اللهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ

"তোমরা একদা রোমানদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। ফলে তোমরা ও তারা সবাই এক হয়ে নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তোমরা তাদের উপর জয়ী হয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করবে। যখন তোমরা সেখান থেকে ফিরে গিয়ে একটি উঁচু জায়গায় অবস্থান করবে তখন জনৈক খ্রিস্টান ক্রুশ উঁচিয়ে বলবে: ক্রুশ জয়ী হয়েছে। তখন জনৈক মোসলমান রাগ করে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। আর তখনই রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করে এক বৃহৎ যুদ্ধের জন্য সমবেত হবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মোসলমানরা তখন সশস্ত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা এ মুসলিম দলটিকে শাহাদাতের সম্মানে সম্মানিত করবেন।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯২, ৪২৯৩, ৪২৯৪ ইবনু 'হিব্বান, হাদীস ৬৮৬৩ তাবারানী/কাবীর, হাদীস ৪১১২)

আরেকটি হাদীসে এ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّىٰ يَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ: خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سُبُوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ: لاَ، وَاللهِ لاَ نُخَلِّيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَداً، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لاَ يُفْتَنُونَ أَبَداً، فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا

سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُا الشَّامَ خَرَجَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَيَنْزِلُ عِيسَىَ ابْنُ مَرْيَمَ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না রোমানরা আ'মাক্ব কিংবা দাবিক্ব নামক এলাকাদ্বয়ে অবস্থান করবে। (যা শাম এলাকার উত্তর দিক 'হালাব শহরের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক এলাকা। তা তুরস্ক থেকে দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং চাষের এলাকা হিসেবে প্রসিদ্ধ। গম, ডাল ও আলু তাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এমনকি তাতে কুওয়াইক্ব নামক নদীও প্রবাহিত। শীত ও বসন্তকালে তাতে প্রচুর পানি থাকে। ইসলামের প্রতিটি যুগে এটি একটি প্রতিরোধ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত)। তখন মদীনা থেকে মোসলমানদের একটি সেনাদল তাদের উদ্দেশ্যে বেরুবে। তারাই হবে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যখন তারা পরস্পর যুদ্ধের জন্য মুখোমুখী হবে তখন রোমানরা বলবে: তোমরা ও সকল ব্যক্তিদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও যারা ইতিপূর্বে আমাদের মধ্য থেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছে। আমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবো। (এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, ইতিপূর্বে মোসলমান ও রোমানদের মাঝে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যাতে মোসলমানরা তাদের উপর জয়ী হয়েছে। আর তখন রোমানরা মোসলমানদের হাতে ধরা পড়ে পরবর্তীতে তারা মোসলমান হয়ে আবার মোসলমানদের সাথেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে)।

দাবিক্ব, সিরিয়া

তখন মোসলমানরা বলবে: না, তা হতে পারে না। আল্লাহ'র কসম! আমরা আমাদের মোসলমান ভাইদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারবো না। তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তাতে মোসলমানদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পরাজিত হবে যাদের তাওবা আল্লাহ তা'আলা কখনো কবুল করবেন না। আরেক তৃতীয়াংশ সৈন্যকে হত্যা করা হবে যারা হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ এবং আরেক তৃতীয়াংশ সৈন্য যুদ্ধে জয়লাভ করবে যারা আর কখনো পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না। এরপর তারা কুস্তানতীনিয়্যাহ তথা ইস্তাম্বুল শহর বিজয় করবে। যখন তারা নিজেদের তলোয়ারগুলো যায়তুন গাছে টাঙ্গিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদগুলো নিজেদের মাঝে বন্টন করবে তখনই শয়তান তাদেরকে ভীত করার জন্য

চিৎকার দিয়ে বলবে: দাজ্জাল তো তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের উপর এক ভীষণ তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। তখন তারা দ্রুত তার উদ্দেশ্যে বের হবে; অথচ কথাটি একটি গুজব মাত্র। এ দিকে যখন মোসলমানরা শাম এলাকা তথা সিরিয়ায় পৌঁছুবে তখনই দাজ্জাল বেরুবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন তারা রোমানদের সাথে যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার এখনো সুযোগ পায়নি এমতাবস্থায় তারা দাজ্জালের কথা শুনে তার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে এবং সবাই সারিবদ্ধ হবে আর তখনই নামাযের ইক্বামাত দেয়া হবে এবং ঈসা ﷺ অবতীর্ণ হবেন। (মুসলিম, হাদীস ২৮৯৭)

দাজ্জালের আবির্ভাবপূর্ব আরো কিছু ঘটনা:

আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلاَثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِيْ السَّنَةِ الْأُوْلَىٰ أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِيْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِيْ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلاَ تَقْطُرُ قَطْرَةٌ وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلاَ تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلاَ تَبْقَىٰ ذَاتُ ظِلٍّ إِلاَّ هَلَكَتْ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَجْزَأَةَ الطَّعَامِ .
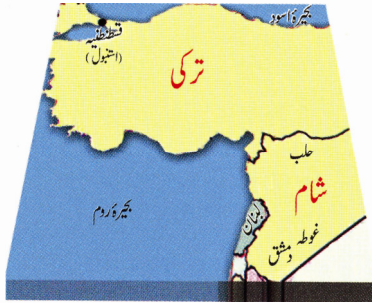
“দাজ্জাল বের হওয়ার পূর্বের তিনটি বছর খুবই কঠিন হবে। সে বছরগুলোতে কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। আল্লাহ তা'আলা আকাশকে প্রথম বছর এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি না দিতে আদেশ করবেন। এমনকি যমিনকেও আদেশ করবেন এক তৃতীয়াংশ ফসল না দিতে। এরপর দ্বিতীয় বছরও তিনি আকাশকে আদেশ করবেন দু' তৃতীয়াংশ বৃষ্টি না দিতে এবং যমিনকেও আদেশ করবেন দু' তৃতীয়াংশ ফসল না দিতে। এমনকি তৃতীয় বছরও তিনি আকাশকে আদেশ করবেন তার সম্পূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ

করে দিতে। তখন আর এক ফোঁটা পানিও আকাশ থেকে পড়বে না। যমিনকেও আদেশ করবেন তার সকল ফসল বন্ধ করে দিতে। তখন আর যমিন একটি উদ্ভিদও জন্ম দিবে না। ফলে সামান্য কিছু গাছ ছাড়া সকল ছায়া বিশিষ্ট গাছই মরে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো: তা হলে মানুষ সে সময় কী খেয়ে বাঁচবে? রাসূল ﷺ বললেন: তখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", "আল্লাহু আকবার" ও "আল'হামদুলিল্লাহ" পড়লেই তাদের খানার কাজ সেরে যাবে"। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৭৭)

হাদীসটিকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন।

দাজ্জাল আসার পূর্বে আরো যা ঘটবে:

রাশিদ বিন সাআদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন "ইসতাখার" (পারস্যের পুরান ও প্রসিদ্ধ একটি শহর যাতে সে দেশের রাষ্ট্রপতিদের বাড়ি-ঘর ও ধন-ভাণ্ডার ছিলো) নামক এলাকা জয় করা হয় তখন জনৈক আহ্বানকারী আহ্বান করে বললো যে, দাজ্জাল বের হয়ে গেছে। তখন সাব বিন জুসামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন: তোমরা এমন কথা না বললে আমি তোমাদেরকে একটি বিশেষ সংবাদ দিতাম। আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

لاَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَحَتَّى تَتْرُكَ الأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ

"দাজ্জাল বের হবে না যতক্ষণ না মানুষ তার কথা ভুলে যাবে এবং যতক্ষণ না ইমামগণ মসজিদের মিম্বারে তার ব্যাপারে আলোচনা করা ছেড়ে দিবে"।

(আহমাদ: ৪/৭১ ইবনু মা'ঈন (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটিকে শুদ্ধ বলেছেন)

দাজ্জালের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

* সে আকৃতিতে খাটো এবং হাঁটার সময় তার পায়ের গোড়ালী দু'টো পাতার তুলনায় একটু দূরে থাকবে।

* তার চুলগুলো কোঁকড়ানো হবে। তা এতটুকুও নরম কিংবা মসৃণ হবে না।

* তার চুলগুলো ঘন হবে।

* তার ডান চোখটি থাকবে বন্ধ। যেন তা একদম মুছে ফেলা হয়েছে। আর সে চোখটি যেন অন্যটার চাইতে খানিকটা উঁচু। যেন গুচ্ছ থেকে ভেসে উঠা আঙ্গুরের ন্যায়। আর বাম চোখটি কানা হবে।

* সে হবে শুভ্র বর্ণের।

* তার মাথার অগ্রভাগে কোন চুল থাকবে না। অন্য ভাষায় তার কপালটুকু খানিকটা বড়সড় হবে।

* তার দু' চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফ, ফা ও রা অক্ষর তিনটি অথবা কাফির শব্দটি। প্রত্যেক শিক্ষিত অশিক্ষিত মোসলমান তা পড়তে পারবে।

* তার কোন সন্তান হবে না।

দাজ্জাল সম্পর্কীয় উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রে বললে এমন বলা যেতে পারে, সে হবে খাটো, স্থূলকায় ও বড় মাথাওয়ালা। তার উভয় চোখ হবে ত্রুটিপূর্ণ। ডান চোখটি গুচ্ছ থেকে ভেসে উঠা আঙ্গুরের ন্যায় একটু ফুলা হবে। আর বাম চোখের কোনার গোস্তটি হবে একটু বড়ো। সে কোঁকড়ানো ও বেশি চুলওয়ালা হবে। তার শরীরের রং হবে সাদা। তার দু'টি জঙ্ঘা ও রানের মাঝে খানিকটা দূরত্ব থাকবে। এমনকি তার দু' চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে কাফ, ফা ও রা অক্ষর তিনটি অথবা কাফির শব্দটি।

দাজ্জালের আবির্ভাবের এলাকাঃ

আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ
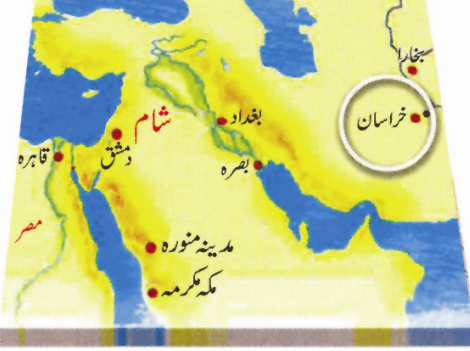
إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ، يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

"দাজ্জাল পূর্ব এলাকা তথা খুরাসান শহর (যা বর্তমানে ইরানের একটি শহর) থেকে বের হবে। তার অনুসারী হবে এমন কিছু লোক যাদের চেহারা চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায়। তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট"। (আহমাদ: ১/৪ তিরমিযী, হাদীস ২২৩৭ তুহফাহ ৬/৪৯৫)

তবে তার প্রথম আবির্ভাব ঘটবে শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকায়।

নাওয়াস বিন সামআন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ

"নিশ্চয়ই সে শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি এলাকায় বের হবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

জাসসাসাহ ও দাজ্জালের কাহিনী:

আমির বিন শারাহীল আশ-শাবী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি একদা ফাতিমা বিনতে ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনি কি আমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবেন যা আপনি সরাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন। এতে কোন মাধ্যম গ্রহণ করবেন না। তখন তিনি বললেন: তুমি চাইলে আমি তা করতে পারি। আমির (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন: তা হলে আপনি বলুন। তখন তিনি বললেন:

একদা আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আহ্বানকারীর ডাক শুনেছি। তিনি বলছেন: নামায অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তখন আমি দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটলাম। আমি মহিলাদের প্রথম কাতারেই ছিলাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায শেষ করে মিম্বরের উপর বসে হাসতে হাসতে বললেন: তোমাদের কেউ নিজ স্থান ছাড়বে না। সবাই নিজ নিজ জায়গায়

বসে থাকো। অতঃপর তিনি বললেন: তোমরা কি জানো, আমি কী জন্য তোমাদেরকে ডেকেছি? সাহাবীগণ বললেন: এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন:

আল্লাহ'র কসম! আমি আজ তোমাদেরকে কোন সম্পদের আশা কিংবা কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয় দেখানোর জন্য একত্রিত করিনি। আমি তোমাদেরকে এ জন্যই একত্রিত করেছি যে, তামীম আদ-দারী নামক জনৈক ব্যক্তি একদা খ্রিস্টান ছিলো। পরবর্তীতে সে আমার হাতে বায়আত করে মোসলমান হয়ে যায়। সে আমার নিকট এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করলো যার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় সে ঘটনার সাথে যা আমি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে শুনিয়েছি। তামীম বললো:

সে একদা লাখম ও জুযাম গোত্রদ্বয়ের তিরিশ জনকে নিয়ে সাগর ভ্রমণে বের হলো। পথিমধ্যে এক মাস যাবত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ তাদেরকে কোথায় পৌঁছিয়েছে তারা কেউ তা জানে না। পরিশেষে তারা সূর্যাস্তের দিকের এক সাগর দ্বীপে নোঙ্গর ফেললো। তারা একদা জাহাজের ছোট ছোট ডিঙ্গিতে চড়ে উক্ত দ্বীপে নেমে পড়লো। তারা দ্বীপে ঢুকতেই তাদের সাথে এমন এক প্রাণীর সাক্ষাৎ হলো যার লোমের অত্যাধিক্যের কারণে তার আগ-পাছ কিছুই চেনা যাচ্ছিলো না।

বীসান

তারা বললো: তুমি ধ্বংস হও! তুমি কে? সে বললো: আমি জাসসাসাহ তথা গোয়েন্দা তথ্য

সংরক্ষণকারিণী। তারা বললো: জাসসাসাহ কী? সে বললো: আরে তোমরা দ্রুত গির্জায় বসা লোকটির নিকট যাও। সে তো তোমাদের খবর শুনতে অধীর আগ্রহী। যখন পশুটি এক জন মানুষের কথা বললো তখন আমরা তাকে দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলাম। মনে হলো সে একজন শয়তান। তখন আমরা দ্রুত তার নিকট গেলাম। গির্জায় ঢুকতেই দেখলাম প্রকাণ্ড একটি মানুষ। যার মতো মানুষ ইতিপূর্বে আর কাউকে দেখিনি। যার হাত দু'টো ঘাড়ের সাথে শক্ত করে বাঁধা। হাঁটু থেকে টাখনু পর্যন্ত শিকল পরা।

আমরা বললাম: তুমি ধ্বংস হও! তুমি কে? সে বললো: তোমরা আমার খবর একটু পরেই পাবে। তবে বলো: তোমরা কারা? আমরা বললাম: আমরা আরবের কিছু লোক। একদা সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য জাহাজে আরোহণ করি। সাগর তখন উত্তাল ছিলো বলে এক মাস যাবত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ আমাদেরকে কোথায় পৌঁছিয়েছে তা আমরা কেউ বলতে পারিনি। অতঃপর এ উপদ্বীপে এসে আমরা নোঙ্গর ফেললাম। এরপর ছোট ছোট ডিঙ্গিতে করে দ্বীপে ঢুকে পড়লাম। দ্বীপে ঢুকতেই আমাদের সাথে এমন এক প্রাণীর সাক্ষাৎ হলো যার লোমের অত্যাধিক্যের কারণে তার আগ-পাছ কিছুই চেনা যাচ্ছিলো না। আমরা তাকে বললাম: তুমি ধ্বংস হও! তুমি কে? সে বললো: আমি জাসসাসাহ তথা গোয়েন্দা তথ্য সংরক্ষণকারিণী। আমরা বললাম: জাসসাসাহ কী? সে বললো: আরে তোমরা দ্রুত গির্জায় বসা লোকটির নিকট যাও। সে তো তোমাদের খবর শুনতে অধীর আগ্রহী। তখন আমরা দ্রুত তোমার নিকট চলে এলাম। আমরা পশুটিকে দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলাম। মনে হলো সে একজন শয়তান। সে বললো:

আকাশ থেকে ধারণ করা ত্বাবারিয়্যাহ উপসাগরের ছবি

তোমরা কি আমাকে বাইসান (তাবারিয়্যাহ উপসাগরের পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহর) শহরের খেজুর গাছগুলো সম্পর্কে কিছু জানাতে পারবে? আমরা বললাম: খেজুর গাছ সম্পর্কে তুমি কী জানতে চাচ্ছো? সে বললো: সেখানকার খেজুর গাছগুলোতে কি এখনো খেজুর

ধরে? আমরা বললাম: হ্যাঁ। সে বললো: এমন এক সময় আসবে যখন সে খেজুর গাছগুলোতে আর খেজুর ধরবে না। সে বললো: তোমরা কি আমাকে তাবারিয়্যাহ উপসাগর সম্পর্কে কিছু জানাতে পারবে? আমরা বললাম: তাবারিয়্যাহ উপসাগর সম্পর্কে তুমি কী জানতে চাচ্ছো? সে বললো: সেখানে কি এখনো পানি পাওয়া যায়? আমরা বললাম: সেখানে এখনো প্রচুর পানি। সে বললো: এমন এক সময় আসবে যখন সে উপসাগরে আর কোন পানি পাওয়া যাবে না। সে বললো: তোমরা কি আমাকে যুগার (মৃত সাগর তীরবর্তী একটি এলাকা) এলাকার কুয়া সম্পর্কে কিছু জানাতে পারবে? আমরা বললাম: যুগার এলাকার কুয়া সম্পর্কে তুমি কী জানতে চাচ্ছো? সে বললো: সেখানকার কুয়ায় কি পানি পাওয়া যায়? সে কুয়ার পানি দিয়ে কি সেখানকার লোকেরা চাষাবাদ করে? আমরা বললাম: সে কুয়ায় এখনো প্রচুর পানি এবং সে কুয়ার পানি দিয়ে সেখানকার লোকেরা এখনো চাষাবাদ করে। সে বললো: তোমরা কি আমাকে অশিক্ষিতদের নবী সম্পর্কে কিছু জানাতে পারবে? সে এখন কী করছে? আমরা বললাম: সে এখন মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিব তথা মদীনায় পাড়ি জমিয়েছে। সে বললো: আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে? আমরা বললাম: হ্যাঁ। সে বললো: যুদ্ধ কেমন চলছে? আমরা বললাম: সে তার আশপাশের আরবদের উপর জয়ী হয়েছে এবং তারা তার আনুগত্য স্বীকার করেছে। সে বললো: তাই কী? আমরা বললাম: হ্যাঁ। সে বললো: তার আনুগত্য স্বীকার করা তাদের জন্য অনেক ভালো।

তাবারিয়্যাহ উপসাগরের ছবি

আমি এখন তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু বলবো: আমি হলাম মাসী'হুদ-দাজ্জাল। আমাকে অচিরেই বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি বের হবো এবং বিশ্বের সর্ব জায়গায় ঘুরে বেড়াবো। এমন কোন এলাকা বাকি থাকবে না যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যেই অবতরণ করবো না। তবে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ

করা আমার জন্য হারাম। যখনই আমি এর কোনটিতে ঢুকতে যাবো তখনই জনৈক ফিরিশতা খোলা তলোয়ার নিয়ে আমাকে প্রতিরোধ করবে। সেখানকার প্রত্যেক গিরি পথে থাকবে অনেকগুলো ফিরিশতা যারা আমার প্রবেশ থেকে শহরটিকে রক্ষা করবে।

ফাতিমা বিনতে ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: অতঃপর রাসূল ﷺ নিজ হাতের লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন: এটিই তো তাইবাহ, এটিই তো তাইবাহ, এটিই তো তাইবাহ। আরে আমি কি তোমাদেরকে ঘটনাটি ঠিক বলেছি? সাহাবীগণ বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি তামীম দারীর ঘটনা শুনে সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি। কারণ, তার ঘটনার সাথে আমার বর্ণিত ঘটনার হুবহু মিল রয়েছে। এমনকি মক্কা-মদীনার ব্যাপারটিও। সে সিরিয়া বা ইয়েমেন সাগরে অবস্থানরত। না, বরং সে পূর্ব দিক থেকেই আবির্ভূত হবে। সে পূর্ব দিক থেকেই আবির্ভূত হবে। সে পূর্ব দিক থেকেই আবির্ভূত হবে। তখন তিনি নিজ হাতে পূর্ব দিকে ইশারা করেও দেখালেন।

ফাতিমা বিনতে ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি এ হাদীসটি রাসূল ﷺ থেকে সংরক্ষণ করেছি। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪২)

এ দিকে আমি কোন এক লেখকের দাজ্জাল সম্পর্কীয় একটি লেখায় পেয়েছি। তিনি দাজ্জালের অবস্থানের জায়গা ও প্রসিদ্ধ বারমূদা ট্রেঙ্গল কিংবা বারমূদা ত্রিভুজের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। যা এখনো পর্যন্ত রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত কেউ এর মূল রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি।

বারমূদা ট্রেঙ্গল রহস্য ও দাজ্জালের সাথে এর সম্পর্ক:

বারমূদা ট্রেঙ্গল কিংবা বারমূদা ত্রিভুজ সম্পর্কীয় কথা একটি খেয়ালী কিচ্ছা ও বেহুদা গল্প মাত্র।

বারমূদা ট্রেঙ্গলের ভৌগলিক অবস্থান:

বারমূদা ট্রেঙ্গল কিংবা বারমূদা ত্রিভুজটি আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম ও এমেরিকা ইউনাইটেড স্টেটের ফ্লোরিডা রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় অবস্থিত। বিশেষভাবে এ এলাকাগুলো ত্রিভুজের আকার ধারণ করে। তা পশ্চিম দিকে মেক্সিকো উপসাগর এবং দক্ষিণ দিকে লিয়োর্ড দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর রয়েছে বারমূদা দ্বীপপুঞ্জ। তাতে রয়েছে ৩০০ টি ছোট ছোট দ্বীপ। যার অধিবাসীর সংখ্যা ৬৫০০০। আরো রয়েছে মেক্সিকো উপসাগর এবং বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।

খোরাসান এলাকা যেখানে দাজ্জাল বের হবে

বারমূদায় হারিয়ে যাওয়ার জায়গাটি:

আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম-উত্তরে "সারগাসু" নামক একটি সাগর রয়েছে। এর পানির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো: এতে এক ধরনের সাগরীয় উদ্ভিদ পাওয়া যায় যার নাম "সারগাসম"। এগুলো বেশি পরিমাণে পানির উপর গোল আকারে ভাসতে থাকে। যা সাগরের জাহাজগুলোর গতিপথে ব্যাঘাত ঘটায়।

"সারগাসু" সাগরটি একেবারেই শান্ত। তাতে বাতাসের ঢেউ ও তুফান তেমন একটা দেখা যায় না। এ জন্যই একে ভয়ের সাগর কিংবা আটলান্টিকের কবরস্থান

বলা হয়। কিছু অনুসন্ধানী রিপোর্ট এ কথা প্রমাণ করে যে, উক্ত সাগর তলায় অনেকগুলো সাধারণ জাহাজ, নৌকা ও ডুবুরী জাহাজ পাওয়া যায়। যেগুলোর ইতিহাস বিভিন্ন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

বারমূদায় হারিয়ে যাওয়ার শুরুর ইতিহাসঃ
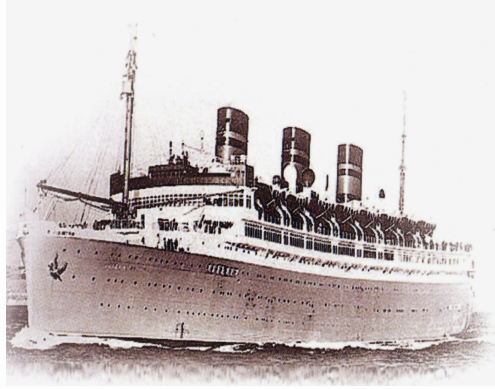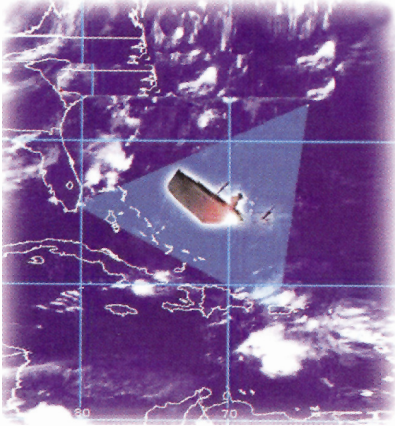
১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে এ জায়গায় কিংবা এর নিকটবর্তী জায়গায় একদা পঞ্চাশটি জাহাজ হারিয়ে যায়। এগুলোর কিছু চালক বিপদ মুহূর্তে কিছু বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করলেও তা অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম হওয়ার দরুন কেউ তা বুঝতে পারেনি। এ জাহাজগুলোর অধিকাংশই এমেরিকা ইউনাইটেড স্টেটের। এ জাহাজগুলোর প্রথমটির নাম হলো ইন্সার্জেন্ট। যা একদা ৩৪০ জন যাত্রী নিয়ে ডুবে যায়। এর পরপরই ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৯৯ জন ডুবুরী নিয়ে "স্কোরপিওন" নামক একটি ডুবুরী জাহাজ হারিয়ে যায়।

বিমান হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাঃ

আটলান্টিক মহাসাগরের আকাশে বিশেষ করে বারমূদার আকাশে একদা বিমান হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটিও ঘটেছে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এমেরিকার ফ্লোরিডা রাজ্য থেকে একদা পাঁচটি বিমান রওয়ানা হয়। বিমানগুলো ত্রিভুজ আকারে পাশাপাশি চলছিলো। বিমানগুলো যাচ্ছিলো একটি

জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যা মহাসাগরের উপর ভাসছিলো। যখন বিমান কন্ট্রোল টাওয়ারটি পাইলটদের গ্রুফ লিডারের কাছ থেকে অবতরণ ক্ষেত্র ও এতদ সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্বলিত বার্তার অপেক্ষায় ছিলো তখন কন্ট্রোল টাওয়ারটি গ্রুফ লিডারের কাছ থেকে একটি আশ্চর্য বার্তা পেয়েছে। গ্রুফ লিডার চার্লস টেইলর কন্ট্রোল টাওয়ারকে ডেকে বলছে: আমরা এখন এক গুরুতর অবস্থায় আছি। মনে হয়, আমরা নিজেদের গতিপথের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করছি। আমি যমিন দেখছি না। অবতরণের জায়গাও ঠিক করতে পারছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা মহাকাশে হারিয়ে গেছি। সব কিছুই অপরিচিত ও সম্পূর্ণ বিদঘুটে মনে হচ্ছে। কোন গতিপথই ঠিক করতে পারছি না। এমনকি আমাদের সামনের মহাসাগর এক ব্যতিক্রমী অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। যা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। এরপর হঠাৎ বিমান কন্ট্রোল টাওয়ার ও পাইলটদের গ্রুফ লিডারের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ছাড়াও আরো বহু বিমান এখানে হারিয়ে গেছে।

এ ত্রিভুজের মূল রহস্য সংক্রান্ত ব্যাখ্যাবলী:
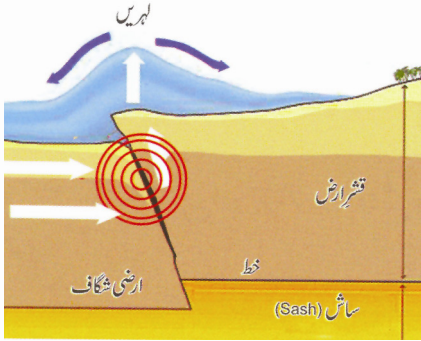
*** ভূমিকম্প দর্শন ও বারমূদা ত্রিভুজের ঘটনাবলীর সাথে এর সম্পর্ক:** এ দর্শনে বলা হয়, মহাসাগরের গভীর তলদেশে ভূমিকম্পের কারণে হঠাৎ এক ভীষণ ও ভয়ঙ্কর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। যার দরুন জাহাজগুলো অতি অল্প সময়ে মহাসাগরের গভীর তলদেশে চলে যায়। এমনকি সে ভূমিকম্পের দরুন আকাশে এক ধরনের হাওয়া তরঙ্গ সৃষ্টি হলে বিমানগুলো তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলে। তখন বিমান চালকরা আর সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া ও তার আশপাশ এলাকায় সংঘটিত সুনামী

* **মেগনেটিক কিংবা চুম্বুক আকর্ষণ দর্শন ও বারমূদা ত্রিভুজের ঘটনাবলীর সাথে এর সম্পর্ক:** এ দর্শনে বলা হয়, বারমূদা ত্রিভুজের উপর দিয়ে বিমান ও জাহাজের আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্রগুলো অস্থির ও এলোমেলোভাবে নড়তে থাকে। যা প্রকাণ্ড মেগনেটিক শক্তি ও ভীষণ আকর্ষণ শক্তির উপস্থিতির জানান দেয়।

দাজ্জালের আবির্ভাবপূর্ব ঘটনাবলী:

আরবদের সংখ্যা কমে যাওয়া:

উম্মু শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: هُمْ قَلِيلٌ

"মানুষরা একদা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাবে। উম্মু শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! তখন আরবরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: তখন আরবরা সংখ্যায় কম থাকবে। (মুসলিম, হাদীস ৫২৪৩)

কুস্তানতীনিয়্যাহ তথা ইস্তাম্বুল বিজয়ঃ

মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

عُمْرَانُ بَيْتِ الْـمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْـمَلْحَمَةِ، وَخُرُوْجُ الْـمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ .

“বাইতুল-মাক্বদিস আবাদ হলেই মদীনা ধ্বংস হয়ে যাবে। মদীনা ধ্বংস হলেই একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হবে। একটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হলেই কুস্তানতীনিয়্যাহ’র বিজয় ঘটবে। কুস্তানতীনিয়্যাহ’র বিজয় ঘটলেই দাজ্জাল বেরুবে”।

(আহমাদ, হাদীস ২২১২১ আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৪ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ৩৮৪৭৩ বাগাওয়ী, হাদীস ৪২৫২)

ধারাবাহিক বিজয়সমূহঃ

নাফি’ বিন উতবাহ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা একদা এক যুদ্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পশ্চিম দিক থেকে একটি সম্প্রদায় আসলো। যাদের গায়ে পশমের কাপড় ছিলো। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এক টিলার উপর সাক্ষাৎ করলো। তখন তারা ছিলো দাঁড়ানো। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন বসা। এমতাবস্থায় আমার মন বলছিলোঃ তাদের নিকট যাও। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাদের মাঝে দাঁড়াও। যাতে ওরা তাঁকে হত্যা করতে না পারে। আবার মনে জাগলো, হয়তো বা তিনি তাদের সাথে একান্তে কথা বলছেন। এরপরও আমি তাদের নিকট গেলাম। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাদের মাঝে দাঁড়ালাম। তখন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে চারটি বাক্য সংরক্ষণ করেছি। যা আমি এখনো হাতে গুণে বলতে পারি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تَغْزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ .

"তোমরা আরব উপদ্বীপের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের জন্য জয় করে দিবেন। এরপর পারস্যের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের জন্য জয় করে দিবেন। অতঃপর রোমের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের জন্য জয় করে দিবেন। পরিশেষে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তার বিরুদ্ধেও তোমাদেরকে জয়ী করবেন। (মুসলিম, হাদীস ২৯০০)

উদ্ভিদ ও বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়াঃ

দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি শুষ্ক ও অনাবৃষ্টির বছর দেখা যাবে।

আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلاَثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِيْ السَّنَةِ الأُوْلَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ فِيْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِيْ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلاَ تَقْطُرُ قَطْرَةٌ وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلاَ تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلاَ تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلاَّ هَلَكَتْ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَجْزَأَةَ الطَّعَامِ .

"দাজ্জাল বের হওয়ার পূর্বের তিনটি বছর খুবই কঠিন হবে। সে বছরগুলোতে কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। আল্লাহ তা'আলা আকাশকে প্রথম বছর এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি না দিতে আদেশ করবেন। এমনকি যমিনকেও আদেশ করবেন এক তৃতীয়াংশ ফসল না দিতে। এরপর দ্বিতীয় বছরও তিনি আকাশকে আদেশ করবেন দু' তৃতীয়াংশ বৃষ্টি না দিতে এবং যমিনকেও আদেশ করবেন দু' তৃতীয়াংশ ফসল না দিতে। এমনকি তৃতীয় বছরও তিনি আকাশকে আদেশ করবেন তার সম্পূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ করে দিতে। তখন আর এক ফোঁটা পানিও আকাশ থেকে পড়বে না। যমিনকেও আদেশ করবেন তার সকল ফসল বন্ধ করে দিতে। তখন আর যমিন একটি উদ্ভিদও জন্ম দিবে না।

ফলে সামান্য কিছু গরু-ছাগল ছাড়া সকল গরু-ছাগলই মরে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো: তা হলে মানুষ সে সময় কী খেয়ে বাঁচবে? রাসূল ﷺ বললেন: তখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", "আল্লাহু আকবার" ও "আল'হামদুলিল্লাহ" পড়লেই তাদের খানার কাজ সেরে যাবে"। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৭৭)

হাদীসটিকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন।

ফিতনা বেড়ে যাওয়া ও মানুষের মাঝে সুস্পষ্ট প্রভেদ সৃষ্টি হওয়া:

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা এক লম্বা হাদীসে বলেন:

ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَىٰ رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَىٰ ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ تَمَادَتْ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، حَتَّىٰ يَصِيرَ النَّاسُ إِلَىٰ فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ .

"এরপর স্বাচ্ছন্দ্যের ফিতনা দেখা দিবে। যা শুরু হবে আমার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে। তার ধারণা সে আমার। অথচ সে আমার কেউ নয়। আমার বন্ধু তো কেবল মুত্তাকীরাই। অতঃপর মানুষ এক অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। এরপর এক ভয়ানক ফিতনা দেখা দিবে। যা এ উম্মতের কাউকে ক্ষতি না করে ছাড়বে না। যখন বলা হবে: তা শেষ হয়ে গেছে তখন তা আরো দীর্ঘায়িত হবে। তখন কেউ সকালে মু'মিন থাকলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ তখন দু' দলে ভাগ হয়ে যাবে। যার একটি হবে মু'মিনের দল। যাদের মাঝে কোন মুনাফিকী থাকবে না। আরেকটি হবে মুনাফিকের দল। যাদের মাঝে কোন ঈমানই থাকবে না। মানুষের এমন অবস্থা হলে তোমরা সে দিন বা তার পরের দিন দাজ্জালের অপেক্ষা করবে।

(আহমাদ, হাদীস ৫৯৯৯ আবূ দাউদ, হাদীস ৩৭০৭, ৪২৪২ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ২/৭০২ হাদীস ৯৭২)

ত্রিশ জন মিথ্যুক বের হওয়া:

সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা এক সূর্য গ্রহণের দিনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেন:

إِنَّهُ وَاللهِ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ثَلاَثُوْنَ كَذَّابًا آخِرُهُمُ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَىٰ

"আল্লাহ'র কসম! কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তিরিশ জন মিথ্যুক বের হবে। যাদের সর্বশেষ লোকটি হবে কানা দাজ্জাল। যার বাম চোখটি যেন মুছে ফেলা হয়েছে। (আহমাদ: ৫/১৬)

দাজ্জাল কীভাবে বের হবে?

তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে দাজ্জাল ও জাসসাসাহ'র ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, দাজ্জাল এখনো একটি সাগর দ্বীপে বন্দী আছে। সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগেও জীবিত ছিলো। সে এক প্রকাণ্ড ব্যক্তি। তামীম আদ-দারী ও তাঁর ত্রিশ জন সাথী তাকে শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখেছে। এমনকি দাজ্জাল ও তাদের মধ্যে কথাও হয়েছে। দাজ্জাল তাদেরকে এও বলেছে যে, সে নিশ্চয়ই দাজ্জাল। এক ভীষণ রাগের পর সে শিকল ভেঙ্গে একদা বেরিয়ে পড়বে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ:

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি মদীনার কোন এক গলিতে ইবনু সা-ইদ বা ইবনু সাইয়াদকে দেখে তাকে এমন এক কথা বলি যা শুনে সে আমার উপর খুব রাগান্বিত হয়। সে এমনভাবে রাগে ফুলে গিয়েছে যে, যেন গলিটি তাকে দিয়ে পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর বোন 'হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট গেলে তিনি তাঁকে বললেন: আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর দয়া করুন! ইবনু সাইয়াদের সাথে তোমার কী হয়েছে?! তুমি কি জানো না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: একদা কোন এক রাগের মাথায় ইবনু সাইয়াদ দাজ্জাল রূপে আবির্ভূত হবে। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩২)

দাজ্জালের গতি:

একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দাজ্জালের পুরো বিশ্ব ভ্রমণ গতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ

"হাওয়া তাড়িত বৃষ্টি তথা তুফানের ন্যায়"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

মানে, দাজ্জাল পুরো বিশ্বে খুব দ্রুত বিচরণ করবে।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ خَفْقَةٍ مِنَ الدِّيْنِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَسِيْحُهَا، الْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهْرِ، وَالْيَوْمُ كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ مِثْلُ أَيَّامِكُمْ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عَرْضُ مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا، يَأْتِي النَّاسَ فَيَقُوْلُ: أَنَا رَبُّكُمْ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ، يَمُرُّ بِكُلِّ مَاءٍ وَمَنْهَلٍ إِلَّا الْمَدِيْنَةَ وَمَكَّةَ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِهِمَا .

আকাশ থেকে ধারণ করা উহুদ পাহাড়ের ছবি

“ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞানের কঠিন দুর্যোগাবস্থায় দাজ্জাল বের হবে। চল্লিশ দিনে সে পুরো বিশ্ব ভ্রমণ করবে। তার মধ্যকার এক দিন হবে এক বছরের ন্যায়। আরেক দিন হবে এক মাসের ন্যায়। এমনকি আরেক দিন হবে এক সপ্তাহের ন্যায়। আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের দিনের ন্যায়। আরোহণ করার জন্য তার একটি গাধা থাকবে। যার দু' কানের মধ্যকার দূরত্ব হবে ৪০ হাত। সে মানুষের কাছে এসে বলবে: আমি তোমাদের প্রভু। অথচ তোমাদের প্রভু কানা নন। তার দু' চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে: কাফ, ফা ও রা। তথা সে কাফির। তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মু'মিনই পড়তে পারবে। সে সকল নদী-নালা তথা সর্ব জায়গা মাড়িয়ে যাবে। তবে সে মক্কা ও মদীনায় ঢুকতে পারবে না। এ দু'টি পবিত্র জায়গাকে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ফিরিশতাগণ এ দু' এলাকার গেইটগুলোতে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

(আহমাদ: ৪/১৮১ আল-ফাত্'হুর-রাব্বানী ২৪/৮৫-৮৬ 'হাকিম: ৪/৫৩৮)

দাজ্জাল যে যে জায়গায় প্রবেশ করবে:

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ.

“দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ছাড়া দুনিয়ার সকল এলাকাই মাড়িয়ে যাবে।
(বুখারী, হাদীস ১৮৮১ মুসলিম, হাদীস ২৯৪৩)

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

عَلَىٰ أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ، وَلاَ الدَّجَّالُ .

“মদীনার ঢুকার পথে ফিরিশতাগণ সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। তাতে না কোন মহামারী রোগ প্রবেশ করবে। না দাজ্জাল। (বুখারী, হাদীস ৭১৩৩ মুসলিম, হাদীস ১৩৭৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

يَأْتِيْ الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَهِمَّتُهُ الْمَدِيْنَةُ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ يَصْعَدُ أُحُداً وَيَنْظُرُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ مِنْ بَعِيْدٍ، وَيَقُوْلُ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَتْبَاعِهِ: أَتَرَوْنَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ يَعْنِيْ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ تَلَقَّتْهُ الْمَلاَئِكَةُ فَضَرَبَتْ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، هُنَاكَ يَهْلِكُ هُنَاكَ يَهْلِكُ.

"মাসীহুদ-দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে আসবে। তার উদ্দেশ্য মদীনায় প্রবেশ করা। তবে যখন সে উহুদ পাহাড়ের পেছনে পৌঁছুবে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে উহুদ পাহাড়ের উপর উঠে দূর থেকে মসজিদে নববীর দিকে তাকিয়ে তার আশপাশের অনুসারীদেরকে বলবে: তোমরা কি এখানের সাদা অট্টালিকাটি দেখতে পাচ্ছো? তখনই ফিরিশতাগণের সাথে তার সাক্ষাৎ হতেই তাঁরা তার চেহারায় আঘাত করে তাকে শাম তথা সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবে। আর সেখানেই সে ধ্বংস হবে। আর সেখানেই সে ধ্বংস হবে। (আহমাদ: ২/৪৫৭ মুসলিম, হাদীস ১৩৮০)

মিহজান বিন আদরু' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন:

يَوْمُ الْخَلاَصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلاَصِ؟ يَوْمُ الْخَلاَصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلاَصِ؟ يَوْمُ الْخَلاَصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلاَصِ؟ ثَلاَثًا، فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا يَوْمُ الْخَلاَصِ؟! قَالَ: يَجِيْءُ الدَّجَّالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًا فَيَنْظُرُ الْمَدِيْنَةَ، فَيَقُوْلُ لِأَصْحَابِهِ: أَتَرَوْنَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ؟ هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ، ثُمَّ يَأْتِيْ الْمَدِيْنَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقَبٍ مِنْهَا مَلَكًا مُصْلِتًا، فَيَأْتِيْ سَبَخَةَ الْجُرُفِ، فَيَضْرِبُ رُوَاقَهُ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَلاَ يَبْقَىٰ مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ وَلاَ فَاسِقٌ وَلاَ فَاسِقَةٌ إِلاَّ خَرَجَ إِلَيْهِ فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلاَصِ .

"মুক্তির দিন। মুক্তির দিন কী তোমরা জানো? মুক্তির দিন। মুক্তির দিন কী তোমরা জানো? মুক্তির দিন। মুক্তির দিন কী তোমরা জানো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথাটি তিনবার বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, মুক্তির দিন কী? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: দাজ্জাল এসে উহুদ পাহাড়ে চড়ে মদীনার দিকে তাকিয়ে নিজ অনুসারীদেরকে বলবে: তোমরা কি এখানকার সাদা অট্টালিকাটি দেখতে পাচ্ছো? এটি

আকাশ থেকে ধারণ করা মসজিদে নববীর ছবি যাতে সাদা বিল্ডিংটি দেখা যাচ্ছে

আহমদের মসজিদ। অতঃপর সে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে দেখবে: তার প্রতিটি ঢোকার পথে খোলা তলোয়ার হাতে একজন ফিরিশতা দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে জুরুফের লবনাক্ত নরম মাটিতে তাঁবু ফেলবে। এরপর মদীনা তিনবার প্রকম্পিত হবে। তখন সেখানকার সকল মুনাফিক ও ফাসিক পুরুষ এবং মহিলা তার নিকট বেরিয়ে আসবে। আর সেদিনই হবে সত্যিই মুক্তির দিন। (আহমাদ: ৪/৩৩৮)

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَافِّيْنَ تَحْرُسُهَا، فَيَنْزِلُ فِيْ السَّبَخَةِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَأْتِيْ سَبَخَةَ الْجُرُفِ، فَيَضْرِبُ رُوَاقَهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطَعِ السَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَلاَ يَبْقَىٰ مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ إِلاَّ خَرَجَ إِلَيْهِ .

"দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ছাড়া দুনিয়ার সকল এলাকাই মাড়িয়ে যাবে। মদীনার এমন কোন ঢোকার পথ থাকবে না যেখানে ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না। বস্তুতঃ ফিরিশতাগণ মদীনাকে বেষ্টন করে তা পাহারা দিবে। তখন সে কোন উপায়ান্তর না পেয়ে জুরুফের লবনাক্ত নরম মাটিতে অবতরণ করবে এবং সেখানে সে তার তাঁবু ফেলবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে মদীনার নিকটবর্তী এক লবনাক্ত যমিনের শেষাংশে "আয-যুরাইবুল-আ'হমার" নামক এলাকায় অবতরণ করবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে তিনবার প্রকম্পিত হবে। তখন সেখানকার সকল মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা তার নিকট বেরিয়ে আসবে"। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৭৭)

السَّبَخَةِ মানে, লবনাক্ত যমিন। আর মদীনার অধিকাংশ যমিনই এমন। তবে মদীনার উত্তর এলাকার যমিনগুলো আরো বেশি লবনাক্ত।

الْجُرُفِ মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা। যা মদীনা শহরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। কারো কারোর মতে জুরুফ "মাহাজ্জাতুশ-শাম" ও "ক্বাসসাসীন" এলাকাদ্বয়ের মাঝে অবস্থিত। "মাহাজ্জাতুশ-শাম" তথা "হেস" মূলতঃ শাম তথা সিরিয়া এলাকার হাজীদের পথ। এ পথটি মূলতঃ মাখীয থেকে গুরাবাত এবং গুরাবুয-যা-য়িলাহ অথবা হাবশী পাহাড়ের পাশ দিয়ে যায়। বর্তমানের আজহারী পাড়া জুরুফের একটি

এলাকা। তবে উপরোক্ত বর্ণনাগুলো এ কথা প্রমাণ করে যে, জুরুফ এলাকাটি "মাররিকানাহ" পর্যন্ত বিস্তৃত।

"কানাহ" হুমুয উপত্যকাকে বলা হয়। আর তা ঢলের পানি একত্রিত হওয়ার জায়গাকেও বুঝায়। তাব' ইয়ামানী নামক ব্যক্তি যখন নিজ ঘর থেকে পানির নালা দেখতে পায় তখন সে পুরো এলাকাটিকেই জুরুফুল-আরয বলে আখ্যায়িত করে।

মোটকথা, দাজ্জাল উহুদ পাহাড়ের পেছনে লবনাক্ত যমিনে অবতরণ করবে। সেখানে তথা সাউর পাহাড়ের পূর্ব দিকের "সাদিকিয়্যাহ" এলাকার শেষাংশে সে নিজ তাঁবুখানা ফেলবে। আর এ এলাকায় অনেকগুলো লাল বর্ণের ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে। যা দেখলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা মনে পড়ে।

তামীম আদ-দারীর হাদীসে রয়েছে, দাজ্জাল তামীম ও তাঁর সাথীদেরকে বললো: আমাকে অচিরেই বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি বের হবো এবং বিশ্বের সর্ব জায়গায় ঘুরে বেড়াবো। এমন কোন এলাকা বাকি থাকবে না যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যেই অবতরণ করবো না। তবে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা আমার জন্য হারাম। যখনই আমি এর কোনটিতে ঢুকতে যাবো তখনই জনৈক ফিরিশতা খোলা তলোয়ার নিয়ে আমাকে প্রতিরোধ করবে। সেখানকার প্রত্যেক গিরি পথে থাকবে অনেকগুলো ফিরিশতা যারা আমার প্রবেশ থেকে শহরটিকে রক্ষা করবে। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪২)

দাজ্জালের ফিতনা:
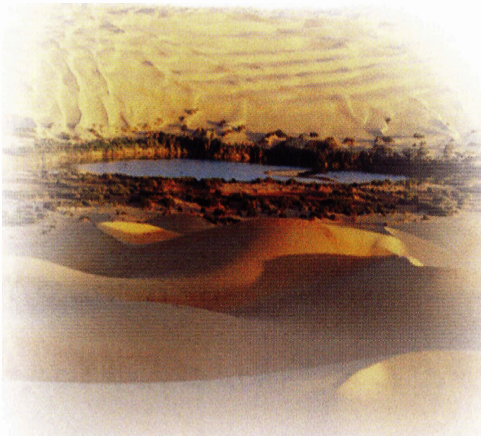
হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ .

"তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। তার জাহান্নাম হবে মূলতঃ জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে মূলতঃ জাহান্নাম"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَمَاؤُهُ نَارٌ

"তার সাথে পানি ও আগুন রয়েছে। তার আগুন হবে মূলতঃ ঠাণ্ডা পানি। আর তার পানি হবে মূলতঃ আগুন"। (বুখারী, হাদীস ৭১৩০ মুসলিম, হাদীস ২৯৩৪)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: আমি নিশ্চয়ই জানি দাজ্জালের সাথে কী থাকবে। তার সাথে থাকবে দু'টি প্রবহমান নদী। একটির দিকে তাকালে মনে হবে তাতে রয়েছে স্বচ্ছ সাদা পানি। অন্যটির দিকে তাকালে মনে হবে তাতে রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। তোমাদের কেউ তার সাক্ষাৎ পেলে সে যেন যা বাহ্যতঃ আগুন বলে মনে হচ্ছে তাতেই নেমে পড়ে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে যেন চোখ বন্ধ করে উক্ত নদীতে নেমে পড়ে যাতে জ্বলন্ত আগুন রয়েছে বলে মনে হয়। মাথা নিচু করে সে যেন তা থেকে পানি পান করে। কারণ, সেটিই হবে তখনকার ঠাণ্ডা পানি।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মানুষ যা পানি বলে মনে করবে তা মূলতঃ জ্বলন্ত আগুন। আর মানুষ যা আগুন বলে মনে করবে তা মূলতঃ সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি। তোমাদের কেউ তার সাক্ষাৎ পেলে সে যেন যা বাহ্যতঃ আগুন বলে মনে হচ্ছে তাতেই নেমে পড়ে। কারণ, তা তখনকার সুমিষ্ট পবিত্র পানি"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৪)

জড় পদার্থ ও পশুর উপর তার প্রভাব:

নাওয়াস বিন সামআন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: সে কিছু লোকের কাছে গিয়ে তাদেরকে তার উপর ঈমান আনার আহ্বান করলে তারা তার উপর ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে আদেশ করলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমিনকে আদেশ করলে যমিন প্রচুর ফসল ফলাবে। তখন তাদের গৃহ পালিত পশুগুলো যা সকাল বেলায় একদা চরতে বেরিয়েছিলো তা বিকেলে এমন অবস্থায় ফিরে আসবে যে, সেগুলোর লোমগুলো বড় বড়। স্তনগুলো দুধে ভরা। এমনকি

সেগুলো মোটা-তাজা ও হৃষ্ট-পুষ্ট। আরো কিছু লোকের কাছে গিয়ে তাদেরকেও তার উপর ঈমান আনার আহ্বান করলে তারা তার উপর ঈমান আনবে না। যখন সে উক্ত এলাকা ছেড়ে যাবে তখন সে এলাকায় আর বৃষ্টি হবে না। মানুষের হাতে কোন সম্পদ থাকবে না। সে কোন মরুভূমি অতিক্রম করার সময় মরুভূমিকে আদেশ করবে তার সকল ধন-ভাণ্ডার বের করে দিতে। তখন মরুভূমির সকল গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার মৌমাছির ন্যায় তার পিছু নিবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

তার আরেকটি ফিতনা:

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: দাজ্জালের ফিতনা এটাও যে, সে জনৈক মরুবাসীকে বলবে: আমি যদি তোমার মাতা-পিতাকে জীবিত করে দেখাতে পারি তা হলে কি তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তোমার প্রভু। সে বলবে: হ্যাঁ। তখন দু'টি শয়তান তার মাতা-পিতার ছবি ধারণ করে বলবে: হে আমার ছেলে! এর অনুসরণ করো। এ হলো তোমার প্রভু।

(ইবনু মাজাহ ২/১৩৫৯-১৩৬৩ হাদীস ৪০৭৭ স'হীহুল-জামি': ২/১৩০০ হাদীস ৭৭৫২, ৭৮৭৫)

তার আরেকটি ফিতনা:

সে একজন সুঠাম দেহের যুবককে নিজের কাছে ডেকে এনে তাকে নিজ তলোয়ার দিয়ে দু' ভাগ করে ফেলবে। তারপর সে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলবে: তোমরা আমার এ বান্দাহ'র দিকে তাকাও। আমি তাকে এখন জীবিত করবো। তারপরও সে ধারণা করবে, আমি ছাড়াও তার একজন প্রভু রয়েছে। তখন দাজ্জাল জনৈক ব্যক্তিকে জীবিত হয়ে দাঁড়ানোর আদেশ করলে সে দাঁড়িয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলাই তাকে জীবিত করেছেন। দাজ্জাল নয়। তবে দাজ্জাল মনে করবে, সেই তাকে জীবিত করেছে এবং তার দু'টি অংশ জোড়া লেগে গেছে। তখন দাজ্জাল যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বলবে: তোমার প্রভু কে? লোকটি বলবে: আমার প্রভু আল্লাহ। আর তুমি আল্লাহ'র শত্রু। তুমি দাজ্জাল।

দাজ্জাল সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা:

তার সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা এই যে, তার সাথে থাকবে একটি রুটি ও খাদ্যের পাহাড়। অথচ তখন দুনিয়াতে বিরাজ করবে দুর্ভিক্ষ।

মুগীরাহ বিন শুবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দাজ্জাল সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন: হে ছেলে! তুমি দাজ্জালকে নিয়ে এতো ব্যস্ত কেন? সে তো তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন: আমি বললাম: কেউ কেউ ধারণা করছে, তার সাথে পানি ভরা নদী ও রুটির পাহাড় থাকবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ

"সে তো আল্লাহ তা'আলার নিকট এর চেয়ে আরো গুরুত্বহীন"।

(বুখারী, হাদীস ৭১২২ মুসলিম, হাদীস ২১৫২)

দাজ্জালের অনুসারী কারা?

নিশ্চয়ই দাজ্জাল তার রকমারি ক্ষমতা ও ফিতনার মাধ্যমে উপরন্তু মানুষকে পথভ্রষ্ট করা তথা তাকে মা'বূদ হিসেবে বিশ্বাস করা ও তার অনুসরণের জন্য হরেক রকমের পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সে প্রচুর মানুষকে ফিতনায় ফেলে দিবে। তখন তারা আশা ও ভয়ে এমনকি ইসলাম ও মোসলমানদের সাথে যুদ্ধের নেশায় তার অনুসরণ করবে। তারা নিম্নরূপ:

চাদরপরা ইহুদি

ইহুদি:

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ

"ইস্পাহানের (ইস্পাহান ইরানের মধ্যবর্তী একটি এলাকা যা ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ৩৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সরকারী হিসেবে এখনো সেখানে ২৫ থেকে ৩০ হাজার ইহুদি বসবাস করছে) সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের গায়ে থাকবে চাদর"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪৪)

الطَّيَالِسَةُ শব্দটি الطَّيْلَسَانُ শব্দের বহু বচন। যা এক ধরনের চাদর। যার একটি অংশ মাথায় রেখে তার বাকি অংশটুকু পুরো শরীরে ছেড়ে দেয়া হয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيَنْزِلَنَّ الدَّجَّالُ خَوْزَ وَكَرْمَانَ فِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفاً وُجُوْهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ

"নিশ্চয়ই দাজ্জাল খাউয (ইরানের পশ্চিম দিকের বর্তমানের খূযিস্তান এলাকা) ও কারমান (ইরানের দক্ষিণ-পূর্বের একটি এলাকা) এলাকাদ্বয়ে অবতরণ করবে তার সত্তর হাজার অনুসারী নিয়ে যাদের চেহারা হবে চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট"। (আহমাদ: ২/৩৩৭)

كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ মানে, তাদের মাথা হবে ছোট। চেহারা হবে ডিম্ব বা গোলাকৃতি। একই সময়ে তা হবে চেপ্টা। কারণ, তাদের চেহারার হাড়গুলো খানিকটা উঁচু এবং চোখ ও নাকের গঠন ভিন্ন হবে। যার দরুন চোখের এলাকাও সুস্পষ্ট দেখা যাবে।

الْمَجَانِّ শব্দটি مِجَنٌّ শব্দের বহু বচন। যার মানে ঢাল। الْمُطْرَقَةِ বা الْمُطَرَّقَةِ শব্দটি ঢালের বিশেষণ। মানে, দাজ্জালের অনুসারীদের চেহারা হবে চেপ্টা ও গোস্তে ভরা।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, দাজ্জালের অনুসারীরা অধিকাংশ ইহুদি হবে কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে, কারণ, দাজ্জাল সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো সে তাদের অপেক্ষিত মাসীহ।

ইহুদিরা এ কথা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দাউদ عليه السلام এর বংশ থেকে একজন রাষ্ট্রপতির ব্যবস্থা করবেন। সে অপেক্ষিত রাষ্ট্রপতি এসে তাদের জন্য একটি ইহুদি রাষ্ট্র কায়িম করবে। তাদের কিতাবে এ রাষ্ট্রপতির নাম

মীসিয়াহ বলে খ্যাত।

ইহুদিদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মাঝে এমন কিছু দুআ ও নামায রয়েছে যার মাধ্যমে তারা মাসীহুদ-দাজ্জালের দ্রুত আবির্ভাব কামনা করে। এমনকি তারা "ঈদুল-ফাসহ" এর রাত্রিকে এ জাতীয় বিশেষ কিছু দুআর জন্য নির্দিষ্ট করেছে।

তাদের ধর্মীয় কিতাব "তালমূদে" এসেছে: যখন মাসীহুদ-দাজ্জাল আসবে তখন যমিন তাজা রুটি, পশমের পোশাক ও প্রচুর গম উৎপন্ন করবে। গমের দানাগুলো বড় বড় ষাঁড়ের কিডনীর সমান হবে। তখন রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা ইহুদিদের হাতের মুঠোয় থাকবে। আর সকল জাতি এ মাসীহের খিদমত করবে ও তার সামনে নতজানু হবে। সে যুগে প্রত্যেক ইহুদির জন্য দু' হাজার আশি জন গোলাম সর্বদা তার খিদমতে নিয়োজিত থাকবে। এমনকি তার রাজ্যের অধীনে তিন শত দশটি এলাকা থাকবে। তবে মাসীহ সর্ব নিকৃষ্ট লোকদের ক্ষমতা ধ্বংসের পরই আসবে। উপরন্তু ইসরাঈল আসলেই ইহুদি জাতির পালিত স্বপ্ন পূরণ হবে। তার আগমনে ইহুদিরা অন্যান্য জাতির উপর শাসন ও কর্তৃত্ব করবে।

(আল-কানযুল-মারসূদ ফি ক্বাওয়ায়িদিত-তালমূদ: সপ্তম অধ্যায়: মাসীহ ও ইহুদিদের রাষ্ট্রক্ষমতা)

কাফির ও মুনাফিকরা:

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، وَلَيْسَ نَقَبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهَا الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ أَوْ حَافِّيْنَ تَحْرُسُهَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ

"দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ছাড়া দুনিয়ার সকল এলাকাই মাড়িয়ে যাবে। মক্কা ও মদীনার সকল প্রবেশ পথে ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে তা বেষ্টন করে পাহারা দিবেন। পরিশেষে সে কোন উপায়ান্তর না পেয়ে লবণাক্ত একটি এলাকায় অবতরণ করবে। আর তখনই মদীনা তার সকল অধিবাসীকে নিয়ে তিনবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে প্রকম্পিত হবে। এতে করে মদীনার প্রতিটি কাফির ও মুনাফিক দাজ্জালের নিকট বেরিয়ে যাবে"। (বুখারী, হাদীস ১৮৮১ মুসলিম, হাদীস ২৯৪৩)

মরুবাসী মূর্খরাঃ

মরুভূমিতে বসবাসকারী একদল বেদুঈন

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ দাজ্জালের ফিতনা এটাও যে, সে জনৈক মরুবাসীকে বলবেঃ আমি যদি তোমার মাতা-পিতাকে জীবিত করে দেখাতে পারি তা হলে কি তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তোমার প্রভু। সে বলবেঃ হ্যাঁ। তখন দু'টি শয়তান তার মাতা-পিতার ছবি ধারণ করে বলবেঃ হে আমার ছেলে! এর অনুসরণ করো। কারণ, এ হলো তোমার প্রভু।

(ইবনু মাজাহ ২/১৩৫৯-১৩৬৩ হাদীস ৪০৭৭ স'হীহুল-জামি': ২/১৩০০ হাদীস ৭৭৫২, ৭৮৭৫)

যাদের চেহারা চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায়ঃ

আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ، يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَتَّبِعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

"দাজ্জাল পূর্ব এলাকা তথা খুরাসান শহর (যা বর্তমানে ইরানের একটি শহর) থেকে বের হবে। তার অনুসারী হবে এমন কিছু লোক যাদের চেহারা হবে চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায়। তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট"।

(আহমাদঃ ১/৪ তিরমিযী, হাদীস ২২৩৭ তুহফাহ ৬/৪৯৫ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৭২ হাকিমঃ ৪/৫২৭)

মহিলারাঃ

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَنْزِلُ الدَّجَّالُ فِيْ هَذِهِ السَّبَخَةِ بِمَرِّ قَنَاةَ، فَيَكُوْنُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيْمِهِ وَإِلَىٰ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوْثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ

"একদা দাজ্জাল মদীনার "মাররিকানাহ" নামক লবনাক্ত ঢালু উপত্যকায় অবতরণ করবে। তখন মদীনার অধিকাংশ মহিলাই তার নিকট পাড়ি জমাবে। আর তখনই পুরুষরা দাজ্জালের নিকট যাওয়ার ভয়ে তাদের স্ত্রী, মাতা, কন্যা, বোন ও ফুফুকে রশি দিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখবে।

(আহমাদ: ২/৬৭ হাদীস ৫৩৫৩ ক্বিসসাতুল-মাসীহিদ-দাজ্জাল/আলবানী: ৮৮)

দাজ্জালের দুনিয়াতে অবস্থানের সময়সীমা:

রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, দাজ্জাল দুনিয়াতে কতো দিন অবস্থান করবে? তখন রাসূল ﷺ বললেন:

أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ

"চল্লিশ দিন। তার মধ্যে এক দিন হবে এক বছরের ন্যায়। আরেক দিন হবে এক মাসের ন্যায়। এমনকি আরেক দিন হবে এক সপ্তাহের ন্যায়। আর বাকি দিনগুলো হবে এখনকার দিনের ন্যায়"।

সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমপরিমাণ হবে সে দিনে এক দিনের সালাত আদায় করলেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তখন রাসূল ﷺ বললেন:

لاَ تَكْفِيْ، وَلَكِنْ اقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ

"না, যথেষ্ট হবে না। তবে তোমরা সে দিন প্রত্যেক দিনের আন্দায অনুযায়ী নিয়মিত সালাত আদায় করে নিবে"। (মুসলিম হাদীস ২৯৩৭)

মানে, ফজরের নামায পড়ার পর অন্য দিনের ন্যায় জোহরের সময় হলে যোহর আদায় করবে। যোহরের নামায পড়ার পর অন্য দিনের ন্যায় আসরের সময় হলে আসর আদায় করবে। আসরের নামায আদায়ের পর অন্য দিনের ন্যায় মাগরিবের সময় হলে মাগরিব আদায় করবে। তেমনিভাবে মাগরিবের নামায পড়ার পর অন্য দিনের ন্যায় ইশার সময় হলে ইশা পড়ে নিবে। এভাবে ফজর আবারো যোহর ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ঃ

তার সাক্ষাৎ থেকে দূরে থাকাঃ

ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ

"কেউ দাজ্জালের খবর পেলে সে যেন তার থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। কারণ, আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি, নিশ্চয়ই জনৈক ব্যক্তি তার কাছে আসবে। তার বিশ্বাস, সে একজন খাঁটি মু'মিন। অতঃপর সে অকস্মাৎ দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে। কারণ, সে দাজ্জালের নিকট কিছু কিছু সন্দেহ মূলক কর্মকাণ্ড দেখতে পাবে"।

(আহমাদঃ ৪/৪৩১ আবু দাউদ, হাদীস ৪৩১৯ 'হাকিমঃ ৪/৫৩১ সহীহুল-জামি', হাদীস ৬১৭৭)

হাদীসের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনবে সে যেন তার থেকে বহু দূরে থাকে। কখনো তার নিকটবর্তী না হয়। কারণ, একদা জনৈক ব্যক্তি দাজ্জালের কাছে আসবে। সে মনে করবে যে, সে এক জন শক্তিশালী ঈমানদার। অথচ দেখা যাবে, হঠাৎ সে তার অনুসারী ও সহযোগী হয়ে গেলো। কারণ, দাজ্জাল তখন মানুষের সামনে সন্দেহজনক অনেক কিছুই উপস্থাপন করবে। যেমনঃ যাদু, মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

উম্মু শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِيْ الْجِبَالِ

"মানুষ তখন অবশ্যই দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়ে পালিয়ে যাবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪৫)

আর সে সময় মোসলমানদের এক জন ইমাম থাকবেন যিনি হলেন ইনসাফপরায়ণ খলীফা মাহদী।

আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করা:

আবূ উমামাহ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللهِ .

"যে ব্যক্তি তার (দাজ্জালের) আগুনের পরীক্ষার সম্মুখীন হবে সে যেন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করে"।

(ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৭৭)

হাদীসটিকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী জানা:

কারণ, দাজ্জাল হবে কানা। আর আল্লাহ তা'আলা কানা নন। বরং তিনি অতি সুন্দর ও সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত। এমনকি তিনি সকল ধরনের কলুষ থেকে পবিত্র।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

"তাঁর মতো কোন কিছুই নেই। তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা"। (শূরা: ১১)

সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত তিলাওয়াত করা:

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ .

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে নিবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করা হবে"।

(মুসলিম, হাদীস ৮০৯)

সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ ١ قَيِّمٗا لِّيُنذِرَ بَأۡسٗا شَدِيدٗا مِّن لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرًا حَسَنٗا ٢ مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدٗا ٣ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗا ٤ مَّا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٖ وَلَا لِأٓبَآئِهِمۡۚ كَبُرَتۡ كَلِمَةٗ تَخۡرُجُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبٗا ٥ فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا ٦ إِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَةٗ لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أَيُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا ٧ وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيدٗا جُرُزًا ٨ أَمۡ حَسِبۡتَ أَنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنۡ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ٩ إِذۡ أَوَى ٱلۡفِتۡيَةُ إِلَى ٱلۡكَهۡفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا ١٠﴾ [الكهف: ١ – ١٠]

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তাঁর বান্দাহ'র প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে তিনি কোন বক্রতার অবকাশ রাখেননি। বরং তিনি তাকে করেছেন সত্য, স্পষ্ট ও অকাট্য। তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার জন্য এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে এ কথার সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিফল। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর ওদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে: আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করেছেন। অথচ এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। না তাদের পিতৃ-পুরুষদের ছিলো। তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে অত্যন্ত সাংঘাতিক কথা। তারা যা বলে তা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা এ কুর'আনের বাণীতে বিশ্বাস না করার দরুন মনে হয় তুমি আফসোসে নিজের জীবনটুকু বিনষ্ট করে দিবে। যমিনের উপর যা কিছু রয়েছে তা আমি রেখেছি একমাত্র সৌন্দর্যের জন্য যেন আমি মানুষকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করতে পারি যে, আমলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার কে উত্তম। আমি অবশ্যই তার উপর যা রয়েছে তা বৃক্ষলতাহীন শুকনো ধূলো মাটিতে রূপান্তরিত করবো। তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাক্বীমের অধিবাসীরা ছিলো আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যকার এক বিস্ময়কর বিষয়? যুবকরা যখন গুহায় অবস্থান নিলো তখন তারা বললো: হে আমাদের প্রভু! আপনি একান্তভাবে আপনার নিজের পক্ষ থেকে আমাদেরকে দয়া করুন ও আমাদের

ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করুন। (কাহফ: ১-১০)

নাওয়াস বিন সামআন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

"তোমাদের কেউ তার সাথে সাক্ষাত করলে তার উপর সূরা কাহফের শুরুর কিছু আয়াত পাঠ করবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

উক্ত আয়াতগুলো পড়ার কারণ:

এর কারণ এটি হতে পারে যে, তাতে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কাহফের অধিবাসী যুবকদেরকে পরাক্রমশালী যালিমের হাত থেকে রক্ষা করেছেন যে একদা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার পরিকল্পনা করছিলো।

আবার কারো কারোর মতে উক্ত আয়াতগুলোতে আশ্চর্য কিছু ব্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে উল্লিখিত হয়েছে কাহফের অধিবাসীদের ঘটনা। উপরন্তু তারা কীভাবে যালিমের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাই দাজ্জালের মুকাবিলার সময় এক জন মোসলমান এ ব্যাপারটি চিন্তা করে মনে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পাবে।

সূরা কাহফ পুরোটাই তিলাওয়াত করা:

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ، لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ .

"যে ব্যক্তি সূরা কাহফ তিলাওয়াত করলো যেভাবে তা নাযিল করা হয়েছে।

অতঃপর তার সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ হলো। তা হলে তার উপর দাজ্জালকে জয়ী হতে দেয়া হবে না কিংবা দাজ্জাল তার উপর কোনভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না"। (হাকিম: ৪/৫১১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৩/৩৪০ হাদীস ১৩৫৫)

মক্কা ও মদীনার হারাম দু'টির কোন একটিতে আশ্রয় গ্রহণ করা:

কারণ, দাজ্জাল মক্কা ও মদীনার 'হারাম দু'টিতে কখনোই প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রত্যেক সালাতের শেষাংশে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করা:

আর তা বিশেষভাবে কামনা করবে তাশাহুদের বৈঠকে ও সালামের কিছু পূর্বে। তা এভাবে বলবে:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা ও মাসীহুদ-দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। (বুখারী, হাদীস ১৩৭৭ মুসলিম, হাদীস ৫৮৮)

فِتْنَةُ الْمَحْيَا বলতে মানুষের জীবদ্দশার সকল ফিতনাকে বুঝানো হয়। যেমন: দুনিয়া ও দুনিয়ার

ভোগ-বিলাসের ফিতনা। বিপদে পড়ে ধৈর্য হারানোর ফিতনা ইত্যাদি।

فِتْنَةُ الْمَمَاتِ বলতে মৃত্যুর সময়কার ফিতনাকে বুঝানো হয়। তেমনিভাবে তা বলতে কবরের ফিতনা তথা ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্ন ও তৎপরবর্তী আযাবকেও বুঝানো হয়।

মানুষকে দাজ্জালের ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া যাতে করে তারা সকলেই তার ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে পারে:

সা'ব বিন জুসামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

لاَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ

"দাজ্জাল বের হবে না যতক্ষণ না মানুষ তার কথা ভুলে যাবে"।

(আহমাদ: ৪/৭১ ইবনু মা'ঈন (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসটিকে শুদ্ধ বলেছেন)

মানে, তখন আর কেউ দাজ্জালের কথা স্মরণ ও তার আলোচনাই করবে না। এভাবে মানুষ যখন প্রচুর ফিতনা সত্ত্বেও তাকে ও তার বৈশিষ্ট্যগুলো ভুলে যাবে এমনকি তার ব্যাপারে সতর্ক করার বিষয়টিও মানুষ ভুলতে বসবে তখনই দাজ্জাল বেরুবে।

শরীয়তের জ্ঞানের অস্ত্রে সবাইকে সুসজ্জিত হতে হবে:

আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমানের পরপর ধর্মীয় জ্ঞানই সকল ফিতনা মুকাবিলায় অস্ত্রের ন্যায় কাজ করে। তার মধ্যে একটি দাজ্জালের ফিতনাও। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালের মুকাবিলায় মদীনার এক সাহসী ঈমানদার যুবকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা ফিতনা থেকে বাঁচার ব্যাপারে ঈমানের পরপর ধর্মীয় জ্ঞানের গুরুত্বই প্রমাণ করে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: একদা দাজ্জাল আসবে। অথচ মদীনার যে কোন প্রবেশ পথে ঢুকা তার জন্য হারাম করে দেয়া

হয়েছে। তখন সে বাধ্য হয়ে মদীনার নিকটবর্তী এক লবনাক্ত এলাকায় অবতরণ করবে। আর সে দিন দাজ্জালের নিকট বেরিয়ে আসবে সে যুগের সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সে দাজ্জালকে বলবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ইতিপূর্বে সংবাদ দিয়েছেন। তখন দাজ্জাল উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে: আমি যদি একে হত্যা করে আবারো জীবিত করতে পারি তবুও কি তোমরা আমার প্রভু হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? সবাই বলবে: না, তখন দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করে আবারো জীবিত করবে।
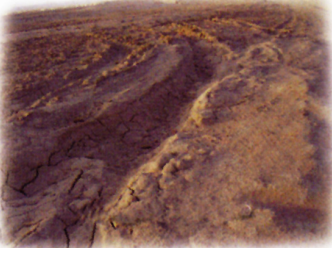
মদীনার নিকটবর্তী লবনাক্ত এলাকা

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দাজ্জাল যুবকটিকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতেই সে দু' টুকরো হয়ে তীরের লক্ষ্যবস্তু সমপরিমাণ দূরত্বে ছিটকে পড়বে। অতঃপর দাজ্জাল যুবকটিকে ডাকলে সে আবার উজ্জল চেহারায় হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে এসে বলবে: আল্লাহ'র কসম! আজ আমি তোমার ব্যাপারে পূর্বের চাইতে আরো বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

লবনাক্ত এলাকার পার্শ্ববর্তী জায়গা

অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, দাজ্জাল বের হবে। অতঃপর জনৈক মু'মিন তার দিকে রওয়ানা করলে দাজ্জালের রক্ষক ও সহযোগীরা তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলবে: তুমি কোথায় যাচ্ছো? সে বলবে: আমি অধুনা বের হওয়া লোকটি তথা দাজ্জালের নিকট যাচ্ছি। তারা বলবে: তুমি কি আমাদের প্রভুকে বিশ্বাস করো না? সে বলবে: আরে আমাদের প্রভুর ব্যাপারে তো কোন ধরনের অস্পষ্টতাই নেই। আমি দজ্জালকে দেখা মাত্রই তাকে চিনে ফেলবো। তখন তারা বলবে: একে হত্যা করো। এ দিকে তারা একে অপরকে বলবে: তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে নিষেধ করেনি তার অনুমতি ছাড়া কাউকে হত্যা করতে? অতঃপর তারা তাকে নিয়ে দাজ্জালের নিকট রওয়ানা করবে। মু'মিন ব্যক্তিটি দাজ্জালকে দেখেই

বলবে: হে মানুষ! আরে এ তো সেই মাসীহুদ-দাজ্জাল। যার ব্যাপারটি একদা রাসূল ﷺ উল্লেখ করেছেন। তখন দাজ্জালের আদেশে তাকে মারার জন্য শুইয়ে দেয়া হবে। দাজ্জাল বলবে: তাকে বেঁধে ফেলো। তার মাথাটি ফুটো করে দাও। তখন তার পেটে ও পিঠে প্রচুর আঘাত করে দাজ্জাল তাকে বলবে: তুমি কি আমাকে প্রভু হিসেবে বিশ্বাস করো না? তখন সে বলবে: তুমি তো মিথ্যুক মাসীহ। অতঃপর দাজ্জালের আদেশে তাকে করাত দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দু' ভাগ করা হবে। আর দাজ্জাল এ দু' ভাগের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে বলবে: তুমি দাড়াও। তখন লোকটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর দাজ্জাল আবারো তাকে বলবে: এখন আমাকে প্রভু হিসেবে বিশ্বাস করো? সে বলবে: আমি তোমার ব্যাপারে পূর্বের চাইতে আরো বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। মু'মিনটি আরো বলবে: হে মানুষ! নিশ্চয়ই দাজ্জাল আমার পর আর কাউকে এমন করতে পারবে না। তখন দাজ্জাল তাকে আবারো জবাই করতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা তার পুরো গলাটিকে পিতল বানিয়ে দিবেন। তখন সে আর তাকে হত্যা করতে পারবে না। অতঃপর দাজ্জাল তার হাত-পা বেঁধে তাকে তার সাথে থাকা আগুনে নিক্ষেপ করবে। মানুষ মনে করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ তাকে জান্নাতেই নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর রাসূল ﷺ বলেন: এ লোকটি আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট শহীদ বলেই গণ্য হবে।

(বুখারী, হাদীস ৭১৩২ মুসলিম, হাদীস ২৯৩৮)

ফায়েদা:

উক্ত হাদীস শর'য়ী তথা ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব বুঝায়। কারণ, উক্ত যুবকটি যদি পূর্ব থেকেই দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে না জানতো তা হলে সে দাজ্জালকে চিহ্নিতই করতে পারতো না। এ জন্য বাতিলের মুখোমুখী হতে হলে ধর্মীয় জ্ঞানের অস্ত্র ধারণ করতে হবে। উক্ত যুবক নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছে যে, দাজ্জাল আর এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড অন্যের সাথে ঘটাতে পারবে না। কারণ, যুবকটি ছিলো জ্ঞানী। সে ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর হাদীসটি অবশ্যই পড়েছে এবং সে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছে যে, হাদীসে বর্ণিত যুবকটি সে নিজেই।

দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেয়া। যা সে যুগের মু'মিনরা অবশ্যই করবে:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ؛ إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ...

"যখন মোসলমানরা যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে প্রস্তুতি নিবে তখনই নামাযের

ইক্বামত দেয়া হবে। আর তখনই ঈসা ﷵ অবতীর্ণ হবেন"। ...

(মুসলিম, হাদীস ২৮৯৭)

হুযাইফাহ বিন উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা দাজ্জালের আবির্ভাব এবং ইমাম মাহদী ও তাঁর সাথীদের দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে বলেন: পরিশেষে সে মদীনায় আসবে। মদীনার বাইরের অংশে সে জয়ী হবে। তবে ভেতরের অংশে তাকে ঢুকতে দেয়া হবে না। অতঃপর সে "ঈলিয়া" নামক পাহাড় তথা বাইতুল-মাক্বদিসে এসে এক দল মোসলমানকে ঘেরাও করবে। তখন মোসলমানরা এক কঠিন পরিস্থিতির শিকার হবে। একদা মোসলমানদের নেতৃস্থানীয়রা তাদেরকে বলবে: তোমরা এ হঠকারীর সাথে যুদ্ধ করতে কিসের অপেক্ষা করছো? তোমরা এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে আল্লাহ'র সাথে সাক্ষাৎ করবে। না হয় তিনি তোমাদেরকে এ যুদ্ধে বিজয় দিবেন। তখন তারা ভোর হতেই তার সাথে যুদ্ধের জন্য পরস্পর পরামর্শে বসবে। আর এ দিকে ভোর হতেই ঈসা ﷵ তাদের সাথে যোগ দিবেন।

(হাকিম: ৪/৫২৯ ইমাম যাহাবী বলেন: হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী)

দাজ্জালের সাথে সাক্ষাৎ হলে মোসলমানরা তার সাথে যা আচরণ করবে:

আবূ উমামাহ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন: তার দু' চোখের মাঝে কাফির শব্দটি লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক মু'মিনই পড়তে পারবে। তার সাথে তোমাদের কারোর সাক্ষাৎ হলে সে যেন তার চেহারায় থুতু মেরে সূরা কাহফের প্রথম দিকের আয়াতগুলো পাঠ করে। তাকে আদম ﷵ এর শুধুমাত্র একটি সন্তানের উপর জয়ী করা হবে। সে তাকে হত্যা করে আবার জীবিত করবে"।

(হাকিম: ৪/৫৮০)

আবূ ক্বিলাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) একদা জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন: তোমাদের পর এক জন পথভ্রষ্টকারী মিথ্যুক আসবে। তার মাথার চুলগুলো মোটা, খসখসে ও অমসৃণ হবে। সে বলবে: আমি তোমাদের প্রভু। তখন যে ব্যক্তি সাহস করে বলবে: বরং তুমি মিথ্যুক। তুমি আমাদের প্রভু নও। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই আমাদের প্রভু। তাঁর উপরই আমরা ভরসা করি। তাঁর দিকেই একদা আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি। যে ব্যক্তি সাহস করে এমন কথা বলবে দাজ্জাল তার উপর কোনভাবেই জয়ী হতে পারবে না। (আহমাদ: ৫/৪১০)

দাজ্জালের ধ্বংস:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَأْتِي الْـمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَهِمَّتُهُ الْـمَدِيْنَةُ حَتَّىٰ يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْـمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَاكَ يَهْلِكُ.

"মাসীহুদ-দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে আসবে। তার উদ্দেশ্য মদীনায় প্রবেশ করা। যখন সে উহুদ পাহাড়ের পেছনে অবতরণ করবে তখন ফিরিশতাগণ তার চেহারা শাম তথা সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবে। আর সেখানেই সে ধ্বংস হবে।

(আহমাদ: ২/৪৫৭ মুসলিম, হাদীস ১৩৮০)

একমাত্র ঈসা (আলাইহিস সালাম) ই দাজ্জালের হত্যাকারী:

মুজাম্মি' বিন জারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ.

"ঈসা বিন মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) বাবে লুদ্দ নামক এলাকায় (ফিলিস্তিনের বাইতুল-মাক্বদিসের নিকটবর্তী একটি এলাকা) দাজ্জালকে হত্যা করবেন"।

(তিরমিযী, হাদীস ২২৪৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ؛ إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْـمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ

"যখন মোসলমানরা যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে প্রস্তুতি নিবে তখনই নামাযের ইক্বামত দেয়া হবে। আর তখনই ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণ হবেন"। ...

(মুসলিম, হাদীস ২৮৯৭)
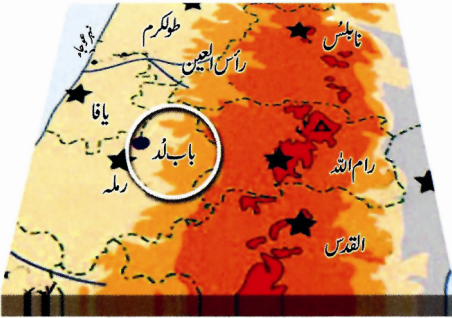
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর তিনি সিরিয়ার পূর্ব দামেস্কের সাদা মিনারার নিকটেই অবতরণ করবেন। তাঁর গায়ে থাকবে লাল ও জাফরান বর্ণের দু'টি কাপড়। তখন তাঁর হাত দু'টো থাকবে দু' ফিরিশতার ডানার উপর। তিনি মাথা নিচু করলে তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। উঁচু করলে মুক্তার দানা ঝরবে। কোন কাফিরই তাঁর (ঈসা عليه السلام এর) শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ পেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। আর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ ততটুকু যাবে যতটুকু যাবে তাঁর দৃষ্টি।

(মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

মানে, ঈসা عليه السلام এর দৃষ্টির গণ্ডীর ভেতরে যে কাফিরগুলো অবস্থান করবে তারা সবাই মারা যাবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেছেন যে, ঈসা عليه السلام যখন অবতরণ করবেন তখন মোসলমানরা মূলতঃ নামাযের জন্য প্রস্তুত। তাদের নেতা ও ইমাম হবে মাহদী। যখন তাদের ইমাম ফজরের নামাযের ইমামতির জন্য সামনে অগ্রসর হবে ও নামায শুরু করে দিবে তখনই ঈসা عليه السلام অবতরণ করবেন। তখন তাদের ইমাম নিজ জায়গা থেকে পেছনে এসে তাঁকে ইমামতির জন্য জায়গা করে দিবে। এমতাবস্থা ঈসা عليه السلام তার কাঁধে হাত রেখে বলবেন:

তুমি সামনে গিয়ে নামাযের ইমামতি করো। কারণ, তোমার ইমামতির জন্যই এ নামাযের ইক্বামত দেয়া হয়েছে। আর এটি হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য একটি বিশেষ সম্মান যে, তাদেরই এক জন একদা ঈসা عليه السلام এর নামাযের ইমাম হলো। তখন তাদের ইমামই তাদেরকে নিয়ে নামাযখানা আদায় করবে। নামায শেষ হতেই ঈসা عليه السلام বলবেন: দরজা খুলো।

দরজা খুলতেই দেখা যাবে দাজ্জাল তলোয়ার ও তাজ পরা সত্তর হাজার ইহুদিকে সাথে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দাজ্জাল ঈসা عليه السلام কে দেখতেই গলে যাবে যেমনিভাবে লবন পানিতে গলে যায়। এরপর সে দৌড়ে পালাতে চাইলে ঈসা عليه السلام তাকে বাবে লুদ্দে গিয়ে হত্যা করবেন। বর্তমানে সেখানে ইহুদিদের সেনা ঘাঁটি রয়েছে। খবিস দাজ্জাল তো এমনিতেই পানিতে পড়া লবনের ন্যায় গলে যাচ্ছিলো তারপরও ঈসা عليه السلام নিজ হাতের বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন। এমনকি তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর বর্শার মাথায় দাজ্জালের রক্তের দাগ দেখাবেন।

এভাবেই ইহুদিরা একদা পরাজিত হবে। তখন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যকার যে কোন বস্তুর পেছনে কোন ইহুদি লুকিয়ে থাকলে আল্লাহ তা'আলা সে বস্তুকে বাক শক্তি দিবেন। তখন উক্ত বস্তুটি মোসলমানকে তার লুকিয়ে থাকার সংবাদ দিবে। তবে "গারক্বাদ" নামক গাছটি তা বলবে না। কারণ, তা ইহুদিদেরই একটি গাছ। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৭৭)

মুজাম্মি' বিন জারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: পরিশেষে দাজ্জাল মদীনার দিকে আসবে। বস্তুতঃ সে মদীনার বাইরের অংশের উপর জয়ী হবে। ভেতরের অংশের উপর নয়। তাকে সেখানে ঢুকতেই দেয়া হবে না। এরপর সে "ঈলিয়া" পাহাড় তথা বাইতুল-মাক্বদিসের দিকে এসে মোসলমানদের একটি দলকে ঘেরাও করবে। মোসলমানরা তখন এক বিশেষ কঠিন সময় অতিক্রম করবে। তখন তাদের নেতৃস্থানীয়রা তাদেরকে বলবে: তোমরা এ যালিমের ব্যাপারে কিসের অপেক্ষা করছো? তার সাথে যুদ্ধ করে শহীদি মর্যাদা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যাবে। না হয় তার উপর জয়ী হবে। তখন তারা সকালে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য পরস্পর পরামর্শে বসবে। এ দিকে সকাল হতেই ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام তাদের সাথে যোগ দিবেন। তিনি রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে বলবেন: "আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসাকারীর কথা শুনেছেন। আল্লাহ তা'আলা মাসীহুদ-দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। আর মোসলমানরাই জয়ী হবে"। এরপর তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। উপরন্তু তিনি তার অনুসারীদেরকেও পরজিত করবেন। এমনকি গাছ, পাথর ও মাটি বলে দিবে: হে মু'মিন! এই যে ইহুদি আমার এখানে লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা করো। ('হাকিম: ৪/৫২৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, পরিশেষে ঈসা عليه السلام তাকে বাবে লুদ্দে গিয়ে হত্যা করবেন। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

অতঃপর ঈসা عليه السلام এর নিকট একটি সম্প্রদায় আসবে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তখন তিনি তাদের চেহারা থেকে ধুলোবালি মুছে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতের

মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা জানিয়ে দিবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঈসা عليه السلام কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বান্দাহ বের করে দিয়েছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা দুনিয়ার আর কারোর নেই। তাই তুমি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নাও।

এরাই হলো ইয়াজূজ-মাজূজ যাদের কথা সামনে আসছে।

দাজ্জালের বিরুদ্ধে যারা কঠিনহস্ত:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বানূ তামীমকে ভালোবাসি। কারণ, আমি তাদের ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ থেকে তিনটি কথা শুনেছি। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: তারা দাজ্জালের ব্যাপারে আমার উম্মতের মধ্যকার সবচেয়ে বেশি কঠিন। একদা তাদের সাদাকা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পৌঁছুলে তিনি বললেন: এটি আমার বংশের লোকদের সাদাকা। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট তাদের এক জন বান্দী ছিলো। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: একে স্বাধীন করে দাও। কারণ, এ হলো ইসমা'ঈল عليه السلام এর বংশধর। (বুখারী, হাদীস ২৫৪৩ মুসলিম, হাদীস ২৫২৫)

بنو تمیم کا شجرہ		
زیدمناة	عمرو	عمرو
مالک	انبار	الحارث الحبط
حنظلہ	جندب	سعد
مالک	عدی	نیار
ابوسعود	جہمہ	عمرو
ربیعہ	منذر	جلدہ
شہاب	عبداللہ	سیف
زُہیر	ندا	اوس
شدّاد	عمرو	عمرو
نہشل	حارث	یزید
سنائی	جندب	حسین
عقبہ	عدی	عبّاد
مسعود	عبادہ	ناصرالنویصر
موسیٰ	سلعہ	رحمہ/بنورحمہ
قاسم	مخرّب	
وہاب	حماد	
علاوی		
محمد		

বানূ তামীমের বংশ নামা

ইকরিমাহ বিন খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জনৈক সাহাবী আমাকে বললেন যে, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে তামীম বংশের কথা উল্লেখ করা হলে জনৈক ব্যক্তি বললো: বানূ তামীম গোত্রটি এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযাইনাহ গোত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন: এ বংশটি (বানূ তামীম) ওদের থেকে পিছিয়ে নয়। এরপর জনৈক ব্যক্তি বললো: বানূ তামীম বংশটি সাদাকার ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। ইতিমধ্যে বানূ তামীমের পক্ষ থেকে

কিছু লাল ও কালো উট পৌঁছুলে নবী ﷺ বললেন: এগুলো আমার বংশের উট।

একদা জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর সামনে বানূ তামীমের অসম্মান করলে তিনি বলেন:

لاَ تَقُلْ لِبَنِيْ تَمِيْمٍ إِلاَّ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَطْوَلُ النَّاسِ رِمَاحًا عَلَىٰ الدَّجَّالِ

“বানূ তামীম সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। কারণ, তারা বড় বড় বল্লম নিয়ে একদা দাজ্জালের মুকাবিলা করবে”। (আহমাদ: ৪/১৬৮)

দাজ্জালকে অস্বীকারকারীগণ:

ইতিপূর্বে কিছু পথভ্রষ্ট ফিরকাহ যেমন: মু'তাযিলাহ ও জাহমিয়্যাহ শেষ যুগে দাজ্জালের আবির্ভাবকে অস্বীকার করে।

পরবর্তীতে কয়েকজন মু'হাদ্দিসও দাজ্জালের আবির্ভাবকে অস্বীকার করে যারা নিম্নরূপ:

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুহ বিন হাসান খাইরুল্লাহ। তিনি তাঁর যুগে মিশরের প্রধান মুফতি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালে ইস্কান্দারিয়াহ এলাকায় মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর কবর মিশরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত।

(আল-আ'লাম/যারাকলী: ৬/২৫২)

তিনি বলেন: দাজ্জাল বলতে মূলতঃ অসত্য, ধোঁকা ও ভেলকিবাজিকে বুঝানো হয়।

(তাফসীরুল-মানার: ৩/৩১৭)

মুহাম্মাদ ফাহীম আবূ আইবাহ।

তিনি আল্লামাহ ইবনু কাসীরের “আন-নিহায়াহ ফিল-ফিতানি ওয়াল-মালা'হিম” গ্রন্থের দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসগুলোর টিকায় বলেন: দাজ্জাল বলতে ফ্যাসাদ ও অকল্যাণের প্রচার ও প্রসারকে বুঝানো হয়েছে। (আন-নিহায়াহ: ১/১১৮-১১৯)

আবার কেউ কেউ বলেছেন: দাজ্জাল বেরুবে ঠিকই। তবে তার সাথে ফিতনা কিংবা জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে না। তাদের এক জন হলেন আল্লামাহ মু'হাম্মাদ রশীদ রেযা। তিনি মূলতঃ এক জন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তবে এ মাসআলায় তিনি ভুল করে বসেছেন। অথচ কিয়ামতের কোন আলামতকে অস্বীকার করা একটি মারাত্মক ভুল।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খুতবা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর বলেন: জেনে রাখো, অচিরেই তোমাদের পর এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা রজম, (বিবাহিত

ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা) দাজ্জাল, পরকালের সুপারিশ, কবরের আযাব এমনকি জাহান্নামের আগুনে জ্বলে কয়লা হওয়া কিছু মানুষকে তা থেকে বের করে আনার ব্যাপারটিকেও অস্বীকার করবে। (আহমাদ: ১/২৩)

রজমকে অস্বীকার করা মানে, বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করাকে অস্বীকার করা।

জাহান্নামের আগুনে পুড়ে কয়লা হওয়া কিছু মানুষকে তা থেকে বের করে আনার ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা মানে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া কিছু তাওহীদপন্থীকে সুপারিশের মাধ্যমে তা থেকে বের করে আনার ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা।

দাজ্জাল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি মাসআলাহ:

১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْـمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟! الشِّرْكُ الْـخَفِيُّ؛ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّيْ فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِـمَا يَرَىٰ مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

“আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপারে সংবাদ দেবো না যা আমার নিকট দাজ্জালের চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর?! তা হলো লুক্কায়িত শিরক। যেমন: জনৈক ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে যখন অন্য কেউ তাকে দেখছে বলে মনে হলো তখন সে তা আরো সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করলো।

(আহমাদ: ৩/৩০ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪২০৪ সা'হীহুত্-তারগীবি ওয়াত্-তারহীবি, হাদীস ২৭)

রিয়া সত্যিই একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর তা হলো, কাউকে দেখানো কিংবা তার প্রশংসা পাওয়ার জন্য কোন নেক আমল করা। এটি মূলতঃ লুক্কায়িত শিরক। যা উক্ত আমলকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। কিয়ামতের দিন রিয়াকারীদেরকে বলা হবে: তোমরা ওদের নিকট যাও যাদেরকে দেখানোর জন্য দুনিয়াতে আমল করেছিলে। দেখো, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাওয়া যায় কিনা?

(আহমাদ: ৫/৪২৮ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ১/১০২, ১/২৯০)

২. আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَىٰ أُمَّتِيْ مِنَ الدَّجَّالِ الْأَئِمَّةُ الْـمُضِلُّوْنَ

“আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে দাজ্জালের চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর কিছুর ভয় পাচ্ছি। আর তা হলো পথভ্রষ্টকারী নেতৃস্থানীয়রা।

(আহমাদ: ৫/১৪৫ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ: ৬/৬২৪ হাদীস ১৯৮৯)

পথভ্রষ্ট ইমাম ও নেতারা উম্মতের জন্য সত্যিই ভয়ঙ্কর। কারণ, মানুষের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালীরা যদি পথভ্রষ্ট হয় তা হলে তাদের অধীনস্থরা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। পথভ্রষ্ট ইমাম বলতে তারা দুনিয়ার ইমাম তথা রাষ্ট্রপতি, গভর্ণর ও মন্ত্রীবর্গ যেমন হতে পারে তেমনিভাবে তারা ধর্মীয় ইমাম তথা আলিম ও দা'য়ী এবং ধর্ম প্রচারকও হতে পারে। অতএব, পথভ্রষ্ট নেতারা কোন এলাকার মানুষের নেতৃত্ব দিলে তারা সবাই অবশ্যই ধ্বংসের মুখে উপনীত হতে বাধ্য।

৩. ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَىٰ الْـحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَىٰ مَنْ نَاوَءَهُمْ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْـمَسِيْحَ الدَّجَّالَ .

"আমার এক দল উম্মত সত্যের উপর লাড়াই করে যাবে। তারা নিজেদের বিরোধীদের উপর সর্বদা জয়ী হবে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তিটি মাসীহুদ-দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। (আহমাদ: ৪/৪৩৭ আবু দাউদ, হাদীস ২৪৮৪)

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেলো, এ উম্মতের মাঝে সর্বদা জিহাদ চালু থাকবে। তাদের শুরু ও শেষ সবাই একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। আর এ জিহাদ বন্ধ হবে না যতক্ষণ না এ উম্মতের শেষ ব্যক্তিটি দাজ্জালের সাথে লড়াইয়ে উপনীত হয়।

৪. ফিতনার সময় স্থির থাকা শরীয়তের একটি মূলনীতি। এ জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন তখন বলেন:

يَا عِبَادَ اللهِ! فَاثْبُتُوْا .

"হে আল্লাহ'র বান্দাহরা! তোমরা দাজ্জালের মুকাবিলায় স্থির থাকো।

(মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

মনে রাখতে হবে, আমরা কখনো ফিতনার হাদীস শুনে নিজেদের প্রতি আস্থাহীন কিংবা কুলক্ষণে হবো না। বরং তা শুনে আমাদের ঈমান ও স্থিরতা যেন আরো বেড়ে যায় সে ব্যাপারটি খেয়াল রাখবো।

৫. দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীস থেকে আমরা এ কথা বুঝতে পারলাম যে, শেষ যুগের যুদ্ধগুলো সাধারণ অস্ত্র তথা তলোয়ার, বল্লম, বর্শা, ঘোড়া ইত্যাদির মাধ্যমেই সংঘটিত হবে। এ যুগের আধুনিক অস্ত্র দিয়ে নয়।

ঈসা عليه السلام আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী দৃঢ়চেতা নবীদের এক জন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেন। তাঁর মা মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) ছিলেন এক জন বিশিষ্ট নেককার মহিলা। তিনি মি'হরাবে অবস্থান করে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে লিপ্ত থাকতেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেখানেই রিযিক দিতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٣٧]

যাকারিয়া عليه السلام এর মিহ্‌রাব

"যখনই যাকারিয়া মিহরাবে তথা মারইয়ামের ইবাদাতখানায় প্রবেশ করতো তখনই তার কাছে প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেতো। তখন সে আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতো: হে মারইয়াম! এগুলো তোমার নিকট কোথায় থেকে আসে? সে বলতো: এগুলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিনা হিসেবে রিযিক দিয়ে থাকেন"। (আলি-ইমরান: ৩৭)

এ দিকে যাকারিয়া عليه السلام মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) এর জন্য বাইতুল-মাক্বদিস মসজিদে একটি সম্মানজনক স্থান ঠিক করে দিলেন। যেখানে একমাত্র মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতো না। সেখানে তিনি দিন-রাত তথা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতেন। যখনই আল্লাহ তা'আলার নবী যাকারিয়া عليه السلام মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) এর ইবাদাতখানায় প্রবেশ করতেন তখনই তিনি মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) এর নিকট গরম মৌসুমের ফল-ফলাদি ঠাণ্ডা মৌসুমে এবং

ঠাণ্ডা মৌসুমের ফল-ফলাদি গরম মৌসুমে মজুদ পেতেন। তখন তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) কে জিজ্ঞাসা করতেন: তুমি এগুলো কোথায় পাও? মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) বলতেন: আমি এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পাই। এগুলো আল্লাহ তা'আলা আমাকে রিযিক দিয়েছেন। এ ভাবেই আল্লাহ তা'আলা যাকে চান রিযিক দেন।

মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) কে ফিরিশতাগণের বিশেষ সুসংবাদ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [آل عمران: ٤٢ – ٤٣]

"স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন ফিরিশতারা বলেছিলো: হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনেকগুলো মানুষের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন। এমনকি তিনি তোমাকে পবিত্র করেছেন। উপরন্তু তিনি পুরো দুনিয়ার মহিলাদের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! তুমি তোমার প্রভুর অনুগত হও। তাঁকে সাজদাহ করো ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো"। (আলি ইমরান: ৪২-৪৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ফিরিশতাগণ মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) কে এ ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর যুগের সকল মহিলাদের মধ্য থেকে পিতা ছাড়া এক জন নবী সন্তানের মা হওয়ার জন্য চয়ন করেছেন। তাঁরা এ সুসংবাদও দিয়েছেন যে,

﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ﴾ [آل عمران: ٤٦]

"সে মানুষের সাথে দোলনায় থাকা ও বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় কথা বলবে"।

(আলি ইমরান: ৪৬)

মানে, তিনি ছোট অবস্থায়ও মানুষকে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের দিকে ডাকবেন। যাঁর কোন শরীক নেই। তেমনিভাবে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও উক্ত কাজটি চালিয়ে যাবেন।

এ জন্য মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) কে বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত, আনুগত্য ও রুকূ'-সাজদাহ করতে আদেশ করা হয়েছে। যেন তিনি উক্ত সম্মানের উপযুক্ত হতে পারেন ও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারেন।

তাই তিনি এতো বেশি নামায পড়তেন যে, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার দরুন তার পা দু'টি ফুলে যেতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও তাঁর মাতা-পিতাকে দয়া করুন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ بِأَرْبَعٍ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ

"দুনিয়ার মহিলাদের মাঝে চার জনই সর্বশ্রেষ্ঠ: 'ইমরানের মেয়ে মারইয়াম, ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া, খুওয়াইলিদের মেয়ে খাদীজাহ ও মু'হাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাহ। (তিরমিযী, হাদীস ৩৮৭৮ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ: ৪/১৩ হাদীস ১৫০৮)

মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) এর ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে গর্ভে ধারণের ইতিহাস:

যখন ফিরিশতাগণ মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) কে আল্লাহ তা'আলার একান্ত বাছাইকৃত মহিলা বলে সুসংবাদ দিলেন। আরো সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি পবিত্র সন্তান দিবেন। যাকে একদা আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত নবী বানিয়ে বিশেষ মু'জিযাহ দিয়েও শক্তিশালী করবেন। তখন তিনি পিতা ছাড়া সন্তান হওয়ার ব্যাপারে খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন। তা দেখে ফিরিশতাগণ বললেন: আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছুই করতে সক্ষম। তিনি কোন ব্যাপারে ফায়সালা করলে শুধু বলে দেন হয়ে যেতে তখন তা হয়ে যায়।

তখন মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) ব্যাপারটিকে আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত করে তাঁর দিকে পরিপূর্ণভাবে ধাবিত হন। তিনি নিশ্চিতভাবে এ কথা ভেবে নিয়েছেন যে, এতে তাঁর জন্য এক বড় পরীক্ষা রয়েছে। কারণ, মানুষ তো ব্যাপারটি না বুঝে তাঁকে অনেক কিছুই বলবে। তারা তো শুধু প্রকাশ্য ব্যাপারটাই দেখবে। এ নিয়ে কখনো তারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে না।

তিনি সাধারণত ঋতুস্রাব হলে কিংবা পানি বা খাদ্যের প্রয়োজন হলে মসজিদ থেকে বের হতেন।

একদা তিনি কোন এক কারণে মাসজিদুল-আক্বসার পূর্ব দিকে একাকী বের হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) কে পাঠান। মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) কে এক জন সুঠাম দেহ যুবকের বেশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক ধরনের আতঙ্কিত হয়ে বললেন: আমি তোমার অনিষ্ট থেকে দয়ালু প্রভুর আশ্রয় কামনা

করছি। তুমি যদি আল্লাহভীরু পুরুষ হয়ে থাকো তা হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। আর তুমি আমাকে তোমার থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় কামনা করতে দেখে আমার থেকে অবশ্যই দূরে সরে যাবে। তখন জিব্রীল عليه السلام বললেন: না, আমি তো কোন মানুষ নই। আমি তো একমাত্র তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক বিশেষ দূত। আমি তো তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দিতে এসেছি। তখন মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) বললেন: আমার কী করে সন্তান হবে। অথচ আমার কোন স্বামী নেই। আর আমি তো কোন ব্যভিচারিণী নারীও নই। তখন জিব্রীল عليه السلام বললেন: এটা তো আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। তিনি তোমাকে একটি সন্তান দিবেন। আর এটি তাঁর জন্য খুবই সহজ। কারণ, তিনি সব কিছু করতে সক্ষম। আর তিনি এটি করবেন হরেক রকমের সৃষ্টি করতে যে তিনি সক্ষম তা প্রমাণ করার জন্য।

তিনি আদম عليه السلام কে সৃষ্টি করেছেন একেবারে কোন নারী-পুরুষ ছাড়া। হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন শুধু পুরুষ থেকে। নারী থেকে নয়। আর ঈসা عليه السلام কে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ছাড়া শুধুমাত্র নারী থেকে। আর বাকিদেরকে সৃষ্টি করেছেন নারী-পুরুষ উভয় থেকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [التحريم: ١٢]

"আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো ইমরান-কন্যা মারইয়ামের যে তার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছিলো। ফলে আমি তার মাঝে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম"। (আত্-তাহরীম: ১২)

মানে, জিব্রীল عليه السلام তাঁর জামার বুকের খোলা অংশে ফুঁ দিয়েছিলেন। যা তাঁর লজ্জাস্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তিনি দ্রুত গর্ভবতী হন যেভাবে অন্যান্য মহিলা তার স্বামীর সহবাসে গর্ভবতী হয়। অন্য শব্দে বলতে হয়, জিব্রীল عليه السلام যখন মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) এর মাঝে রূহ ফুঁকিয়ে দিয়েছেন তখন তিনি সরাসরি তাঁর লজ্জাস্থানে ফুঁ দিতে যাননি। বরং তিনি তাঁর জামার বুকের খোলা অংশে ফুঁ দিলে তা লজ্জাস্থান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে তাতে প্রবেশ করলে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এ দিকে হঠাৎ গর্ভবতী হওয়ার দরুন তিনি মানব চক্ষুর আড়ালে দূরের কোথাও চলে যান। কারণ, তিনি যখন গর্ভবতী হন তখন তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি জানেন, এভাবে গর্ভবতী হওয়ার দরুন তিনি মানুষের প্রচুর কথার সম্মুখীন হবেন। তাই যখন তাঁর উপর গর্ভবতী হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট হলো তখন তিনি মানব চক্ষুর আড়ালে দূরের কোথাও চলে যান।

ঈসা ﷺ এর জন্ম:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٣]

"মূলতঃ সন্তানের প্রসব বেদনাই তাকে এক খেজুর গাছের ছায়াতলে আসতে বাধ্য করলো। সে তখন বলে উঠলো: হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতিপট থেকে পুরোপুরি মুছে যেতাম"। (মারইয়াম: ২৩)

মানে, প্রচণ্ড প্রসব বেদনাই তাঁকে বাইতে লাহমের একটি খেজুর গাছের ছায়াতলে আসতে বাধ্য করলো। সেখানে এসে তিনি নিজের মৃত্যু কামনা করেন। কারণ, তিনি জানেন, মানুষ তাঁকে মিথ্যুক বলবে। কেউ তাঁকে বিশ্বাস করবে না। বরং একদা তিনি মানুষের সামনে সন্তান নিয়ে উপস্থিত হলে তারা তাঁকে ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দিবে। অথচ তারা তাঁকে এক জন ইবাদাতকারিণী মহিলা হিসেবে চিনে। তারা এও জানে যে, মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) এক জন বিশিষ্ট নবীর ঘরে তথা দ্বীনি এক সুন্দর পরিবেশে লালিত-পালিত। তাই তিনি ভীষণ এক চিন্তায় অতি অস্থির হয়ে এ কথা কামনা করেন যে, তিনি যদি ইতিপূর্বে মরে যেতেন! কিংবা সৃষ্টিই না হতেন! তখন ঈসা ﷺ কিংবা ফিরিশতা নিচু এলাকা থেকে ডাক দিয়ে বললো:

﴿ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُوا۟ يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا

﴿٢٧﴾ يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا ﴿٢٨﴾ ﴾ [مريم: ٢٤ – ٢٨]

"তুমি দুঃখ করো না। তোমার প্রভু তোমার পাদদেশ দিয়ে এক নির্ঝরিণী প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও। তা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর নিক্ষেপ করবে। অতএব, তুমি খেয়ে পান করে নিজের চক্ষু ঠাণ্ডা করো। আর তুমি এ সন্তানকে নিয়ে নিজ বংশের লোকদের নিকট ফিরে গেলে সেখানে কোন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হতেই তাকে ইশারা-ইঙ্গিতে বলবে: আমি দয়ালু প্রভুর জন্য রোযা তথা চুপ থাকার মানত করেছি। তাই আমি আজ কোন মানুষের সাথে কথা বলতে পারবো না। অতঃপর সে তার সন্তানকে কোলে নিয়ে নিজ বংশের লোকদের নিকট আসলে তারা বললো: হে মারইয়াম! তুমি তো এক জঘন্য পাপের কাজ করে বসলে। হে হারূনের বোন! তোমার পিতা তো কোন খারাপ লোক ছিলেন না। এমনকি তোমার মাও তো কোন ব্যভিচারিণী নারী ছিলেন না। তা হলে তুমি এটা কী করলে?!" (মারইয়াম: ২৪-২৮)
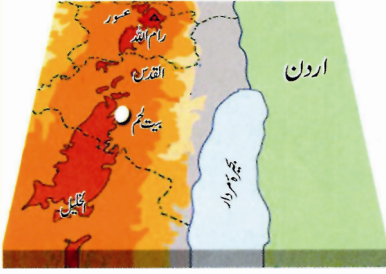
ঈসা ﷺ মায়ের কোলেই কথা বললেন:

যখন মারইয়াম (আলাইহাস-সালাম) নিজ বংশের লোকদের কটু বাক্য শুনে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন তখন তিনি নিজ বাচ্চার দিকে ইশারা করে সবাইকে তার সাথে কথা বলার পরামর্শ দেন। তখন তারা বলে উঠলো:

﴿ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ﴾ [مريم: ٢٩ – ٣١]

"তুমি কেন আমাদেরকে একটি দুগ্ধপোষ্য কোলের বাচ্চার প্রতি সোপর্দ করলে? আমরা তার সাথে কীভাবে কথা বলবো? তখনই শিশুটি বলে উঠলো: নিশ্চয়ই আমি এক জন আল্লাহ'র বান্দাহ। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন। উপরন্তু আমাকে নবী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে সর্বাবস্থায় বরকতময় করে পাঠিয়েছেন আমি যেখানেই থাকি না কেন। উপরন্তু তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ করেছেন আমি যত দিনই বেঁচে থাকি না কেন"। (মারইয়াম: ২৯-৩১)

ঈসা ﷺ সর্ব প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো: আমি এক জন আল্লাহ'র বান্দাহ। তিনি এ কথা বলেননি: আমি এক জন আল্লাহ'র সন্তান। কারণ, আল্লাহ তা'আলা একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি কাউকে নিজ স্ত্রী ও সন্তানরূপে গ্রহণ করেননি।

আল্লাহ তা'আলা কতোই না মহান ও পবিত্র। তিনি সকল সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করে আবার তাদেরকে সঠিক পথও দেখিয়েছেন।

এ হলো ঈসা ﷺ এর জন্ম রহস্য:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ ﴾ [مريم: ٣٤ – ٣٥]

"এ হলো মারইয়াম-পুত্র ঈসা। আর এটিই হলো তার ব্যাপারে অকাট্য সত্য কথা। যে ব্যাপারে মানুষ আজো পর্যন্ত সন্দেহ পোষণ করছে। কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার কাজ নয়। তিনি মহান ও পবিত্র। তিনি যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু এতটুকুই বলে দেন: হয়ে যাও। তখন তা হয়ে যায়"। (মারইয়াম: ৩৪-৩৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾

[آل عمران: ٥٩]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতোই ব্যতিক্রমধর্মী। আল্লাহ তা'আলা আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে বলেন: হয়ে যাও। তখন সে হয়ে গেলো"। (আলি ইমরান: ৫৯)

ঈসা ﷺ এর উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ

ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّۦنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ ﴾ [المائدة: ١١٠ – ١١١]

"যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে ঈসা বিন মারইয়াম! তুমি তোমার ও তোমার মায়ের উপর আমার নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করো। আমি তোমাকে রূহুল-কুদুস তথা জিব্রীল দিয়ে শক্তিশালী করেছি। তুমি মানুষের সাথে দোলনায় ও পূর্ণ বয়স্ক উভয় অবস্থায় কথা বলেছো। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার অনুমতিক্রমে মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতি তৈরি করে তাতে ফুঁ দিলে তখন তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেতো। তুমি আমার আদেশেই জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগিকে আরোগ্য করতে। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তুমি আমার আদেশে মৃতকে জীবিত করতে। স্মরণ করো সেই সময়ের কথাও যখন আমি তোমার অনিষ্ট করা থেকে বনী ইসারাঈলকে নিবৃত্ত করেছিলাম যখন তুমি তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলে তখন তাদের মধ্যকার কাফিররা বললো: আরে এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। আরো স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমি 'হাওয়ারীদেরকে আদেশ করেছিলাম যে, তোমরা আমি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। তখন তারা বললো: আমরা ঈমান আনলাম। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা সত্যিকার মোসলমান"।

(আল-মায়িদাহ: ১১০-১১১)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ঈসা عليه السلام এর সুসংবাদ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الصف: ٦]

"স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিলো: হে বনী ইসরাঈল! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি

প্রেরিত এক জন রাসূল। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী। আমি এমন এক জন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরেই আসবেন। যাঁর নাম হবে আহমাদ। অথচ যখন তিনি তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসলো তখন কাফিররা বললো: এটা তো এক ধরনের সুস্পষ্ট যাদু"। (আস-সাফ: ৬)

ঈসা عليه السلام হলেন বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী। তাই তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে দুনিয়ার সর্বশেষ নবীর ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন। এমনকি তিনি তাদেরকে তাঁর নাম এবং গুণাবলীও বলে দিয়েছেন। যাতে তারা তাঁকে চিনে তাঁর আনুগত্য করতে পারে। যা ছিলো মূলতঃ তাদের ব্যাপারে প্রমাণ কায়িম ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একান্ত দয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

"যারা প্রেরিত উম্মী (যিনি দুনিয়ার কারোর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি) নবীকে অনুসরণ করবে। যা তারা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পাবে। যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। যে তাদের জন্য পবিত্র জিনিস হালাল করবে ও অপবিত্র জিনিস হারাম করবে। এমনকি তাদের থেকে এক গুরুভার সরিয়ে দিবে এবং সে শৃঙ্খল থেকে তাদেরকে মুক্ত করবে যাতে তারা একদা বন্দী ছিলো। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনবে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে উপরন্তু তার প্রতি অবতীর্ণ আলোর অনুসরণ করবে তারাই বস্তুতঃ সফলকাম"। (আল-আ'রাফ: ১৫৭)

এ দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনি আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন তিনি বললেন:

دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ، وَبُشْرَىٰ عِيْسَىٰ، وَرَأَتْ أُمِّي حِيْنَ حَمَلَتْ بِي كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرَ بُصْرَىٰ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ

"আমি হলাম আমার পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীম عليه السلام এর দোআর ফসল। ঈসা عليه السلام এর একান্ত সুসংবাদ। আর আমার মা যখন আমাকে পেটে ধারণ করলেন তখন তিনি স্বপ্নযোগে দেখতে পান যে, তার পেট থেকে একটি আলো বের হয়ে শাম এলাকার বুস্‌রার অট্টালিকাগুলো আলোকিত করেছে। (আহমাদ: ৪/১২৭)

ঈসা عليه السلام কে আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ﴾

[آل عمران: ٥٤ – ٥٥]

"তারা ষড়যন্ত্র করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্রের যথোচিত উত্তর দিয়েছেন। কারণ, তিনিই তো সর্বোত্তম প্রতিবিধানকারী। তোমরা স্মরণ করো সে দিনের কথা যখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: হে ঈসা! আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের কাছে উঠিয়ে আনবো এবং তোমাকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করবো"। (আলি-ইমরান: ৫৪-৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ

وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ [النساء: ١٥٧ – ١٥٩]

"তারা এমন কথাও বলেছে যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ'র রাসূল মাসীহ তথা ঈসা বিন মারইয়ামকে হত্যা করেছি। বস্তুতঃ তারা না তাকে হত্যা করেছে। না তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। বরং তাদের এক জনকে তার মতো বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে তারা মূলতঃ এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছে। শুধু এক ধরনের অমূলক ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই ছিলো না। তবে এটা নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কেউ এমন থাকবে না যে, সে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না। আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে"।

(আন-নিসা': ১৫৭-১৫৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দিলেন যে, তিনি ঈসা ﷺ কে ঘুমের ঘোরে তাঁর কাছে উঠিয়ে নেন এবং তাঁকে ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষা করেন। তারা সে যুগের জনৈক কাফির রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে তাঁকে কষ্ট দিতে চেয়েছিলো। রাষ্ট্রপতি তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ করলে তারা তাঁকে বায়তুল-মাক্বদিসের একটি ঘরে ঘেরাও করে। পরিশেষে যখন তারা উক্ত ঘরে প্রবেশ করলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকটে বসে থাকা জনৈক যুবককে তাঁর মতো

বানিয়ে তাঁকে সে ঘরের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে উঠিয়ে নেন। আর ঘরের লোকরা তখন তা অবলোকন করছিলো।

পুলিশরা ঘরে ঢুকে ঈসা عليه السلام এর আকার ধারণকারী যুবককে ঈসা عليه السلام মনে করে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়ালো। আর তাঁকে লাঞ্ছিত করার জন্য তাঁর মাথায় একটি কাঁটা ঢুকিয়ে রাখলো। সাধারণ খ্রিস্টানরা ঘটনাটি সরাসরি না দেখে ইহুদিদের কথাই বিশ্বাস করে নিলো। তাই তারা এ ব্যাপারে এক কঠিন সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার শিকার হলো।

আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে এও বলেছেন যে, শেষ যুগে ঠিক কিয়ামতের পূর্বে ঈসা عليه السلام আকাশ থেকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই সকল ইহুদি ও খ্রিস্টান অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবে। তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে শূকর হত্যা করবেন। ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। জিযিয়া কর রহিত করে কারোর পক্ষ থেকে তিনি ইসলাম ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবেন না।

ঈসা عليه السلام কে মাসীহ বলা হয় কেন?

مَسِيْحٌ শব্দটি فَعِيْلٌ শব্দের রূপ ধারণ করেছে। তবে এর থেকে উদ্দেশ্য مَاسِحٌ অথবা مَمْسُوْحٌ।

ঈসা عليه السلام কে মাসীহ তথা মা-সিহ বলা হয়। কারণ, তিনি কোন অসুস্থ কিংবা বিকারগ্রস্তের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে সে ভালো হয়ে যেতো।

কেউ কেউ বলেন: তাঁকে মাসীহ তথা মাম্‌সূহ বলা হয়। কারণ, তিনি মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার সময় যেন তেলে মাখা ছিলেন।

আবার কেউ কেউ বলেন: তাঁকে মাসীহ তথা মাম্‌সূহ বলা হয়। কারণ, জন্মের পর যাকারিয়া ﷺ তাঁকে নিজ হাত দিয়ে মুছে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন: তাঁকে মাসীহ তথা মা-সিহ বলা হয়। কারণ, তিনি পুরো দুনিয়া ভ্রমণ করবেন।

কেউ কেউ বলেন: তাঁকে মাসীহ তথা মা-সিহ বলা হয়। কারণ, তাঁর পায়ের নিচের মধ্যভাগটি অন্যদের ন্যায় খানিকটা উঁচু ছিলো না। তাই তিনি যেন যমিনকে মুছেই চলতেন।

আবার কারো কারোর মতে মাসীহ মানে একান্ত সত্যবাদী।

ইহুদিরা মূলতঃ ঈসা ﷺ কে হত্যা করেনি:

বস্তুতঃ ঈসা ﷺ মৃত্যু বরণ করেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তবে এ সংক্রান্ত কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলোর অর্থ কারো কারোর নিকট সুস্পষ্ট নয়। যা নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴾ [آل عمران: ٥٥]

"তোমরা স্মরণ করো সে দিনের কথা যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে ঈসা! আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের কাছে উঠিয়ে আনবো এবং তোমাকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করবো। আর আমি তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর বিজয়ী রাখবো"। (আলি-ইমরান: ৫৫)

উক্ত আয়াতে "তাওয়াফফি" ধাতুটি নিদ্রা বুঝায়। মৃত্যু নয়। যা অন্য আয়াত দ্বারাও বুঝা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]

"আল্লাহ তা'আলা কারোর মৃত্যুর সময় তার প্রাণ গ্রহণ করেন। আর যাদের মৃত্যু হয়নি তাদের প্রাণ গ্রহণ করেন তাদের ঘুমের সময়"। (যুমার: ৪২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيۡلِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]

"তিনি রাত্রি বেলায় তোমাদের প্রাণগুলো নিয়ে যান"। (আনআম: ৬০)

কারো কারোর মতে "তাওয়াফফি" ধাতুটি কোন বস্তু পুরোপুরি নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসাকে বুঝায়।

আরবরা বলে থাকে تَوَفَّى فُلَانٌ دَيْنَهُ مِنْ فُلَانٍ মানে, অমুক তার ঋণটুকু অমুক থেকে পুরোপুরি নিয়ে নিলো।

উপরের উভয় অর্থে তেমন কোন বৈপরিত্য নেই।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا ﴾ [النساء: ١٥٩]

"ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার (ঈসা عليه السلام এর) প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না। আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে"। (নিসা': ১৫৯)

তার মৃত্যুর পূর্বে মানে, ঈসা عليه السلام এর মৃত্যুর পূর্বে। তা হলে আয়াতের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, শেষ যুগে ঈসা عليه السلام এর অবতরণের পর ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কেউ এমন থাকবে না যে, সে ঈসা عليه السلام এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না। কারণ, ঈসা عليه السلام কারোর পক্ষ থেকে সে দিন ইসলাম ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবেন না। যে কোন কাফির তাঁকে দেখতেই সে সাথে সাথে মারা যাবে।

কারো কারোর মতে তার মৃত্যুর পূর্বে মানে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের যে কারোর মৃত্যুর পূর্বে। বস্তুতঃ তাদের যে কারোর মৃত্যুর সময় তাকে বলা হয়, ঈসা عليه السلام ছিলেন এক জন আল্লাহ'র বান্দা, রাসূল ও মানুষ। তিনি কখনোই ইলাহ ছিলেন না। তখন তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্বে এ কথা স্বীকার ও বিশ্বাস করে। অথচ তাদের এ বিশ্বাস তখন তাদের কোন কাজেই আসবে না। কারণ, যে কারোর রূহ বের হওয়ার সময় তার কোন তাওবাই তখন আর গ্রহণযোগ্য হয় না।

ঈসা عليه السلام ও অন্যান্য নবীগণের জীবনের মধ্যে পার্থক্য:

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আমরা জানতে পারলাম: ঈসা عليه السلام জীবিত আছেন। আর অন্যান্য নবীগণও জীবিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ

"নবীরা তাঁদের কবরে জীবিত"। (ফাতহুল-বারী: ৬/৪৮৭ 'হাদীস ৩৪৪৭)

তা হলে উভয়ের জীবনের মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তরে বলা যেতে পারে, ঈসা عليه السلام এর জীবন হলো সত্যিকারের বাস্তব জীবন। তিনি শরীর ও রূহ উভয় নিয়েই বেঁচে আছেন। এভাবেই তাঁকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর অন্যান্য নবীদের জীবন হলো বারযাখী জীবন। যা মৃত্যুর পরের বিশেষ একটি জীবন।

ঈসা عليه السلام মৃত্যু বরণ করেননি। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে কবর ও বারযাখের কথা কোনভাবেই আসে না। কারণ, তিনি এখন আল্লাহ তা'আলার নিকট সশরীরে আকাশেই জীবিত রয়েছেন। তবে বাকি নবীগণ মৃত্যু যন্ত্রণা দেখেছেন। তাঁদের রূহ একদা শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তাই তাঁরা কবরে এক বিশেষ জীবন অতিবাহিত করছেন।

ঈসা عليه السلام এর অবতরণের প্রমাণ সমূহ:

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ঈসা عليه السلام কে একদা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন। যখন ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। শরীয়তের দলীলসমূহ এটা প্রমাণ করে যে, তিনি শেষ যুগে আবার দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তাঁর অবতরণ মূলতঃ কিয়ামতের একটি আলামত। শেষ যুগে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে শরীয়তের অনেকগুলো প্রমাণ রয়েছে। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

ঈসা عليه السلام এর অবতরণের ব্যাপারে কুরআনের প্রমাণ:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝٥٧ وَقَالُوٓا۟ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۝٥٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۝٦٠ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝٦١ ﴾ [الزخرف: ٥٧ – ٦١]

"যখন ঈসা বিন মারইয়ামের দৃষ্টান্ত উপস্থান করা হলো তখন তোমার বংশের লোকেরা হট্টগোল শুরু করে দেয়। তারা বলে: আমাদের উপাস্যরা উত্তম না সে?

(ঈসা)। তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির জন্যই তোমার সামনে এ দৃষ্টান্ত পেশ করলো। মূলতঃ তারা একটি ঝগড়াটে জাতি। আরে সে (ঈসা) তো আমার এক জন বান্দাহ মাত্র। যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছি। উপরন্তু তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বানিয়েছি। আমি চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে কিছু ফিরিশতা তৈরি করতে পারতাম। যারা যমিনে একে অপরের উত্তরাধিকারী হতো। নিশ্চয়ই ঈসা তথা তার অবতরণ কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করো না। আর আমার অনুসরণ করো। এটিই হলো মূলতঃ সঠিক পথ”। (যুখরুফ : ৫৭-৬১)

উক্ত আয়াতের وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ মানে, ঈসা ﷺ কিয়ামতের আলামতগুলোর অন্যতম।

অন্য ক্বিরাতে রয়েছে,

﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾

“নিশ্চয়ই ঈসা তথা তার অবতরণ কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত ও নিদর্শন। যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া প্রমাণ করে”। (কুরতুবী ১৬/১০৫)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ মানে, কিয়ামতের আগে ঈসা ﷺ এর আবির্ভাব। (আহমাদ: ১/৩১৭)

ইমাম তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ মানে, ঈসা ﷺ এর আবির্ভাব এমন একটি আলামত যার মাধ্যমে মানুষ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া জানবে। কারণ, তাঁর আবির্ভাব কিয়ামতের একটি আলামত। তাঁর দুনিয়াতে অবতরণ দুনিয়ার ধ্বংস ও আখিরাত ঘনিয়ে আসা প্রমাণ করে। (তাবারী: ২১/৬৩১)

২. আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ ﴾ [النساء: ١٥٧ – ١٥٩]

“তারা এমন কথাও বলেছে যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ’র রাসূল মাসীহ তথা ঈসা বিন মারইয়ামকে হত্যা করেছি। বস্তুতঃ তারা না তাকে হত্যা করেছে। না তাকে

ক্রুশবিদ্ধ করেছে। বরং তাদের এক জনকে তার মতো বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে তারা মূলতঃ এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছে। শুধুমাত্র এক ধরনের অমূলক ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই ছিলো না। তবে এটা নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কেউ এমন থাকবে না যে, সে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না। আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে"।

(আন-নিসা': ১৫৭-১৫৯)

উক্ত আয়াতের لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ শব্দগুলো আলোচনার অপেক্ষা রাখে। যা নিম্নরূপঃ

অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে بِهِ ও مَوْتِهِ এর যমিরদ্বয় কর্তৃক ঈসা عليه السلام কে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী: ৯/৩৭৯ বাগাওয়ী: ২/৩০৭ ইবনু কাসীর: ১/৪৮৭ আযওয়াউল-বায়ান: ৭/২৩১)

আবূ মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতের অর্থে বলেন: ঈসা عليه السلام এর অবতরণের পর ইহুদি ও খ্রিস্টানদের এমন কেউ বাকি থাকবে না যে তাঁর উপর ঈমান আনবে না। (তাবারী: ৯/৩৮০)

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: মহান আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সংবাদ দিলেন যে, ঈসা عليه السلام কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার বিষয়টি ইহুদিরা যেমন ধারণা করছে তেমন নয়। বরং জনৈক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঈসা عليه السلام এর ন্যায় বানিয়ে দিয়েছেন। তখন তারা উক্ত লোকটিকেই হত্যা করে। অথচ তারা ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে জানে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সংবাদ দেন যে, তিনি ঈসা عليه السلام কে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেন। তিনি এখনো জীবিত। কিয়ামতের পূর্বে তিনি আবারো দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তখন তিনি ভ্রষ্ট মাসীহকে হত্যা করবেন। ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। এমনকি শূকরকে হত্যা করবেন ও জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন। মানে, অন্য কোন ধর্মের লোকদের থেকে তিনি ইসলাম ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবেন না। ইসলাম গ্রহণ, না হয় হত্যা। তাই উক্ত আয়াতে এ কথা বলা হয় যে, তখন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সবাই তাঁর উপর ঈমান আনবে। তাদের কেউই এ ব্যাপারে পিছপা হবে না। (ইবনু কাসীর: ২/৪৫৪)

ঈসা عليه السلام এর অবতরণের ব্যাপারে হাদীসের প্রমাণসমূহ:

১. হুযাইফাহ বিন উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা

কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল ﷺ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেন: তোমরা কী আলাপ-আলোচনা করছিলে? আমরা বললাম: আমরা এতক্ষণ কিয়ামত সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّىٰ تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড়ো বড়ো আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন: ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ঈসা عليه السلام এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মা'জূজ, তিন প্রকারের ভূমি ধস: পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস। সর্বশেষ নিদর্শনটি হচ্ছে ইয়েমেনের আগুন যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯০১)

২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتَّىٰ لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّىٰ تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক রূপে ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর দুনিয়া থেকে একেবারেই উঠিয়ে দিবেন। মানুষের ধন-সম্পদ তখন এতো বেড়ে যাবে যে, তা গ্রহণ করার আর কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলার জন্য একটি সাজদাহ দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তুর চাইতেও উত্তম বলে বিবেচিত হবে"।

(বুখারী, হাদীস ৩৪৪৮ মুসলিম, হাদীস ১৫৫)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

وَاللهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ، وَالتَّبَاغُضُ، وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَىٰ الْمَالِ، فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ

"আল্লাহ'র কসম! নিশ্চয়ই ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام তোমাদের মাঝে এক জন ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসক রূপে অবতীর্ণ হবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর দুনিয়া থেকে একেবারেই উঠিয়ে দিবেন। সতেজ উটও তখন পরিত্যক্ত হবে। তার পিঠে তখন আর কেউ চড়বে না। সকল ধরনের হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা তখন তিরোহিত হবে। তিনি তখন মানুষদেরকে ধন-সম্পদ নিতে ডাকবেন; অথচ কেউই তা নিতে আসবে না"। (মুসলিম, হাদীস ২৪৩)

হাদীসের অর্থ বিশ্লেষণ:

يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ সালীব তথা ক্রুশ একটি প্রসিদ্ধ চিহ্ন। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস এ জাতীয় কাষ্ঠদণ্ডে বিদ্ধ করেই ঈসা عليه السلام কে একদা হত্যা করা হয়। তাই এ চিহ্নটি তাদের ধর্মীয় একটি চিহ্ন। একদা ঈসা عليه السلام এসে তা ভেঙ্গে ফেলবেন।

وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ খিনজীর তথা শূকর একটি প্রসিদ্ধ প্রাণী। ইসলামে যার গোস্ত খাওয়া হারাম করে দেয়া হয়েছে। একদা ঈসা عليه السلام এসে শূকরকে হত্যা করার আদেশ করবেন। তিনি শূকরকে হত্যা করে তা খাওয়া যে ইসলামী শরীয়তে একেবারেই হারাম তা বুঝাবেন।

শূকর একটি অলস ও নোংরা প্রকৃতির পশু। সে সাধারণত উদ্ভিদ, মৃত পশু ও ময়লা খায়। এমনকি সে নিজ কিংবা অন্য পশুর মলও খায়। ঈসা عليه السلام শূকরকে হত্যা করে এ কথা বুঝাবেন না যে, আল্লাহ তা'আলা শূকরকে অযথা সৃষ্টি করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সকল পশু শুধুমাত্র খাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেননি। যেমন: আল্লাহ তা'আলা কুকুর, নেকড়ে, মশা ও মাছি খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং সেগুলো তিনি দুনিয়ার এমন কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যা আমাদের জানা নেই। তেমনিভাবে তিনি শূকরকেও সৃষ্টি করেছেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে। তবে তা খাওয়া সকল ধর্মেই হারাম করা হয়েছে।

ইসলামে শূকরের বিধান:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٣]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোস্ত এবং যে পশু যবাই করার সময় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া একান্ত নিরুপায় হয়ে তা ভক্ষণ করে তাতে কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু"। (বাক্বারাহ: ১৭৩)

ইহুদি ধর্মে শূকরের বিধান:

তাওরাতে রয়েছে, তেমনিভাবে শূকরও। যদিও সে হিংস্র নয়। তবে তার খুর দু'ভাগে বিভক্ত। তাই তা তোমাদের জন্য না পাক। তোমরা তার গোস্ত খাবে না এমনকি তাকে স্পর্শও করবে না। (ইসতিসনা': ১৪/৮)

তাতে আরো রয়েছে, তেমনিভাবে শূকরও। যদিও সে হিংস্র নয়। তবে তার খুর দু'ভাগে বিভক্ত। তাই তা তোমাদের জন্য না পাক। তোমরা তার গোস্ত খাবে না। এমনকি তাকে স্পর্শও করবে না। কারণ, তা তোমাদের জন্য না পাক। (আহবার: ১১/৭-৮)

খ্রিস্ট ধর্মে শূকরের বিধান:

ইঞ্জীলে রয়েছে, বুত্বরুস বলেছেন: কখনো এমন হতে পারে না। হে আমার প্রভু! কারণ, আমি কখনো ময়লা বা না পাক জিনিস খাইনি। (আ'মাল: ১০/১৪)

তাতে আরো রয়েছে, কখনো এমন হতে পারে না। হে আমার প্রভু! কারণ, আমার মুখে কখনো ময়লা বা না পাক জিনিস প্রবেশ করেনি। (আ'মাল: ১১/৮)

যে খ্রিস্টানরা এমন ধারণা করে যে, ঈসা عليه السلام কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর তিনি আবার সপ্তম দিনে দুনিয়াতে অবতরণ করেছেন তারাও শূকরের গোস্ত খায় না।

তেমনিভাবে হিন্দুরাও শূকরের গোস্ত খেতে নিষেধ করে। এমনকি তাদের মধ্যকার উঁচু স্তরের লোকরা তথা ব্রাহ্মণরা শূকরের গোস্ত খাওয়াকে লজ্জাজনক মনে করে। শুধুমাত্র তাদের নিচু স্তরের লোকরাই শূকরের গোস্ত খেয়ে থাকে।

যারাদশতীরাও শূকরের গোস্ত খাওয়া পছন্দ করে না।

এমনকি বৌদ্ধরা শূকরকে কখনো স্পর্শও করে না।

চায়না ভাষায় হজ্জের নিয়মকানূন বইতেও লেখা আছে যে, ভদ্র লোক কখনো শূকর কিংবা কুকরের গোস্ত খায় না।

শূকর মূলতঃ মানুষের মাঝে অনেক ধরনের রোগ সঞ্চার করে।

গত বিশ বছরে গবেষকরা মানুষের চাল-চলন, চিন্তা-চেতনা ও তার খানার মাঝে এক ধরনের সম্পর্ক খুঁজে পায়। তারা এ কথায় উপনীত হয় যে, আমরা আমাদের খাদ্য পরিবর্তন করলে আমাদের চাল-চলনও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। তাই দেখা যায়, যারা স্বাস্থ্যহানিকর বস্তু সেবন করে তারা সব চেয়ে বেশি আইন বিরোধী কাজ করে ওদের চেয়ে যারা স্বাস্থ্যকর বস্তু সেবন করে। এমনকি তারা অঘটন নিয়ন্ত্রণ অফিসগুলোতে জরিপ চালিয়েও দেখে যে, যারা ফল-মূল ও সবজি ইত্যাদি বেশি ভক্ষণ করে তারা আইনের প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়।

শূকর সাধারণত ময়লা খেতে বেশি অভ্যস্ত। এ ছাড়াও শূকর আত্মসম্মানবোধহীন একটি পশু। এমনকি তার শূকরীর সাথে অন্য শূকররা সঙ্গম করলেও তার কিছুই যায় আসে না। এ ব্যাপারটি আবার অন্য পশুর মাঝে পাওয়া যায় না। প্রতিটি পশুই তার স্ত্রী লিঙ্গের প্রতি অতি সযত্ন হয়। সে তাকে নিজ জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করার চেষ্টা করে। তাই যারা শূকরের গোস্ত খায় তারাও শূকরের ন্যায় নিজ স্ত্রীদের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকে। তাদের সামনে তাদের স্ত্রীর সাথে কেউ সঙ্গম করলে তাদেরও কিছু আসে যায় না।

আল্লাহ তা'আলা শূকরের গোস্তকে নাপাক বলেছেন। আর এ শূকরই মানুষের মাঝে বহু রকমের ভয়ানক সূক্ষ্ম জীবাণু সঞ্চার করে। শূকরের মাঝে ৪৫০ এর বেশি সংক্রামক রোগ পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে ৭৫ টি রোগ মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হয়। এ ছাড়াও আরো এমন কিছু রোগ রয়েছে যা শূকরের গোস্ত খাওয়ার দরুন সৃষ্টি হয়। যেমনঃ হৃদরোগ যা Cirrhosis of liver নামে পরিচিত। বদহযম যা dyspepsia নামে পরিচিত। ধমনিগুলো শক্ত হয়ে যাওয়া। চুল পড়ে যাওয়া। বন্ধ্যাত্ব ও স্মৃতিশক্তির লোপ। উপরন্তু শূকরের গোস্ত খাওয়া লোকদের মাঝে বোধশক্তির দুর্বলতা তথা depression ও নিজ স্ত্রী, বোন ও মেয়েদের ইযযতের ব্যাপারে উদাসীনতা।

শূকরের গোস্ত ও তা থেকে তৈরি খাবার গ্রহণের দরুন শূকর থেকে মানুষের মাঝে ১৬ টিরও বেশি রোগ সংক্রমিত হয়। যার মধ্যে cysticercosis, মাল্টা পিওর তথা malta fever, হার্টে পোকা তথা hepatic worm, টি.বি তথা T.B রোগ ও diabetes Larvel Tapworm ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তেমনিভাবে শূকরের সাথে মেলামেশা, তার লালন-পালন ও তার মল-মূত্র স্পর্শের মাধ্যমে ৩২ টি রোগ জন্ম নেয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: এক ধরনের নিকৃষ্ট ফোঁড়া তথা Anthrex, পা ও মুখ গলে যাওয়া তথা Foot & Mouth disease রক্ত বিষাক্ত হয়ে যাওয়া তথা Toxemia জাপানী জ্বর তথা Yellow Fever ও কঠিন চুলকানী ইত্যাদি।

উপরন্তু খাদ্য-পানীয়ের সাথে শূকরের মল-মূত্রের সংমিশ্রণ ২৮ টি রোগ জন্ম দেয়।

وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ জিযিয়া কর যা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকে নেয়া হয় তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি দেয়ার জন্য। এটি বিশেষ ইনসাফের পরিচায়ক। যেমনিভাবে মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে যাকাত নেয়া হয়। ঈসা عليه السلام এর অবতরণের পর যখন তিনি প্রশাসন পরিচালনা করবেন তখন তিনি মানুষ থেকে ইসলাম ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবেন না। এর মানে এ নয় যে, তিনি সকল অমোসলমানকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন। বরং তারা স্বেচ্ছায়ই ইসলাম গ্রহণ করবে। কারণ, দুনিয়ার খ্রিস্টানরা যারা আজ নিজেদেরকে ঈসা عليه السلام এর অনুসারী বলে দাবি করছে তারা যখন ঈসা عليه السلام কে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে তাদের সাথে কথা বলতে দেখবে তখন তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাস তথা ঈসা عليه السلام আল্লাহ তা'আলার ছেলে হওয়ার ব্যাপারটি তাদের অন্তর থেকে এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। তখন তারা সঠিক ধর্মই বিশ্বাস করবে। যা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন:

﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾

[النساء: ١٥٩]

"ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না। আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে"।

(নিসা': ১৫৯)

মানে, ঈসা عليه السلام আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই সকল ইহুদি ও খ্রিস্টান তাঁর উপর ঈমান আনবে। যারা তখনো তাঁর উপর ঈমান আনবে না তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

وَتَكُوْنُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً

"ঈসা ﷺ এর যুগে দা'ওয়াত শুধু একটিই থাকবে। আর তা হলো শুধু ইসলামেরই দা'ওয়াত। এ ছাড়া তখন আর কোন ধর্মই থাকবে না। না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না ইহুদি, না খ্রিস্টান, না শিখ, না অগ্নিপূজক।

حَتَّى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا মানে, মানুষ তখন নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে পড়বে। কারণ, তখন দুনিয়ার প্রতি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব কমে যাবে। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবে যে, কিয়ামত অতি সন্নিকটে। উপরন্তু তখন প্রচুর রিযিক হাতের নাগালেই পাওয়া যাবে। তাই তখন কোন মোসলমানই রিযিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইবাদাত থেকে বিমুখ হবে না।

وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا ক্বিলাস মানে জোয়ান উট। তা মানুষের নিকট অতি পছন্দনীয়। বিশেষ করে তা আরবদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এতদসত্ত্বেও তখন মানুষ তা পরিত্যাগ করবে। তার প্রতি তারা কোন ভ্রূক্ষেপই করবে না। এমনকি তার লালন-পালন, তাকে খাদ্য দান ও তার ব্যবসার প্রতি মানুষ তখন একেবারেই অমনোযোগী হয়ে পড়বে।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَنْزِلُ عِيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَيَقُوْلُ أَمِيْرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُوْلُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ

"ঈসা বিন মারইয়াম ﷺ দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর ঈসা ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলবেন: আসুন, আমাদেরকে নামায পড়িয়ে দিন। তখন তিনি বলবেন: না, আমি নামায পড়াবো না। তোমরা একে অপরের আমীর। এটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য একটি বিশেষ সম্মান। (মুসলিম, হাদীস ১৫৬)

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مِنَّا الَّذِيْ يُصَلِّيْ عِيْسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ

"যার পেছনে ঈসা বিন মারইয়াম ﷺ নামায পড়বেন তিনি আমাদের মধ্য থেকেই হবেন"। (সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ: ৫/৩৭১ হাদীস ২২৯৩)

ঈসা عليه السلام এর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো সত্যিই মুতাওয়াতিরঃ

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত ঈসা عليه السلام এর অবতরণ সংক্রান্তহাদীসগুলো সত্যিই মুতাওয়াতির। মুতাওয়াতির হাদীস বলতে এমন হাদীসকে বুঝানো হয় যার বর্ণনধারার প্রতিটি স্তরে এমন সংখ্যক বর্ণনাকারী রয়েছেন যাঁদের এক যোগে মিথ্যা বলা কখনোই সম্ভবপর নয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, আবুল-'হাসান আল-আশ আরী, তাবারী, ইবনু কাসীর ও সাফারিনী (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ তাওয়াতুরের ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাওকানীও এ ব্যাপারটি তাঁর "আত-তাওযীহু ফি মা জাআ ফিল-মুনতাযারি ওয়াদ-দাজ্জালি ওয়াল-মাসীহি" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন।

(তাবাক্বাতুল-হানাবিলাহঃ ১/২৪১-২৪৩ মাক্বলাতুল-ইসলামিয়্যীন ওয়াখতিলাফুল-মুসাল্লীনঃ ১/৩৪৫ তাবারীঃ ৩/২৯১ ইবনু কাসীর ৭/২২৩ লাওয়ামিউল-আনওয়ারিল-বাহিয়্যাহঃ ১/৯৪-৯৫)

আল্লামাহ ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) ঈসা عليه السلام এর অবতরণ সংক্রান্তহাদীসগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীস। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় ঈসা عليه السلام এর অবতরণের ধরন ও স্থান। তিনি ফজরের নামাযের ইক্বামাতের সময় শাম এলাকার দিমাস্ক শহরের পূর্ব মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। তখন তিনি শূকরকে হত্যা করবেন। ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। এমনকি তখন তিনি ইসলাম ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবেন না। যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এবং যা মূলতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে তাঁর আগমনের সুসংবাদ, তাঁর সমর্থন এমনকি সে যুগে তাঁকে উক্ত কাজগুলো করার বৈধতা দেয়া বৈ কি। আর তখনই তাদের সকল সন্দেহ এমনিতেই দূর হয়ে যাবে এবং তারা সবাই ঈসা عليه السلام এর অনুকরণে ও তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবে। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾

[النساء: ١٥٩]

"ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না। আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে"।

(নিসা': ১৫৯)

এভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٦١]

"নিশ্চয়ই ঈসা তথা তার অবতরণ কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন"।

(যুখরুফ : ৫৭-৬১)

অন্য ক্বিরাতে রয়েছে,

﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾

"নিশ্চয়ই ঈসা তথা তার অবতরণ কিয়ামতের একটি বিশেষ আলামত ও নিদর্শন। যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া প্রমাণ করে"। (কুরতুবী ১৬/১০৫)

ঈসা عليه السلام দাজ্জাল বের হওয়ার পর দুনিয়াতে অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। আর তাঁরই যুগে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজকে পাঠাবেন এবং তাঁরই দোআয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হত্যা করবেন। (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: ৯/১৭৯)

সকল উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, ঈসা عليه السلام এর অবতরণ কিয়ামতের একটি আলামত। আর যারা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছে তাদের মতপার্থক্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি তাদের মতের প্রতি এখন আর কেউই ভ্রূক্ষেপ করছে না।

ঈসা عليه السلام এর অবতরণের পর তিনি কি আমাদের নবী মু'হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়তের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করবেন? না কি অন্য কোন নতুন শরীয়তের আলোকে?

এর উত্তরে বিশিষ্ট আলিমগণের নিম্নোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে:

ইমাম সাফারিনী (রাহিমাহুল্লাহ) শেষ যুগে ঈসা عليه السلام এর অবতরণ সম্পর্কে বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল উম্মত তাঁর অবতরণের ব্যাপারে একমত। শরীয়ত মানা কোন ব্যক্তিই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। শুধুমাত্র এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছে কিছু দার্শনিক ও স্রষ্টায় অবিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ। যাদের দ্বিমত পোষণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল উম্মত এ ব্যাপারেও একমত যে, তিনি দুনিয়াতে অবতরণের পর একমাত্র মু'হাম্মাদী শরীয়তের আলোকেই বিচার কার্য পরিচালনা করবেন। তিনি অন্য কোন শরীয়ত নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন না। যদিও তিনি ইতিপূর্বে অন্য শরীয়ত কায়িম করেছেন এবং ভিন্ন শরীয়তের নবী হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। (লাওয়ামিউল-আনওয়ারিল-বাহিয়্যাহ: ১/৯৪, ৯৫)

আল্লামাহ সিদ্দীক্ব হাসান খান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ঈসা عليه السلام এর অবতরণের ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) সেগুলোর মধ্য থেকে ২৯টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে কিছু রয়েছে শুদ্ধ। আর কিছু 'হাসান। আবার কিছু রয়েছে এমন দুর্বল যার দুর্বলতা অন্য হাদীস দিয়ে কাটিয়ে উঠা যায়। এ দিকে তার মধ্যে কিছু রয়েছে দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসের আলোচনায়। আর কিছু রয়েছে মাহদী সংক্রান্ত হাদীসের আলোচনায়। উপরন্তু এ ব্যাপারে আরো রয়েছে সাহাবীগণের বিশেষ কিছু বাণী। যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত বাণীরই বিধান বহন করে। কারণ, এ ব্যাপারে তাঁদের গবেষণার কোন সুযোগ নেই। এ সবের উল্লেখের পর তিনি বলেন: আমি ইতিপূর্বে যে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছি তা তাওয়াতুরের পর্যায়ে পড়ে। যা হাদীস সম্পর্কে জানাশুনা কোন ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নয়।

(আল-ইযাআহ লিমা কানা ওয়ামা য়াকূনু বাইনা ইয়াদাইস-সাআহ: ১৬০)

এ ব্যাপারে শাইখ আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: শেষ যুগে ঈসা عليه السلام এর অবতরণের ব্যাপারে কোন মোসলমানের দ্বিমত নেই। কারণ, এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। আর এটি ধর্মীয় একটি সুস্পষ্ট ব্যাপার। যা অস্বীকার করলে কেউ আর ঈমানদার থাকতে পারে না।

(তাবারী: ৬/৪৬০ শাইখ আহমাদ শাকিরের টিকা)

এ দিকে শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: জেনে রাখা ভালো যে, দাজ্জাল ও ঈসা عليه السلام এর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। সেগুলোর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। ওদের কথায় ধোঁকা খেও না যারা দাবি করে যে, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো আ-হা-দ তথা একক বর্ণনায় বর্ণিত। কারণ, তারা হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে একেবারেই মূর্খ। তারা কেউ মূলতঃ উক্ত বর্ণনাগুলোর সকল মাধ্যম খুঁজে দেখেনি। তারা যদি তা করতো তা হলে তারা উক্ত হাদীসগুলোকে মুতাওয়াতির হিসেবেই পেতো। যে ব্যাপারে এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন: 'হাফিয ইবনু 'হাজার ও অন্যান্যরা। অতীব দুঃখের বিষয় হলো কেউ কেউ এমন বিষয় নিয়ে কথা বলার সাহস দেখাচ্ছে যা তার আয়ত্তের বাইরে। অথচ বিষয়টি ধর্ম ও আক্বীদার বিষয়।

(শার'হুল-আক্বীদাতিত-ত'হাবিয়াহ: শাইখ আলবানীর বিশ্লেষণ: ৫৬৫)

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ঈসা عليه السلام কে কী মু'হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত হিসেবে ধরা হবে?

উত্তরে বলা যেতে পারে, ঈসা عليه السلام উলূল-আযম তথা দৃঢ়চেতা রাসূলগণের এক

জন। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এমনকি তিনি আমাদের নবী ﷺ এর কিছুক্ষণের সাথীও ছিলেন। তাঁর সাথে মি'রাজে নবী ﷺ এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি নবী ﷺ এর উপর ঈমান আনেন এবং এ ঈমানের উপরই তাঁর মৃত্যু হবে।

মি'রাজের হাদীসে আমাদের নবী ﷺ বলেন: জিব্রীল عليه السلام আমাকে নিয়ে উপরের দিকে রওয়ানা করলেন। তিনি দ্বিতীয় আকাশে এসে আকাশের পাহারাদারদেরকে দরজা খুলতে বললে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রীল। বলা হলো: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: মুহাম্মাদ। বলা হলো: তাকে কি এখানে আসতে বলা হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন বলা হলো: তাঁকে ধন্যবাদ। তিনি কতোই না ভাগ্যবান! অতঃপর দরজা খোলা হলে আমি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম সেখানে রয়েছেন ইয়াহইয়া ও ঈসা (আলাইহিমাস-সালাম)। তাঁরা হলেন সম্পর্কে পরস্পর খালাতো ভাই। জিব্রীল عليه السلام বললেন: এঁরা হলেন: ইয়াহইয়া ও ঈসা (আলাইহিমাস-সালাম)। আপনি তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি তাঁদেরকে সালাম দিলে তাঁরা সালামের উত্তর দিয়ে বলেন: ধন্যবাদ আমাদের নেককার ভাই ও নেককার নবীকে। (বুখারী, হাদীস ৩৪৩০)

ঈসা عليه السلام এর অবতরণের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস:

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা عليه السلام আল্লাহ তা'আলার ছেলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপবাদ থেকে সত্যিই পবিত্র। তারা ঈসা عليه السلام এর ব্যাপারে এ কথাও বিশ্বাস করে যে, তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁর হত্যার তিন দিন পর তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর পিতা মহান প্রভুর নিকট বসে আছেন। তিনি আবারো শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন। ইতিপূর্বে তাঁর আকাশে উঠে যাওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তাঁকে হত্যা করা হয়নি। না তাঁকে শূলে চড়ানো হয়েছে। বরং তাঁর অনুসারীদের এক জনকে তাঁর মতো বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মূলতঃ দু' জন মাসীহের ব্যাপারে একমত। যারা নিম্নরূপ:

১. তাদের এক জন হলেন হিদায়াতের মাসীহ। তিনি দাউদ عليه السلام এর সন্তান ঈসা عليه السلام।

২. তাদের আরেক জন হলো ভ্রষ্টতার মাসীহ। তাদের ধারণা মতে সে হলো ইউসুফ عليه السلام এর সন্তান। যাকে বলা হয় মাসীহুদ-দাজ্জাল।

(আল-জাওয়াবুস-সাহীহ লিমানবাদ্দালা দীনাল-মাসীহ/ইবনু তাইমিয়্যাহ: ২/১৮৭)

ঈসা (عليه السلام) এর ব্যাপারে খ্রিস্টানদের আক্বীদার ভিন্নতা:

১. খ্রিস্টানরা তাঁর ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, তিনি হলেন আল্লাহ'র ছেলে। মূলতঃ এ কথা একেবারেই বাতিল। তাঁর ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হলো তিনি আল্লাহ'র বান্দাহ ও রাসূল।

২. খ্রিস্টানদের ধারণা ইহুদিরাই ঈসা (عليه السلام) কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছে। এ কথাও বাতিল। বিশুদ্ধ কথা হলো তারা তাঁকে হত্যা করেনি। না তাঁকে শূলে চড়িয়েছে।

৩. খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, ঈসা (عليه السلام) কে শূলে চড়ানোর তিন দিন পর তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এটিও বাতিল কথা। বরং তাঁকে শূলে চড়ানো কিংবা হত্যা করা ছাড়াই আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

যে পরিস্থিতিতে ঈসা (عليه السلام) অবতরণ করবেন:

মোসলমানরা খ্রিস্টানদের সাথে এক মহা যুদ্ধের পর কুস্তানতীনিয়্যাহ বিজয় করে তা নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে আসবে। মূলতঃ মোসলমানরা তা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "আল্লাহু আকবার" বলে বিজয় করবে। তা বিজয় করতে অস্ত্রের কোন প্রয়োজন হবে না। আর তখনই শয়তান চিৎকার দিয়ে বলবে: দাজ্জাল বের হয়েছে। তখন মোসলমানরা কুস্তানতীনিয়্যাহ ছেড়ে দামেস্কের দিকে চলে যাবে। কারণ, তখন মোসলমানদের সেনা ঘাঁটি হবে দামেস্কে। বস্তুতঃ এরপরই দাজ্জাল সত্যিই বের হয়ে যাবে। তখন সে পুরো বিশ্বে ঘুরে বেড়াবে। এমনকি সে তখন এক মহা ফিতনা সৃষ্টি করবে।

আরেকটি বিস্তারিত বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: পরিশেষে দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী এক পাথুরে এলাকায় অবস্থান করবে। অথচ তার উপর মদীনার যে কোন প্রবেশ পথে ঢুকা নিষেধ। এ দিকে মদীনা তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে এক কিংবা দু' বার ঝাঁকুনী দিবে। তখন মদীনার সকল মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা তার দিকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর দাজ্জাল শাম এলাকার দিকে রওয়ানা করে সেখানকার কয়েকটি পাহাড়ের
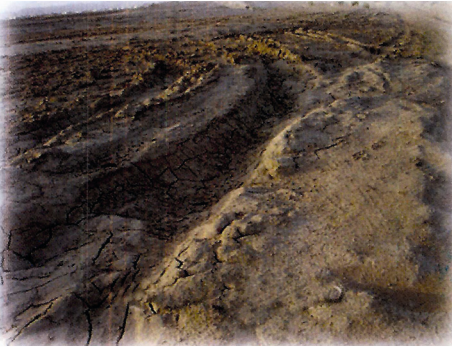
নিকট অবস্থান করে সে তাদেরকে ঘেরাও করবে। এ দিকে অন্যান্য মোসলমানরা শাম এলাকার একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করবে। আর দাজ্জাল সে পাহাড়ের পাদ দেশে অবস্থান করে তাদেরকেও ঘেরাও করবে। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জনৈক মোসলমান বলবে: হে মোসলমানরা! এভাবে তোমরা আর কত দিন অবস্থান করবে? অথচ আল্লাহ'র শত্রু তোমাদের এলাকায় এসে তোমাদেরকেই ঘেরাও করে রেখেছে। এরূপ আর চলতে দেয়া যায় না। তোমাদের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শহীদি মর্যাদা দিবেন, না হয় শত্রুর উপর জয়ী করবেন। অতঃপর তারা সত্যিকারার্থেই মৃত্যুর জন্য বায়আত গ্রহণ করবে। এ দিকে তাদের উপর এমন এক অন্ধকার নেমে আসবে যে অন্ধকারে কেউ তার হাতখানাও দেখতে পাবে না। আর তখনই ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام অবতীর্ণ হবেন। হঠাৎ অন্ধকার কেটে গেলে তারা দেখতে পাবে তাদের মাঝেই অবস্থান করছে রণ সাজে সজ্জিত জনৈক ব্যক্তি। (মানে, মোসলমানরা তখন দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। তারা ফজরের নামাযের পূর্বে সকলেই এ কথায় একমত হবে যে, তারা ফজরের নামায পড়েই দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। তখন ফজরের ইক্বামত দেয়া হবে। আর ইমাম সাহেব নামায পড়ানোর জন্য অগ্রসর হবেন। আর ইতিমধ্যে তাকবীরে তাহরীমার আগেই পুরো মসজিদ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। যখন অন্ধকার কেটে যাবে তখন তারা ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام কে রণ সাজে সজ্জিত অবস্থায় তাদের মাঝেই দেখতে পাবে)। তখন তারা বলবে: তুমি কে? হে আল্লাহ'র বান্দাহ! উত্তরে লোকটি বলবে: আমি আল্লাহ'র বান্দাহ ও রাসূল। তাঁর বিশেষ রূহ ও কালিমা তথা ঈসা ইবনু মারইয়াম। এখন তোমাদেরকে তিনটি পথের কোন একটি পথ বেছে নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা দাজ্জাল ও তার সেনা বাহিনীর উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করবেন। তাদেরকে যমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন। না হয় তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করবেন এবং তাদেরকে পরাজিত করবেন। তখন তারা বললো: আমরা এটিই চাই। এতে করে আমাদের অন্তরজ্বালা মিটবে। তখন দেখা যাবে এক জন সুস্বাস্থ্যবান সুঠাম দেহের অধিকারী সাহসী ইহুদি তার শরীরের কাঁপুনীর দরুন নিজ হাতে তার তলোয়ারখানাও উঠাতে পারবে না। তখন মোসলমানরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের উপর জয়ী হবে। আর দাজ্জাল ঈসা ইবনু মারইয়ামকে দেখতেই সীসার ন্যায় গলতে থাকবে। তখন ঈসা عليه السلام তাকে হত্যা করবেন। (আব্দুর রাযযাক: ১১/৩৯৭)

ঈসা عليه السلام কীভাবে ও কোথায় অবতরণ করবেন?

তিনি দামেস্কের পূর্ব এলাকায় সাদা মিনারের পাশেই অবতরণ করবেন। তখন তাঁর গায়ে থাকবে ওয়ারাস (এক প্রকারের ঘাস যা দিয়ে কাপড় রঙ্গানো হয়) ও যাফরান রঙ্গে রঞ্জিত দু'টি ছাদর। দু' জন ফিরিশতার কাঁধে হাত রেখেই তিনি দুনিয়াতে অবতরণ করবেন।
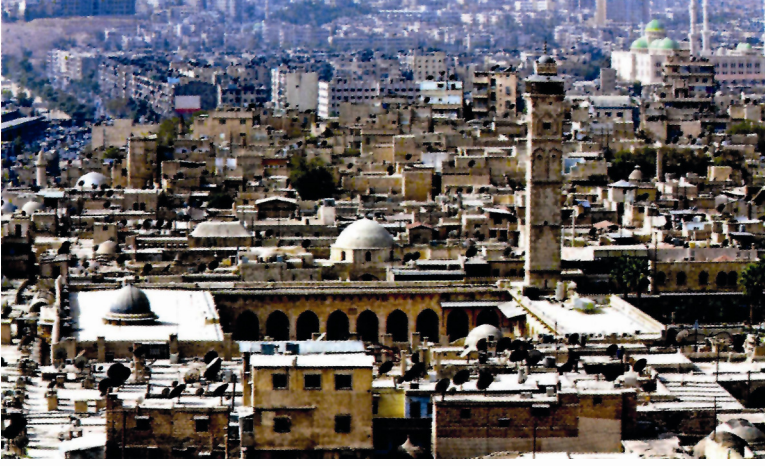
ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ঈসা عليه السلام এর অবতরণের জায়গা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কথা হলো: তিনি দামেস্কের পূর্ব এলাকায় সাদা মিনারের পাশেই অবতরণ করবেন। তিনি যখন অবতরণ করবেন তখন নামাযের ইক্বামত হবে। মোসলমানদের ইমাম তখন তাঁকে বলবেন: হে রূহুল্লাহ! আপনি সামনে গিয়ে নামায পড়িয়ে দিন। তখন তিনি বলবেন: বরং তুমিই সামনে যাও। কারণ, তোমার ইমামতির জন্যই ইক্বামত দেয়া হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তোমাদের একজন আরেক জনের আমীর। এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য একটি বিশেষ সম্মান।

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন: আমাদের এ যুগেই তথা হিজরী ৭৪১ সনে উক্ত মিনার সাদা পাথর দিয়ে আবারো নতুন করে বানানো হয়েছে। আর এর

নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে খ্রিস্টানদের অর্থায়নেই। কারণ, তারাই একদা এ জায়গার মিনারটিকে পুড়িয়ে দিয়েছে। আশা করা যায়, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজেই খ্রিস্টানদের অর্থায়নে এ সাদা মিনার নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে একদা ঈসা عليه السلام তার উপর অবতরণ করতে পারে। আর তিনি সেখানে নেমেই শূকরকে হত্যা করবেন। ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। এমনকি তাদের কাছ থেকে কোন জিযিয়া করই গ্রহণ করবেন না।

(আন-নিহায়াহ ফিল-ফিতানি ওয়াল-মালাহিমি: ১/১৯২)

আমি নিজেই একদা ১৪১২ হিজরী মোতাবিক ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের পূর্ব এলাকার সাদা মিনারটি দেখতে গিয়েছি। যা সেখানকার মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ যে, এ মিনারের উপরই একদা ঈসা عليه السلام অবতরণ করবেন। আমি তা ফটো করে নিয়ে এসেছি। সেটি মূলতঃ মার্কেটে ঢুকার পথে। মসজিদের উপর নয়। আর সেটি যে মহল্লায় অবস্থিত তার অধিকাংশ অধিবাসীই খ্রিস্টান। সে ছবিটিই আমি এখানে সংযোজন করছি। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, ঈসা عليه السلام এ মিনারেই অবতরণ করবেন। না অন্য কোন মিনারে।

কারো কারোর মতে দামেস্কে অবস্থিত উমাইয়াহ বংশের জামে' মসজিদের কোন একটি মিনারেই তিনি অবতরণ করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তাই আমি এখানে কোনটাই নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

ঈসা عليه السلام এর শারীরিক গঠন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা عليه السلام এর শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং যে পরিবেশে তিনি অবতরণ করবেন তা সবই বলে গেছেন। যাতে তাঁর ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে কোন সন্দেহ না থাকে। যা নিম্নরূপ:

তিনি হলেন একজন মাঝারি আকৃতির পুরুষ। বেশি লম্বাও নন এবং বেশি খাটোও নন।

সাদা রং মিশ্রিত রক্ত বর্ণের।

হৃষ্টপুষ্ট ও প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট।

কাঁধে ঝুলানো সর্বদা আঁচড়ানো এক ঝাঁক লম্বা চুল বিশিষ্ট। যেন তাঁর মাথা থেকে পানি পড়ছে। অথচ তাঁর মাথা ভেজা নয়।

যেন দেখতে 'উরওয়াহ বিন মাস'ঊদ সাক্বাফি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মতো।

নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লিখিত হলো:

১. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ لَقِيْتُ عِيْسَىٰ (فَنَعَتَهُ فَقَالَ:) رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِيْ الْحَمَّامَ

"যখন আমার ইসরা' (রাত্রিকালীন ভ্রমণ) হয়েছিলো তখন আমার সঙ্গে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি রক্ত বর্ণের একজন মাঝারি আকৃতির মানুষ। যেন তিনি এখনই বাথরুম থেকে বের হয়েছেন"। (বুখারী, হাদীস ৩৪৩৭ মুসলিম, হাদীস ১৬৮)

২. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

رَأَيْتُ عِيْسَىٰ وَمُوْسَىٰ وَإِبْرَاهِيْمَ، فَأَمَّا عِيْسَىٰ فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ

"আমি ঈসা, মূসা ও ইব্রাহীম (আলাইহিমুস-সালাম) কে দেখেছি। ঈসা (আলাইহিস সালাম) হলেন রক্ত বর্ণের, হালকা কোঁকড়ানো চুল ও প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট"। (বুখারী, হাদীস ৩৪৩৮)

৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ الْحِجْرِ، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِيْ عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِيْ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكَرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبَ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِيْ، أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوْسَىٰ (عليه السلام) قَائِمٌ يُصَلِّيْ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ، وَإِذَا عِيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ (عليه السلام) قَائِمٌ يُصَلِّيْ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ (عليه السلام) قَائِمٌ يُصَلِّيْ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِيْ بِالسَّلاَمِ

"আমি একদা নিজকে হিজর তথা হাতীমে দেখতে পেলাম। কুরাইশরা তখন আমাকে আমার ইসরা' (রাত্রিকালীন ভ্রমণ) সম্পর্কে অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করতে

লাগলো। তারা আমাকে বাইতুল-মাক্বদিস সম্পর্কে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করলো যা আমি ইতিপূর্বে জানতাম না। তখন আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম যা আর কখনোই হয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য বাইতুল-মাক্বদিসকে আমার সামনেই উঠিয়ে ধরলেন যাতে আমি তা ভালোভাবে দেখতে পাই। তখন তারা আমাকে যাই জিজ্ঞাসা করলো আমি তা তাদেরকে সঠিকভাবেই বলে দিয়েছি। তেমনিভাবে আমি একদা নিজকে নবীদের একটি দলের মাঝে দেখতে পেলাম। দেখলাম, মূসা عليه السلام দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তিনি হালকা-পাতলা সামান্য কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁকে এক জন শানূআহ গোত্রের লোক বলে মনে হচ্ছিলো। আরো দেখলাম ঈসা বিন মারইয়াম (আলাইহিমাস-সালাম) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। তাঁর আকৃতির সাথে উরওয়াহ বিন মাস'ঊদ সাক্বাফীর খুব একটা মিল রয়েছে। আরো দেখলাম ইব্রাহীম عليه السلام দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তাঁর আকৃতির সাথে তোমাদের সাথী তথা আমার বেশ একটা মিল রয়েছে। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলো তখন আমি তাঁদের ইমামতি করলাম। যখন নামায শেষ করলাম তখন কেউ যেন বললো: হে মু'হাম্মাদ! এর নাম হলো মালিক। এ জাহান্নামের দায়িত্বশীল। সুতরাং আপনি তাকে সালাম করুন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনিই সর্ব প্রথম আমাকে সালাম করলেন"। (মুসলিম, হাদীস ১৭২)

৪. আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

أُرَانِيْ اللَّيْلَةَ فِيْ الْـمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَىٰ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِـمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوْا: الْـمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً جَعْداً قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قُطْنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبَيْ

رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوْا: هَذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ

"গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কা'বা ঘরের পাশেই অবস্থান করছি। সেখানে দেখতে পেলাম জনৈক সুদর্শন ব্যক্তিকে। যেমনটি সুদর্শন কোন পুরুষ হতে পারে। তিনি একেবারে সাদাও নন এবং কালোও নন। তাঁর লম্বা চুলগুলো নিজ দু' কাঁধেই আছড়ে পড়ছে। তবে চুলগুলো আঁচড়ানো। তাঁর মাথা থেকে যেন এখনো পানির ফোঁটা পড়ছে। তিনি নিজ হাত দু'টো দু' ব্যক্তির কাঁধে রেখেই কা'বা ঘর তাওয়াফ করছেন। আমি উপস্থিতদের জিজ্ঞাসা করলাম: ইনি কে? তারা বললো: ইনি হচ্ছেন মাসীহ বিন মারইয়াম। আমি তার পেছনে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। যার চুলগুলো একেবারেই কোঁকড়ানো। তার ডান চোখটি কানা। আমার দেখা মতে ইবনু কুতনের সাথে তার খুব একটা মিল রয়েছে। সে নিজ দু' হাত দু' ব্যক্তির কাঁধে রেখে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছে। আমি উপস্থিতদের জিজ্ঞাসা করলাম: লোকটি কে? তারা বললো: এ হলো মাসীহুদ-দাজ্জাল"। (বুখারী, হাদীস ৩৪৪০ মুসলিম, হাদীস ১৬৯)

উক্ত হাদীস শুনার পর কেউ কেউ বলতে পারেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام ও দাজ্জাল তাঁরা উভয়ই কীভাবে পরস্পর একত্রিত হলেন। অথচ আমাদের জানা যে, দাজ্জাল ঈসা عليه السلام কে দেখামাত্রই সীসার ন্যায় গলে যাবে? উপরন্তু দাজ্জাল কীভাবে কা'বার নিকট পৌঁছুবে। অথচ মক্কায় প্রবেশ করা তার জন্য হারাম?

উত্তরে বলা যেতে পারে, এটি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্নের কথা। যা বাস্তবে ঘটা বাধ্যতামূলক নয়।

তবে এখানে আরেকটি কথা থেকে যায় তা হলো: নবীদের স্বপ্ন তো ওহী হয়ে থাকে তা হলে তা বাস্তবে ঘটবে না কেন?

এর উত্তরে 'হাফিয ইবনু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: নবীগণের স্বপ্ন ওহী হলেও তা কিছু বাস্তবায়নযোগ্য। আর কিছু বাস্তবায়নযোগ্য নয়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, দাজ্জাল দাজ্জালরূপে বের হওয়ার পূর্বে সে মক্কা ও মদীনায় ঢুকতে পারবে। তবে যখন সে দাজ্জাল ও ভয়ঙ্কর ফিতনা হিসেবে আবির্ভূত হবে তখন সে আর মক্কা ও মদীনায় ঢুকতে পারবে না। (ফাত্'হুল-বারী: ১৩/১২৩)

ঈসা عليه السلام এর কর্মকাণ্ড এবং তাঁর যুগে যা ঘটবে:

ঈসা عليه السلام এর অবতরণের পর দাজ্জালের হত্যা ও মোসলমানদের অবস্থা স্থিতিশীল হলে ঈসা عليه السلام বিশেষ কয়েকটি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবেন এবং তাঁর যুগে

বেশ কিছু কর্মকাণ্ড ঘটবে যা নিম্নরূপ:

তিনি ইসলামের আলোকে বিচার-ফায়সালা করবেন। দুনিয়ার সকল মানুষকে ইসলামী শরীয়তের অধীনে নিয়ে আসবেন। এমনকি তিনি অন্যান্য বিকৃত ধর্মকে ধ্বংস করে দিবেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ

"সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! অবশ্যই অচিরেই ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তোমাদের মাঝে এক জন ইনসাফ পরায়ণ বিচারক হিসেবে অবতীর্ণ হবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। (বুখারী, হাদীস ৩৪৪৮ মুসলিম, হাদীস ১৫৫)

আল্লাহ তা'আলার বাণীকে জয়ী করবেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাবিকে রহিত করবেন এবং জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন।

মাসী'হুদ-দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

মানুষের মাঝে সুষ্ঠু ফায়সালা করবেন। এমনকি তিনি তাদের মাঝে ইনসাফ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ، وَإِنِّيْ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِعِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلاً مَرْبُوْعًا إِلَىٰ الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ... وَيَدْعُوْ النَّاسَ إِلَىٰ الْإِسْلاَمِ؛ فَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الْإِسْلاَمَ، وَيُهْلِكُ اللهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ؛ وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَىٰ الْأَرْضِ حَتَّىٰ تَرْتَعَ الْأُسُوْدُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ، لاَ تَضُرُّهُمْ، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يَتَوَفَّىٰ، وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ

"নবীগণ যেন একে অপরের সৎ ভাই। তাদের মা ভিন্ন। ধর্ম এক। আর আমিই ঈসা বিন মারইয়াম ﷺ এর সব চেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি। কারণ, আমি ও তাঁর মাঝে আর কোন নবী নেই। তিনি নিশ্চয়ই (কিয়ামতের পূর্বে) দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তোমরা যখন তাঁকে দেখবে অচিরেই তাঁকে চিনে ফেলবে। তিনি এক জন মাঝারী গড়নের পুরুষ। সাদা মিশ্রিত রক্তিম বর্ণের। তাঁর গায়ে থাকবে হালকা হলুদ বর্ণের দু'টি কাপড়। তাঁকে দেখলে মনে হবে যেন তাঁর মাথা থেকে পানি পড়ছে। অথচ তাঁর মাথা ভেজা নয়। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকরকে হত্যা করবেন। জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন। তিনি সকল মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ছাড়া তাঁর যুগের সকল ধর্মকে ধ্বংস করে দিবেন। তেমনিভাবে তাঁর যুগে আল্লাহ তা'আলা মাসীহুদ-দাজ্জালকেও ধ্বংস করবেন। দুনিয়ায় তখন চরম নিরাপত্তা বিরাজ করবে। এমনকি তখন সিংহ উটের সাথে, চিতা বাঘ গরুর সাথে এবং নেকড়ে বাঘ ছাগলের সাথে বিচরণ করবে। বাচ্চারা তখন সাপের সাথে খেলা করবে। সাপ তাদের কোন ক্ষতিই করবে না। তিনি দুনিয়ায় চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। এরপর তাঁর মৃত্যু হলে মোসলমানরা তাঁর জানাযার নামায আদায় করবে"। (আহমাদ ২/৪০৬)

তখন যত্রতত্র সচ্চলতা ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে।

কুরাইশদের ক্ষমতা চলে যাবে।

আবূ উমামাহ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فَيَكُوْنُ عِيْسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ فِيْ أُمَّتِيْ حَكَمًا عَدْلاً، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، يَدُقُّ الصَّلِيْبَ، وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ، فَلاَ يُسْعَىٰ عَلَىٰ شَاةٍ وَلاَ بَعِيْرٍ، وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ، وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ، حَتَّىٰ يُدْخِلَ الْوَلِيْدُ يَدَهُ فِيْ الْحَيَّةِ، فَلاَ تَضُرُّهُ، وَتَفِرُ الْوَلِيْدَةُ الْأَسَدَ فَلاَ يَضُرُّهَا، وَيَكُوْنُ الذِّئْبُ فِيْ الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَتُمْلَأُ

الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً، فَلاَ يُعْبَدُ إِلاَّ اللهُ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا، وَتَكُوْنُ الْأَرْضُ كَفَاثُوْرِ الفِضَّةِ، تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ، حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَىٰ الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعُهُمْ، وَيَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَىٰ الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ، وَيَكُوْنُ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، وَيَكُوْنُ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ

"ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ আমার উম্মতের এক জন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসক হবেন। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকরকে যবেহ করবেন। জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন। যে কোন ধরনের সাদাকা প্রত্যাখ্যান করবেন। তখন ছাগল ও উট লালন-পালনে কেউ আর ব্যস্ত হবে না। সবার অন্তর থেকে শত্রুতা ও বিদ্বেষ উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি প্রত্যেক বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর বিষও উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন একটি ছোট বাচ্চা ছেলে তার হাতখানা সাপের মুখে ঢুকিয়ে দিবে। অথচ সাপ তার কোন ক্ষতিই করবে না। এমনকি একটি ছোট বাচ্চা মেয়ে সিংহের সাথে খেলা করবে। অথচ সিংহ তার কোন ক্ষতিই করবে না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, একটি নেকড়ে বাঘও তখন ছাগল পালের মাঝে পাহারাদার কুকুরের ভূমিকা পালন করবে। তখন পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ করা হবে যেমনিভাবে পানি দিয়ে পরিপূর্ণ করা হয় কোন পাত্রকে। উপরন্তু মানুষের মাঝে ঐক্য বিরাজ করবে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করা হবে না। পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে। কুরাইশদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে। এমনকি যমিন একটি রুপার পাত্রের রূপ ধারণ করবে। আদম ﷺ এর যুগের ন্যায় তখন যমিন ফসল ফলাবে। এমনকি এক থোকা আঙ্গুর অথবা একটি আনার খেয়ে অনেকগুলো মানুষ পরিতৃপ্ত হবে। একটি গরু সামান্য টাকা এবং একটি ঘোড়া কয়েক দিরহাম দিয়ে পাওয়া যাবে। (ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৭৭)

পরস্পর শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ মানুষের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে নেয়া হবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

طُوْبَىٰ لِعَيْشٍ بَعْدَ الْمَسِيْحِ يُؤْذَنُ لِلسَّمَاءِ فِيْ الْقَطْرِ، وَيُؤْذَنُ لِلْأَرْضِ فِيْ النَّبَاتِ حَتَّىٰ لَوْ بَذَرْتَ حَبَّكَ عَلَىٰ الصَّفَا لَنَبَتَ، وَحَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلَ عَلَىٰ الْأَسَدِ فَلاَ يَضُرُّهُ، وَيَطَأُ عَلَىٰ الْحَيَّةِ فَلاَ تَضُرُّهُ، وَلاَ تَشَاحُنَ، وَلاَ تَحَاسُدَ، وَلاَ تَبَاغُضَ

"ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণের পর মানুষ কতইনা সুন্দর জীবন যাপন করবে। তাদের জীবন সত্যিই ধন্য হোক! তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ ও যমিনকে ফসল ফলানোর জন্য ব্যাপক অনুমতি দেয়া হবে। এমনকি তুমি যদি তখন একটি পরিচ্ছন্ন পাথরের উপরও বীজ বপন করো তা হলেও তা যথেষ্ট ফলন দিবে। তখন কোন ব্যক্তি সিংহের কাছ দিয়ে গেলেও সিংহ তাকে কোন ক্ষতিই করবে না। কেউ সাপকে মাড়িয়ে গেলে সেও তাকে কোন ক্ষতিই করবে না। এমনকি তখন মানুষের মাঝে কোন শক্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে না।

(মুসনাদুল-ফিরদাউস/দাইলামী: ২/৪৫০ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৪/৫৫৯ হাদীস ১৯২৬)

তখন সকল প্রকারের যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَنْزِلُ عِيْسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا عَادِلاً، وَحَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ، وَيَرْجِعُ السِّلْمُ، وَيُتَّخَذُ السُّيُوْفُ مَنَاجِلَ، وَتَذْهَبُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ، وَتُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا، حَتَّىٰ يَلْعَبَ الصَّبِيُّ بِالثُّعْبَانِ، وَيُرَاعِيْ الْغَنَمُ الذِّئْبَ فَلاَ يَضُرُّهَا، وَيُرَاعِيْ الْأَسَدُ الْبَقَرَ فَلاَ يَضُرُّهَا

"একদা ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণ হবেন এক জন ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী বিচারক হিসেবে। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকরকে হত্যা করবেন। তখন

শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে। এমনকি তখন তলোয়ারগুলোকে কাঁচি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। প্রত্যেক বিষধর সাপ-বিচ্ছুর বিষ চলে যাবে। আকাশ তার সমূহ রিযিক নাযিল করবে। যমিন তার সমূহ বরকত বের করে দিবে। এমনকি একটি ছোট বাচ্চা বিষধর সাপের সাথে খেলা করবে। উপরন্তু তখন ছাগল নেকড়ের সাথে এবং সিংহ গরুর সাথে চরে বেড়াবে। অথচ নেকড়ে ও সিংহ ছাগল ও গরুর কোন ক্ষতিই করবে না”। (আহমাদ: ২/৪৮২)

ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام এর সাথে যাঁরা থাকবেন তাঁদের মর্যাদা:

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِيْ أَحْرَزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُوْ الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُوْنَ مَعَ عِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ

“আমার উম্মতের দু’টি দলকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। তার একটি হলো যারা ভারতের সাথে যুদ্ধ করবে। আরেকটি হলো যারা ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام এর সাথে থাকবেন”।

(নাসায়ী, হাদীস ৩১৭৫ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৪/৫৭০ হাদীস ১৯৩৪)

অন্য কেউ নন, একমাত্র ঈসা عليه السلام ই কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন, এর মূল রহস্য কী?

আপনি হয়তো বা প্রশ্ন করতে পারেন, সকল নবীর মধ্য থেকে একমাত্র ঈসা عليه السلام কেই কেন শেষ যুগে দুনিয়ায় অবতরণের জন্য চয়ন করা হলো?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট আলিমগণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মত ব্যক্ত করেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. ঈসা عليه السلام সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণা এই যে, তারা তাঁকে হত্যা করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্যই তাঁকে দুনিয়াতে পাঠাবেন। তিনিই তাদেরকে হত্যা করবেন। যেমনিভাবে হত্যা করবেন তাদের গুরু মিথ্যুক দাজ্জালকে। হাফিয ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) এ মতটিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। (ফাত্'হুল-বারী, হাদীস ৩৪৪৯)

২. ঈসা عليه السلام একদা ইঞ্জিলের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব অবলোকন করে তাঁর উম্মত হওয়ার আশা প্রকাশ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]

“তাদের এমন দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলেও রয়েছে। তারা যেন একটি চারা গাছ। প্রথমে যা কচি পাতার ন্যায় থাকে। পরে তা শক্ত হয়ে দৃঢ় কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়”। (ফাত্হ: ২৯)

এমনকি তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট দুআ করলে তিনি তা কবুল করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এখনো জীবিত রেখেছেন। তিনি শেষ যুগে দুনিয়াতে অবতরণ করে ইসলামের সকল মুছে যাওয়া বিধি-বিধানগুলো পুনর্জীবিত করবেন।

৩. ঈসা عليه السلام তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। যাতে তাঁকে যমিনেই দাফন করা সম্ভব হয়। কারণ, মাটির সৃষ্টি মাটিতেই মৃত্যু বরণ করবে এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হবে। অন্য কোথাও নয়। আর তাঁর অবতরণের সময়ই দাজ্জাল বের হবে এবং তিনি তাকে নিজ হাতেই হত্যা করবেন।

৪. ঈসা عليه السلام খ্রিস্টানদেরকে মিথ্যুক প্রমাণিত করতেই শেষ যুগে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। তিনি তাদের বাতিল দাবিগুলোর অসারতা প্রমাণ করবেন। আর তাদের অন্যতম দাবি হলো ঈসা عليه السلام আল্লাহ'র ছেলে। তখন ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মই থাকবে না। তিনি ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর দুনিয়া থেকে একেবারেই উঠিয়ে দিবেন তথা তিনি সকলের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তার পরিবর্তে জিযিয়া কর কোনভাবেই গ্রহণ করবেন না।

৫. ঈসা عليه السلام এর উক্ত বিশেষত্ব এ জন্যই যে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর সম্পর্কে বলেন:

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ

"আমি মানুষদের মাঝে ঈসা ﷷ এর সব চেয়ে অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি। কারণ, তাঁর ও আমার মাঝে আর কোন নবী আসেননি"।

(আহমাদ: ২/৪৬৩ বুখারী, হাদীস ৩৪৪২ মুসলিম, হাদীস ২৩৬৫)

তা হলে আমাদের রাসূল ﷺ ঈসা ﷷ এর সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নিকটতম ব্যক্তি। তেমনিভাবে ঈসা ﷷ ও আমাদের রাসূল ﷺ এর আগমন সম্পর্কে মানুষদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الصف: ٦]

"স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিলো: হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার রাসূল হিসেবে এসেছি। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী। তেমনিভাবে আমার পরে আসা এক জন রাসূলের সুসংবাদদাতা। যাঁর নাম আহমাদ। এরপরও যখন তিনি বানী ইসরাঈলের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসলো তখন তারা বললো: এটি একটি সুস্পষ্ট যাদু মাত্র"। (সাফ: ৬)

তেমনিভাবে রাসূল ﷺ কে একদা তাঁর নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: হ্যাঁ, আমি তো ইব্রাহীম ﷷ এর দোআ এবং ঈসা ﷷ এর সুসংবাদ।

(আহমাদ ৪/১২৭, ৫/২৬২)

ঈসা ﷷ কে আমাদের নবী ﷺ এর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানোর নির্দেশ:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

يُوْشِكُ الْمَسِيْحُ عِيْسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَمًا قِسْطًا، وَإِمَامًا عَدْلاً، فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ، وَتَكُوْنُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً، فَأَقْرِئُوْهُ أَوْ أَقْرِئْهُ السَّلَامَ مِنْ رَسُوْلِ

اللهِ وَأُحَدِّثُهُ فَيُصَدِّقُهُ

"অচিরেই মাসীহ তথা ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ অবতীর্ণ হবেন এক জন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসক হিসেবে। তিনি শূকরকে হত্যা করবেন। ক্রুশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। আর তখন মানুষের মাঝে দা'ওয়াত শুধু একটি জিনিসেরই হবে তা হলো ইসলামের দা'ওয়াত। তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলে তাঁকে আল্লাহ'র রাসূলের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে। আমার সকল কথা তাঁরই সমর্থনে"। (আহমাদ: ২/৩৯৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنِّيْ لَأَرْجُوْ إِنْ طَالَ بِيْ عُمُرٌ أَنْ أَلْقَىٰ عِيْسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ، فَإِنْ عَجِلَ بِيْ مَوْتٌ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّيْ السَّلَامَ

"আমি আশা করি আমার বয়স বাড়লে আমি ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করবো। তবে আমার মৃত্যু তাড়াতাড়ি এসে গেলে এবং তোমাদের কারোর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে সে যেন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছে দেয়"। (আহমাদ: ২/২৯৮)

ঈসা ﷺ এর অবতরণের পর তিনি কতো দিন দুনিয়ায় অবস্থান করবেন?

ঈসা ﷺ আকাশ থেকে অবতরণের পর চল্লিশ বছর এ পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। তখন মানুষ সচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও ইনসাফের ছায়াতলে জীবন যাপন করবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ، وَإِنِّيْ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِعِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ ... فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يَتَوَفَّىٰ، وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ

"নবীগণ যেন একে অপরের বৈমাত্রেয় ভাই। তাদের মা ভিন্ন। ধর্ম এক। আর আমিই ঈসা বিন মারইয়াম ﷺ এর সব চেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি। কারণ, আমি ও তাঁর মাঝে আর কোন নবী নেই। তিনি দুনিয়ায় চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। এরপর তাঁর মৃত্যু হলে মোসলমানরা তাঁর জানাযার নামায আদায় করবে"। (আহমাদ ২/৪০৬)

একদা আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন:
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٦١]

"নিশ্চয়ই ঈসা তথা তাঁর অবতরণ কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন"। (যুখরুফ : ৫৭-৬১)
তিনি বলেন:

خُرُوْجُ عِيْسَىٰ، يَمْكُثُ فِيْ الْأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، تَكُوْنُ تِلْكَ الْأَرْبَعُوْنَ كَأَرْبَعِ سِنِيْنَ، يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ

"উক্ত আয়াত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণ বুঝায়। তিনি এ পৃথিবীতে ৪০ বছর অবস্থান করবেন। এ ৪০ বছর মূলতঃ চার বছরের ন্যায়। তিনি তখন হজ্জ ও 'উমরাহ করবেন। (আদ্দুররুল-মানসূর: ৬/২০)

ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর হজ্জ পালন:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجاً أَوْ مُعْتَمِراً أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا

"সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! অবশ্যই ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) "ফাজ্জে রাও'হা" নামক এলাকা থেকে হজ্জ কিংবা 'উমরাহ অথবা উভয়টিরই ইহরাম বাঁধবেন। (মুসলিম, হাদীস ১২৫২)
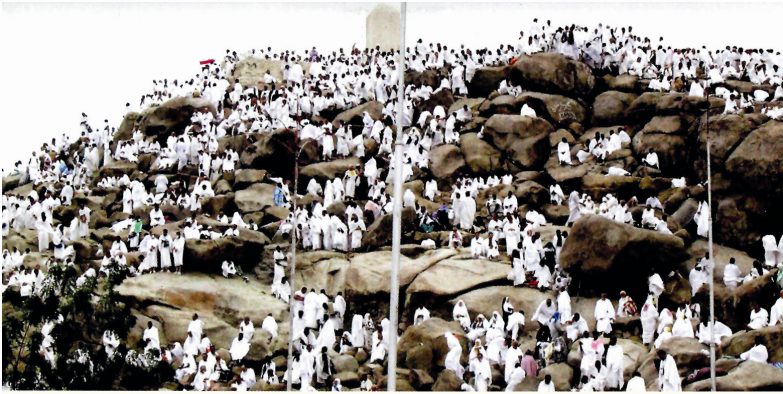
মানে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) "ফাজ্জুর রাও'হা" নামক এলাকা থেকে হজ্জের তালবিয়াহ পাঠ করবেন। যা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। তিনি তামাত্তু' হজ্জ করবেন

তথা প্রথমে তিনি উমরাহ'র ইহরাম বেঁধে তা আদায়ের পর খুলে ফেলে আবার হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন অথবা তিনি ক্বিরান হজ্জ করবেন তথা হজ্জ ও 'উমরাহ'র ইহরাম একত্রেই বেঁধে ফেলবেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

لَيَهْبِطَنَّ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، وَلَيَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِراً أَوْ بِنِيَّتِهِمَا، وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِيْ حَتَّىٰ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ

"অবশ্যই ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ অবতীর্ণ হবেন এক জন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসক হিসেবে। তিনি তখন "ফাজ্জ" তথা "ফাজ্জুর রাও'হা" নামক এলাকা দিয়ে হজ্জ কিংবা 'উমরাহ অথবা উভয়টির নিয়্যাতে রওয়ানা করবেন। উপরন্তু তিনি আমার কবরের নিকট এসে আমাকে সালাম করলে আমি অবশ্যই তাঁর সালামের উত্তর দেবো"। ('হাকিম: ২/৫৯৫)

ইয়াজূজ-মা'জূজের আবির্ভাব:

সূচনা:

মূলতঃ ইয়াজূজ-মা'জূজ আদম সন্তানের দু'টি শাখা তথা দু'টি বিশাল বংশ। যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তবে কোন কোন কিতাবে পাওয়া যায়, তাদের কেউ কেউ অতি খাটো, সাধারণ খাটো কিংবা বড় হবে। আবার তাদের কেউ কেউ নিজের এক কান বিছিয়ে অন্য কান গায়ে দিবে। এ জাতীয় সকল কথার কোন ভিত্তি নেই।

বরং তারা আদম عليه السلام এর অন্যান্য সন্তানের ন্যায় একই ধরনের আদম সন্তান। তবে তারা "যুল-ক্বারনাইন" সম্রাটের যুগে দুনিয়ায় ভীষণ ফাসাদ সৃষ্টিকারী একটি জাতি ছিলো। তখন তাদের প্রতিবেশীরা "যুল-ক্বারনাইন" সম্রাটের নিকট তাদের পরস্পরের মাঝে একটি দেয়াল তৈরির আবেদন করলো। যেন তারা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট সহজে পৌঁছুতে না পারে। এমনকি তারা এ দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি না করতে পারে। তখন সম্রাট তাদের প্রতিবেশীদের আবেদন আমলে এনে তাদের পরস্পরের মাঝে একটি দেয়াল তৈরি করলেন।

আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও সংবাদ দিয়েছেন যে, শেষ যুগে তথা ঈসা عليه السلام এর অবতরণের পর তারা মানুষের মাঝে বেরিয়ে পড়বে। এমনকি তারা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। তারা ঈসা ইবনু মারইয়াম عليه السلام ও তাঁর অনুসারীদেরকে বাইতুল-মাক্বদিসের একটি পাহাড়ে ঘেরাও করবে। তখন মু'মিনদের অবস্থা ভীষণ রূপ ধারণ করবে।

তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করবেন। ফলে তারা এক মুহূর্তেই সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এ দিকে আল্লাহ তা'আলা ঈসা عليه السلام ও তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা সন্নিবেশিত হলো:

ইয়াজূজ-মাজূজের জন্য বনানো দেয়ালের ঘটনা:

আল্লাহ তা'আলা "যুল-ক্বারনাইন" নামক এক জন নেককার সম্রাটের ঘটনা

বলতে গিয়ে বলেন:

﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۝٩٢ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝٩٣ قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝٩٤ قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝٩٥ ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝٩٦ فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًا ۝٩٧ ﴾ [الكهف: ٩٢ – ٩٧]

“আবার সে অন্য পথ ধরলো। যখন সে দু’ পর্বত প্রাচীরের মাঝখানে পৌঁছুলো তখন সে এগুলোর পেছনে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো যারা তার কথা যেন বুঝতেই পারছিলো না। তারা বললো: হে যুল-ক্বারনাইন! নিশ্চয়ই ইয়াজূজ-মা’জূজরা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই আমরা আপনাকে কিছু কর দিলে আপনি কি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবেন? সে বললো: আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা আমার জন্য অনেক উত্তম। বরং তোমরা আমাকে শক্তি ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করো যাতে আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি শক্ত প্রাচীর তৈরি করতে পারি। তোমরা আমার নিকট অনেকগুলো লৌহ টুকরো নিয়ে আসো। যখন লৌহ প্রস্তগুলো উভয় পাড়াহের সমান্ত রাল হলো তখন সে বললো: তোমরা তাতে ফুঁ দিতে থাকো। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হবে তখন তোমরা আমার নিকট অনেকগুলো গলিত তামা নিয়ে আসবে যা আমি লৌহখণ্ডগুলোর উপর ঢেলে দেবো। এরপর ইয়াজূজ-মা’জূজ তা আর অতিক্রম করতে পারলো না ; না পারলো তা ভেদ করতে”। (কাহফ : ৯২-৯৭)

কে সেই “যুল-ক্বারনাইন”?

তিনি এক জন ঈমানদার নেককার রাষ্ট্রপতি। সঠিক মতানুযায়ী তিনি নবী ছিলেন না। তাঁকে “যুল-ক্বারনাইন” বলা হয়। কারণ, তিনি তাঁর শাসনামলে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের সকল এলাকায় পৌঁছেছেন। যেখানে শয়তানের দু’ শিংয়ের মাঝখানে সূর্য উদয়াস্ত হয়। তিনি ঐতিহাসিক ইস্কান্দার আল-মাক্বদূনী নন। কারণ, ইস্কান্দার কাফির ছিলো। এমনকি তার সময়কাল ও যুল-ক্বারনাইনের সময়কাল এক নয়। বরং সে যুল-ক্বারনাইনের দু’ হাজার বছর পরের লোক।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঘটনাটি সূরা কাহফে বর্ণনা করেন। একদা তিনি পুরো বিশ্ব ভ্রমণ করেন। নিম্নে ইয়াজূজ-মা'জূজ সংক্রান্ত তাঁর ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বিশ্লেষণ করা হলো:

﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ মানে, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী তৃতীয় আরেকটি পথে রওয়ানা করলেন। যা তাঁকে উত্তর দিকের বড় বড় পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾ মানে, যখন তিনি তাঁর সেনা বাহিনী নিয়ে আরমেনিয়া ও আযারবাইযানের নিকটবর্তী এলাকা তথা তুরস্কের শেষ প্রান্তের দু'টি বড় বড় পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় পৌঁছুলেন।

سَدَّان মানে, দু'টি পাহাড় যেগুলোর মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা রয়েছে যেখান দিয়ে ইয়াজূজ-মাজূজ তুরস্কে ঢুকে ফাসাদ সৃষ্টি করে তথা তাদের ফসলাদি নষ্ট করে ও তাদের মাঝে হত্যাকাণ্ড চালায়। (ইবনু কাসীর: ১৮/৯২-৯৩)

যখন তুর্কিরা যুল-ক্বারনাইন রাষ্ট্রপতির মাঝে প্রচুর শক্তি ও সামর্থ দেখতে পায় এবং তারা বুঝতে পারে যে, তাঁর মধ্যে যথেষ্ট প্রশাসনিক ক্ষমতা ও বিশেষ দ্বীনদারী রয়েছে তখন তারা তাঁকে ইয়াজূজ-মা'জূজের আক্রমণের পথে একটি প্রাচীর তৈরি করার প্রস্তাব করলো। এমনকি তারা তাঁকে এ কাজের জন্য প্রতিদানের ওয়াদাও দিয়েছে।

যুল-ক্বারনাইনের প্রাচীর

তখন নেককার রাষ্ট্রপতি যুল-ক্বারনাইন কোন বিনিময় ছাড়াই শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট সাওয়াবের আশায় একটি প্রাচীর তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি এও ভেবে দেখলেন যে, দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী চলার পথটি বন্ধ করে দিলেই এ সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। তখন তিনি তাদের কাছ থেকে বিশেষ শ্রম সহযোগিতা চাইলেন। তিনি বললেন: অতএব তোমরা আমাকে শক্তি ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করো যাতে আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি শক্ত প্রাচীর তৈরি করতে পারি।

তখন তাদের এক দল লোক লোহা কেটে দু’ পাহাড়ের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিলো। এরপর তিনি বললেন: এতে আগুন জ্বালিয়ে ভালোভাবে ফুঁ দাও। যখন লোহাগুলো আগুনের ন্যায় কঠিন উত্তপ্ত হলো তখন তিনি বললেন: তোমরা আমার নিকট কিছু গলিত তামা নিয়ে আসো তা হলে আমি এর উপর সুন্দরভাবে ঢেলে দেবো। তখন লোহাগুলো একে অপরের সাথে জয়েন্ট হয়ে একটি কঠিন পাহাড়ের রূপ ধারণ করলো। তখন ফাসাদী ইয়াজূজ-মা’জূজরা প্রচীরটি অনেক উঁচু হওয়ার দরুন তা ডিঙ্গিয়ে আর উপরে উঠতে পারলো না। না তারা প্রাচীরের নিচ দিয়ে তা শক্ত ও মোটা হওয়ার দরুন কোন সূড়ঙ্গ পথ বের করতে পারলো। পরিশেষে এ কঠিন প্রাচীরের মাধ্যমেই সম্রাট যুল-ক্বারনাইন ইয়াজূজ-মা’জূজের পথটি একেবারেই বন্ধ করে দিতে সক্ষম হলেন।

ইয়াজূজ-মাজূজ কারা?

কেউ কেউ বলেন: ইয়াজূজ ও মাজূজ শব্দ দু’টো আরবী নয়। যেমন: তালূত ও জালূত।

আবার কেউ কেউ বলেন: শব্দ দু’টো আরবী। তা أَجَّتِ النَّارُ أَجِيْجًا : إِذَا الْتَهَبَتْ শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ: আগুন খুব প্রজ্জ্বলিত তথা লেলিহান হয়েছে। কারণ, তারা এমন এক নিকৃষ্ট জাতি যারা এ পৃথিবীকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিবে।

কেউ কেউ বলেন: তা اَلْمَاءُ الْأُجَاجُ শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ: অতি লবণাক্ত পানি।

আবার কেউ কেউ বলেন: তা أَجَّ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যার অর্থ: দ্রুত ধাবমান হওয়া বা দৌড়া।

ইয়াজূজ-মাজূজের ধর্ম কী?

নবী ﷺ এর দা’ওয়াত কী তাদের ভাষায় ছিলো?

ইয়াজূজ-মাজূজ আমাদের মতোই মানুষ। তবে তারা মূলতঃ তুর্কীদের পিতা নূহ عليه السلام এর ছেলে ইয়াফিসের সন্তানদের দু’টি বংশ। ‘হাফিয ইবনু ‘হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (ফাত্‘হুল-বারী: ১৩/১০৬ হাদীস ৩৩৪৬-৩৩৪৮)

তারা আদম ও হাওয়ারই সন্তান।

ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ তাঁর কোন এক সফরে সাহাবীগণের মাঝে চলার গতির বিশেষ ব্যবধান দেখে নিম্নোক্ত দু’টি আয়াত

উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ۝١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۝٢ ﴾ [الحج: ١ – ٢]

"হে মানুষ! তোমরা নিজেদের প্রভুকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের ভূকম্পন একটি ভয়ানক ব্যাপার। সে দিন তুমি দেখবে, প্রতিটি দুগ্ধদায়িনী মা ভুলে যাবে নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। এমনকি প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত করে বসবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল। অথচ তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি খুবই কঠিন"। ('হাজ্জ: ১-২)

সাহাবীগণ যখন রাসূল ﷺ এর তিলাওয়াতের আওয়ায শুনতে পেলেন তখন তাঁরা ভেবে নিলেন যে, তিনি এখন অবশ্যই কোন কিছু বলতে চাচ্ছেন। তাই তাঁরা দ্রুত তাঁর নিকট আসলে তিনি বলেন: তোমরা কি জানো এটি কেমন দিন? সে দিন আল্লাহ তা'আলা আদম عليه السلام কে ডেকে বলবেন: হে আদম! তুমি তোমার নিজ সন্তানদের একটি দলকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। তিনি বলবেন: হে আমার প্রভু! তারা কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন: প্রতি হাজারের ৯৯৯ জন জাহান্নামী। আর এক জন জান্নাতী।

ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সাহাবীগণ কথাটি শুনে একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এমনকি সেখানে তখন হাসি-খুশি চেহারার কাউকেও পাওয়া যায়নি।

রাসূল ﷺ তা দেখে বললেন: তোমরা নেক আমল করো। আর কল্যাণের কথা মনে করে খুশি হও। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মু'হাম্মাদের জীবন! তোমাদের গণনা হবে আল্লাহ তা'আলার আরো দু'টি সৃষ্টি সহ। তারা কিন্তু অন্যের তুলনায় সংখ্যায় অনেক অনেক বেশি। যারা হলো ইয়াজূজ-মা'জূজ। তোমাদের সাথে হিসেবে আরো থাকবে পূর্বেকার সকল আদম সন্তান ও ইবলীসের সব সন্তান। বর্ণনাকারী বলেন: এ কথা শুনার পর তাদের চিন্তা খানিকটা দূর হলো। এরপর রাসূল ﷺ আরো বললেন: তোমরা নেক আমল করো। আর খুশি হও। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মু'হাম্মাদের জীবন! তোমরা অন্যদের তুলনায় উটের পার্শ্ব দেশের একটি কালো দাগের ন্যায় কিংবা কোন পশুর বাহুতে অবস্থিত গোলাকার কোন দাগের ন্যায়।

(আহমাদ: ৪/৪৩৫ তিরমিযী, হাদীস ৩১৬৯)

তাদের সংখ্যাধিক্য:

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "ইয়াজূজ-মাজূজ আদম عليه السلام এরই সন্তান। তাদেরকে যদি ছাড়া হয় তা হলে তারা সকল মানুষের জীবন যাপনকে বিনষ্ট ও বাধাগ্রস্ত করবে। তাদের কেউ মারা যাবে না যতক্ষণ না তার থেকে এক হাজার কিংবা তার বেশি সন্তান জন্ম নেয়। তাদের অধীনে রয়েছে তিনটি জাতি তথা তাউল, তারীস ও মিসক"।

(মাজমা'উযযাওয়ায়িদ: ৮/৬ মিন'হাতুল-মা'বূদ ফি তারতীবি মুসনাদিত-তায়ালিসী ২/২১৯)

ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

(সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-যা'য়ীফাহ: ৯/১৫৯)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে দশ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে ৯ ভাগই ফিরিশতা। আরেক ভাগ অন্যান্য সৃষ্টি। আবার তিনি ফিরিশতাগণকে দশ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে ৯ ভাগই দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করায় ব্যস্ত। তাঁরা কখনোই তা করতে অলসতা করেন না। আরেক ভাগ ফিরিশতা তাঁর বাণী বহনের জন্য। এভাবে তিনি তাঁর বাকি সকল সৃষ্টিকে আবার দশ ভাগে বিভক্ত করেন। যার ৯ ভাগই জিন। আরেক ভাগ আদম সন্তান। আবার তিনি আদম সন্তানকে দশ ভাগে বিভক্ত করেন। যার ৯ ভাগই ইয়াজূজ-মা'জূজ। আরেক ভাগ অন্যান্য মানুষ।

উক্ত বর্ণনাটি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিজস্ব কথা। যা নবী ﷺ এর হাদীস নয়। উপরন্তু তা নবী ﷺ এর হাদীস হিসেবে ধরেও নেয়া

যায় না। কারণ, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকেও অনেক বর্ণনা গ্রহণ করতেন এবং তা নিজ কথার মাঝেও বলে ফেলতেন। তবে তা ভালো লেগেছে বলেই এখানে উল্লেখ করা হলো।

তাদের গঠন-আকৃতি:

খালিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হারমালাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর খালা থেকে বর্ণনা করেন: তাঁর খালা বলেন: একদা রাসূল ﷺ একটি বিচ্ছুর দংশনের ব্যথায় মাথায় পট্টি লাগিয়ে তাঁর খুতবায় বলেন:

إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ: لاَ عَدُوَّ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا تُقَاتِلُوْنَ عَدُوًّاحَتَّى يَأْتِيَ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ: عِرَاضُ الْوُجُوْهِ، صِغَارُ الْعُيُوْنِ، صُهْبُ الشِّعَافِ، مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الْـمَجَانُّ الْـمُطْرَقَةُ

ঢাল

"তোমরা বলছো: কোন শত্রু নেই; অথচ তোমরা ইয়াজূজ-মা'জূজ আসা পর্যন্ত শত্রুর মুকাবিলা করেই যাবে। যাদের চেহারা হবে প্রশস্ত। চোখ হবে ছোট। চুল হবে লাল-সাদা মিশ্রিত হলুদ বর্ণের। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে দ্রুত নিচে পদার্পণ করবে। তাদের চেহারা যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশ বিশিষ্ট"।

(আহমাদ ৫/২৭১ মাজমা'উযযাওয়ায়িদ: ৮/১৩)

صُهْبُ الشِّعَافِ মানে, তাদের চুলগুলো কালো ও লালচে ধরনের।

كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الْـمَجَانُّ الْـمُطْرَقَةُ বাক্যটির মাঝে الْـمَجَنُّ শব্দটির মানে ঢাল। তাদের চেহারাগুলোকে ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ, তা গোল ও চওড়া। الْـمُطْرَقَةُ মানে, চামড়া মোড়ানো। তেমনিভাবে সেগুলোকে চামড়া মোড়ানো ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে তা শক্ত ও মাংসল হওয়ার দরুন।

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ মানে, তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে দ্রুত নিচে পদার্পণ করবে এবং পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

তারা দেয়ালটি ছিদ্র করবে কিভাবে?

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, ইয়াজূজ-মা'জূজ দু'টি বংশ। তারা অনেক ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি করতো তাই যুল-ক্বারনাইন রাষ্ট্রপতি তাদের ও অন্যান্য মানুষের মাঝে একটি দেয়াল তৈরি করলেন। তখন তারা আর অন্যান্য মানুষের নিকট পৌঁছুতে পারলো না। তাই তারা অবশ্যই দেয়ালের ভেতরেই রয়েছে। তাদের নিকট খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। আর তাদের জীবন যাপনও হলো এক ভিন্ন ধরনের। তবে তারা সর্বদা এ দেয়ালটি ভাঙ্গতে চেষ্টা করবে। তাই তারা এর নিচে খনন ও একে ছিদ্র করতে চেষ্টা করবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা এ দেয়াল সম্পর্কে বলেন: তারা (ইয়াজূজ-মা'জূজ) প্রতি দিন প্রাচীরটি খনন করবে। ছিদ্র করতে একটু বাকি থাকাবস্থায় তাদের নেতা বলবে: এখন তোমরা চলে যাও। আগামী কাল অচিরেই তোমরা তা ছিদ্র করে ফেলবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তা আগের মতো করে আরো শক্ত বানিয়ে দিবেন। এভাবেই তারা প্রতিদিন খনন করতে থাকবে। যখন তারা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছুবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জনসমাজে পাঠাতে ইচ্ছে করবেন তখন তাদের নেতা বলবে: এখন তোমরা চলে যাও। আগামী কাল ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায় তো) অচিরেই তোমরা তা ছিদ্র করে ফেলবে। তাদের নেতা এবার ইনশাআল্লাহ বললো। তখন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীরটি খনন করা অবস্থায় থেকে যাবে। অতঃপর পরের দিন তারা প্রচীরটি ছিদ্র করে জনসমাজে বের হয়ে যাবে। তখন তারা যমিনের সকল পানি পান করে ফেলবে এবং মানুষ তাদেরকে দেখে পালিয়ে যাবে। অতঃপর তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করলে তা রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে আসবে"।

(আহমাদ: ২/৫১০ তিরমিযী ৮/৫৯৭-৫৯৯ হাদীস ৩১৫৩ ইবনু মাজাহ ২/১৩৬৪-১৩৬৫ 'হাকিম ৪/৪৮৮)

উক্ত হাদীসে তিনটি ফায়দার কথা উল্লিখিত হয়েছে যা নিম্নরূপ:

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রাত-দিন খনন করতে দেননি। যদি তারা তা করতো তা হলে হয়তো বা তারা তা ছিদ্র করেই ফেলতো।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সিঁড়ি বা অন্য কিছু দিয়ে দেয়ালের উপর উঠার চেষ্টা করতে দেননি। তাদের মাথায়ও চিন্তাটি উদিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে শিখিয়ে দেননি। হয়তো বা তারা চেষ্টা করেছে তবে তা উঁচু ও মসৃণ হওয়ার দরুন তাতেও কোন সফলতা আসেনি।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় তথা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ বলার তাওফীক দেননি।

উক্ত হাদীস থেকে আরো বুঝা যায়, তাদের মাঝে কারিগর, দায়িত্বশীল, রাষ্ট্রপতি ও সাধারণ জনগণ সবই রয়েছে যারা উপরস্থদেরকে মেনে চলে। এমনকি তাদের মাঝে আল্লাহ চেনা ও তাঁর ইচ্ছা এবং শক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিও রয়েছে।

এমনও হতে পারে যে, ইনশাআল্লাহ শব্দটি তাদের নেতা ও কর্ণধারের মুখে এমনিতেই এসে গেছে। সে এর কোন অর্থ জানে না। তবে আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে তাদেরকে সফলতা দিয়েছেন। (ফাত্‌হুল-বারী, হাদীস ৭১৩৫)

ইয়াজূজ-মাজূজ সংক্রান্ত দলীলসমূহ:

কুরআনের প্রমাণ:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا ٱسْطَٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا ﴿٩٨﴾ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ

يَوۡمَئِذٖ يَمُوجُ فِي بَعۡضٖۖ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعۡنَٰهُمۡ جَمۡعٗا ﴿٩٩﴾ [الكهف: ٨٣ – ٩٩]

"তোমাকে তারা যুল-ক্বারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলো: আমি তার বিষয়ে তোমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করবো। আমি তাকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করেছিলাম। এমনকি তাকে সব ধরনের উপায়-উপকরণও দিয়েছিলাম। একদা সে একটি পথ ধরলো। চলতে চলতে যখন সে সূর্যাস্তের জায়গায় পৌঁছুলো তখন সে সূর্যকে একটি অস্বচ্ছ জলাশয়ে ডুবতে দেখলো। এমনকি সেখানে সে একটি জাতিকেও দেখতে পেলো। তখন আমি বললাম: হে যুল-ক্বারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারো। না হয় তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও করতে পারো। সে বললো: যে ব্যক্তি যুলুম করবে আমি তাকে অচিরেই শাস্তি দেবো। উপরন্তু তাকে তার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন তিনি তাকে আরো কঠিন শাস্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে তার জন্য রয়েছে সত্যিই উত্তম পুরস্কার। উপরন্তু আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে সহজ কাজের কথাই বলবো।

অতঃপর সে আরেক পথ ধরলো। চলতে চলতে সে যখন সূর্যোদয়ের জায়গায় পৌঁছুলো তখন সে সূর্যকে এমন এক জাতির উপর উদয় হতে দেখলো আমি যাদের জন্য সূর্যের তাপ থেকে বাঁচার জন্য কোন আড়ালের ব্যবস্থাই করিনি। এ হলো তাদের অবস্থা। অথচ আমি তার সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলাম।

এরপর সে আরেক পথ ধরলো। চলতে চলতে সে যখন দু' পর্বত প্রাচীরের মাঝখানে পৌঁছুলো তখন সে এগুলোর পেছনে এমন এক জাতিকে দেখতে পেলো যারা তার কথা যেন বুঝতেই পারছিলো না। তারা বললো: হে যুল-ক্বারনাইন! নিশ্চয়ই ইয়াজূজ-মা'জূজরা দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই আমরা আপনাকে কিছু কর দিলে আপনি কি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর বানিয়ে দেবেন? সে বললো: আমার প্রভু আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা আমার জন্য অনেক উত্তম। বরং তোমরা আমাকে শক্তি ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করো যাতে আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি শক্ত প্রাচীর তৈরি করতে পারি। তোমরা আমার নিকট অনেকগুলো লৌহ টুকরো নিয়ে আসো। যখন লৌহ প্রস্তগুলো উভয় পাড়াহের সমান্ত রাল হলো তখন সে বললো: তোমরা তাতে ফুঁ দিতে থাকো। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হবে তখন তোমরা আমার নিকট অনেকগুলো গলিত তামা নিয়ে আসবে যা আমি লৌহপ্রস্তগুলোর উপর ঢেলে দেবো। এরপর ইয়াজূজ-মাজূজ তা আর অতিক্রম

করতে পারলো না ; না পারলো তা ভেদ করতে। সে বললো: এটি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার জন্য একান্ত দয়া। তবে যখন আমার প্রভুর ওয়াদার সময় আসবে তখন তিনি তা ধূলিসাৎ করে দেবেন। বস্তুতঃ আমার প্রভুর ওয়াদা অতি সত্য। আমি তাদেরকে সে দিন এমন অবস্থায় ছেড়ে দেবো যে, তাদের এক দল অন্য দলের উপর তরঙ্গমালার ন্যায় আছড়ে পড়বে। এরপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন আমি সকল মানুষকে একসঙ্গেই একত্রিত করবো"। (কাহফ : ৮৩-৯৯)

﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ মানে, তারা কেউ তাদের সাথে কথা বললে তার কথা তারা খুব কষ্টে ও ধীরে বুঝতো।

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ﴾

[الأنبياء: ٩٦]

"এমনকি যখন ইয়াজূজ-মা'জূজকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে নিচে ছুটে আসবে"। (আম্বিয়া' : ৯৬)

﴿ مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ﴾ মানে, তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসবে। এমনকি তারা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

হাদীসের প্রমাণসমূহ:

ইয়াজূজ-মাজূজ সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা সত্যিই অনেক বেশি। যা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১. উম্মুল-মু'মিনীন যায়নাব বিনতে জা'হশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। আরবদের জন্য বড়ো আফসোস! কারণ, তাদের জন্য এক কঠিন অকল্যাণ অপেক্ষা করছে। আজ ইয়াজূজ-মা'জূজের প্রাচীর এতটুকু খুলে ফেলা হয়েছে। রাসূল ﷺ শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বয় গোলাকার করে তা দেখিয়েছেন। যায়নাব বিনতে জা'হশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! আমরা সবাই কি একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবো;

অথচ আমাদের মাঝে নেককার লোকও রয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: অবশ্যই, যখন অশ্লীলতা ও অপকর্ম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃতি লাভ করবে।

(বুখারী, হাদীস ৩৩৪৬, ৩৫৯৮ মুসলিম, হাদীস ২৮৮০)

২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মা'জূজের প্রাচীরখানা এতটুকু খুলে দিয়েছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এরপর নিজ হাতকে নব্বই গিরে বাঁধার মতো করে দেখালেন।

(বুখারী, হাদীস ৩৩৪৭, মুসলিম, হাদীস ২৮৮১)

৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: একদা আল্লাহ তা'আলা আদম (عليه السلام) কে উদ্দেশ্য করে বলবেন: হে আদম! তখন আদম (عليه السلام) বলবেন: আমি উপস্থিত এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তুমি জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও। তিনি বলবেন: জাহান্নামী কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন: প্রত্যেক এক হাজারের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জনই জাহান্নামী। এ কথা শুনে তখন ছোট বাচ্চার চুল পেকে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা নিজ পেটের সন্তান (সময়ের আগে) প্রসব করে দিবে এবং সকল মানুষকে নেশাগ্রস্তের ন্যায় মনে হবে; অথচ তারা মূলতঃ নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হবে তখন অতি কঠিন। সাহাবীগণ বললেন: আমাদের মধ্যকার কেই বা সে এক জন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা এ কথা শুনে অবশ্যই খুশি হবে যে, সংখ্যায় তোমাদের একজনের বিপরীতে থাকবে ইয়াজূজ-মা'জূজের এক হাজার। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! সত্যিই আমি আশা করছি, তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে। তখন আমরা "আল্লাহু আকবার" বললাম। তিনি আবারো বললেন: আমি আশা করছি, তোমরা জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ হবে। তখন আমরা আবারো "আল্লাহু আকবার" বললাম। তিনি আবারো বললেন: আমি আশা করছি, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। তখন আমরা আবারো "আল্লাহু আকবার" বললাম। তিনি আবারো বললেন: তোমাদের সাথে অন্য উম্মতের তুলনা যেন সাদা বর্ণের একটি ষাঁড়ের পিঠে কালো একটি লোম অথবা কালো বর্ণের ষাঁড়ের পিঠে সাদা একটি লোম।

(বুখারী, হাদীস ৩৩৪৮, ৪৭৪১, ৬৫৩০ মুসলিম, হাদীস ২২২)

৪. ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন এক সফরে সাহাবীগণের মাঝে চলার গতির বিশেষ ব্যবধান দেখে নিম্নোক্ত দু'টি আয়াত উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٢﴾ [الحج: ١ – ٢]

"হে মানুষ! তোমরা নিজেদের প্রভুকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের ভূকম্পন একটি ভয়ানক ব্যাপার। সে দিন তুমি দেখবে, প্রতিটি দুগ্ধদায়িনী মা ভুলে যাবে নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। এমনকি প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত করে বসবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল। অথচ তারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি খুবই কঠিন"। ('হাজ্জ: ১-২)

সাহাবীগণ যখন রাসূল ﷺ এর তিলাওয়াতের আওয়ায শুনতে পেলেন তখন তাঁরা ভেবে নিলেন যে, তিনি এখন অবশ্যই কোন কিছু বলতে চাচ্ছেন। তাই তাঁরা দ্রুত তাঁর নিকট আসলে তিনি বলেন: তোমরা কি জানো এটি কেমন দিন? সে দিন আল্লাহ তা'আলা আদম عليه السلام কে ডেকে বলবেন: হে আদম! তুমি তোমার নিজ সন্তানদের একটি দলকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। তিনি বলবেন: হে আমার প্রভু! তারা কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন: প্রতি হাজারের ৯৯৯ জন জাহান্নামী। আর এক জন জান্নাতী।

ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: সাহাবীগণ কথাটি শুনে একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এমনকি সেখানে তখন হাসি-খুশি চেহারার কাউকেও পাওয়া যায়নি। রাসূল ﷺ তা দেখে বললেন: তোমরা নেক আমল করো। আর কল্যাণের কথা মনে করে খুশি হও। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মু'হাম্মাদের জীবন! তোমাদের গণনা হবে আল্লাহ তা'আলার আরো দু'টি সৃষ্টি সহ। তারা কিন্তু অন্যের তুলনায় সংখ্যায় অনেক অনেক বেশি। যারা হলো ইয়াজূজ-মা'জূজ। তোমাদের সাথে হিসেবে আরো থাকবে পূর্বেকার সকল আদম সন্তান ও ইবলীসের সব সন্তান। বর্ণনাকারী বলেন: এ কথা শুনার পর তাদের চিন্তা খানিকটা দূর হলো। এরপর রাসূল ﷺ আরো বললেন: তোমরা নেক আমল করো। আর খুশি হও। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে মু'হাম্মাদের জীবন! তোমরা অন্যদের তুলনায় উটের পার্শ্ব দেশের একটি কালো দাগের ন্যায় কিংবা কোন পশুর বাহুতে অবস্থিত গোলাকার কোন দাগের ন্যায়। (আহমাদ: ৪/৪৩৫ তিরমিযী, হাদীস ৩১৬৯)

৫. রাসূল ﷺ একদা কিয়ামতের আলামত, ঈসা عليه السلام এর অবতরণ ও তাঁর

শাসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِيْ، لاَ يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِيْ إِلَىٰ الطُّوْرِ

"এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঈসা ﷺ এর নিকট ওহী পাঠিয়ে বলবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বান্দাহ ছেড়ে দিয়েছি যাদের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার ক্ষমতা কারোর নেই। সুতরাং তুমি আমার অন্যান্য বান্দাহদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নাও"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

৬. নাওয়াস বিন সামআন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَىٰ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ

"অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে দ্রুত অবতরণ করবে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া ঝিল কিংবা উপসাগরের সকল পানি পান করে ফেলবে। অতঃপর শেষ দলটি এসে বলবে: এ ঝিল কিংবা উপসাগরে তো একদা পানি ছিলো। এখন কোথায়?!"

(মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

তাবারিয়া ঝিলকে (sea of galilee) জালীল সাগর কিংবা জালীল ঝিলও বলা হয়। এটি একটি ছোট ঝিল। যা অধিকৃত ফিলিস্তীনের উত্তর দিকে অবস্থিত। জর্দান নদীর পানি এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জর্দানের নিচু এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ ঝিলের দৈর্ঘ্য ২৩ ও প্রস্থ ১৩ কিলোমিটার এবং এর গভীরতা ৪৪ মিটারের বেশি নয়। তবে সাগরের উপরি ভাগের তুলনায় এর গভীরতা ২১০ মিটারের কম নয়।

তাবারিয়া ঝিল

রাসূল ﷺ আরো বলেন: এরপর তারা (ইয়াজূজ-মাজূজ) চলতে চলতে খামার তথা ঘন গাছ-পালা বিশিষ্ট একটি পাহাড়ের পাদ দেশে গিয়ে পৌঁছুবে। যা মূলতঃ ফিলিস্তীনের বায়তুল-মাক্বদিস পাহাড়। তখন তারা বলবে: আমরা যমিনের সবাইকে হত্যা করলাম। এসো এবার আকাশের অধিবাসীদেরকে হত্যা করবো। এ কথা বলেই তারা আকাশের দিকে তীর ছুঁড়বে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ তীরগুলোকে রক্তাক্ত করে তাদের নিকটই ফেরত পাঠাবেন। এমনকি এরা ঈসা عليه السلام ও তাঁর সাথীদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে। সে পরিস্থিতিতে এখনকার এক শত দীনার চাইতেও তখনকার একটি ষাঁড়ের মাথা তাদের জন্য অনেক উত্তম বলে বিবেচিত হবে। তখন ঈসা عليه السلام ও তাঁর সাথীরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হবেন। তখন আল্লাহ

তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করবেন। যার ফলে তারা সবাই এক মুহূর্তেই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা عليه السلام ও তাঁর সাথীরা যমিনে অবতরণ করবেন। তাঁরা যমিনে এমন এক বিঘত জায়গাও খালি পাবেন না যেখানে তাদের গায়ের চর্বি ও দুর্গন্ধ নেই। তখন ঈসা عليه السلام ও তাঁর সাথীরা আবারো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক দল পাখী পাঠাবেন যেগুলো দেখতে বখ্‌তী (শুঁড় বিশিষ্ট এক ধরনের প্রকাণ্ড উট) উটের ঘাড়ের ন্যায়। পাখীগুলো এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং সেখানে নিক্ষেপ করবে যেখানে নিক্ষেপ করা আল্লাহ তা'আলা চান। এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক বৃষ্টি পাঠাবেন যার আক্রমণ থেকে কোন মাটি বা পশমের ঘরই রক্ষা পাবে না। এমনকি উক্ত বৃষ্টি পুরো যমিনকে ধুয়ে-মুছে আয়নার মতো পরিষ্কার করে দিবে। অতঃপর যমিনকে বলা হবে: তুমি সব ধরনের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করো এবং নিজ সকল বরকত মানুষের জন্য ফিরিয়ে দাও। ফলে বরকত এমনভাবে দেখা দিবে যে, তখন এক গোষ্ঠী মানুষ একটি আনার খেয়ে তার খোসার নিচে ছায়া গ্রহণ করবে। এমনকি তখন আল্লাহ তা'আলা গৃহ পালিত পশুর স্তনেও বরকত দিয়ে দিবেন। তখন একটি উটের দুধ এক বিরাট দল মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। একটি গাভীর দুধ একটি বড়ো বংশের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। একটি ছাগলের দুধ একটি ছোট বংশের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা এমন এক বায়ু প্রবাহিত করবেন যা তাদের বগলের নিচে এক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে তখনকার সকল মু'মিন ও মোসলমানের মৃত্যু ঘটাবে। যার ফলে তখন দুনিয়ায় একমাত্র নিকৃষ্ট লোকরাই বেঁচে থাকবে। যারা গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে তথা জন সম্মুখে একে অপরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। আর তখনই তাদের উপর কিয়ামত কায়িম হবে। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তখন ঈসা عليه السلام ও তাঁর সাথীরা আবারো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক দল পাখী পাঠাবেন যেগুলো দেখতে বখ্‌তী (শুঁড় বিশিষ্ট এক ধরনের প্রকাণ্ড উট) উটের ঘাড়ের ন্যায়। পাখীগুলো এদেরকে যমিন থেকে উঠিয়ে নিয়ে মানুষ বসবাসের বহু দূরে একটি গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। আর তখন মোসলমানরা সাত বছর যাবত কোন যুদ্ধের আশঙ্কা না থাকার দরুন নিজেদের তীর, ধনুক ও তীরদানি দিয়ে তাদের আগুন প্রজ্জ্বলিত করবে। (তিরমিযী, হাদীস ২২৪০)

৭. আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ইসরা'র রাত্রিতে আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুসসালাম) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সবাই তখন পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা উক্ত আলোচনার জন্য ঈসা عليه السلام কে আবেদন করলে তিনি দাজ্জালের হত্যার ব্যাপারটি আলোচনা করার পর বললেন: এরপর মানুষ তাদের নিজ নিজ শহরে চলে যাবে। তখন হঠাৎ তাদের সম্মুখীন হবে ইয়াজূজ-মা'জূজ। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে দ্রুত অবতরণ করবে। তারা কোন পানির পাশ দিয়ে যেতে না যেতেই তা পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে এবং কোন বস্তুর পাশ দিয়ে যেতে না যেতেই তা ধ্বংস করে ফেলবে। তখন তারা আমার নিকট আশ্রয় নিলে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোআ করবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মেরে ফেলবেন। তখন পুরো বিশ্ব তাদের দুর্গন্ধে গন্ধময় হয়ে যাবে। পুনরায় তারা আবারো আমার নিকট আশ্রয় নিবে। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোআ করলে আকাশ ভারী বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তখন বৃষ্টির পানি তাদের শরীরগুলোকে স্থল ভাগ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করবে।

ত্বাবারিয়া ঝিল থেকে বের হওয়া জর্দান নদী

('হাকিম ৪/৪৮৮-৪৮৯ আহমাদ ৪/১৮৯-১৯০)

৮. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: তারা মানব সমাজে পদার্পণ করে সেখানকার সকল পানি পান করে ফেলবে। তাদেরকে দেখে মানুষ পালিয়ে যাবে। তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করলে তীরগুলো রক্তাক্ত হয়ে তাদের নিকট ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে: বিশ্ববাসীকে তো পরাজিত করলামই। এখন আকাশবাসীর উপরও নিজেদের শক্তি ও দাপট দেখিয়ে জয়ী হলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করবেন। ফলে তারা এক মুহূর্তেই সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! বিশ্বের সকল পশু তখন এদের গোস্ত খেয়ে মোটা ও তরতাজা হয়ে যাবে।

(তিরমিযী ৮/৫৯৭-৫৯৯ হাদীস ৩১৫৩ ইবনু মাজাহ ২/১৩৬৪-১৩৬৫ হাদীস ৪০৮০ হাকিম ৪/৪৮৮)

ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে কিছু দুর্বল হাদীসঃ

ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত ও প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যকার কিছু দুর্বল হাদীস বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেগুলোর একটি নিচে উল্লিখিত হলোঃ

হুযাইফাহ ইবনুল-ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইয়াজূজ-মা'জূজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ ইযাজূজ একটি জাতি। মা'জূজও একটি জাতি। এর প্রতিটি আবার সংখ্যায় চার লাখ। তাদের কেউ মরবে না যতক্ষণ না সে তার নিজের চোখে তার বংশের এক হাজার অস্ত্রধারী পুরুষ দেখবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনি আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় দিন। তিনি বললেনঃ তাদের মাঝে আবার তিনটি গ্রুপ রয়েছে। যাদের একটি গ্রুপ "আরয" এর ন্যায়। আমি বললামঃ "আরয" cedar কী হে আল্লাহ'র রাসূল! তিনি বললেনঃ শাম এলাকার একটি গাছ। যার উচ্চতা ১২০ হাত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বললেনঃ এরা এমন এক জাতি যাদের ব্যাপারে যে কোন কৌশল কিংবা লোহা কোন কাজই দিবে না। তাদের আরেকটি গ্রুপ এমন যে, তারা নিজেদের একটি কান যমিনে বিছিয়ে অন্য কানটি গায়ে দিবে। তারা জীবিত ও মৃত যত হাতী, হিংস্র পশু, উট কিংবা শূকর দেখতে পাবে তা সবই খেয়ে ফেলবে। তাদের শুরু অংশ শাম এলাকায় এবং পেছনের অংশ খুরাসান এলাকায় থাকবে। তারা পূর্ব এলাকার সকল নদীর সবটুকু পানি পান করে শেষ করবে। এমনকি তাবারিয়া উপসাগরের পানিও"। (মাজমাউয-যাওয়ায়িদঃ ৮/১৩)

তাদের ধ্বংসঃ

ইয়াজূজ-মাজূজরা তাদের সকল পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাকে নিয়ে দুনিয়ায় ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি করবে। মানুষকে হত্যা করবে। দাপট ও হঠকারিতা দেখিয়ে দুনিয়ার সকল হারাম কাজে লিপ্ত হবে। তাদের কুফরি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছুবে যে, তারা আকাশবাসীকে পরাজিত করার জন্য একদা তাদের দিকে তীর ছুঁড়বে। যেমনিভাবে তারা ইতিপূর্বে যমিনবাসীকে পরাজিত করেছে। তাদের আক্রমণ থেকে শুধু ওরাই বাঁচবে যারা কোন মজবুত কেল্লায় আশ্রয় নিবে কিংবা কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকবে।

যারা তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে তাদের মধ্যে রয়েছেন ঈসা عليه السلام ও তাঁর সাথী মু'মিনগণ। তাঁরা তখন কঠিন ক্ষিধা ও কষ্টে ভুগবেন। আর তখনই ঈসা عليه السلام ও তাঁর সাথীরা আল্লাহ তা'আলার দিকে একান্তভাবে ধাবিত হবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করবেন। তাতে তারা সবাই মরে

যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক দল পাখী পাঠাবেন যেগুলো দেখতে বখ্তী (শুঁড় বিশিষ্ট এক ধরনের প্রকাণ্ড উট) উটের ঘাড়ের ন্যায়। পাখীগুলো এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং সেখানে নিক্ষেপ করবে যেখানে নিক্ষেপ করা আল্লাহ তা'আলা চান। এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক বৃষ্টি পাঠাবেন যা পুরো যমিনকে ধুয়ে-মুছে আয়নার মতো পরিষ্কার করে দিবে। অতঃপর যমিনকে বলা হবে: তুমি সব ধরনের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করো এবং নিজ সকল বরকত মানুষের জন্য ফিরিয়ে দাও।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর একদা খুলে দেয়া হবে। তখন তারা মানুষের মাঝে বের হবে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]

"তখন তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে নিচে ছুটে আসবে"। (আম্বিয়া' : ৯৬)

তখন তারা যমিনে প্রচুর ফাসাদ সৃষ্টি করবে। আর মোসলমানরা তাদের শহর ও কেল্লায় আশ্রয় নিবে। এমনকি তারা তাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে সাথে রাখবে। এ দিকে আয়াজূজ-মাজূজরা দুনিয়ার সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। এমনকি তাদের কেউ কেউ কোন কোন নদীর পাশ দিয়ে যেতেই সেখানকার সকল পানি পান করে তা শুকিয়ে দিবে। তখন অন্যরা এ নদীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে: এখানে তো একদা পানি ছিলো। এখন তো তা আর দেখতে পাচ্ছি না। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: এ দিকে মোসলমানরা যখন শহর ও কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে নিবে তখন ইয়াজূজ-মাজূজের কেউ কেউ বলবে: যমিনের অধিবাসীদেরকে তো শেষ করেই দিলাম। এখন আর আকাশের অধিবাসীরাই বাকি আছে। তখন তাদের কেউ কেউ নিজ বর্শাখানা খানিকটা ঝাঁকিয়ে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করতেই তা রক্তাক্ত অবস্থায় তার নিকট ফিরে আসবে। এটি মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য এক ধরনের ফিতনা ও পরীক্ষা। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করবেন। যার ফলে তারা সবাই এক মুহূর্তেই মরে যাবে। যারপর তাদের আর কোন চিহ্নই থাকবে না। তখন মোসলমানরা বলবে: তোমাদের মাঝে এমনকি কেউ আছে যে নিজ জীবন বাজি দিয়ে শত্রু ইয়াজূজ-মাজূজের খবর নিবে? বর্ণনাকারী বলেন: তখন জনৈক ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যাতে নিজকে অচিরেই নিহত মনে করে কেল্লা থেকে নেমে দেখবে তারা সবাই মরে এক জন আরেক জনের উপর পড়ে আছে। তখন সে সবাইকে ডেকে বলবে: হে মোসলমানরা! তোমরা খুশি হতে পারো। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই তোমাদের

শত্রুকে ধ্বংস করেছেন। তখন তারা নিজেদের শহর ও কেল্লা থেকে নেমে আসবে। সেখানে তারা নিজেদের পশুগুলো চরাবে। তখন ইয়াজূজ-মাজূজের গোস্তই তাদের পশুর একমাত্র খাদ্য হবে। তারা তা অন্যান্য ঘাসপালার ন্যায় ভালোভাবে খেয়ে মোটা ও তরতাজা হয়ে যাবে। (আহমাদ: ৩/৭৭ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৭৯ 'হাকিম: ৪/৪৮৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তখন তারা কেল্লায় আশ্রয় নেয়া লোকগুলো ছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য লোকদেরকে মেরে ফেলবে। যখন তারা দুনিয়াবাসীদেরকে হত্যা করে শেষ করবে তখন তারা একে অপরকে বলবে: এখন শুধু কেল্লা ও আকাশবাসীরাই বাকি আছে। এ বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করলে তা রক্তাক্ত হয়ে তাদের নিকট ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে: এবার তোমরা আকাশবাসীদের ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত হলে। এখন আর বাকি রয়েছে কেল্লাবাসীরা। তখন তারা কেল্লাবাসীদেরকে ঘেরাও করে রাখবে। যখন তাদের অবরোধ ও বিপদ খুব কঠিন পর্যায়ে পৌঁছুবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে তাদের ঘাড় মুড়িয়ে সবাইকে হত্যা করবেন। তখন ঈসা عليه السلام এর জনৈক অনুসারী বলবে: কা'বার প্রভু মহান আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন। এ দিকে অন্যরা বলবে: না, তারা এভাবেই আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। আমরা এখান থেকে বেরুতেই তারা আমাদেরকে হত্যা করবে যেমনিভাবে একদা আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করেছে। তখন প্রথম জন বলবে: তা হলে আমার জন্য গেইটটি খুলে দাও। তার সাথীরা বলবে: না, তা আমরা খুলতে পারবো না। তখন সে বলবে: তা হলে একটি রশি দিয়ে তোমরা আমাকে নিচে ফেলে দাও। সে নেমে দেখবে, ইয়াজূজ-মাজূজরা সবাই মরে গেছে।

(আল-মাতালিবুল-আলিয়াহ: ১৮/৪৪৩ হাদীস ৪৫২৩)

ইয়াজূজ-মাজূজের পর আর কোন যুদ্ধ হবে না:

আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজকে ধ্বংস করে দেয়ার পর দুনিয়ায় মু'মিন ছাড়া আর কেউই থাকবে না। তখন সর্বত্র কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। মানুষের অন্ত

রগুলো একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাতে কোন ধরনের হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে না। ফলে তাদের মাঝে আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে না।

সালামাহ বিন নুফাইল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম ইতিমধ্যে তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললো: হে আল্লাহ'র রাসূল! ঘোড়াগুলো এখন পরিত্যক্ত। অস্ত্রগুলো এখন সংরক্ষিত। কেউ কেউ ধারণা করছে, আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হবে না। যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তারা মিথ্যা বলেছে। এখনো যুদ্ধ চালু রয়েছে। আমার এক দল উম্মত আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কোন ধরনের বিরোধিতা তাদের এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এক দল লোকের অন্তর বক্র করে দিবেন। যাদের থেকেই মূলতঃ ওদের রিযিক। ওরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না কিয়ামত আসবে। যুদ্ধ শেষ হবে না যতক্ষণ না ইয়াজূজ-মাজূজ বের হবে। (নাসায়ী: ৫/২১৮ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৪/৫৭১ হাদীস ১৯৩৫)
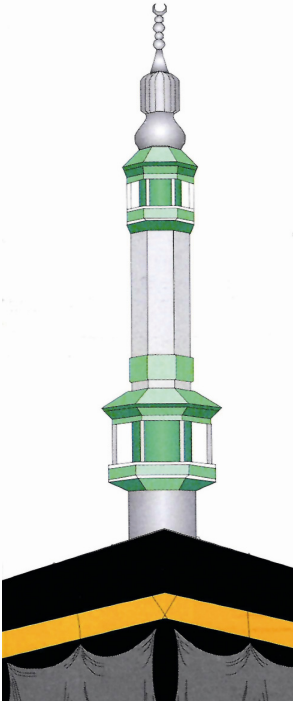
ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাবের পরও হজ্জ চালু থাকবে:

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

"ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাবের পরও বাইতুল্লাহ'র প্রতি হজ্জ ও উমরাহ চালু থাকবে"। (বুখারী, হাদীস ১৫৯৩)

যুল-ক্বারনাইন কর্তৃক তৈরি করা ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীরটি কি কেউ ইতিপূর্বে দেখেছে? কিংবা তা দেখা কি কারোর পক্ষে সম্ভব?

ইতিপূর্বে একদা জনৈক সাহাবী প্রাচীরটি দেখেছেন। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) মুআল্লাক্ব (যে বর্ণনার কিছু বর্ণনাকারী উল্লিখিত হয়নি) সূত্রে বলেন: একদা জনৈক সাহাবী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন: আমি প্রাচীরটিকে ডোরাকাটা চাদরের ন্যায় দেখেছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বর্ণনার বিশুদ্ধতাকে সত্যায়িত করে বলেন: তুমি তা বাস্তবেই দেখেছো।

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত হাদীসটি ইবনু আবী উমর সাঈদ বিন আবূ আরুবাহ'র সূত্রে ক্বাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জনৈক মদীনার অধিবাসী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! আমি ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীরটি দেখেছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: তা কেমন দেখলে? সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি তা ডোরাকাটা চাদরের ন্যায় দেখেছি। তাতে লাল ও কালো ডোরা রয়েছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সত্যায়িত করে বললেন: নিশ্চয়ই তুমি ঠিকই দেখেছো। (ফাত্'হুল-বারী: ১০/১২৯ 'হাদীস ৩৩৪৮)

হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত প্রাচীর সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তাতে বলা হয়েছে যে, জনৈক রাষ্ট্রপতি একদা তাতে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন: খলীফা ওয়াসিক্ব তাঁর শাসনামলে (২২৭-২৩২ হিঃ মোতাবিক ৮৪২-৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ) জনৈক গভর্নরকে একটি বিশেষ সেনা দলসহ উক্ত প্রাচীরটির অনুসন্ধানে পাঠিয়েছেন। যাতে তারা তা দেখে

এসে তাঁকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারে। তখন তারা শহর থেকে শহরে এমনকি রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে ভ্রমণ করে একদা প্রাচীরটির নিকট পৌঁছে দেখতে পেলো প্রাচীরটি লোহা ও তামা দিয়ে তৈরি। তারা আরো দেখতে পায় যে, তাতে একটি প্রকাণ্ড গেইট রয়েছে যা বড় বড় তালা দিয়ে আটকানো। তারা আরো দেখতে পেলো

যে, সেখানে পাথর ও মাটি দিয়ে একটি অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে। এমনকি তাতে তার আশপাশের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু পাহারাদারও নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাচীরটি অনেক উঁচু ও ভারী। যা অতিক্রম করা কারোর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। না এর আশপাশের পাহাড়গুলোয় উঠা সম্ভব। এ মিশনটি শেষ করতে পাক্কা দু' বছর লেগে যায়। যাতে তারা অনেক আশ্চর্যকর ও ভয়ঙ্কর অনেক কিছুই দেখেছে।

(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: ৭/১২৬)

তবে ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) এ ঘটনার কোন বর্ণনসূত্র উল্লেখ করেননি। এমনকি তিনি সে সম্পর্কে নিজের কোন মতামতও সেখানে উল্লেখ করেননি।

যুল-ক্বারনাইনের প্রাচীরের সাথে চীনের বিশাল প্রাচীরের কোন সম্পর্ক আছে কী?

চীনের বিশাল প্রাচীরের ভিতরাংশ

চীনের প্রাচীরটি মানব ইতিহাসের একটি বড় নির্মাণ। যার দৈর্ঘ্য ৬৪০০ কিলোমিটার। যা হাতেই নির্মাণ করা হয়েছে। যার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে ঈসা عليه السلام এর জন্মের ৪ শত বছর পূর্বে এবং তা শেষ হয়েছে ১৭ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে। চাইনিজরা একদা প্রাচীরটি তৈরি করেছে তাদের উত্তর সীমান্তকে শত্রু পক্ষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য। এ প্রাচীরটি চীনের উত্তর-পূর্ব তীর ঘেঁষে তা মধ্য চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। যার কিয়দংশ সময়ের ব্যবধানে ভেঙ্গে পড়লে তা আবারো ঠিক

করে দেয়া হয়। তার মূল ভিত্তির দৈর্ঘ্য ৩৪৬০ কিলোমিটার। প্রাচীরটির উচ্চতা ৭.৫ মিটার। আর এর প্রস্থ মূলে রয়েছে ৭.৫ মিটার। তবে উপরে গিয়ে তা ৪.৬ মিটার। তাতে ১৮০ মিটার পরপর পাহারাদারির সুবিধার জন্য একটি করে কেল্লা বানানো হয়েছে। গত কয়েক শতাব্দিতে এ প্রাচীরটির বেশির ভাগই ভেঙ্গে পড়ে। তবে চীন সমাজতন্ত্রীরা এর তিনটি অংশ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ঠিক করে নেয়। তবে তারা এখন আর এ প্রাচীরটিকে তাদের প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করে না।

উক্ত প্রাচীর ও যুল-ক্বারনাইনের প্রাচীরের মাঝে মূলতঃ বিশেষ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. যুল-ক্বারনাইন তাঁর প্রাচীরটি বানিয়েছেন ইয়াজূজ-মাজূজকে প্রতিরোধ করার জন্য। আর চীনের উক্ত প্রাচীরটি চীন সম্রাটরা বানিয়েছেন তাদের রাজ্যগুলোকে রক্ষা করার জন্য।

২. যুল-ক্বারনাইনের প্রাচীরটি লোহা ও তামা দিয়ে তৈরি। আর চীনের প্রাচীরটি পাথর ও ইট দিয়ে তৈরি।

৩. ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীরটি দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী খোলা জায়গাটি বন্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যা তাদের এ দিককার একমাত্র চলার পথ ছিলো। আর চীনের প্রাচীরটি পাহাড়ের চূড়া ও চলার পথকে ঘিরে তৈরি। যা চীনের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ।

৪. ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীরটি অতিক্রম করা অসম্ভব। তবে শেষ যুগে আল্লাহ তা'আলা যখন তা অতিক্রম করা চাবেন তখনই তা অতিক্রম করা সম্ভব। এ দিকে চীনের প্রাচীরের অনেকটুকুই তো ভাঙ্গা। যা দিয়ে মানুষ এ দিক থেকে ও দিক আসা-যাওয়া করে। এমনকি মানুষ ইচ্ছা করে প্রয়োজনের খাতিরে এর কিছু কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলেছে।

চীনের বিশাল প্রাচীর

মানুষের তৈরি স্যাটেলাইটগুলো (satellite) কেন এ দেয়ালের খোঁজ পাচ্ছে না?

যমিনের সকল অংশের খবরাখবর ও তাতে অবস্থিত আল্লাহ'র সকল সৃষ্টির সম্যক জ্ঞান রাখা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারোর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তাঁর জ্ঞান সকল কিছুকেই বেষ্টন করে রয়েছে। তাই মানুষ যদিও আজো পর্যন্ত ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর, দাজ্জাল ও আল্লাহ তা'আলার আরো অন্যান্য সৃষ্টির অবস্থান সঠিকরূপে আবিষ্কার করতে পারেনি তারপরও তা সেগুলো না থাকা প্রমাণ করে না। এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইয়াজূজ-মা'জূজ ও তাদের প্রাচীর দেখতে দিচ্ছেন না। অথবা তিনি তাদের ও মানুষের মাঝে এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন যার দরুন তারা ওদের নিকট পৌঁছুতে পারছে না। যেমনিভাবে তা সংঘটিত হয়েছে বানী ইসরাঈলের ব্যাপারে। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর পথভ্রষ্টতা ও দিগভ্রান্তি চাপিয়ে দিয়েছেন তখন তারা কয়েক কিলোমিটার জায়গায় দিগভ্রান্ত হয়ে চল্লিশ বছর যাবত ঘুরছিলো। কোন পথই তারা খুঁজে পাচ্ছিলো না। না কেউ তখন তাদের সম্পর্কে জানতে পেরেছে যতক্ষণ না ভ্রষ্টতার সময় শেষ হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের পথভ্রষ্টতার ঘটনা এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মূসা عليه السلام ও তাঁর সম্প্রদায়কে ফিরআউনের গ্রাস থেকে মুক্ত করলেন তখন মূসা عليه السلام তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন:

﴿ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ ﴾ [المائدة: ٢١]

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি (বাইতুল-মাক্বদিস) বরাদ্দ করেছেন তাতে তোমরা ঢুকে পড়ো"। (মায়িদাহ: ২১)

বস্তুতঃ তারা মূসা عليه السلام এর আদেশ মান্য করে তাতে প্রবেশ করেনি। উপরন্তু তারা নিজেদের নবীর আদেশ অমান্য করে বললো:

﴿ إِنَّ فِيهَا قَوۡمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدۡخُلَهَا حَتَّىٰ يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا فَإِن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴾ [المائدة: ٢٢]

"নিশ্চয়ই তাতে একটি অত্যন্ত শক্তিধর জাতি রয়েছে। তাই তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করবো না। তারা সেখান থেকে বের হলেই কেবল আমরা সেখানে প্রবেশ করবো"। (মায়িদাহ: ২২)

যখন তারা সেখানে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন:

﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٢٦]

"অতএব তা চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম করে দেয়া হলো। তা এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উদভ্রান্তের ন্যায় যমিনে ঘুরে বেড়াবে"। (মায়িদাহ: ২৬)

ফলে তারা চল্লিশ বছর যাবত দিগভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারা সকাল বেলায় যেখান থেকে রওয়ানা করতো রাত হলে তারা দেখতো গত রাতের জায়গাই তারা এখনো অবস্থান করছে। তারা বুঝতো না যে, তারা কোন দিকে যাবে। পুরো দিন তারা পায়ে হেঁটে কিংবা সাওয়ার হয়ে অনেক দূরই যেতো; অথচ তারা বস্তুতঃ কোন পথই অতিক্রম করেনি। বরং তারা চল্লিশ বছর যাবত মরুভূমির একই জায়গায় ঘূর্ণয়মান ছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিজেদেরই গাদ্দারির জন্য এ জাতীয় শাস্তি দিয়েছেন। কারণ, তারা মূসা عليه السلام কে বলেছিলো:

﴿ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾

[المائدة: ٢٤]

"তারা সেখানে যতো দিন থাকবে ততো দিন আমরা সেখানে কখনোই প্রবেশ করবো না। কাজেই তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে থাকলাম"। (মায়িদাহ: ২৪)

তাই বলতে হয়, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই করতে সক্ষম। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের এক একটি সময় নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

[الأنعام: ٦٦ – ٦٧]

"তোমার বংশ আযাবকে মিথ্যা মনে করছে; অথচ তা প্রকৃত সত্য। তুমি বলো: আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য একটি

সময় নির্ধারিত করা আছে। আর তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে"। (আনআম: ৬৬-৬৭)

পরবর্তীরা এমন কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যা পূর্ববর্তীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিস প্রকাশ পাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন।

পরিশেষে আল্লামাহ ক্বাযী ইয়াযের কথা উল্লেখ করেই শেষ করছি। তিনি বলেন: ইয়াজূজ-মাজূজ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বাস্তব। যেগুলোর উপর ঈমান আনা বাধ্যতামূলক। কারণ, ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব কিয়ামতের একটি আলামত। তারা এতো বেশি সংখ্যক হবে যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা কারোর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এমনকি তারা ঈসা عليه السلام ও তাঁর ঈমানদার অনুসারীদেরকে ঘেরাও করবে। যারা একদা দাজ্জাল থেকে রেহাই পেয়েছে। অতঃপর ঈসা عليه السلام তাদের উপর বদ দোআ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। তখন মু'মিনরা তাদের পচা লাশের দুর্গন্ধে ভীষণ কষ্ট পাবে। ফলে ঈসা عليه السلام ও তাঁর সাথীরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোআ করলে তিনি এক ধরনের পাখী পাঠিয়ে তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা মতো দূরে কোথাও উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। (মিরক্বাতুল-মাফাতীহ: ১৬/২)

ইয়াজূজ-মাজূজের সাথে যুদ্ধ করা কি মোসলমানদের উপর ফরয?

এর উত্তরে বলতে হয়, মোসলমানদের উপর তাদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয নয়। কারণ, ঈসা عليه السلام এর ঘটনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা একদা ঈসা عليه السلام কে বলবেন: "নিশ্চয়ই আমি আমার এমন কিছু বান্দাহ পাঠাবো যাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারোর নেই। তাই তুমি দ্রুত আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করো"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৩৭)

নবী ﷺ কিয়ামতের যে বড় বড় আলামতগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তার মধ্যকার একটি হলো তিনটি ভয়াবহ ভূমিধস। যা দেখে মানুষ অতি ভয়ঙ্করভাবে আতঙ্কিত হবে। উপরন্তু তাদের উপর এর বিপুল একটা প্রভাবও বিরাজ করবে।

خَسْفٌ শব্দের অর্থঃ

خَسْفٌ মানে, যমিন ফেটে তার উপরের সব কিছু তার ভেতরে চলে যাওয়া।

আগে ও বর্তমানে বিশ্বের আনাচে-কানাচে অনেক ধরনের ভূমি ধস সংঘটিত হয়েছে। যা ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের। তবে হাদীসে বর্ণিত এ ভূমি ধসটি বিশেষ ও ভিন্ন প্রকৃতির। যা অতি ব্যাপক আকারে সংঘটিত হবে। এমনকি এর সংবাদ ও আলোচনা খুব প্রচার ও প্রসার লাভ করবে।

ডেনমার্কের একটি মহাসড়কে ভূমি ধ্বসের দৃশ্য

হাদীসে বর্ণিত এ ভূমি ধসটি যা কিয়ামতের একটি আলামতও বটে তা শেষ যুগে দেখা দিবে। যার প্রমাণ নিম্নরূপ:

হুযাইফাহ বিন উসাইদ আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেন: তোমরা কী আলাপ-আলোচনা করছিলে? আমরা বললাম: আমরা এতক্ষণ কিয়ামত সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّىٰ تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড়ো বড়ো আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন: ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজ, তিন প্রকারের ভূমি ধস: পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস। সর্বশেষ নিদর্শনটি হলো ইয়েমেনের আগুন যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯০১)

উক্ত ব্যাপক ভূমি ধস সম্পর্কে একটি হাদীস:

কোন কোন হাদীসে এ তিনটি বড় বড় ভূমি ধসের একটির কারণ ও স্থান উল্লেখ করা হয়েছে। যা আরব উপদ্বীপে সংঘটিত হবে।

উম্মুল-মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

يَكُوْنُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ،

فَيَبْعَثُوْنَ إِلَيْهِ جَيْشًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَإِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، فَإِذَا بَلَغَ النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ أَهْلِ الشَّامِ وَعِصَابَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهُ

"এক জন খলীফার মৃত্যুতে মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে। তখন মদীনাবাসীদের জনৈক কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তি মক্কার দিকে রওয়ানা করবে। তখন মক্কাবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক তার কাছে এসে তাকে জোর পূর্বক ঘর থেকে বের করে এনে রুকন ও মাক্বামে ইব্রাহীমের মাঝে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। তার বিরুদ্ধে সিরিয়াবাসীদের একটি সেনাদল পাঠানো হলে তাদেরকে একটি মরু এলাকায় ধসিয়ে দেয়া হবে। মানুষরা যখন এ ব্যাপারটি জানবে তখন সিরিয়াবাসীদের ওলী-বুযুর্গ ও ইরাকবাসীদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে"।

(আবু দাউদ, হাদীস ৪২৮৬ আহমাদ, হাদীস ২৫৪৬৭ ইবনু আবী শাইবাহ: ৮/৬০৯ তাবারানী: ২৩/২৯৫, ৩৮৯ হাকিম: ৪/৪৭৮)

অন্যান্য ভূমি ধস সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস যা মূলতঃ গুনাহ'র শাস্তি হিসেবেই সংঘটিত হবে:

১. আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের একটি সম্প্রদায় একদা খাদ্য, পানীয় ও খেল-তামাশায় পুরো রাত বিভোর থাকবে। ভোর হতেই দেখা যাবে তারা শূকরে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি উক্ত সম্প্রদায়ের কয়েকটি বংশ ও ঘর তখন ধসিয়ে দেয়া হবে। সকাল হতেই মানুষ বলাবলি করবে: আজ রাত অমুক বংশকে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ রাত অমুক বংশের ঘরটি ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তাদের উপর ভারী ভারী পাথর

নিক্ষেপ করা হবে। এমনকি তখন একটি কঠিন বাতাস এসে তাদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্নও করে দিবে যেমনিভাবে করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে যখন তারা মদ্য পান

করেছে, সুদ খেয়েছে, তাদের পুরুষরা সিল্কের কাপড় পরেছে, তারা নিজেদের গায়িকাদেরকে আপন করে নিয়েছে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। বর্ণনাকারী বলেন: রাসূল ﷺ তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তবে আমি তা ভুলে গিয়েছি। ('হাকিম: ৪/৫১৫)

২. আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

فِيْ أُمَّتِيْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ

"আমার উম্মতের মাঝে ভূমি ধস, বিকৃতি ও নিক্ষেপণ সংঘটিত হবে"।

('হাকিম: ৪/৪৯২)

৩. আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْ الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"একদা জনৈক ব্যক্তি গর্ব করে তার নিম্ন বসন খানা যমিনে ছেঁচাচ্ছিলো এমতাবস্থায় তাকে যমিনে ধসিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর সে এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত যমিনে ধসতে থাকবে"। (বুখারী, হাদীস ৩৪৮৫)

يَتَجَلْجَلُ মানে, সশব্দে নড়াচড়া করা।

৪. আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন: হে আনাস! একদা মানুষ বিভিন্ন শহরে বসবাস শুরু করবে। যেগুলোর একটির নাম হবে বাসরাহ কিংবা বুসাইরাহ। তুমি কখনো এর পাশ দিয়ে গেলে কিংবা এতে প্রবেশ করলে এর লবনাক্ত ভূমি, ফসলাদি, বাজার ও প্রশাসকদের দরজা থেকে দূরে থাকবে। বরং তুমি এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান করবে। কারণ, তাতে মারাত্মক ভূমি ধস, নিক্ষেপণ ও কম্পন সংঘটিত হবে। এমনকি তাদের একটি দল সকাল বেলায় বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হবে"। (আবু দাউদ, হাদীস ৪৩০৭)

উক্ত হাদীসে নবী ﷺ এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এক সময় মানুষ শহরে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। যেগুলোর একটির নাম হবে বাসরাহ। নবী ﷺ

তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে তাঁর জীবদ্দশায় কখনো যদি তিনি এ শহরে প্রবেশ করতে পারেন তা হলে তাঁকে এর লবনাক্ত ভূমি, ফসলাদি ও বাজার থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দেন। তেমনিভাবে তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে যালিম শাসকদের দরজা থেকেও দূরে থাকতে বলেন। কারণ, সে এলাকায় একদা ভূমি ধস, নিক্ষেপণ, কম্পন ও বিকৃতি ঘটবে। উপরন্তু তাঁকে বাসরাহ'র আশপাশ এলাকায় থাকার পরামর্শ দেন। আর তা হলেই অবধারিত ধ্বংস থেকে বাঁচা যাবে।

৫. নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকট এসে বললো: অমুক আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। তখন তিনি বললেন: আমার নিকট খবর এসেছে সে বিদআতী। যদি সে সত্যিই বিদআতী হয় তা হলে আমার পক্ষ থেকে তাকে কোন সালামই দিবে না। কারণ, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আমার উম্মত কিংবা এ উম্মতের মাঝে বিকৃতি, ভূমি ধস ও নিক্ষেপণ সংঘটিত হবে। বিশেষ করে তা তাক্বদীরে অবিশ্বাসীদের মাঝেই দেখা দিবে"।

(তিরমিযী, হাদীস ২১৫২ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৪০৬১)

উক্ত হাদীসগুলোতে এ উম্মতের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ভূমি ধসের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এ দিকে শেষ যুগের বড় বড় তিনটি ভূমি ধসের একটির কারণ ও স্থান ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাকি দু'টোও শেষ যুগেই ঘটবে। তবে এগুলোর কারণ ও স্থান সম্পর্কিত হাদীস এখনো আমার চোখে পড়েনি।

কিয়ামতের আলামতগুলো সত্যিই বিভিন্ন ধরনের। যেগুলোর কিছুর সম্পর্ক রয়েছে যমিনের সাথে। যেমন: ভূমি ধস ও দুর্ভিক্ষ। আর কিছুর সম্পর্ক রয়েছে মানুষের সাথে। যেমন: মহিলাদের সংখ্যাধিক্য ও পুরুষের ঘাটতি। আর কিছুর সম্পর্ক রয়েছে মানুষের চরিত্রের সাথে। যেমন: ব্যভিচারের ব্যাপকতা। আর কিছুর সম্পর্ক রয়েছে আকাশের সাথে। যেমন: ব্যাপক ধোঁয়া।

এখন আমাদের এ সম্পর্কে জানার বিষয়গুলো হলো:

ধোঁয়া বলতে কী ধরনের ধোঁয়াকে বুঝানো হচ্ছে?

উক্ত আলামতটি কি ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে?

এতে বিশেষ কোন রহস্য লুক্কিয়ে আছে কী?

এটি কিয়ামতের আলামত হওয়ার প্রমাণ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَٱرۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَأۡتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٖ مُّبِينٖ ١٠ يَغۡشَى ٱلنَّاسَۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٞ ١١ رَّبَّنَا ٱكۡشِفۡ عَنَّا ٱلۡعَذَابَ إِنَّا مُؤۡمِنُونَ ١٢ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكۡرَىٰ وَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُولٞ مُّبِينٞ ١٣ ﴾

[الدخان: ١٠ – ١٣]

"অতএব তুমি অপেক্ষা করো সে দিনের যে দিন স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে আকাশ। যা আবৃত করে ফেলবে গোটা মানব জাতিকে। এটা হবে সত্যিই এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তখন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করে বলবে: হে আমাদের প্রভু! আপনি

দয়া করে আমাদের উপর থেকে এ শাস্তি সরিয়ে নিন। নিশ্চয়ই আমরা এখনই ঈমান আনলাম। মূলতঃ তারা কীভাবেই বা আর উপদেশ গ্রহণ করবে; অথচ তাদের নিকট এসেছে ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এক জন রাসূল"। (দুখান : ১০-১৩)

আয়াতে বর্ণিত ধোঁয়ার ব্যাখ্যা নিয়ে আলিমগণের মাঝে দু'টি মত রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

১. কারো কারোর মতে উক্ত ধোঁয়া রাসূল ﷺ এর যুগেই দেখা গিয়েছিলো। রাসূল ﷺ যখন মক্কার কাফিরদেরকে তাঁকে না মানার দরুন বদ দোআ দিয়েছিলেন তখন তারা অত্যন্ত ক্ষুধা ও কঠিন কষ্টের দরুন আকাশের দিকে তাকালে তাতে ধোঁয়ার মতো কিছু দেখছিলো।

এটি বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একান্ত মত। পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন। বিশেষ করে ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) এ মতটিকে অন্য মতের উপর অগ্রাধিকার দেন। (তাবারী: ১১/২২৮, ২৫/১১৪)

মাসরুক্ব বিন আজদা' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে বললো: জনৈক ঘটনা বর্ণনাকারী ধোঁয়া সম্পর্কীয় ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ধোঁয়ার আলামতটি যখন দেখা দিবে তখন কাফিরদের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আর মু'মিনদের সর্দির ভাব হবে। তখন আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খুব রাগান্বিত হয়ে বসে বললেন: হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। তোমাদের কেউ কুরআন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানলে সে যেন তাই বলে। আর যে ব্যক্তি তা সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানে না সে যেন বলে: এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কারণ, কোন না জানা বিষয় সম্পর্কে এ কথা বলা যে, আমি তা জানি না তাও এক ধরনের জ্ঞানের পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা নিজ নবীকে বলেন:

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: ٨٦]

"(হে রাসূল!) তুমি বলো: আমি এ জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদানই চাই না। আর আমি কথা বানিয়ে বলা লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত নই। (সাদ : ৮৬)

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করতে খুব দেরি করছিলো বলে নবী ﷺ তাদেরকে এ বলে বদ দোআ করলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কাফিরদের ব্যাপারে সাহায্য করুন সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়ে যেমনিভাবে

সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়েছেন ইউসুফ عليه السلام এর যুগে। তখন মক্কার কাফিরদেরকে এক চরম দুর্ভিক্ষ পেয়ে বসে। তারা ক্ষুধার জ্বালায় চামড়া ও মৃত পশু খেতে শুরু করলো। এমনকি তখন তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ধোঁয়ার মতো কিছু দেখতে পেতো। (বুখারী, হাদীস ১০০৭ মুসলিম, হাদীস ২৭৯৮)

সীরাত লেখকরা বলেন: যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর দা'ওয়াতের প্রতি অনীহা দেখতে পেলেন তখন তিনি তাদেরকে বদ দোআ দিয়ে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কাফিরদের ব্যাপারে সাহায্য করুন সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়ে যেমনিভাবে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়েছেন ইউসুফ عليه السلام এর যুগে। তখন মক্কার কাফিরদেরকে একটি ভীষণ দুর্ভিক্ষ পেয়ে বসে। তারা ক্ষুধার জ্বালায় চামড়া, হাঁড় ও মৃত পশু খেতে শুরু করলো। তখন তাঁর নিকট আবূ সুফয়ান ও মক্কার কিছু লোক এসে বললো: হে মো'হাম্মাদ! আপনি তো বলেছিলেন: আপনাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের নিকট রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে। অথচ আপনার বংশধররা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোআ করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোআ করলে তিনি তাদেরকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি দেন। এতে তারা আবারো তাঁর নিকট অতি বৃষ্টির ব্যাপারে আপত্তি জানালে তিনি আবারো আল্লাহ তা'আলার নিকট এ বলে দোআ করেন: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি দিন। আমাদের উপর আর নয়। তখন তাঁর মাথার উপর থেকে মেঘ সরে গিয়ে তাঁর আশপাশের লোকদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরো বলেন: পাঁচটি ব্যাপার ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়েছে: নিশ্চিত শাস্তি যা বদর যুদ্ধের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে, রোমানদের পরাজয়, বড়ো ধরনের ধর-পাকড়, চন্দ্র দ্বিখণ্ডন ও ধোঁয়া। (বুখারী, হাদীস ৪৮২৫ মুসলিম, হাদীস ২৭৯৮)

২. অধিকাংশ আলিমগণের মতে উক্ত ধোঁয়া এখনো দেখা যায়নি। কিয়ামতের পূর্বক্ষণেই তা দেখা যাবে। আলী বিন আবূ তালিব, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আবূ সা'ঈদ খুদরী رضي الله عنهم উক্ত মত পোষণ করেন।

হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত মতটিকেই প্রাধান্য দেন।

কিছু কিছু আলিম উক্ত সাহাবীগণের মতের মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন: মূলতঃ ধোঁয়া দু'টি। তার একটি প্রকাশ পেয়েছে। আরেকটি শেষ যুগে প্রকাশ পাবে। প্রথম ধোঁয়া যা প্রকাশ পেয়েছে তা ছিলো সেটি যা কুরাইশরা আকাশে ধোঁয়ার ন্যায় দেখতে পেয়েছে। এ ধোঁয়া সে বাস্তব ধোঁয়া নয় যা কিয়ামতের নিদর্শন হিসেবে একদা দেখা দিবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথাও বলতেন: ধোঁয়া দু' ধরনের। যার একটি প্রকাশ পেয়েছে। আর যেটি বাকি রয়েছে তা কর্তৃক একদা আকাশ ও যমিনের মধ্যবর্তী পুরো জায়গাটিই ভরে যাবে। যার দরুন মু'মিনদের সর্দির ভাব হবে। আর

কাফিরদের কান ফেটে যাবে। (তাযকিরাহ: ৬৫৫)

সঠিক কথা হলো, আলোচিত ধোঁয়াটি এখনো প্রকাশ পায়নি। যা একমাত্র কিয়ামতের পূর্বেই দেখা দিবে। যা নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াতের সত্যিকার ব্যাখ্যা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [الدخان: ١٠]

"অতএব তুমি অপেক্ষা করো সে দিনের যে দিন স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হবে আকাশ"। (দুখান : ১০)

মানে, আকাশে তখন এমন এক সুস্পষ্ট ধোঁয়া দেখা দিবে যা দুনিয়ার সকল মানুষই দেখতে পাবে।

এ দিকে আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উল্লিখিত ধোঁয়া যা কর্তৃক কুরাইশরা আক্রান্ত হয়েছে তা ছিলো এক ধরনের খেয়ালী ধোঁয়া যা তারা ভীষণ ক্ষুধা ও কষ্টের দরুন নিজ চোখে দেখতে পেয়েছিলো।

অন্য দিকে উক্ত আয়াতের ধোঁয়াটি একান্তই বাস্তব। যা সকল মানুষকেই ঢেকে ফেলবে। যখন ধোঁয়াটি তাদেরকে আতঙ্কিত করে তুলবে তখন বলা হবে: এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই বিশেষ একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ধোঁয়ার ব্যাপারে হাদীসের প্রমাণ সমূহ:

১. হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। তখন আমরা কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন: তোমরা এতক্ষণ কী নিয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলে? সাহাবীগণ বললেন: আমরা এতক্ষণ কিয়ামত সম্পর্কে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন:

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّىٰ تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ: فَذَكَرَ مِنْهَا الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ...

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না দশটি আলামত পরিলক্ষিত হয়: এরপর তিনি দশটির মধ্যে ধোঁয়া ও দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন। (মুসলিম, হাদীস ২৯০১)

২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ

"তোমরা তাড়াতাড়ি আমল করো ছয়টি নিদর্শন আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই। সেগুলো হলো: পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, তোমাদের কারোর মৃত্যু অথবা কিয়ামত। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪৭)

৩. আব্দুল্লাহ বিন আবূ মুলাইকাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: একদা ভোর বেলায় আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেন: আমি গত রাত্রিতে এতটুকুও ঘুমাইনি। আমি বললাম: কেন? তিনি বললেন: আমি শুনেছি, লেজ বিশিষ্ট তারকাটি উদিত হয়েছে। তখন আমি এ কথা মনে করে ভয় পেলাম যে, এখনই ধোঁয়া দেখা দিবে। তাই আমি সকাল পর্যন্ত ঘুমাইনি।

(তাবারী ২৫/১১৩ ইবনু কাসীর ৭/২৩৫)

উক্ত বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ধোঁয়ার কথা মনে করে ভয় পেলেন। কারণ, তা কিয়ামতের একটি আলামত।

একটি অলৌকিক পশু

শেষ যুগে যখন সর্বত্র ফিতনা-ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ করবে, সকল প্রকারের গর্হিত কাজ প্রচার ও প্রসার পাবে, এমনকি সকল মানুষ তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার দরুন ভালো-খারাপ একাকার হয়ে যাবে। উপরন্তু যখন মু'মিন ও মুনাফিক এমনকি মুসলিম ও কাফির চেনা কষ্টকর হয়ে যাবে তখনই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে একটি অলৌকিক পশুর আবির্ভাব ঘটাবেন।

এ বিষয়ে আমাদের যা জানা প্রয়োজন তা হলো:

এ পশুটি কী ধরনের?

তা কোথায় ও কখন বেরুবে?

তার কাজই বা কী হবে?

যে আয়াতে উক্ত পশুর আলোচনা রয়েছে:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٢]

"যখন তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে যাবে তথা কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে তখন আমি (আলামত স্বরূপ) তাদের জন্য যমিন থেকে একটি পশু বের করবো। যা তাদের সাথে এ কথা বলবে যে, মানুষ আমার (আল্লাহ'র) নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী"।

(নাম্‌ল : ৮২)

تُكَلِّمُهُمْ মানে, তাদেরকে সম্বোধন করবে। কারো কারোর মতে, তাদেরকে আঘাত ও আহত করবে। যার ভিত্তি হলো সা'ঈদ বিন জুবাইর, আসিম জাহদারী ও আবূ রাজা' 'উতারিদী (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর ক্বিরাত تَكْلِمُهُمْ।

উক্ত পশুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বিশুদ্ধ কোন হাদীস পাওয়া যায় না।

ইমাম মাওয়ারদী ও সা'লাবি (রাহিমাহুমাল্লাহ) পশুটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে যে আশ্চর্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন তা সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়। যেমন: তারা বলেছেন, তার মাথা ষাঁড়ের মাথার ন্যায়। তার কান হাতীর কানের ন্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে তার সম্পর্কে যা এ পর্যন্ত জানা গেছে তা হলো:

তা বাস্তব একটি পশু।

তা মানুষের সাথে কথা বলবে।

তা যমিন থেকে বের হবে।

পশুটি কোথা থেকে বের হবে?
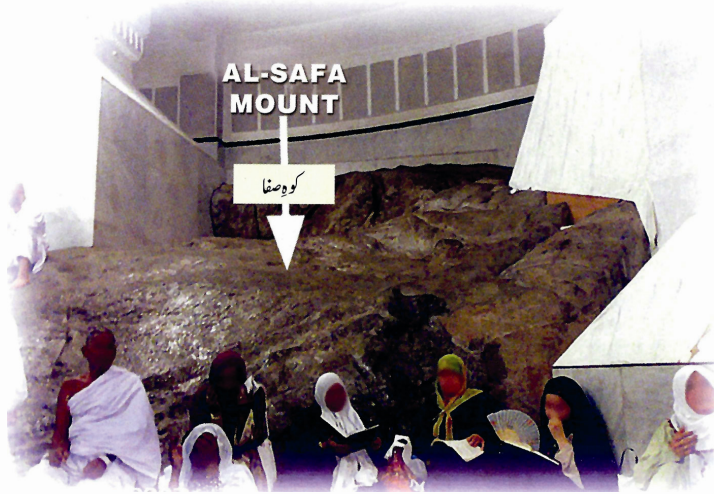
কারো কারোর মতে তা মক্কার সাফা পাহাড় থেকে বের হবে।
আবার কারো কারোর মতে তা কা'বার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হবে।
আবার কারো কারোর মতে তা মরু এলাকা থেকে বের হবে।
পশুটির বের হওয়ার জায়গা সম্পর্কেও কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই।

তাই বলতে হয়: আমরা এ কথায় বিশ্বাসী যে, পশুটি যথা সময়ে বের হবে। যা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। তবে তা কোথায় থেকে বের হবে তা আমরা আদৌ জানি না।

পশুটির মূল কী?

কারো কারোর মতে তা পশু নয়। বরং তা একটি মানুষ। যে মানুষের সাথে একদা ঝগড়া করবে। মূলতঃ এটি একটি বাতিল কথা।

কারো কারোর মতে তা সালিহ ﷺ এর উষ্ট্রী।

আবার কারো কারোর মতে তা সালিহ ﷺ এর উষ্ট্রীর বাচ্চা।

পশুটি কী করবে?

 # পশুটি মানুষের সাথে কথা বলবে। পশুটি মানুষকে বলবে:

﴿أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

“মানুষ আমার (আল্লাহ’র) নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী”।

যা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

[النمل: ٨٢]

“যখন তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে যাবে তথা কিয়ামত ঘনিয়ে আসবে তখন আমি (আলামত স্বরূপ) তাদের জন্য যমিন থেকে একটি পশু বের করবো। যা তাদের সাথে এ কথা বলবে যে, মানুষ আমার (আল্লাহ’র) নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী”।

(নাম্‌ল : ৮২)

পশুটি মানুষকে আগুন দিয়ে দাগ দিবে।

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: (কিয়ামতের পূর্বক্ষণে) একটি বিশেষ পশু বের হয়ে মানুষের নাকের ডগায় দাগ দিবে। তবে এ জাতীয় লোক অন্যদের সাথে মিশে যাবে। এমনকি কেউ তখন একটি

উট কিনলে যখন তাকে বলা হবে: উটটি কার থেকে কিনেছো? তখন সে বলবে: একজন দাগ দেয়া লোক থেকে। (আহমাদ ৫/২৬৮ মাজমাউযযাওয়ায়িদ: ৮/১৪)

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় যা নিম্নরূপ:

পশুটির দাগ দেয়ার ধরন কী? তা কী স্থায়ী হবে?

এদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও কি দাগটি বিদ্যমান থাকবে?

পশুটি যখন মানুষকে দাগ দিবে তখন সত্য-মিথ্যা ও মু'মিন-কাফিরের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এরপর আর কী ঘটবে?

মানুষ একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এমনকি তাদের এক জন অন্য জনকে এ বলে ডাক দিবে: হে মু'মিন! হে কাফির!

পরিশেষে যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত কায়িম করার ইচ্ছা পোষণ করবেন তখন তিনি এমন এক ধরনের পবিত্র বায়ু প্রবাহিত করবেন যা মু'মিনদের দ্রুত মৃত্যু ঘটাবে। কারণ, কিয়ামত একমাত্র নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের উপরই কায়িম হবে। তাই মু'মিনগণ কিয়ামতের ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আর আতঙ্কিত হবেন না।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: একদা আমার উম্মতের মাঝে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। সে চল্লিশ দিন, মাস কিংবা বছর অবস্থান করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام কে পাঠাবেন। যাঁকে দেখতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিশিষ্ট সাহাবী উরওয়াহ বিন মাস'ঊদের মতো। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর মানুষ সাত বছর যাবত এমনভাবে দুনিয়াতে অবস্থান করবে যেন কোন দু' জনের মাঝে বিন্দুমাত্রও শত্রুতা নেই। এরপর আল্লাহ তা'আলা শাম এলাকার দিক থেকে এমন একটি ঠাণ্ডা বায়ু পাঠাবেন যা দুনিয়ার বুকে যে

মানুষের মাঝে সামান্যটুকু অণু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান রয়েছে তাকে মেরে ফেলবে। তোমাদের কেউ তখন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেও সেখানে উক্ত বায়ু প্রবেশ করে তাকে মেরে ফেলবে। অতঃপর তখন দুনিয়ায় শুধুমাত্র নিকৃষ্ট মানুষরাই বসবাস করবে। যারা পাখীর দ্রুত উড়ে যাওয়ার গতিতে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হবে। তারা ভালো-খারাপ কিছুই চিনবে না। তখন শয়তান যে কোন মানুষের ছবি ধারণ করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বলবে: তোমরা কি আমার কথা শুনবে না? তারা বলবে: আরে তুমি আদেশ করো। কী করতে হবে বলো। তখন সে তাদেরকে মূর্তি পূজার আদেশ করবে। তখন তারা তা মেনে নিবে। এমতাবস্থায় তাদের নিকট বিপুল পরিমাণে রিযিক আসবে। তারা সুন্দর জীবন যাপন করবে। অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। শিঙ্গার আওয়াজ কানে আসতেই তারা তা ঘাড় কাত করে কিংবা উপরে উঠিয়ে তথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি আওয়াজটি শুনবে সে মূলতঃ তার উটের পানি খাওয়ার হউজটি ঠিক করতে থাকবে। এমতাবস্থায় সে চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে অন্যান্য মানুষরাও। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪০)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيْحاً مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيْرِ، فَلاَ تَدَعُ أَحَداً فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ أَوْ قَالَ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইয়েমেনের দিক থেকে এমন একটি বায়ু পাঠাবেন যা সিল্কের কাপড়ের চেয়েও মসৃণ। সে বায়ু যার অন্তরে সরিষা কিংবা অনু পরিমাণও ঈমান থাকবে তাকে মেরে ফেলবে”। (মুসলিম, হাদীস ১১৭)

এরপর শুধুমাত্র দুনিয়ার নিকৃষ্ট মানুষরাই বেঁচে থাকবে। আর তাদের উপরই কিয়ামত কায়িম হবে।

কিয়ামতের আলামতগুলোর একটি যা ছোট-বড় সবাই দেখবে তা হলো আকাশের স্বাভাবিক গতিবিধির হঠাৎ পরিবর্তন। আর তা এভাবে হবে যে, একদা এক ভোর ভেলায় মানুষ যখন সূর্যের নিয়মিত উঠার জায়গা তথা পূর্ব দিক থেকে উঠার অপেক্ষায় থাকবে যা তার সৃষ্টির শুরু থেকেই তার অভ্যাস তখন হঠাৎ দেখা যাবে সূর্য তার অস্ত যাওয়ার দিক তথা পশ্চিম দিক থেকেই উঠছে। আর তখনই তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

যে আয়াতে একদা সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠার বর্ণনা রয়েছেঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]

"তারা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, তাদের নিকট ফিরিশতারা আসবে অথবা তোমার প্রভু স্বয়ং আসবেন কিংবা তোমার প্রভুর কিছু নিদর্শন আসবে? আর তখনই তারা ঈমান আনবে। যে দিন তোমার প্রভুর কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে সে দিন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি সে ইতিপূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন না করে থাকে। বলো: তোমরা কুফরীর পরিণামের অপেক্ষায় থাকো। আর আমরা নিজেদের পুরস্কার প্রাপ্তি ও তোমাদের পরিণাম দেখার অপেক্ষায় থাকলাম"। (আনআম : ১৫৮)

একদা সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠার হাদীস সমূহ:

১. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ

"তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি না সে ইতিপূর্বে ঈমান এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে থাকে। নিদর্শনগুলো হলো: সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠা, দাজ্জাল ও যমিন থেকে উঠা একটি বিশেষ পশু"। (মুসলিম, হাদীস ১৫৮)

সে সময় তাওবার দরজা বন্ধ হওয়ার রহস্য হলো: ঈমান মূলতঃ বেশির ভাগই অদৃশ্যে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। আর সূর্য যখন তার অস্ত যাওয়ার দিক থেকে উদিত হবে তখন ঈমানটুকু তো শুধু চোখে দেখা তথা প্রকাশ্য বস্তুর উপরই হবে। অদৃশ্যের উপর নয়। তখন তার এ ঈমান ফিরআউনের ঈমানের ন্যায়ই হবে যখন সে নদীতে ডুবে যাচ্ছিলো।

২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوْا أَجْمَعُوْنَ، فَذَلِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ،

وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِيْ فِيْهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيْهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সবাই (খাঁটি) ঈমান আনবে। তবে সে দিন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি না সে ইতিপূর্বে ঈমান এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে থাকে। অবশ্যই কিয়ামত এমতাবস্থায় কায়িম হবে যখন দু' ব্যক্তি তাদের মাঝে বেচা-কেনার উদ্দেশ্যে কাপড়টুকু খুলে রাখবে; অথচ তা আর বেচা-কেনা হবে না। না তা আর কখনো গোছানো হবে। অবশ্যই কিয়ামত কায়িম হবে এমতাবস্থায় যখন জনৈক ব্যক্তি নিজ উটের দুধ দোহন করে ফিরবে; অথচ তা আর তার পান করা হবে না। অবশ্যই কিয়ামত কায়িম হবে এমতাবস্থায় যখন জনৈক ব্যক্তি তার উটের পানি পান করার হউজটি ঠিক করবে; অথচ সে আর তা থেকে তার উটকে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত কায়িম হবে এমতাবস্থায় যখন জনৈক ব্যক্তি তার খাবারের লোকমাটুকু নিজ মুখের দিকে উঠাবে; অথচ তা আর তার খাওয়া হবে না।

(বুখারী, হাদীস ৬৫০৬ মুসলিম, হাদীস ১৫৭)

৩. আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা বললেন: তোমরা কি জানো এ সূর্যটি একদা কোথায় যায়? সাহাবীগণ বললেন: আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন: সূর্যটি যেতে যেতে আরশের নিচে তার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। সে সিজদায় পড়ে থাকে যতক্ষণ না তাকে বলা হয়: উঠো। যে দিক দিয়ে এসেছো সে দিক দিয়েই চলে যাও। তখন সে সকাল বেলায় পূর্ব দিক থেকেই পুনরায় উঠে। অতঃপর আবারো সূর্যটি যেতে যেতে আরশের নিচে তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। সে সিজদায় পড়ে থাকে যতক্ষণ না তাকে বলা হয়: উঠো। যে দিক দিয়ে এসেছো সে দিক দিয়েই চলে যাও। তখন সে সকাল বেলায় পূর্ব দিক থেকেই পুনরায় উঠে। মানুষ তাতে কোন ব্যতিক্রম দেখতে পায় না। এ ভাবেই সে একদা আরশের নিচে তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সিজদায় পড়ে যাবে। তখন তাকে বলা হবে: উঠো। এবার পশ্চিম দিক থেকে উদিত হও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে বললেন: তোমরা কি জানো সে সময়টি কখন? সে সময়টি তখন যখন কারোর ঈমান তার কোন ফায়দায় আসবে না যদি না

সে ইতিপূর্বে ঈমান এনে থাকে অথবা ঈমান আনার পর কোন নেক আমল সম্পাদন করে থাকে। (বুখারী, হাদীস ৩১৯৯, ৭৪২৪ মুসলিম, হাদীস ১৫৯)

৪. আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে একটি হাদীস মুখস্থ করেছি যা আমি এখনো ভুলিনি। আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوْجًا: طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيْبًا

"সর্ব প্রথম (কিয়ামতের) যে নিদর্শনটি দেখা যাবে তা হলো: পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা এবং সূর্যের রোদ প্রখর হওয়ার সময় মানুষের মাঝে একটি বিশেষ পশু বের হওয়া। এ দু'টোর যেটিই প্রথমে বের হবে তার পরপরই অন্যটিও অতি সত্বরই বের হয়ে আসবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪১ আহমাদ, হাদীস ৬৮৮১)

কেউ বলতে পারেন, উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের সর্ব প্রথম নিদর্শন হলো সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠা এবং সূর্যের রোদ প্রখর হওয়ার সময় মানুষের মাঝে একটি বিশেষ পশু বের হওয়া। এ দিকে অন্য আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের সর্ব প্রথম নিদর্শন হলো দাজ্জাল অথবা মাহদী। তা হলে উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় কীভাবে করা সম্ভব?

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এ সম্পর্কীয় সকল হাদীস একত্রিত করলে যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বুঝা যায় তা হলো: দাজ্জালের আবির্ভাব সর্ব প্রথম বড় নিদর্শন যা দুনিয়ার সকল মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাবে। যার পরিসমাপ্তি ঘটবে ঈসা বিন মারইয়াম عليه السلام এর মৃত্যুর মাধ্যমে। আর সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্য উঠা সর্ব প্রথম বড় নিদর্শন যা আকাশের পরিবর্তন ঘটাবে। যা শেষ হবে কিয়ামত কায়িম হলেই। সম্ভবতঃ বিশেষ পশুটির আবির্ভাবও সে দিনই ঘটবে যে দিন সূর্য তার অস্তের দিক থেকেই উঠবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ এর নিকট থেকে একটি হাদীস মুখস্থ করেছি যা আমি এখনো ভুলিনি। আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوْجًا: طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيْبًا

"সর্ব প্রথম (কিয়ামতের) যে নিদর্শনটি দেখা যাবে তা হলো: পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা এবং সূর্যের রোদ প্রখর হওয়ার সময় মানুষের মাঝে একটি বিশেষ পশু বের হওয়া। এ দু'টোর যেটিই প্রথমে বের হবে তার পরপরই অন্যটিও অতি সত্বরই বের হয়ে আসবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪১ আহমাদ, হাদীস ৬৮৮১)

দ্রুত আমল করার আদেশ:

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

بَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ

"তোমরা অতি তাড়াতাড়ি নেক আমল করো ছয়টি নিদর্শন আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই। সেগুলো হলো: পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, তোমাদের কারোর মৃত্যু অথবা কিয়ামত"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪৭)

ইতিপূর্বে এ হাদীসের কিছু ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে।

যে আগুন একদা মানুষকে হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিবে

কিয়ামতের সর্ব শেষ আলামত হলো এমন একটি আগুন যা ইয়েমেন থেকে বের হয়ে সকল মানুষকে হাঁকিয়ে 'হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। আর 'হাশরের মাঠটি হলো পরিষ্কার রুটির ন্যায় সাদা সমতল ভূমি।

এ বিষয়ে যা জানা একান্ত দরকার তা হলো:

এ আগুনের ধরন কী?

কীভাবে তা বের হবে?

তা কোথায় থেকে বের হবে?

এরপর আর কী ঘটবে?

উক্ত আগুন সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস:

১. হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ،

وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বড়ো বড়ো আলামত অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন: ধোঁয়া, দাজ্জাল, একটি বিশেষ পশু, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, ঈসা عليه السلام এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মা'জূজ, তিন প্রকারের ভূমি ধস: পূর্ব দিকে ভূমি ধস, পশ্চিম দিকে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস। সর্বশেষ নিদর্শনটি হলো ইয়েমেনের আগুন যা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯০১)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

... وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدْنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ

"সর্বশেষে আদানের গভীর অঞ্চল থেকে এক ধরনের আগুন বের হবে যা মানুষকে ('হাশরের ময়দানের দিকে) তাড়িয়ে নিবে। (মুসলিম, হাদীস ২৯০১)

২. আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

سَتَخْرُجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ، قَالُوْا: فَبِمَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ

"অচিরেই কিয়ামতের পূর্বে হাযরামাউত সাগর অথবা হাযরামাউত থেকে এক ধরনের আগুন বের হবে যা মানুষকে ('হাশরের মাঠে) একত্রিত করবে। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনি তখন আমাদেরকে কী করার আদেশ করছেন? তিনি বলেন: তোমরা তখন শাম এলাকায় অবস্থান করবে"।

(আহমাদ ৭/১৩৩ তিরমিযী/তুহফাহ ৬/৪৬৩-৪৬৪)

৩. আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট আল্লাহ'র রাসূলের মদীনায় আগমনের খবর পৌঁছুলো তখন তিনি দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন: আমি আপনাকে এমন তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো যা একমাত্র এক জন নবী ছাড়া আর কেউই জানেন না। সেগুলো হলো: কিয়ামতের সর্ব প্রথম আলামত কোনটি? জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কী? কী কারণে একটি সন্তান তার পিতার গঠন ধারণ করে? আর কী কারণেই বা একটি সন্তান তার মামাদের গঠন ধারণ করে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইতিমধ্যেই জিব্রীল عليه السلام আমাকে এ ব্যাপারে

সংবাদ দিয়েছেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: ইনিই তো ফিরিশতাদের মধ্যকার ইহুদিদের বড় শত্রু। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَىٰ الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوْتِ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِيْ الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

"সর্ব প্রথম কিয়ামতের আলামত হলো এক ধরনের আগুন যা মানুষকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে হাঁকিয়ে নিবে। আর জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হবে মাছের কলিজার বাড়তি অংশ। উপরন্তু সন্তানের মাঝে মাতা-পিতার গঠন পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ হলো: এক জন পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন পুরুষের বীর্য যদি মহিলার বীর্যকে অতিক্রম করে তা হলে সন্তান তার পিতার গঠনই ধারণ করে। আর যদি মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যকে অতিক্রম করে তা হলে সন্তান তার মায়ের তথা মামাদের গঠনই ধারণ করে। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ'র রাসূল। (বুখারী, হাদীস ৪৪৮০)

ইতিপূর্বে আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিব্রীল (عليه السلام) এর নাম শুনে বললেন: আরে ইনিই তো ফিরিশতাদের মধ্যকার ইহুদিদের বড় শত্রু। কারণ, একদা ইহুদিরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো: আমরা জানি যে, প্রত্যেক নবীর নিকটই এক জন ফিরিশতা ঐশী বাণী নিয়ে আসেন। আপনি বলুন তো আপনার নিকট কোন ফিরিশতা আল্লাহ'র বাণী নিয়ে আসেন? তিনি বললেন: জিব্রীল (عليه السلام)। ইহুদিরা বললো: আরে ইনিই তো সে জিব্রীল যিনি মানুষের নিকট শাস্তি, যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড নিয়ে আসেন। ইনিই তো আমাদের একান্ত শত্রু। আপনি যদি বলতেন: মীকাঈল (عليه السلام) যিনি মানুষের নিকট রহমত, ফসল ও বৃষ্টি নিয়ে আসেন তা হলে আমরা আপনার কথা মেনে নিতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٩٨﴾ ﴾ [البقرة: ٩٧ – ٩٨]

"বলো। যে ব্যক্তি জিব্রীলের শত্রু হয়েছে তাতে তারই ক্ষতি। কারণ, সে তো আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তোমার অন্তরে কোরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছে। যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং তাতে রয়েছে ঈমানদারদের জন্য পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, রাসূল এবং জিব্রীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে তার জানা উচিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শত্রু। (বাক্বারাহ: ৯৭-৯৮)

এখন প্রশ্ন হলো: ইতিপূর্বে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوْجًا: طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَىٰ النَّاسِ ضُحًىٰ، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيْبًا

"সর্ব প্রথম (কিয়ামতের) যে নিদর্শনটি দেখা যাবে তা হলো: পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা এবং সূর্যের রোদ প্রখর হওয়ার সময় মানুষের মাঝে একটি বিশেষ পশু বের হওয়া। এ দু'টোর যেটিই প্রথমে বের হবে তার পরপরই অন্যটিও অতি সত্বরই বের হয়ে আসবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৪১ আহমাদ, হাদীস ৬৮৮১)

এ দিকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, সর্ব প্রথম কিয়ামতের আলামত হলো এক ধরনের আগুন যা মানুষকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে হাঁকিয়ে নিবে। অতএব এ দু'য়ের মাঝে সমন্বয় কীভাবে সম্ভব?

উত্তরে বলা যেতে পারে, আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে কিয়ামতের আলামত বলতে কিয়ামত কায়িম হওয়ার আলামতকে বুঝানো হয়েছে। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত নয়। বুখারীতে তাঁর আরেকটি বর্ণনা এ কথার সত্যতাই প্রমাণ করে। সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়, কিয়ামতের শুরুটা কী দিয়ে? তথা কিয়ামত কায়িমের প্রথম ঘটনাটি কী?

বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, উক্ত আগুন যা সবাইকে 'হাশরের মাঠে একত্রিত করবে তা সে আগুন নয় যা একদা হিজায এলাকায় দেখা গিয়েছিলো। যার আলোতে একদা বুস্‌রা এলাকার উটের গলা দেখা গিয়েছিলো। কারণ, এটি সপ্তম হিজরী শতাব্দীতেই দেখা গিয়েছে। যাকে কিয়ামতের একটি ছোট আলামত বলেই ধরে নেয়া হয়।

উক্ত আগুন মানুষকে হাঁকিয়ে নেয়ার ধরন-প্রকৃতি:

১. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: তিনভাবে মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে: তার মধ্যে এক জাতীয় মানুষ হবে যারা হাশরের মাঠে একত্রিত হতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে। আরেক জাতীয় মানুষ হবে যারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার জন্য অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তারা পালাক্রমে দু', তিন, চার এমনকি দশজন করে একটি উঠের পিঠে চড়েও হাশরের মাঠে একত্রিত হবে। আর বাকিদেরকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। উক্ত আগুন তাদের সাথেই দুপুর বেলায় বিশ্রাম নিবে এবং তাদের সাথেই রাত্রি যাপন করবে। এমনকি তাদের সাথেই সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় উপনীত হবে।

(বুখারী, হাদীস ৬৫২২ মুসলিম, হাদীস ২৮৬১)

মানে, এ আগুনের উদ্দেশ্য মানুষকে পুড়িয়ে মারা নয়। বরং আগুনটি দুনিয়ার সকলকেই শাম এলাকার 'হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। যখন মানুষগুলো হাটতে হাটতে ক্লান্ত হয়ে কোথাও বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য অবস্থান করবে তখন আগুনটিও সেখানে থেমে যাবে। যখন তারা ঘুম থেকে উঠবে তখন আবারো আগুনটি তাদেরকে 'হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে যখন তারা রাত্রি যাপন করবে তখনও আগুনটি তাদের সাথেই রাত্রি যাপন করবে। আবার যখন তারা ভোরে উঠে রওয়ানা করবে তখনও আগুনটি তাদের সাথেই রওয়ানা করবে ও তাদেরকেই হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা শাম এলাকায় পৌঁছে।

২. আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: মানুষকে তিনটি দলে বিভক্ত করে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। তার মধ্যকার একটি দলকে একত্রিত করা হবে খাওয়া-দাওয়া সেরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত তথা পোশাক পরিহিত আরোহী অবস্থায়। আরেকটি দলকে একত্রিত করা হবে হাঁটা ও দৌড়া অবস্থায়। আরেকটি দলকে ফিরিশতাগণ মুখের উপর টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। তখন শ্রোতাদের কেউ বললেন: দু' দলের ব্যাপারটি তো আমরা সহজেই বুঝলাম। তবে ওদের ব্যাপারটিই বা কেমন যাদেরকে হাঁটা ও দৌড়া অবস্থায় একত্রিত করা হবে। তখন তিনি বললেন: মহান আল্লাহ তা'আলা আরোহণ সমূহের উপর এক ধরনের রোগ ছড়িয়ে দিবেন। যার দরুন অধিকাংশ আরোহণই মরে যাবে। তখন পরিস্থিতি এমন হবে যে, যার কাছে একটি আকর্ষণীয় বাগান-বাড়ি রয়েছে সে তার বিনিময়ে একটি কর্মশ্রান্ত দুর্বল বয়স্ক উট খুঁজে বেড়াবে। তবে সে তা খুঁজে পাবে না।

(আহমাদ ৫/১৬৪-১৬৫ নাসায়ী ৪/১১৬-১১৭ হাদীস ২০৮৮ 'হাকিম ৪/৫৬৪)

পরিশিষ্ট

আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করছি যিনি আমাকে এ কিতাবটি শেষ করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট আশা করছি, তিনি যেন এ কিতাব কর্তৃক মানুষকে উপকৃত করেন এবং তা তাঁর নিরেট সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন।

আমি এ বইয়ে অতি সযত্নে কিয়ামতের আলামতগুলোকে নতুন একটি পদ্ধতিতে তথা আকর্ষণীয়ভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যেন পাঠক একই যোগে আনন্দিত ও লাভবান হন। আশা করি আমি তা সার্থকভাবে করতে পেরেছি।

কতোই না সুন্দর ও আনন্দদায়ক হবে, যদি এ বই পড়ে কোন পাঠক বা পাঠিকা কলমখানা হাতে নিয়ে এ বইয়ের ব্যাপারে নিজের যে কোন মতামত, দৃষ্টিকোণ ও সংযোজন লিখে আমার ই-মেইলে কিংবা এস. এম. এস করে পাঠান। তা করলে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো ও তাঁর জন্য তাঁর অজান্তে দোআ করবো।

পরিশেষে আমি সবার জন্য আল্লাহ'র তাওফীক কামনা করছি। আ-মীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচীপত্র

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ